গ্রন্থাবলী-সিরিজ

বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলী

[প্রথম খণ্ড]

মহাকবি

চণ্ডীদাসের পদাবলী

জীবনী ও প্রতিভাবিশ্লেষণী সহ—সমগ্র—সটীক—পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির

১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বসুমতী সাহিত্য মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—২৷৷০ টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত,
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা।

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	জীবনী ও প্রতিভাবিশ্লেষণী —সূচনায়	১—৪৬
২	নায়িকার পূর্ব্বরাগ	১
৩	নায়কের পূর্ব্বরাগ	৭
৪	সখার উক্তি	১১
৫	গোষ্ঠবিহার	২৫
৬	রাই রাখাল	২৬
৭	শ্রীবলরামের রূপ	২৯
৮	প্রৌঢ়ার উক্তি	৩০
৯	শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী	৩০
১০	শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য	৩১
১১	প্রেম-বৈচিত্ত্য	৩৭
১২	রাসলীলা	৪২
১৩	কুঞ্জভঙ্গ	৫১
১৪	রসোদ্গার	৫৩
১৫	অভিসার	৫৪
১৬	নায়ক-সম্বোধনে	৬২
১৭	সখী-সম্বোধনে	৬৪
১৮	বাসকসজ্জা	৯০
১৯	উৎকণ্ঠিতা	৯০
২০	বিপ্রলব্ধা	৯১
২১	খণ্ডিতা	৯২
২২	মান	৯৬
২৩	কলহান্তরিতা	৯৭
২৪	রাধার মান	১১৪
২৫	মানান্তে মিলন	১১৭
২৬	বাঁশরী-শিক্ষা	১২০
২৭	কাকমাল্য মান	১২৫
২৮	কলহান্তরিতা	১২৫
২৯	প্রবাস	১২৬
৩০	মাথুর	১২৯
৩১	ভাবসম্মিলন	১৪০
৩২	রাগাত্মিক পদ	১৪৯
৩৩।	আক্ষেপ	১৬৪
৩৪।	অভিসারিকা	১৬৭
৩৫।	দানলীলা	১৬৯
৩৬।	নৌকাবিলাস	১৮১
৩৭।	বন-বিহার	১৮৪
৩৮।	ধেনু-হরণ	১৮৭
৩৯।	মা যশোদা	১৯৩
৪০।	রাইরাজা	১৯৫
৪১।	যুগল-মিলন	১৯৮
৪২।	নব-নারী কুঞ্জর	২০৩
৪৩।	গো-চারণ	২০৮
৪৪।	অক্রুর-সংবাদ	২১১
৪৫।	শ্রীরাধার স্বপ্নবর্ণন	২১৪
৪৬।	মথুরা-যাত্রা	২১৫
৪৭।	ব্রজবিলাপ	২১৮
৪৮।	সুবল-সংবাদ	২২২
৪৯।	ব্রজনারীর খেদ	২২৭
৫০।	মথুরা-প্রবেশ	২৩৮
৫১।	মথুরাবিলাস	২৪০
৫২।	কুব্জা-মিলন	২৪২
৫৩।	কংসবধ ও পিতৃমিলন	২৪৩
৫৪।	নন্দ-বিলাপ	২৪৫
৫৫।	হরিষে বিষাদ	২৪৮
৫৬।	বর্ণানুক্রমিক পদলহরী	২৫২
৫৭।	চতুর্দ্দশ পদাবলী	২৬৩
৫৮।	বিবিধ	২৭৩
৫৯।	পরিশিষ্ট—	
	(ক) গোষ্ঠবিহার	২৭৯
	(খ) স্বপ্নরসোদ্গার	২৭৯
	(গ) অনুরাগ— সখী-সম্বোধনে	২৮০
	(ঘ) প্রকারান্তর	২৮০
	(ঙ) অপ্রকাশিত পদাবলী	২৮০

চণ্ডীদাস

জীবনী ও প্রতিভাবিশ্লেষণী

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ পরিচয়

বাঙ্গালী কবি কোন একটি কবিতায় ইংলণ্ডের সেক্সপিয়ারকে ভারতের অমর কবি কালিদাসের সহিত তুলনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন,—

"ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।"

মহাকবি চণ্ডীদাসকে লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী অসঙ্কোচে বলিতে পারে,—

"শুধু বাঙ্গালীর নহ, মানবের তুমি।"

চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রেমের জগতে যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া অতুলনীয় গৌরবে ও অম্লান মহিমায় বিরাজিত রহিয়াছে, পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবির কবিতা, কোন রচনা, পদলালিত্যে, ভাষার কোমলতায় ও ঝঙ্কার-মাধুর্য্যে, প্রেম-বৈচিত্র্যের সুপরিস্ফুট চিত্রাঙ্কন-কৌশলে, এবং কামগন্ধহীন অপার্থিব ভাবসম্পদের বিশেষত্বে সেই শীর্ষ স্থানে আসন লাভ করিতে পারিয়াছে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অথচ মহাকবি চণ্ডীদাস যে যুগে, বঙ্গদেশের যেরূপ সামাজিক অবস্থায়, তাঁহার চিরসুন্দর 'নিতুই নব,' অশ্রুতপূর্ব্ব অক্ষয় পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, শতদলবাসিনী জননী বাগীশ্বরীর অশেষ কৃপা ভিন্ন তাহা তাঁহার লেখনী-মুখে প্রকটিত হইয়া যুগ-যুগান্ত কাল তাঁহার স্বদেশবাসী কোটি কোটি ভক্ত, সাধক, রসলিপ্সু পাঠক-পাঠিকা, এবং শ্রোতৃবর্গকে স্বর্গীয় প্রেমের সুরধুনী-স্রোতে অবগাহন করাইতে, প্রেমামৃত পরিবেষণে তাঁহাদের তৃষিত তাপিত চিত্তকে সরস ও পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইত না। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়াছে, কত নূতন যুগ আসিয়া অতীতের অন্ধকার-গর্ভে বিলীন হইয়াছে; দেশের উপর দিয়া কত বার প্রলয়ের ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, রাষ্ট্রীয় অবস্থার ও ব্যবস্থার কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে; শিক্ষা ও সভ্যতার পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালীর রুচি-প্রবৃত্তি, এমন কি, প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু মহাকবি চণ্ডীদাসের মধুচক্র হইতে যে মধু শতধারায় ক্ষরিত হইয়াছে, তাহার চিরমধুর রসাস্বাদন করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসী চিরদিনই সমান তৃপ্তি উপভোগ করিতেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর অবসান কালে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব যে প্রেমামৃত-পরিপূরিত বৈষ্ণব-পদাবলীর অপার্থিব রসাস্বাদন করিয়া জীবনের প্রত্যক্ষলব্ধ ধ্যান ধারণাকে তত্ত্ববস্তুর ন্যায় স্বদেশীয় পাপী তাপী মুমুক্ষু সর্ব্বসাধারণকে সমভাবে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন, যে সুরসঙ্গীতের প্রভাবে প্রেমের বিপুল বন্যায় 'শান্তিপুর ডুবুডুবু' হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে 'নদে (নবদ্বীপ) ভেসে' গিয়াছিল, এবং যাহা শ্রীচৈতন্যদেবের সাধনায় তাঁহার স্বদেশবাসীর হৃদয়ে অমৃতনিস্যন্দিনী মন্দাকিনী ধারার ন্যায় কলপ্রবাহঝঙ্কারে প্রবাহিত হইয়া, তাহাদিগকে এই দুঃখ-দৈন্যপূর্ণ, শোকতাপ ও অশান্তির ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মরজগতে অপার্থিব সুখ ও চির-আকাঙ্ক্ষিত শান্তির অধিকারী করিয়াছিল, তাহাই শত শত বৎসর পরে বিগত উনবিংশতি শতাব্দীর অবসান-কালে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হৃদয় প্রেমভক্তিতে অভিষিক্ত করিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব উদার বিশ্বজনীন ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া—কেবল বঙ্গদেশের নহে, আসমুদ্র-হিমাচল ভারতেরও নহে, সমগ্র সভ্য জগতের ভক্তি-পিপাসু, ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীবর্গের অতৃপ্ত হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন; সমগ্র সভ্য জগৎকে বিস্মিত ও বিমোহিত করিয়া অগণ্য ভক্তের বুভুক্ষু হৃদয় তাঁহার বিশ্ববন্দিত শ্রীচরণ-সরোজে মধুমত্ত মধুকরের ন্যায় আকৃষ্ট করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই ভক্তিরসাপ্লুত, পুণ্যপ্রভা-সমুদ্ভাসিত হৃদয়কে মহাকবি চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রভাব কি পরিমাণে ভাবাভিভূত করিয়াছিল—তাহা প্রেমভক্তিবিহীন, মোহাচ্ছন্ন, মূঢ় আমরা কিরূপে অনুভব করিব? তবে আমরা এটুকু বুঝিতে পারি যে, শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের

অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি—চণ্ডীদাসের সেই চিরমধুর অতুলনীয় পদটি যখন দয়াল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হৃদয়কে ভাবাবেশে সমাধিমগ্ন করিয়াছিল, সুরলোকের সুধাবর্ষী বংশী-ধ্বনিবৎ তখন তিনি শ্রবণ করিলেন,—

'সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই, তারে॥'

তখন এই মধুর সঙ্গীত দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করিয়া, ভগবানের শ্রীচরণে চিরনির্ভরশীল ভক্তের আকুল আত্মনিবেদনবোধেই তিনি ভাবাভিভূত হইয়াছিলেন। এই প্রেম সঙ্কীর্ণ মানবীয় প্রেমের কত উর্দ্ধে বিরাজিত—তাহা তিনি যেমন বুঝিয়াছিলেন, তেমন করিয়া তাহার মধুরতা, আন্তরিকতা, অপার্থিবতা আর কে বুঝিতে পারিবে? যেমন প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মি মহামূল্য শুভ্র-জ্যোতিঃ হীরকখণ্ডে প্রতিফলিত হইলে, তাহা হইতে সপ্তবর্ণের সহস্র জ্যোতিচ্ছটা চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া প্রভা বিকীর্ণ করে—সেই রূপ নান্নুরের এই ভক্ত কবির এক একটি অমূল্য পদের সম্পদ্, মাধুর্য্য, মহিমা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া যে অলৌকিক প্রভা বিস্তার করিত, তাহা তাঁহার কৃপাপ্রার্থী, সংসারদাবদগ্ধ, শরণাগত কত ভক্তের মানস নেত্র হইতে অজ্ঞানান্ধকার অপসারিত করিয়া তাহাদের প্রজ্ঞানেত্র বিকশিত করিয়াছিল, আমাদের ন্যায় মোহাচ্ছন্ন বিশ্বাসহীন, জীবনের যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ধূলি-ধূসরিত সংসারী নরনারী তাহা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে?

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বৈরাগ্য-সমাহিত প্রথম যৌবনে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে পৌরোহিত্যের ভার গ্রহণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলে, যেমন তাহার ফলে ধর্ম্ম-জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, চণ্ডীদাসও সেইরূপ পঞ্চদশ শতাব্দীতে নান্নুর গ্রামে বাশুলী দেবীর মন্দিরে পৌরোহিত্য করিয়া যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার রচিত অমৃতময় পদাবলী কাব্য-জগতে এক নূতন ভাবধারা প্রবাহিত করিয়াছে। চণ্ডীদাস বঙ্গভাষায় রাধাকৃষ্ণের বিরহ, মিলন, অপার্থিব প্রেম-লীলার বর্ণনা দ্বারা যে অপূর্ব্ব সুষমাপূর্ণ সুললিত পদাবলীর হীরকহার গাঁথিয়া বঙ্গভারতীকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার গৌরবে বঙ্গভাষা চিরদিনই গৌরবান্বিত; এবং ইহা বিশ্ব-সাহিত্যে বঙ্গভাষার সমৃদ্ধিরই পরিচয় প্রদান করিবে। তিনি আড়ম্বরবর্জ্জিত প্রাণস্পর্শী সরল ভাষায় স্বর্গীয় প্রেমের যে অতুলনীয় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা এরূপ হৃদয়গ্রাহী, এরূপ রস-মাধুর্য্যপূর্ণ যে, কত লেখক, কবি, ভাবুক ভক্ত তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই অনুকরণে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম ও মিলন-বিরহ-সংক্রান্ত অসংখ্য পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার অনুকৃত বহু পদে তাঁহার নামের ভণিতা পর্য্যন্ত সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য তাঁহার রচিত পদের সহিত অনুকৃত পদগুলির পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। অনেকের ধারণা, একাধিক চণ্ডীদাস নানা ভাবের বহুসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা যথাস্থানে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিব।

এই তর্কের যুগে কোন কোন প্রসিদ্ধ কবির জন্মস্থান কোথায়, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা লক্ষিত হইতেছে। য়ুরোপের মহাকবি হোমারের জন্মস্থান কোথায়—ইহা লইয়া য়ুরোপীয় বিদ্বজ্জনসমাজে বহুদিন পূর্ব্বে যে তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইয়াছিল, এখনও তাহার শেষ হয় নাই। এক এক দল তাঁহাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে যে প্রমাণ উপস্থাপিত করেন, অন্য দল তাহার প্রতিবাদে অন্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া তাহা খণ্ডনের চেষ্টা করেন। ইহাতে বাক্‌বিতণ্ডা ক্রমেই বাড়িয়া যায়, এবং সংশয়ের তিমিরে সত্য আচ্ছাদিত হয়। মহাকবি কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন কি না এবং তাঁহার বাসস্থান কোথায় ছিল—এই তত্ত্ব নিরূপণের জন্য এ দেশের এক দল ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এবং প্রত্নতাত্ত্বিক যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

মহাকবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান এবং তাঁহার সাধনার পীঠস্থল কোথায় ছিল—এ সম্বন্ধেও তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে। আমরা চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি এবং সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি যে, নান্নুর গ্রামেই চণ্ডীদাসের জন্ম ও পীঠস্থান। ইহা বীরভূম জেলার সাকুলিপুর থানার অন্তর্গত ছিল। আমার শিক্ষাগুরু স্বর্গীয় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের স্কুলের হেড-মাষ্টারী ছাড়িয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন; পরে তিনি যোগ্যতা-বলে

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিলেন। তিনি যখন রাণাঘাট মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়ায় মহাকবির স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন; আবার যখন তিনি বীরভূমের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় সাকুলিপুর থানার পরিবর্ত্তে নান্নুরে থানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মহাকবি চণ্ডীদাসের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধাই ইহার কারণ। বস্তুতঃ, নান্নুরই চণ্ডীদাসের বহুকালস্বীকৃত জন্মভূমি ও সাধনাস্থল হইলেও সুপণ্ডিত শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় কতকগুলি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া নান্নুরকে উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন; এবং কোন কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার এই নূতন মতের সমর্থন করিতেছেন। যোগেশ বাবু সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছেন, রেজেষ্ট্রী আফিসের দলিল-পত্রাদিতে ৫০।৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে 'নান্নুর' নামক কোন গ্রামের নাম নাই; 'নান্নুর' ও নানোর নাম আছে। কিন্তু নান্নুর কি শুদ্ধ ভাষায় 'নান্নর' হইতে পারে না? 'হরিরামপুর' 'হরেমপুর' হইতে পারে, 'শ্রীরামপুর' 'ছিরামপুর' হইতে পারে, 'চক্রদহ' 'চাকদা' হইতে পারে, এমন কি 'সুবর্ণগ্রাম' 'সোণারগাঁ'এ রূপান্তরিত হইলে যদি দোষ না হয়, তাহা হইলে নান্নুরের অপরাধ কি?—কাহারও কাহারও ধারণা, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতনা গ্রামে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে নান্নুরে আসিয়া বিশালাক্ষীর মন্দিরে সিদ্ধ হন। এমন কি, ছাতনার বাসলীর পূজক, চণ্ডীদাসের অগ্রজ দেবীদাসের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া এই নূতন মতের সমর্থনে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের জন্মভূমি কোথায়, এই প্রশ্ন লইয়া কিছু দিন বাঙ্গালা মাসিকে বাদানুবাদ চলিয়াছিল; এই উপলক্ষে কোন কোন লেখক প্রতিদ্বন্দ্বীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত পদাবলীতেই যখন একাধিক চণ্ডীদাসের উল্লেখ দেখিতে পাই, এবং রচনা-প্রণালীও যখন স্বতন্ত্র, তখন নান্নুরের চণ্ডীদাসকেই অমর পদকর্ত্তা মহাকবি চণ্ডীদাস বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তির কোন কারণ আছে কি? বাসলী দেবী অনেক স্থলেই প্রতিষ্ঠিতা আছেন, এবং অন্য কোন চণ্ডীদাস অন্য কোন বাসলীকে উপাস্য দেবী মনে করিয়া তাঁহার পূজার্চ্চনায় রত থাকিলে, নান্নুরের মহাকবি চণ্ডীদাসকে অস্বীকার করিবার সঙ্গত কোন কারণ দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিতেছি।

মহাকবি চণ্ডীদাস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবিষয়েও মতভেদ লক্ষিত হয়। কেহ বলেন, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে; কেহ বলেন, তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু সেই সময় বীরভূমের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার ইতিহাস অধিকাংশই কিংবদন্তীমূলক ও কুজ্ঝটিকাজালে সমাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বীরভূমের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সংগৃহীত হয় নাই, এবং সেই সময় বীরভূম কাহার শাসনাধীনে ছিল, তাহাও জানিতে পারা যায় নাই; তবে চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে সেই সময়ের সামাজিক আচার-ব্যবহার-সংক্রান্ত কোন কোন তথ্য জানিতে পারা যায়।

চণ্ডীদাসের পিতা-মাতার নাম তাঁহার রচিত কোনও পদ হইতে জানিতে পারা যায় না; তবে তাঁহার জীবন-চরিত সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পিতার নাম ভবানীচরণ, এবং মাতার নাম ভৈরবী; কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় বাঁকুড়ার ছাতনাকে চণ্ডীদাসের জন্মভূমি বলিয়া মত প্রকাশ করিবার পর সুলেখক শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ প্রমাণ-প্রয়োগে তাঁহার সংশয়াচ্ছন্ন মতের সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, চণ্ডীদাসের পিতার নাম নিত্যনিরঞ্জন, তিনি ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ; মাতার নাম বিন্ধ্যবাসিনী। ছাতনার বাসলীর মহিমা-সূচক যে সকল পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে বুঝিব, ছাতনার বাসলীই চণ্ডীদাসের আরাধ্যা বাগীশ্বরী বিশালাক্ষী—যে বাশুলীর আদেশে তিনি পদরচনা করিয়াছেন? চণ্ডীদাসের জন্ম কোন্ সালে, তাহা কেহই নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই; তবে সুপণ্ডিত যোগেশ বাবু বলেন, চণ্ডীদাসের জন্ম ১২৭৫ শকে ধরা যাইতে পারে। যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, চণ্ডীদাসের পিতার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। তিনি গ্রাম্য দেবী বিশালাক্ষী বা বাশুলীর পূজারী ছিলেন। নান্নুর গ্রামের সেই বিশালাক্ষীর প্রাচীন মন্দির এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

বাল্যকালে চণ্ডীদাসের পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার চিরমধুর, সরল, ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ পদাবলী পাঠ করিলে মনে হয়, প্রচলিত বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে এবং পুরাণাদি গ্রন্থে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে নিঃসম্বল হইতে হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার রচনা হইতেই জানিতে পারি, গ্রামে তাঁহার প্রতিপত্তিশালী আত্মীয়-স্বজন ছিলেন। সম্ভবতঃ, তাঁহারা এই পিতৃ-মাতৃহীন বালকের ভার গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন অর্থকষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই। উপনয়নের পর গ্রামবাসীদের অনুগ্রহে তিনি বিশালাক্ষীর পূজারী নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর হইয়াছিল। তিনি অল্প বয়সেই কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দেবীর পূজার্চ্চনা করিতেন, স্বহস্তে ভোগ রাঁধিয়া স্বয়ং প্রসাদ বিতরণ করিতেন। শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বলেন, তিনি বিবাহিত হইয়াছিলেন, নিঃস্বও ছিলেন না; কারণ, কবি বাশুলীকে বলিয়াছিলেন, "ধনজন দারা সোঁপিনু তোরে।" সুতরাং 'দারা' ছিল। কিন্তু মহাকবির রচিত কোনও পদে তাঁহার স্ত্রী-সংক্রান্ত কোনও কথার উল্লেখ নাই। যাহা হউক, চণ্ডীদাসকে অধিক দিন ঐ সকল অসুবিধা সহ্য করিতে হয় নাই; কিছু দিন পরে তিনি বাশুলী দেবীর মন্দিরে একটি পরিচারিকার সহায়তা লাভ করিলেন। নান্নুরের প্রায় তিন ক্রোশ দূরে তেহাই নামক একখানি গ্রাম ছিল; জনরবে প্রকাশ, সেই গ্রামবাসিনী রজকনন্দিনী রামমণি বা রামী ধোপানী এক দিন বাশুলী মন্দিরে উপস্থিত হইয়া চণ্ডীদাসের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রামীর তখন প্রথম যৌবন। সে দেবী-মন্দিরের মার্জ্জন-ভার পাইল। মন্দিরেই সে প্রসাদ পাইত। কেহ কেহ বলেন, রামী সেখানে কাপড় কাচিতে আসিত, চণ্ডীদাস সেই জলাশয়ের কূলে বসিয়া ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেন। এই উপলক্ষে চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ও মিলন হইয়াছিল। এইরূপে চণ্ডীদাসের প্রেমপাশে বন্দী হইয়া, সে জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই অনুরোধে মন্দিরের মার্জ্জন-ভার গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র বলিয়া মনে হয়; কারণ, তেহাই রামীর বাসগ্রাম হইলে, সে তিন ক্রোশ দূর হইতে প্রত্যহ নান্নুরে কাপড় কাচিতে আসিত, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন; তবে সে চণ্ডীদাসের প্রীতি লাভ করিয়াছিল, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রামী-সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যের আলোচনা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধন-পথে

রামী রূপবতী ছিল। চণ্ডীদাস রামীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইলেন। রজকিনীর প্রেমে ব্রাহ্মণ যুবক—দেবীর পূজারী—আত্মসমর্পণ করিলেন; ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। প্রেম জাতিকুল বিচার করে না; এই জন্যই বোধ হয় য়ুরোপের পুরাণকার প্রণয়ের দেবতা কিউপিডকে অন্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের ও রামীর প্রেমে বিশেষত্ব ছিল; কোন কবির ভাষায় সেই প্রেম—

"লালসার জ্বালাহীন, নির্ম্মল নিষ্কাম
প্রেম—আত্মশুদ্ধি, তৃপ্তি, চিত্তের বিশ্রাম।"

চণ্ডীদাসও রামীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"তুমি রজকিনী, আমার রমণী,
তুমি হও মাতৃ-পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারই ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি গো গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্ব্বত
তুমি গো নয়নের তারা॥"

সুতরাং বলিতে হয়, রজকিনীর প্রতি চণ্ডীদাসের এই আকর্ষণ এক অপূর্ব্ব বস্তু; মনে হয়, দেহের ক্ষুধার সহিত এই মিলনের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। এই প্রেমে চণ্ডীদাসের সহজ সাধনা নির্ভর করিতেছিল। কেহ কেহ রামী রজকিনীর ও চণ্ডীদাসের এই মিলন কিংবদন্তী-মূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু যেমন রামকে বাদ দিয়া রামায়ণ হয় না, সেইরূপ রামীকে উড়াইয়া দিলে চণ্ডীদাসের রচিত পদাবলী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

চণ্ডীদাসের অমৃতবর্ষী রচনা-নির্ঝরে রামীই রসসঞ্চার করিয়াছিল। চণ্ডীদাসের রচনায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যে অপূর্ব্ব স্ফুরণ, বিকাশ ও পরিণতি, রামীর প্রতি চণ্ডীদাসের প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভই তাহার কারণ। রামীর মধুর প্রেমের আস্বাদন লাভ করিয়াই তিনি শ্রীরাধিকার প্রেমকে এমন সরল, সুন্দর, স্বাভাবিক ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একাত্মতাতেই প্রেমের সার্থকতা। রামমণির প্রেম চণ্ডীদাসকে সেই সার্থকতা দান করিয়াছিল। আমরা চণ্ডীদাসের পদেই এই অপার্থিব নিঃস্বার্থ প্রেমের বিশেষত্বের পরিচয় পাই,—

"এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনে মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥

* * *

কুসুমে মধুপ কহি সে নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুঁহু সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাই চণ্ডীদাস কহে॥"

সত্যই, ত্রিভুবনে এই প্রেমের তুলনা নাই; এখানে দেহের সম্বন্ধ তিরোহিত। কিন্তু সংসারের লোক এ সকল বিচার করে না; সকলে চণ্ডীদাসকে কলঙ্কী বলিয়া নিন্দা করিলে, চণ্ডীদাস রামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোক
তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥"

ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার প্রেমের অভিব্যক্তি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না; সুতরাং রামীর প্রতি নিষ্কাম প্রেম চণ্ডীদাসের হৃদয়-শতদল বিকসিত করিয়া সেখানে বীণাপাণির আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, এবং মহাকবি জননী বাণীর আশীর্ব্বাদে স্বরচিত চির-মধুর পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যে মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার মাধুর্য্য ও গৌরব কেবল যে বঙ্গসাহিত্যের সুবিপুল স্থায়ী সম্পদরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে, এরূপ নহে; বিশ্বের সাহিত্যে অভিনন্দিত হইয়া তাহা অপূর্ব্ব শোভায় চিরবিরাজিত রহিবে। তাহা অপার্থিব ও অবিনশ্বর।

আদি-কবি বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর সকল মহাকবিই মহাকাব্য-রচনার প্রাক্কালে স্ব স্ব আরাধ্যা দেবীর আরাধনা দ্বারা কবিত্বের উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন। চণ্ডীদাসও নিদ্রাবস্থায় বাঁকুড়ার শালতোড়া গ্রামের গ্রাম্যদেবী নিত্যার সহচরী বাশুলীর নিকট 'সহজ' ভাবের প্রেম প্রচারের আদেশ লাভ করিয়াছিলেন। এই 'সহজ' ভাবটি কি, তাহা চণ্ডীদাস তাঁহার কবিতায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। চণ্ডীদাসের রচিত এই সকল কবিতা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, তিনি তৎকাল-প্রচলিত বৌদ্ধ 'সহজ' মতের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্যতম অনুষ্ঠান সহজিয়া-মতের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, এবং তাহার দুই শতাব্দী পরেও বঙ্গভূমি হইতে তাহা বিলুপ্ত হয় নাই; সুতরাং চণ্ডীদাস সময়ের প্রভাবে সহজিয়া-মতের উপাসক হইয়াছিলেন—ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। সহজ-যান বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই একটি শাখা; কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্যান্য শাখার ন্যায় ইহাতে কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয় না। কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক বিধি-ব্যবস্থা ও নিয়মাদি হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইলে সহজ-যানের সাধনাদির বিভিন্ন প্রণালী সম্ভবতঃ কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তরিত ভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মে গৃহীত হইয়াছিল; এবং সহজ-ভজন স্বকীয়া ও পরকীয়া এই দুই প্রণালীতে বৈষ্ণব-সমাজে অনুষ্ঠিত হইতেছিল।

সহজ-ভজনে পরকীয়া-প্রণালীই উভয়ের মধ্যে অধিকতর সমাদৃত হইয়াছিল। চণ্ডীদাস এই পরকীয়া-সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার এই পরকীয়া-সাধনায় কামগন্ধ ছিল না। চণ্ডীদাস বাশুলীর আদেশেই রজকিনী রামীকে বলিয়াছিলেন,—

"এক নিবেদন করি পুনঃ পুন
শুন রজকিনী রামী।
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি॥

রজকিনীরূপ কিশোরী-স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায়।"

কথিত আছে, চণ্ডীদাস সহজ-মার্গে এই পরকীয়া-সাধনের জন্য রামীর সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোথায় তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের দীক্ষাগুরু কে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকিলে সমাজের কঠোর শাসন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই কেন? এই জন্যই মনে হয়, তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের কাহিনী অমূলক; তাঁহার পদাবলীতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাধুর্য্য, বিশেষত্ব ও প্রভাবই সম্ভবতঃ এই জনরবের উৎপত্তির কারণ। তিনি কোন্ প্রেমের প্রেমিক, তাঁহার প্রেমের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, গ্রামের লোক, সমাজের নায়কেরা বুঝিতে পারিল না। সমাজের শিরোমণিরা কেবল তাঁহার কলঙ্ক রটাইয়াই ক্ষান্ত হইল না। সে কালে সমাজশাসনে সমাজ-পতিদের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। ব্রাহ্মণনন্দন, দেবমন্দিরের পুরোহিত চণ্ডীদাস একটা অস্পৃশ্যা রজকিনীর প্রেমে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, লোক-লজ্জা কলঙ্ক-ভয় ত্যাগ করিয়াছেন, সমাজের সম্মান নষ্ট করিয়াছেন, আচারনষ্ট হইয়াছেন, এই অপরাধে তিনি বিশালাক্ষীর সেবায় বঞ্চিত হইলেন। তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হইল। কিন্তু তিনি এই নির্য্যাতনে কাতর হইলেন না; লোকনিন্দায়—কলঙ্ক রটনায় তাঁহার প্রেমিক হৃদয় বিচলিত হইল না। তিনি বিশালাক্ষীর মন্দির হইতে বিতাড়িত হইলেও, তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন প্রেম-সাধন ত্যাগ করিলেন না। তিনি অসঙ্কোচে রামী ধোপানীর গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; সেই স্থানে তাঁহার অবলম্বিত সহজ-মার্গের সাধনা চলিতে লাগিল।

চণ্ডীদাসকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে না পারিয়া গ্রাম্য-সমাজের দলপতিরা গ্রামের জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া নানা ভাবে তাঁহার নির্য্যাতন আরম্ভ করিল। সেই সকল নির্য্যাতন, শ্লেষ, তীব্র কটূক্তি তিনি অসীম ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে সাধনমার্গে অগ্রসর হইলেও, সেই সকল অত্যাচার উৎপীড়ন কোমলমতি যুবতী রামীর সহ্য হইল না; সে চণ্ডীদাসের সহিত নাম্নুর ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া যে মর্ম্মভেদী আক্ষেপে হৃদয়ের গভীর ক্ষোভ পরিব্যক্ত করিল, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে চিরদিন অশ্রুর অক্ষরে লিখিত থাকিবে। সেই উৎপীড়িতা লাঞ্ছিতা নারী কাতর কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলিল,—

"ঢাক পিটিয়ে অপবাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে।
চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রটায় হে॥
ঢাক-ঢোলে যে জন সুজন-নিন্দা করে।
ঝঞ্ঝনা পড়ুক তার মস্তক উপরে॥
অবিচার-পুরী দেশে আর না রহিব।
যে দেশে পাষণ্ড নাই সেই দেশে যাব॥
আপনার নাক কাটি পরে বলে বোঁচা।
সে ভয় করে না রামী নিজে আছে সাঁচা॥"

রামীর চিত্তবৃত্তি যদি কলুষিত হইত, চণ্ডীদাসের সহিত তাহার প্রেম-সাধনা আত্মত্যাগের, সখ্য, দাস্য ও মধুর ভাবের নির্ম্মল আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া নেড়া-নেড়ীর বীভৎস কামপ্রবণতার বাহ্যিক নিদর্শন হইত, তাহা হইলে সে মাথা তুলিয়া তেজের সহিত এইরূপ মুক্তকণ্ঠে মিথ্যা কলঙ্কের ও হীন অপবাদের প্রতিবাদ করিতে পারিত না।

মিথ্যা কলঙ্ক-প্রচারে, সমাজের অবিচারে, গ্রামবাসীদের অত্যাচারে রামীর ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন হইলেও, তাহার মানসিক চাঞ্চল্য এইরূপ শ্লেষপূর্ণ কঠোর ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিলেও, প্রেমিক কবি সাধকশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসকে তাহা বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি রামীকে সান্ত্বনাদানের জন্য সুধাকণ্ঠে বলিলেন,—

"হরি হরি দৈব কি গতি নাহি জান।
কভু সুখ সম্পদ, কবহুঁ রাজপদ
কবহুঁ গুরু অপমান॥
ভণয়ে চণ্ডীদাস ইহা বড় বাত।
হানি, লাভ, জীবন, মরণ, সুখ, যশ,
অপযশ বিধি-হাত॥"

"রূপিসে বিষের গাছ হৃদয়-মাঝারে।
গরলে জারল অঙ্গ দোষ দিব কারে॥
যদি ঘরে রৈতে নার কর অভিসার।
চণ্ডীদাসেতে বলে এই সে বিচার।"

কিন্তু লোকনিন্দায়, কুৎসাপ্রচারে, বা কঠোর নির্য্যাতনে অবিচলিত চণ্ডীদাস গ্রাম ত্যাগ করিলেন

না; রজকিনী রামীরও গ্রামত্যাগের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। দেহের সম্বন্ধ নহে, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেমের বন্ধন,—সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া সে দূরে যাইতে পারিল না।

চণ্ডীদাস অবিচলিত চিত্তে সর্ব্বপ্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতেছিলেন দেখিয়া, সমাজের মোড়লেরা তাঁহার শাসনের জন্য যে ব্যবস্থা করিল, আধুনিক কালের দণ্ডবিধি আইনেও সেইরূপ শাসনের নজীর দেখা যাইতেছে। শঙ্করা কি একটা অপরাধ করিয়া জেলে গেল, এবং কারাদণ্ডের উপর তাহার পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড হইল। শঙ্করার চাল-চুলা নাই, সে মামার অন্ন ধ্বংস করিয়া স্বদেশ-উদ্ধারের জন্য গলাবাজি করে; জরিমানার টাকা কোথা হইতে আদায় হইবে? ধর্ম্মাবতার নিরুপায় হইয়া হুকুম দিলেন,—শঙ্করার মামার লেপ-কাঁথা ও গাড়ু গামছা নীলাম করিয়া জরিমানার টাকা আদায় করা হউক। শঙ্করার মামা তাহাকে দু'বেলা দু'মুঠা ভাত দিতেন কেন? শুনিয়াছি, সুপ্রসিদ্ধ হবচন্দ্রের মন্ত্রী গবচন্দ্র এই প্রকার বিচারে অভ্যস্ত ছিলেন। নান্নুরের সমাজপতিরা গৃহবহিষ্কৃত ও সমাজচ্যুত চণ্ডীদাসের ভাই (?) নকুলকে ও তাঁহার গোষ্ঠীর যিনি যেখানে ছিলেন, সকলকেই 'একঘরে' করিল। তখন তাঁহারা নিরুপায় হইয়া চণ্ডীদাসকে বাড়ীতে আনিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 'জাতে উঠিবার' জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। জাতে উঠিতে হইলে রামীকে ত ত্যাগ করিতে হইবে। রামী চণ্ডীদাসের ভজন-সাধনের উত্তরসাধিকা। তাহাকে ত্যাগ করা চণ্ডীদাসের অসাধ্য; তথাপি প্রায়শ্চিত্ত এবং প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অঙ্গ ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন মহা সমারোহেই চলিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট দিন নকুলের গৃহে ব্রাহ্মণভোজন হইল। রামীর আহার-নিদ্রা তিরোহিত হইল। চণ্ডীদাস কি সত্যই তাহাকে ত্যাগ করিয়া সমাজে উঠিবেন? এই চিন্তা অসহ্য হওয়ায় রামী ব্রাহ্মণভোজনের সময় নকুলের গৃহ-সন্নিহিত বৃক্ষমূলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। সেই সময় সে নকুলকে কার্য্যোপলক্ষে সেই স্থান দিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার পা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল,—

"আমি অতি হীন পিরীতি অধীন
পিরীতি আমার গুরু।
এ তিন আখর হৃদয়ে যাহার
সে জনা কল্পতরু॥
পিরীতি ভজিল পিরীতি সাধিল
পিরীতি একান্ত মনে।
চণ্ডীদাস সাথে ধোপানী সহিতে
মিশ্রিত একই প্রাণে॥"

কোন পার্থিব সমাজের সাধ্য নাই—এই প্রাণে প্রাণে মিলনের বন্ধন ছিন্ন করে। নকুল ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া চণ্ডীদাসকে সমাজে চালাইয়া লইলেন বটে, কিন্তু চণ্ডীদাসের প্রেমসাধনা অক্ষুণ্ণ রহিল। তিনি রামীর সংস্রব ত্যাগ করিলেন না। কিন্তু নির্য্যাতনেরও সীমা আছে। দীর্ঘকাল কুৎসা প্রচার করিয়া কুৎসাকারী যখন প্রতিপক্ষের অবিচলিত ধৈর্য্য ক্ষুণ্ণ করিতে অসমর্থ হয়, তখন অগত্যা তাহার পরিশ্রান্ত জিহ্বা নীরব হয়। সর্ব্বপ্রকার নির্য্যাতন বিফল হইলে উৎপীড়ক উৎপীড়নে বিরত হয়; কখন কখন স্বকৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া থাকে, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। চণ্ডীদাসের সম্বন্ধেও ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার রজকিনীপ্রেমের প্রগাঢ়তা লক্ষ্য করিয়া, এবং তাহা বিরূপ কলুষতা-বর্জ্জিত ও নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল, তাহার প্রমাণ পাইয়া আর তাহারা তাঁহাকে উৎপীড়িত করে নাই; শ্লেষ, গ্লানি, কুৎসা-প্রচারে নিবৃত্ত হইয়াছিল।

মানুষ চিরদিনই কার্য্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে; সুতরাং চণ্ডীদাসের অনুকূলে গ্রামবাসীদের মনোভাবের এই পরিবর্ত্তনের একটা কৈফিয়ৎ আবিষ্কারের জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া সহজেই মনে হয়। এজন্য বিনোদ রায় নামক নান্নুরের এক জন শক্তিশালী জননায়ক বা গ্রাম্য মোড়লের স্কন্ধে বাশুলী দেবীর ভর হইল। বাশুলী বিনোদ রায়কে স্বপ্নে দেখা দিয়া ভয় দেখাইলেন; যে কথা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, "তোমাদের এত বড় গোস্তাকি! আমার ভক্ত চণ্ডীদাসকে লইয়া তোমরা নাস্তা-নাবুদ করিতেছ? তোমাদের কি দুর্দ্দশা করি, তা শীঘ্রই জানিতে পারিবে।"—বিনোদ রায় সতর্ক হইল; দলের লোকদের বলিল, বাশুলীর হুকুম, চণ্ডীদাসকে লইয়া খোঁচাখুঁচি করিলে বিপদে পড়িতে হইবে। গ্রামের লোক ভয় পাইয়া চণ্ডীদাসের ও রামীর প্রসঙ্গ ত্যাগ করিল। চণ্ডীদাস স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বিনোদ রায়ের জয়গান করিলেন—

"বিনোদ রায়, বন্ধু বিনোদ রায়।
ভাল হলো ঘুচাইলে পিরীতের দায়॥"

অর্থাৎ পিরীতের পথে যে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, বিনোদ রায় তাহা অপসারিত করিয়া বন্ধুর কার্য্য করিলেন। বাশুলীর প্রত্যাদেশ! সমাজের আর কেহ চণ্ডীদাসের ও রামীর বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করিতে সাহস করিল না। এইরূপে দীর্ঘকালের নিগৃহীত চণ্ডীদাসের অপার্থিব প্রেমের সম্মান রক্ষিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে সমাজও চণ্ডীদাসের উৎপীড়নে নিরস্ত হইবার একটা উপলক্ষ পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বাশুলীই চণ্ডীদাসকে পরকীয়া-ভজনের উপদেশ দান করিয়াছিলেন,—

"চণ্ডীদাস কহে, সে এক বাশুলী,
প্রেম প্রচারের গুরু।
তাহারই চাপড়ে, নিদ্রা ভাঙ্গিল,
পিরীতি হইল সুরু॥"

* * * *

"রতি পরকীয়া, যাহারে কহিয়া,
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি, রজক-ঝিয়ারি,
রামিনী নাম যাহার॥"

রজকিনী রামীও বাশুলীর আদেশে চণ্ডীদাসের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে কবিতার উৎস প্রবাহিত করিয়াছিল।

"বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে,
ধোপানী-চরণ সার।"

তাহার ফলে—

"জগতে জানিল, কলঙ্ক ভাসিল,
কাণাকাণি লোকজনে॥"

চণ্ডীদাসকে এজন্য কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে, কলঙ্ক প্রচারিত হইলে তাঁহার কিরূপ দুর্গতি হইবে—বাশুলী দেবীর তাহা অজ্ঞাত ছিল না; তিনি রামীর সহিত চণ্ডীদাসের মিলনের সময়েই চণ্ডীদাসকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন; তাঁহাদের মিলনপথের সকল বিঘ্ন প্রথমেই অপসারিত করিতে পারিতেন। বিনোদ রায়ের মত যে কোন গ্রাম্য মোড়লকে স্বপ্নে দেখা দিয়া যদি সতর্ক করিতেন, যদি বলিতেন, 'আমিই রজকিনী রামীর সহিত চণ্ডীদাসের মিলন ঘটাইয়াছি, তোমরা তাহাদের প্রেমের বাদী হইও না; আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে'—ইত্যাদি। তাহা হইলে কি চণ্ডীদাসের কবিতার এরূপ স্ফুরণ হইত? চণ্ডীদাসের পরকীয়া-প্রেম-সাধনার সকল বাধা-বিঘ্ন তাহাতে অপসারিত হইত বটে, কিন্তু সহস্র নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া যে সুনির্ম্মল মধুর প্রেম নিকষিত হেমের আভা লাভ করিয়া শতদলের ন্যায় বিকসিত হইয়াছিল, এবং যাহা শতরূপে শতভাবে ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রেমের, ভক্তির, করুণা ও মাধুর্য্যের অপার্থিব সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছিল, তাহাতে আমাদিগকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত থাকিতে হইত। ইক্ষুদণ্ডকে সবলে নিষ্পেষিত না করিলে তাহা হইতে সুমধুর রসধারা ক্ষরিত হয় না। চণ্ডীদাস সমাজ কর্ত্তৃক নিগৃহীত, নানা ভাবে নিত্য উৎপীড়িত না হইলে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের সুধা তাঁহার লেখনীমুখে নিঃসৃত হইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া লক্ষ লক্ষ ভাবুকের, ভক্তের, প্রেমিকের হৃদয় অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে সমর্থ হইত না। কঠোর নির্য্যাতনের নির্ম্মম আঘাতের ভিতর দিয়াই চণ্ডীদাসের জীবনের ব্রত সফল হইয়াছিল। মানুষ বিনা দুঃখভোগে জীবনের কোনও মহৎ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। চণ্ডীদাসকেও কি কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইয়াছিল, তাঁহার নিষ্কাম প্রেমের ইতিহাসই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যাপতি-সম্মিলনে

কবি গাহিয়াছেন,—

"বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন, গন্ধ তার লুকাবে কোথায়?" মহাকবি চণ্ডীদাসের কবিত্ব সম্বন্ধে এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সে কালে এ কালের মত যান-বাহনের প্রাচুর্য্য ছিল না; দেশদেশান্তরে গমনাগমনও সহজসাধ্য ছিল না। রেলপথ, মোটর-বাস, এরোপ্লেন, টেলিফোন, রেডিও—বিশ্বের সহিত আমাদের আলাপ-পরিচয়ের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে নাই; কিন্তু সে কালেও চণ্ডীদাসের মধুর পদাবলী অল্প দিনেই বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছিল। সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া-কণ্ঠে তাহা গ্রামে গ্রামে নগরে

নগরে গীত হইয়া বঙ্গীয় নরনারীগণের হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত করিতেছিল! এ কথা সত্য যে, চণ্ডীদাস শৈশবে সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই; রামীর সহিত পরকীয়া-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি সুমধুর কবিতা-রচনার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা না থাকিলে চণ্ডীদাস বঙ্গ-সাহিত্যের সেই শৈশব অবস্থায়, বিশেষতঃ, রাষ্ট্রীয় জীবনে যখন মুঘল সভ্যতার প্রভাব অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজিত ছিল, সে সময় স্বদেশবাসিগণকে এই সকল মহার্ঘ রত্ন দান করিতে পারিতেন না; তাঁহার পদাবলী পাঠে সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হয়, সংস্কৃত ভাষায় এবং ভাগবতেও তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। যদি তাঁহার কবিতাগুলি 'খুট আখুরে' লিখিত পদের ন্যায় গ্রাম্যতাদোষে পূর্ণ হইত, বা তাহাতে দুর্ব্বোধ্য প্রাদেশিক শব্দের বাহুল্য লক্ষিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি সমগ্র বঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইত না, এবং তাহা বঙ্গের বাহিরে সুদূর মিথিলায় প্রবেশ করিয়া মিথিলার রাজকবি বিদ্যাপতিকে মুগ্ধ করিতে পারিত না। এই সময়টিকে কাব্য-জগতের মহা গৌরবময় যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বঙ্গে চণ্ডীদাস, বিহারে বিদ্যাপতি, ভাষার লালিত্যে ও পদের অতুলনীয় মাধুর্য্যে বঙ্গ-বিহারের বিদ্বজ্জনসমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। উভয়েই যে সমসাময়িক ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ-মাত্র নাই। পদকল্পতরু ও গীতকল্পতরুর কয়েকটি পদ পাঠ করিয়া সহজেই প্রতীতি হয় যে, কবিদ্বয়ের উভয়েই পরস্পরের কবিতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় তাঁহারা পরস্পরের সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইবেন, ইহা স্বাভাবিক।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির প্রতিভার পক্ষপাতী হইলেও, তিনি মিথিলায় গমন করিয়া মহারাজ শিবসিংহের সভাকবি, সুপণ্ডিত, ভাগ্যবান্ বিদ্যাপতিকে দর্শন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিবেন—এ দুরাশাকে কোনও দিন মনে স্থান দিতে পারেন নাই। উভয়ের সামাজিক অবস্থারও আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল। এক জন সর্ব্বজন-সম্মানিত সুবিদ্বান্, ধনবান্, মহারাজার প্রীতিভাজন সুহৃদ্; আর এক জন পল্লীবাসী দরিদ্র, চালকলাভোজী গ্রাম্য পুরোহিত, অথবা পৌরোহিত্য হইতে বিতাড়িত, সমাজে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত; অস্পৃশ্যা রজকীর প্রেমাস্পদ বলিয়া লাঞ্ছিত; সর্ব্বসাধারণের সুতীব্র শ্লেষে জর্জ্জরিত। কিন্তু উভয়েই অভিন্ন পথের পথিক; শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেম উভয়েরই কবিতার উপাদান। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কবিতার ভিতর দিয়া তাঁহার হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহার দুঃখ-দৈন্য, কলঙ্ক, সেই ঐশ্বর্য্যের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে নাই।

ইতিমধ্যে বিদ্যাপতির চণ্ডীদাস-দর্শনের সুযোগ হইল। বিধাতাই তাঁহার আগ্রহ পূর্ণ করিলেন। মহারাজ শিবসিংহকে কোন বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশে আসিতে হইল। তাঁহার গন্তব্য স্থান বর্দ্ধমানের মঙ্গলকোট। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ কামনায় 'রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থপর্য্যটনে'—মহারাজ শিবসিংহের সহিত সুদূর বর্দ্ধমানের মঙ্গলকোট গ্রামে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য চণ্ডীদাস-দর্শন, চণ্ডীদাসের সহিত কবিত্বের আলোচনা। তিনি মঙ্গলকোটে অবকাশযাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া, চণ্ডীদাসের সাহচর্য্যলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন, এবং 'সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল॥' রূপনারায়ণ নামক এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস-দর্শনে যাত্রা করিলেন।

চণ্ডীদাস কিরূপে বিদ্যাপতির মঙ্গলকোটে আগমনের সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ নাই; সম্ভবতঃ লোকমুখেই এই সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি-দর্শনের আশায় মঙ্গলকোট-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বসন্তের এক দিন মধ্যাহ্নে সুরধুনীতীরে বটবৃক্ষমূলে বঙ্গের ও মিথিলার মহাকবিদ্বয়ের সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইল। তাঁহাদের সেই মিলনানন্দ কেবল অনুভবযোগ্য; কিন্তু প্রাচীন যুগের একটি সুমধুর কবিতায় তাঁহাদের সেই মিলন-বার্ত্তা সাহিত্যজগতে স্থায়িত্বলাভ করিয়াছে—

"সময় বসন্ত, যাম দিন মাঝ হি বটতলে
সুরধুনী তীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল, পুলকে কলেবর গীর॥
দুহুঁ জন ধৈরয-ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল দুঁহুক অবশ প্রতিকার॥"

অতঃপর, পণ্ডিতে পণ্ডিতে যেমন শাস্ত্রালোচনা হয়, সেইরূপ উভয় কবি রসালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য, ইহা 'তৈলাধার ভাণ্ড' কি 'ভাণ্ডাধার তৈল'বৎ শুষ্ক তর্কশাস্ত্রের আলোচনা নহে। চণ্ডীদাস 'রসতত্ত্ব' সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বলিলেন,—

"কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ, লছিমা পদ
করি ধ্যান।"

বিদ্যাপতি ললিতমধুর কবিতায় চণ্ডীদাসকে 'রসতত্ত্বে'র ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। অবশেষে—

"ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথি রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুহু আলিঙ্গন করল তখন ভাসল প্রেম-তরঙ্গে॥"

এই মিলন-প্রসঙ্গে বঙ্গ-বিহারের আদি কবিদ্বয়ের সহৃদয়তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কবিতাটিতে দেখিতে পাই। তাঁহাদের কেহই এই মিলন উপলক্ষে 'রূপনারায়ণ' নামক নগণ্য ব্যক্তিটির অস্তিত্বে উপেক্ষা করেন নাই। কথিত আছে, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সহিত নান্নুরে গমন করিয়া কয়েক দিন তাঁহার সহবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের এই মিলন অবিশ্বাস্য ঘটনা বলিয়া কেহ কেহ উড়াইয়া দিতে চাহেন। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা কোন নূতন কথা বলিয়া, বা প্রচলিত সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া, পাঠক-সমাজকে বিস্মিত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। তাঁহারা ভূয়ো তর্কের ঝুলি ঝাড়িয়া নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে বসেন। তাঁহাদের কেহ কেহ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলনের কাহিনী যে যুক্তিতে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অসার। তাঁহারা বলেন, নান্নুর গঙ্গাতীর হইতে আট ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত; নান্নুরের পশ্চিম দিক্ হইতেই বিদ্যাপতির আসিবার কথা। চণ্ডীদাস নান্নুর হইতে পূর্ব্ব দিকে না যাইলে গঙ্গাতীরের বটচ্ছায়ায় বিদ্যাপতির সহিত মিলিত হইতে পারিতেন না; অতএব সপ্রমাণ হইল, উভয় কবির মিলনটা কাল্পনিক, কেবল কবি-প্রসিদ্ধি! আমাদের নদীয়া জেলার পশ্চিম প্রান্তে ভাগীরথী,—ভাগীরথীর পশ্চিম তীর বর্দ্ধমান জেলায়; অথচ যে নবদ্বীপ হইতে নদীয়া জেলার নাম, সেই নবদ্বীপই ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ইহার একমাত্র কারণ, ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে নদীপথের পরিবর্ত্তন অসম্ভব ব্যাপার নহে; এতদ্ভিন্ন, বিদ্যাপতি সুদূর মিথিলা হইতে বাঙ্গালায় আসিবার সময় সনাতন গরুর গাড়ীতে বা পাল্‌কীতে স্থলপথে আসিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করিবারই বা কারণ কি? বিদ্যাপতি জলপথে আসিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়, এবং সে কালে তাহাই সহজ ছিল; সুতরাং উভয় কবির সুরধুনীতীরে মিলন অসম্ভব ব্যাপার নহে। সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যকে অনুমানের ইন্দ্রজালে উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টায় বাক্‌বিভূতি প্রদর্শন করিলে অনেক সময় সাধারণের দীর্ঘকালের বিশ্বাসটুকু নষ্ট হয়, অথচ নূতন কিছুই পাওয়া যায় না।

মহাকবি চণ্ডীদাসের শেষ জীবনের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। এইটুকু জানিতে পারা গিয়াছে যে, চল্লিশ বৎসর বয়সেই তিনি দেহরক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোথায়, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শ্রীবৃন্দাবনের কেশীঘাটে পাণ্ডারা একটা সমাধি দেখাইয়া বলে, তাহা চণ্ডীদাসের সমাধি; কিন্তু চণ্ডীদাস বৃন্দাবনে গমন করিয়াছিলেন, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। কথিত আছে, তিনি নান্নুরের অদূরবর্ত্তী কির্ণাহার গ্রামে রজকিনী রামীকে সঙ্গে লইয়া কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন। যে নাটমন্দিরে কীর্ত্তন হইতেছিল, সেই নাটমন্দির হঠাৎ চূর্ণ হওয়ায় তাঁহারা সেই ভগ্ন নাটমন্দিরের নীচে সমাহিত হইয়াছিলেন। জনপ্রবাদ, এই নাটমন্দির হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই; গৌড়েশ্বরের এক মহিষী চণ্ডীদাসের কীর্ত্তনের পক্ষপাতিনী ছিলেন, তিনি গৌড়েশ্বরের অজ্ঞাতসারে দুই একবার চণ্ডীদাসের কীর্ত্তন শুনিয়াছিলেন, এ জন্য গৌড়েশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। কির্ণাহারে চণ্ডীদাসের কীর্ত্তন হইতেছিল শুনিয়া তিনি কামানের গোলার আঘাতে সেই নাটমন্দির চূর্ণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কির্ণাহারের সন্নিহিত নাগডিহী পল্লীতে চণ্ডীদাসের সমাধি আছে। এই সমাধি তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুসংক্রান্ত জনশ্রুতিরই সমর্থন করিতেছে; অথচ স্থানীয় কিংবদন্তী ঘোষণা করিতেছে, বিশালাক্ষীর যে প্রাচীন মন্দিরে চণ্ডীদাস পূজার্চ্চনা করিতেন, সেই মন্দির হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ায় দেবীমূর্ত্তিসহ চণ্ডীদাসকে সেই ভগ্নস্তূপের নিম্নে সমাহিত হইতে হইয়াছিল। বহু দিন পরে সেই স্তূপ খনন করিয়া দেবীমূর্ত্তি উদ্ধার করা হইলেও, তাহাই যে চণ্ডীদাসের সমাধি, ইহার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই।

কিন্তু পূজ্যপাদ স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৩২৬ সালের দ্বিতীয় সংখ্যক 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় চণ্ডীদাসের শোচনীয় মৃত্যু সম্বন্ধে পাঁচটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন; তাহাতে চণ্ডীদাসের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ পদগুলির মূলে সত্য নাই, এবং তাহা নিছক কবিকল্পনা বলিয়া বর্ণিত বিষয়টি উড়াইয়া দেওয়া

যায় না। চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত হইলে তাঁহাকে 'সমাজে তুলিবার জন্য' যে সামাজিক ভোজ হইতেছিল—সেই ভোজে চণ্ডীদাস থালা হাতে লইয়া পরিবেষণ করিতেছিলেন, হঠাৎ রামী ধোপানী সেই স্থানে উপস্থিত হইলে চণ্ডীদাস আর দুইখানি হাত বাহির করিয়া রামীকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।—এ সকল অলৌকিক গল্পে আড্ডা জমিতে পারে, দর্শকগণকে বিস্ময়াবিষ্ট করিবার জন্য রঙ্গমঞ্চের অভিনয়েও ইহা চালাইলে বেশ মজা হয়; কিন্তু এ যুগে এ সকল কিংবদন্তী অচল। এই জন্যই আমরা চণ্ডীদাস বা রামী-সংক্রান্ত অলৌকিক কিংবদন্তীগুলি এই সঙ্গে প্রকাশ করি নাই; কিন্তু গৌড়েশ্বরের ক্রোধে বঙ্গের মহাকবির শোচনীয় অকালমৃত্যুর কাহিনী বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিবার কারণ দেখি না। শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্‌বৃত পদগুলিতে যদি সত্য ঘটনার আভাস থাকে, তাহা হইলে নাটমন্দিরের ছাদ পড়িয়া চণ্ডীদাস ও রামীর মৃত্যু সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। পূজনীয় স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় সেই পদগুলি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "এই গানগুলি হইতে জানিতে পারা গেল যে, চণ্ডীদাস রামী রজকিনীর সহিত কোন গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়াছিলেন। গানে মুগ্ধ হইয়া রাণী চণ্ডীদাসকে কামনা করেন, এবং তিনি সে কথা সাহস পূর্ব্বক রাজাকে বলেন; রাজা শুনিয়াই হুকুম দেন যে, চণ্ডীদাসকে হাতীর উপরে কাছি দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া হাতীকে চালাইয়া দেওয়া হউক। ইহাতেই চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইবার পূর্ব্বেই রাণী প্রাণত্যাগ করেন—শুনিয়া রজকিনীও রাণীর পায়ে গিয়া পড়িল।"

রামীর প্রসঙ্গে অন্য অধ্যায়ে এই দুর্ঘটনা-সংক্রান্ত কবিতাগুলির আলোচনা করিয়াছি। আমরা—সাধারণ শ্রোতারা এই গল্প শুনিয়া মহাকবির শোচনীয় মৃত্যুর জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতাম; বড়-জোর একখান নাটক লিখিয়া একটা শোচনীয় বিয়োগান্ত দৃশ্যের সৃষ্টি করিতাম। আজকাল সবাক্ চিত্রের যুগে রঙ্গমঞ্চে হস্তিপ্রদর্শন করা কঠিন নহে। চণ্ডীদাসকে হাতীর পিঠে কাছি দিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে; রাণী হস্তিপদতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতেছেন; রজকিনী রামী রাণীর পদপ্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে। শোচনীয় ট্রাজেডি। দর্শকগণ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া স্পন্দিত বক্ষে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য নিরীক্ষণ করিত।

কিন্তু স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ অভিনয় দেখিয়াই নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি সত্যের সন্ধানের জন্য ইতিহাস ঘাঁটিতে লাগিলেন। তিনি এই আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"এই গৌড়েশ্বর কে? হিন্দু না মুসলমান? গানে তাঁহাকে পাতসাহও বলিতেছে, রাজাও বলিতেছে; রাণীও বলিতেছে, বেগমও বলিতেছে। রাণী কিন্তু রাজাকে যবনই বলিতেছেন, এবং চণ্ডীদাসকে ছাড়িয়া দিবার জন্য নানারূপ অনুনয়-বিনয় করিতেছেন। সুতরাং গৌড়েশ্বর কে? রাজা গণেশ হইবেন কি? তিনি ত হিন্দু মুসলমান সব সমভাবেই দেখিতেন। তাঁহারই বাড়ীতে কি চণ্ডীদাস গান করিতে গিয়াছিলেন?... তিনি কি চণ্ডীদাসের মত এক জন ধার্ম্মিক লোককে 'চিত্রবধ' করিবার আদেশ দিবেন? বিশ্বাস ত হয় না। রাজা গণেশ কখন মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তিনি শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুই ছিলেন, সুতরাং এ গৌড়েশ্বর তিনি নহেন। তবে কি এ গৌড়েশ্বর গণেশের পুত্র যদু বা জালালুদ্দিন? ইনি ত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং ইঁহাকে পাতসাহ এবং রাজা, এবং ইঁহার রাণীকে রাণী ও বেগম, দুই বলা যাইতে পারে। তাহাতেও এক বিষম গোল উপস্থিত। কারণ, শ্রীমৎ আর, ডি, বন্দ্য মহাশয় (স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তিতে ঈষৎ শ্লেষের গন্ধ আছে) "বৈজ্ঞানিক রীতিতে গবেষণা" করিয়া গণেশ ও যদুর যে কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহারই লিখিত কৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথির লিপিকাল মিলিতেছে না।...যখন কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিখানি ১৩৬০ সালের পূর্ব্বে লেখা হইল, তাহা হইলে কি গ্রন্থকর্ত্তা চণ্ডীদাস যদুর সময়ে মরিতে পারেন? যদুর রাজত্বকাল খ্রীঃ ১৪১৪ হইতে খ্রীঃ ১৪৩১ পর্য্যন্ত। পুঁথি লেখার ৫৪ বৎসর পরে যদুর রাজত্বকাল আরম্ভ হইল, তাহা হইলে গ্রন্থ (কৃষ্ণকীর্ত্তন) রচনার কত পরে? অতএব এ চণ্ডীদাস যদুর সময়ে হইতেই পারে না।" কিন্তু এই 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' পদকর্ত্তা-মহাকবি চণ্ডীদাসের রচিত কি না? শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা না করিয়া, কেবল বলিয়া রাখিলেন, এ চণ্ডীদাস যদুর সমসাময়িক নহেন।

অতঃপর পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় নান্নুরের মহাকবির মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"যদি বল চণ্ডীদাসের এই মৃত্যু গণেশ ও যত্নর অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, গণেশের পূর্ব্বে ইলিয়স্‌সাহিরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। এই বংশে পাঁচ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। (১৩৪৫—১৪০৯)—ইঁহাদের কাহারও সময়ে চণ্ডীদাস যে কৃষ্ণকীর্ত্তন বা সহজিয়া গান গাইবার জন্য গৌড়ে যাইবেন, এমন ত বোধ হয় না। তবে সেকালকার মুসলমান সুলতানরা অনেক সময় হিন্দুদিগের উৎসবে যোগ দিতেন এবং হিন্দু কলাবিদ্‌দের উৎসাহ দিতেন। সেই জন্যই হয় ত গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়া চণ্ডীদাস প্রাণ হারাইয়াছিলেন।"

এখন কথা এই, মহাকবি যদি গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়া ঐ ভাবে প্রাণ হারাইয়া থাকেন, তাহা হইলে কির্ণাহারে কীর্ত্তন করিতে গিয়া নাটমন্দির চাপা পড়িয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এই জনরব অগ্রাহ্য করিতে হয়; কিন্তু কির্ণাহারের প্রান্তবর্ত্তী বাগডিহি পল্লীতে তাঁহার যে সমাধি আছে, তাহা ত অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না; বিশেষতঃ, কির্ণাহারের সেই ভগ্ন নাটমন্দিরটি এখনও বর্ত্তমান। অনেক ভক্ত হিন্দু বিভিন্ন স্থান হইতে কির্ণাহারে আসিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাহা সন্দর্শন করেন। গৌড়েশ্বরের রাজধানীতে হস্তিপৃষ্ঠে মহাকবির মৃত্যু হইলে, কির্ণাহারের বাগডিহি পল্লীতে কি কারণে তিনি সমাহিত হইলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু কির্ণাহারের নাটমন্দির-পতনে তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে, গ্রামপ্রান্তে বাগডিহি পল্লীতে তাঁহার সমাধির অস্তিত্ব থাকাই স্বাভাবিক। অথচ শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল কবিতা উদ্‌ধৃত করিয়াছেন, তাহা মহাকবির হস্তিপৃষ্ঠে মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রমাণ। গৌড়েশ্বরের ক্রোধই যে তাঁহার অপমৃত্যুর কারণ, এ বিষয়ে মতভেদ নাই; কেবল স্থানের বিভিন্নতা ও মৃত্যুর প্রকার-ভেদ। বস্তুতঃ, তাঁহার মৃত্যু-রহস্য অন্ধকারাচ্ছন্ন। কে বলিবে—সেই অন্ধকার কখন অপসারিত হইবে কি না?

চতুর্থ অধ্যায়

চণ্ডীদাস ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'

মহাকবি চণ্ডীদাস-বিরচিত অনেক পদ বহু স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়িয়া ছিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। সেই সকল পদের সংখ্যা পরিশিষ্ট সমেত ৮৩১ টি। এই সকল পদ ভিন্ন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক নবাবিষ্কৃত পুঁথিতে যে ৪১৫ টি পদ আছে, উহা নান্নুরের মহাকবি চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া সাহিত্য-সমাজে আড়ম্বর সহকারে বিঘোষিত হইলেও, উহা নান্নুরের মহাকবির রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে অনেক চিন্তাশীল সাহিত্য-রসিকের ও বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তির আপত্তি আছে; বিষয়টি গুরু; তাঁহাদের আপত্তি সঙ্গত কি না, কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবেই তাহার আলোচনার প্রয়োজন।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ; তিনিই ইহার সম্পাদক। এ যেন কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার; কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া কেউটে! লালগোলার রাজা বাহাদুরের বিপুল অর্থব্যয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আড়ম্বরের সহিত ইহা প্রকাশিত। পুঁথিখানি খাঁটি মাল, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য রায় মহাশয় কিরূপ বিপুল যোগাড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে বিস্ময় জন্মে। কিন্তু খাঁটি সোনাকে গিলটি করিবার প্রয়োজন হয় না। বাঁকুড়া জেলার বন-বিষ্ণুপুরসন্নিহিত কাঁকিল্যা গ্রামনিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এই লেজামুড়া-বিহীন গ্রন্থরত্নের আবিষ্কার। উহা দেবেন্দ্র বাবুর অধিকারে থকিলেও আবিষ্কারের গৌরব বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের; এই পুঁথির লেখক ইহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নাম দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই, নামটিও বসন্ত বাবুর আবিষ্কার, এবং ইহা যে নান্নুরের মহাকবি চণ্ডীদাসের বিরচিত—এই তথ্যেরও আবিষ্কারক বসন্তরঞ্জন বাবু। তাঁহার যুক্তি এই যে, নান্নুরের মহাকবি পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস বাশুলী-আদেশে পদরচনা করিয়াছেন; বন-বিষ্ণুপুরের মহাকবি চণ্ডীদাসও 'বাসলী' আদেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদকর্ত্তার সহিত রামীর কোন সম্বন্ধ না থাক, তিনি 'বড়ু' এবং 'বাসলীগণ', অতএব উভয়

চণ্ডীদাসই অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিসহ, তাহা আমরা দেখিতে পাইব।

স্বর্গীয় রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় মহাপণ্ডিত ছিলেন; বৈজ্ঞানিক বিষয় তিনি বাঙ্গালা ভাষায় জলের মত সহজ করিয়া লিখিতে পারিতেন; বঙ্গ-সাহিত্যেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ত্রিবেদী মহাশয়কে এই পুথির মুখবন্ধ লিখিবার জন্য ধরা হইয়াছিল। ত্রিবেদী মহাশয় সৌজন্যেরও আদর্শ ছিলেন; সাধ্যানুসারে তিনি কোন প্রার্থীর প্রার্থনায় বিমুখ হইতেন না। তিনি বসন্ত বাবুর অনুরোধে এই পুথির মুখবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া 'অনুরোধে ঢেঁকি গিলিবার' কথাই মনে পড়ে।

মনে হয়, বসন্তরঞ্জন বাবুর অনুরোধ এড়াইতে পারিলে তিনি এই ফাঁদে পা দিতেন না;— ত্রিবেদী মহাশয় যাহা তাঁহার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা মনে করিয়াছিলেন, সেই কার্য্য করিতেন না।

ত্রিবেদী মহাশয় প্রথমেই লিখিয়াছেন, "বসন্ত বাবুর নিতান্ত ইচ্ছা, আমি এই পুস্তকের একটা মুখবন্ধ লিখিয়া দিই। তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। কিছু লিখিতে হইল।"—ইহাকে কি 'অনুরোধে ঢেঁকি গেলা' বলিলে অপরাধ হয়?

ত্রিবেদী মহাশয় মুখবন্ধের অনেক স্থলেই 'সম্ভবতঃ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; তিনি সন্দেহাকুল চিত্তে বলিয়াছেন, "তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস, এক চণ্ডীদাস নহেন?···এক জন তবে কি আসল, আর এক জন নকল? কে আসল, কে নকল? ইত্যাদি নানা সমস্যা নানা প্রশ্ন বাঙ্গলা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে। এই সকল সমস্যার মীমাংসায় আমার অধিকার নাই।"—তথাপি তিনি 'ঢেঁকি গিলিতে' বাধ্য হইয়াছিলেন।

ত্রিবেদী মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া গিয়াছে। আসল নকল লইয়া সাহিত্য-ধুরন্ধরদের মধ্যে মহাসমারোহে যুদ্ধ চলিতেছে; কলমের কালী ছিট্‌কাইয়া কাহারও কাহারও গায়ে পড়িতেছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ইহার আধুনিকতাতেই বিশ্বাস করেন। রায় বাহাদুর ডক্‌টর শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু ও ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর সিদ্ধান্ত, এই গ্রন্থ পাঁচ ছয় শত বৎসরের পুরাতন। পূজ্যপাদ স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, পুঁথিখানি জয়দেবেরও আবির্ভাবের পূর্ব্বে রচিত। 'পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক, মূর্খের লাগে ধন্দ।' আমাদের 'বাঁশবনে ডোম কানা'র অবস্থা। কিন্তু এই পুঁথিখানি জয়দেবের সুস্পষ্ট অনুকরণ, ইহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে।

সাহিত্যের ডক্‌টর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কথক' রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র-সম্পাদিত কয়েক জন প্রাচীন পদকর্ত্তার পদাবলীর 'চয়ন' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদকদ্বয় সুপণ্ডিত, বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় যশস্বী; বিশেষতঃ, শ্রদ্ধেয় খগেন্দ্র বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন—দরদী; তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্যের যেমন মর্ম্মজ্ঞ, সেইরূপ কীর্ত্তন-গানে অভিজ্ঞ। তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্য লইয়া অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছেন; বৈষ্ণবপদাবলীর একাধিক সংগ্রহের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্বও প্রদর্শন করিয়াছেন। এই যুগ্ম-সম্পাদক তাঁহাদের 'চয়নে' 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন' হইতে পূর্ব্বরাগের একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥"
ইত্যাদি,—

তাঁহারা এই পদের টীকায় বলিতেছেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনের এই পদটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—এরূপ পদ চণ্ডীদাসের আর কোন কাব্যে আছে কি না জানি না। ইহার উপর চণ্ডীদাসের করুণ-রসমিশ্র কবিত্বের এমন একটা অপূর্ব্ব ছাপ আছে, যাহাতে সমস্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন এই পদের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া, তাহা যে আমাদেরই চণ্ডীদাসের রচিত—তাহা প্রমাণ [?] করিয়া দিতেছে।"

কিন্তু এই 'কালিনী নই' কি সত্যই 'কালিন্দী নদী?'—সম্পাদকদ্বয় টীকায় লিখিতেছেন, 'কালিন্দী' যমুনা।' অথচ কৃষ্ণকীর্ত্তনের সমালোচক দক্ষিণারঞ্জন বাবু লিখিয়াছেন,—

"কালিনী"—বসন্ত বাবু ইহার টীকা করিলেন "কালিন্দী"; অথচ এই বন-বিষ্ণুপুরের সর্ব্বত্র সাধারণ 'নদী' অর্থে 'কালিনী' শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। ১০০।১৫০ বৎসরের প্রাচীন, এই অঞ্চলের জনসাধারণে বহুল-প্রচারিত গ্রন্থ

মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল-গ্রন্থে সাধারণ 'নদী' অর্থে 'কালিনী' প্রয়োগ ভূরি ভূরি আছে, যথা:— (১) "কালিনী গঙ্গার ঘাট," (২) "দক্ষিণ কালিনী-ঘাটে দিল দরশন" (৩) "নায়ে চেপে কালিনী হৈল পার" (৪) "পার হৈল অজয় কালিনী"—ইত্যাদি।...বসন্ত বাবু বিদ্যাব্যবসায়ী এবং বিশেষতঃ এ অঞ্চলবাসী হইয়াও সত্যই কি মাণিকরামের গ্রন্থের কথা জানিতেন না যে, 'কালিনী'র টীকা করিলেন 'কালিন্দী।'—দীনেশ বাবু ও খগেন্দ্র বাবু এই 'চাপানে'র কোন 'উতোর' খুঁজিয়া পাইয়াছেন কি না, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু এই একটি মাত্রই যে, বিদ্বদ্বল্লভ টীকাকারের গোঁজামিলের দৃষ্টান্ত, এরূপ নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ৩৪০ পৃষ্ঠায় দেখি,—

"ত বাঁহো চাহিআঁ রবেঁ না পাহ গোপালে।
তবেঁ সি চাইহ গিআঁ ভাগীরথীকুলে॥"

এই 'ভাগীরথীকুল' ৬৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত টীকায় হইল ভাগীরথী 'কুল'—এবং ইহার অর্থ করা হইল, ভগীরথ নামা (কোন) গোপগৃহে।" তাহা হইলে 'ভাগীরথী-কুলের' অর্থ দাঁড়াইল—'ভগীরথ গয়লার বাড়ীতে'। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পরের পয়সায় মহা সমারোহে এই মৌলিক গবেষণাপূর্ণ টীকা ছাপাইয়াছেন!

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন ঘোষ বি, এ, রাজকার্য্যোপলক্ষে তিন বৎসর কাল বীরভূমে ছিলেন এবং প্রায় দেড় বৎসর বাঁকুড়ায় ছিলেন; তিনি বৈষ্ণব মহাজনপদাবলী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ-নিহিত কতগুলি বিসদৃশ তথ্য এবং স্বতঃবিরুদ্ধ আভ্যন্তরীণ প্রমাণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জানি না, বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের তাহা খণ্ডন করিবার শক্তি আছে কি না।

দক্ষিণা বাবুর যুক্তি তর্ক প্রমাণ প্রভৃতি প্রণিধানযোগ্য। আমাদের মনে হয়, তিনি অনেক স্থলেই বসন্ত বাবুর গোঁজামিল ধরিয়া দিয়াছেন। 'কালিনী'র এবং 'ভাগীরথীকুলে'র টীকার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিস্তর বাদানুবাদের পর দক্ষিণা বাবু চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন 'হ্যামলেট-বিহীন হ্যামলেট'; কারণ, "এই গ্রন্থে কৃষ্ণ নাই, শ্যাম নাই—চণ্ডীদাসের রাধা নাই।...এই গ্রন্থে নাই সেই রাধা—যিনি রাধা নামে সাধা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শ্রবণে...উন্মাদিনীপ্রায় বৃন্দাবনের কুঞ্জে প্রেমাভিসারে ছুটিতেন—নাই সেই রাধার শ্যামতন্ময়ী ভাব" ইত্যাদি।

"এই গ্রন্থে ব্রজের রাখাল নাই—সুবল সখা নাই—অন্তরঙ্গ প্রাণপ্রিয়া নর্ম্মসখী নাই—ললিতা বিশাখা নাই—কেলি-কদম্ব নাই—জগত-ভুলান মধুর মুরলী-বাদন নাই—প্রেমতরঙ্গে উজান বাহিনী যমুনা নাই—ধীর সমীর নাই—ময়ূর-ময়ূরী নাই —কেলি-নিকুঞ্জ নাই—বৃন্দাবন নাই...রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-মন্ত্রের আদিগুরু চণ্ডীদাসের সেই সাধের 'নব-বৃন্দাবন' নাই। আর নাই চণ্ডীদাসের সেই জগজ্জয়ী বিশ্বমানবতার আকুল সুর:—

'শোন রে মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

এক কথায়, নাই 'রাই কানু দুহুঁক' নওল চরিত,' আর নাই সেই প্রেম-প্রচারের বাশুলী বাগীশ্বরী বিদ্যাদেবী।"

এ সকল ত নাই; কিন্তু উৎকৃষ্ট পদ কিছু কিছু থাকিলেও চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" নামধেয় গ্রন্থে কি সম্পদ্ আছে, দক্ষিণা বাবু তাহাও দেখাইতে ভুলেন নাই। "এই গ্রন্থে আছে 'যশোদার পো' কাহ্নু, 'নন্দের পো' কাহ্নাঞি—আছে রাধার বদলে চন্দ্রাবলী, আছে 'শ্যালী রাধা নাগরী রাধা' যে 'বকুলতলাতে' থাকে—আছে 'রাজভাগিনী,' 'শঙ্খচক্রগদা-সারঙ্গধারী' 'চণ্ডাল কাহ্নাঞি'—আছে 'পামরী ছিনারী' রাধা...আছে 'বেশ্যা' 'পরদার',— আছে পরস্পরের 'তুই'-তুকারি'র আতিশয্য— আছে 'মাগু কিল' (নিতম্বে মুষ্ট্যাঘাত।) আর 'ঘোড়া চুল মাথে ডুগাডুগি' ('ঢ' নহে 'ড')— আছে খোল করতাল বাদন—আছে শ্রীকৃষ্ণের (১) ভাগীরথী-কূলে বিহার ও (২) শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে বিহার। সর্ব্বোপরি আছে বেশ্যাগর্ভে রাধার জন্মের ইঙ্গিত এবং সুর-নর-বন্দ্য মহর্ষি শ্রীনারদের বীভৎস চিত্র (কামাতুর যুবা ছাগের সহিত তুলনা)। সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকারপ্রদ কথা এই গ্রন্থে আছে 'মহারাস' সম্বন্ধে। ষোড়শ সহস্র গোপী সহ মহারাস—দিবাভাগে মথুরায় 'বিকে' যাইবার পথে 'ফুল-বাড়ীতে'। দিবা-রাস বন-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের একটা অভিনব খাস কথা—অন্যত্র কুত্রাপি কস্মিন্ কালে কেহ শুনে নাই।

"এ বিষয়ে এ অঞ্চলের গ্রন্থ 'দিবা-রাস' বাং ১৪৯ লিখিত—অর্থাৎ মাত্র ৮৬ বৎসর পূর্ব্বে।

ইহার পরেও এই গ্রন্থকে ৫০০ বৎসর আগেকার লেখা মনে করা অসম সাহসের কথা সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ বড় জোর শ'খানেক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া মনে হয়।

"মূল পুথিতে আছে—'বিরহে বিকলী হয়াঁ গোয়ালিনী কাঁদে—শ্রীরঘুনন্দন গোবিন্দ হে, অনাথী নারীক সঙ্গে নে।'—অথচ বসন্ত বাবু একটিও বাক্যব্যয় না করিয়া গম্ভীর ভাবে বদ্‌লাইয়া ছাপিলেন—'শ্রীনন্দনন্দন গোবিন্দ হে'—যেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রটা তাঁহার খাসমহল—যথায় তাঁহার বে-পরোয়া অধিকার চলে।

"শ্রীরঘুনন্দন—শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক লোক—তাঁহার 'গণের' মুখ্যতম ব্যক্তি। ইহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের পাঠক এবং বৈষ্ণব ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন।

"এই গ্রন্থ যে শ্রীচৈতন্যের এক শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাসের রচিত নহে—তৎপক্ষে এই একটি প্রমাণই যথেষ্ট।

"লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল এবং মাণিকরামের ধর্ম্মমঙ্গল, এই দুইখানি আধুনিক গ্রন্থের ছাপ এবং প্রভাব গ্রন্থের পত্রে পত্রে পরিলক্ষিত হয়—এমন কি, পংক্তিকে পংক্তি হুবহু নকল! আশ্চর্য্যের বিষয়, টীকাকার বসন্ত বাবু···এই অঞ্চলের বহুল প্রচলিত, হাতের গোড়ায় বিরাজমান এই দুইখানি বিখ্যাত গ্রন্থের কাছ দিয়াও ঘেঁসেন নাই!

"বৃন্দাবনের 'কৃষ্ণ' শ্যামসুন্দর, নব-কিশোর, ললিত-ত্রিভঙ্গ, মোহন-মুরলীধারী···বন-বিষ্ণুপুরী 'কাহ্ন' কৃষ্ণের অপভ্রংশ বা প্রতিচ্ছবিরূপে কল্পিত হইলেও স্থানীয় প্রভাব প্রভৃতির গুণে 'চোয়াড়ী' রূপ প্রাপ্ত হইলেন—তিনি 'লগুড়হস্ত'—গদাধারী—'মগরখাড়ু' 'ঘোড়া চুল', ঠিক যেন রেগুলেশন লাঠিধারী—বাবরি চুল-ওয়ালা হিন্দুস্থানী সিপাই,—'চণ্ডাল কাহ্নাঞি'র মেজাজটাও সৃষ্টিছাড়া, কথায় কথায় 'মার মার, কাট্ কাট্'—'দড়ি দিয়া বান্ধিয়া থুইব, প্রাণে মারিব'—সর্ব্বদাই যেন 'মার'-মূর্ত্তি! প্রেম-সাধিতে উলঙ্গ হইয়া নিজের মাথায় থাপ্পড় মারিয়া শব্দ করে! এই কাহ্নর চুম্বন অর্থ—'দন্তাদন্তি' (দশনের সনে কাহ্ন চাপিল দশনে)" ইত্যাদি।

রঞ্জনে রঞ্জনে—হাকিমে শিক্ষকে মসীযুদ্ধ! বসন্ত বাবু যে 'বাসলী'কে মহাকবির মুরুব্বি ধরিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের অস্পৃশ্য বোঝা তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়াছেন, দক্ষিণারঞ্জন বাবু সেই 'বাসলী'কেই মেকী সপ্রমাণ করিয়াছেন! তিনি বলিতেছেন, "এই অঞ্চলের (বাঁকুড়া, মানভূম) বাসুলীগণও চামুণ্ডা-মূর্ত্তি, রুধিরপায়িনী। নান্নুরের বাশুলী সম্পূর্ণ ভিন্নমূর্ত্তি। উহা সুন্দর প্রসন্ন-বদনা, চতুর্ভুজা (বীণা পুস্তক জপমালাধৃতা) বাগীশ্বরী-মূর্ত্তি—বিদ্যা-দেবী 'বজ্রেশ্বরী'।'···অতএব, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, বীরভূম নান্নুরের চণ্ডীদাসের 'বাশুলী' এবং বন-বিষ্ণুপুরের অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস নামক লেখকের বা লেখকত্রয়ের 'বাসলী' সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেবতা, এবং তজ্জন্য তাঁহাদের প্রেরণা এবং চালনাও সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। তাই উভয় চণ্ডীদাসের লেখাতে 'আসমান্ জমিন্' তফাৎ।"

দাক্ষণা বাবু তাঁহার সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছেন, "মোট কথা, কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দামোদর পার করাইয়া মল্লভূমে উপস্থাপিত করাইয়া এ অঞ্চলের 'শোচ্য' অপবাদ ঘুচাইবার আধুনিক কালের প্রচেষ্টার অন্যতম হইতেছে এই গ্রন্থ।

"মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হইল ইহা, এবং অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হইল, শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের দোহাই দিয়া পরকীয়া সহজিয়া তন্ত্রের উদ্দাম কাম-কলুষের পোষকতাকল্পে নজির খাড়া করা।

"কোনও গ্রন্থে, ইতিহাসে, কিংবদন্তীতে বা প্রবাদ-কথায় কোথাও কখনও যাহা কেহ শুনে নাই, তাহা আছে এই গ্রন্থে; যথা—(১) শ্রীচৈতন্য বর্দ্ধমান সহরের সন্নিকটে 'দামোদর পার' হইয়া চলিলেন, অর্থাৎ ঠিক একেবারে মল্লভূমে উপস্থিত হইলেন, (২) বেশ্যা এবং সেবাদাসী জাতীয় লোকের সহিত অবাধ মেশামিশি করিয়াছেন।"

এইরূপ বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দক্ষিণা বাবু বলিতেছেন,—"চণ্ডীদাস হইতেছেন শ্রীচৈতন্যের প্রায় শ'-খানেক বৎসর পরবর্ত্তী। অতএব 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক গ্রন্থের লেখক—যিনিই হউন—আদি কবি চণ্ডীদাস নহেন—হইতে পারেন না।"

"বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে প্রাচীনতার কোনও চিহ্ন বা নামগন্ধমাত্রও নাই! যাহা হউক—ব্রজবুলি, খাটি বাঙ্গালীর খাটি বাঙ্গালা অথবা 'কোমলকান্ত পদাবলী'র সাধ যদি কেহ এই বন-বিষ্ণুপুরী বুলি ও চোয়াড়ী ভাষা দিয়া মিটাইতে চাহেন ত বিবাদের কিছু নাই।"

দক্ষিণারঞ্জন বাবুর অভিযোগ, "আজ এই ৪০০ বৎসর ধরিয়া বৃন্দাবন-লীলা অবলম্বনে রচিত অসংখ্য

পদ এবং পুথির কুত্রাপি এইরূপ বিসদৃশ তথ্য, অন্যায় কথা, কুৎসিত ভাব, ইতর আদর্শ নাই। অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত, জয়দেব, বিদ্যাপতি, কৃষ্ণকর্ণামৃত, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থেও নাই।

"এইগুলির অনুরূপ বিষম কথা বা তত্ত্ব একটি মাত্রও কোন গ্রন্থে থাকিলে তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট অস্পৃশ্য—অশ্রাব্য।

"চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত বলিয়াই গ্রাহ্য হওয়া দূরে থাকুক, 'স্বয়ং ভগবান্' আসিয়াও যদি তাঁহার নিজ লীলা সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যেরূপ আছে, তদ্রূপ নানা উদ্ভট কল্পনা এবং কুৎসিত কথা এবং ভাব প্রচার করেন, তাহা ভক্তিশাস্ত্রসম্মত শ্রীভগবানের বিশুদ্ধ বৃন্দাবন-লীলা বা আদি চণ্ডীদাস-রচিত পদাবলী বলিয়া গৃহীত হইবে না।

"ইহা প্রাকৃত নাগর-নাগরীর উদ্দাম কামকলা। ইহা অতি আধুনিক কালের বিষয় এবং বৈষ্ণবের শুদ্ধ প্রেমের নামে কামপরতন্ত্র প্রাকৃত সহজিয়া ভজনের কিম্বা সখী-ভেকীদলের চূড়ান্ত অধোগতির দুর্দ্দিনের চিত্র।

"প্রাচীন কবিদের লেখাতে অল্প-বিস্তর আদিরস সংমিশ্রিত আছে বটে; কিন্তু তাঁহাদের কবিত্বের মাধুর্য্য এবং সুষমার প্রাচুর্য্যের পার্শ্বে এ সব অতি নগণ্য, "নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেম্বিবাঙ্কঃ

"কিন্তু এই গ্রন্থে যেমন আগাগোড়া প্রতি পত্রে প্রতি পদে একটা অবিমিশ্র কদর্য্যতা এবং ইতরতা, যেমনই ভাবের তেমনই কথার, ইহার জুড়ি কোথাও নাই। অথচ একটা সমগ্র পদও 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল, আকুল করিল মোর প্রাণ' ত দূরের কথা, সাধারণ কবিতা হিসাবেও আস্বাদ করিবার বা নির্ম্মল রসোপভোগের উপযোগী নহে।

"শ্রীনিবাস আচার্য্য কর্ত্তৃক রাজা বীর হাম্বীরের বৈষ্ণব দীক্ষা হইতেই এই অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার অভ্যুদয়। সে হইল ২৫০।৩০০ বৎসরের কথা।

"বিগত ১০০।১৫০ বৎসরের মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে ১৪।১৫ জন বৈষ্ণব মহন্তের গদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা এবং তাহাদের চেলাগণ সকলেই হিন্দুস্থানী। এই সবগুলির বার্ষিক আয় না কি ২।৩ লক্ষ টাকা।

"ক্রমশঃ, 'দেবদাসী' 'সেবাদাসী' 'নাচনী' 'নর্ত্তকী' 'ভকর্তিদাসী' প্রভৃতির উদ্ভব এবং তৎসংসৃষ্ট ধর্ম্মের নামে, নানা নাগর-নাগরী-পনা বিলাস-ব্যসন এবং কাম-কলা মহোৎসবের আবির্ভাব এবং পশ্চিমা (হিন্দুস্থানী) এবং আসামী বৈষ্ণব এবং নানা দেশীয় নানা জাতীয় লোকের সমাগম এবং বসবাস হইয়াছে।...কৃষ্ণকীর্ত্তন এইরূপ দূষিত 'নাগর'-নাগরী'র 'ছিনারী' 'অসতী' 'বেশ্যা'র, 'ভকর্তিদাসী' দেবদাসীর কামকলার ভাবে ভরপুর।"

"কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'বারহ' বৎসর বয়স্কা পরকীয়া কন্যার 'মহাদানে'র পশ্চাতে যে বীভৎস অশ্লীলতার ইঙ্গিত আছে, তাহা লেখনীতে স্ফুটতর করা চলে না।

"এই গ্রন্থ-নিহিত অন্তঃপ্রমাণে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ইহাই হয় যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের অধোগতির স্তরে 'পরকীয়া' সহজিয়া মতের প্রাবল্যের দিনে ঐ সব দূষিত ভাব এবং কামকেলির পোষকতাকল্পে এই গ্রন্থ একাধিক ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল—যাহাদের অন্ততঃ একজন ছিল আসামী এবং তাহার নাম ছিল 'দ্বিজ অনন্ত বড়' বড় জোর ১০০ বৎসর আগে।

"দেবনাগরী অক্ষর এবং পুরাতন মৈথিল লেখার ভঙ্গী, শ্রীহট্ট এবং আসাম অঞ্চলের প্রাচীন পুঁথিতে যথেষ্ট দেখা যায়। এই গ্রন্থেও তাহাই আছে।

"দ্বিতীয়তঃ, আসামের গীতিনাট্যের একটা বিশেষত্ব এই যে, প্রতিপাদ্য বিষয় সংস্কৃতে এবং গান ভাষায়। এই গ্রন্থেও তাহাই আছে।

"১৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মাণিকরামের ধর্ম্মমঙ্গলের ছাপ এবং অনুকরণ 'কৃষ্ণকীর্ত্তনের' প্রতি পদে পরিলক্ষিত হয়।"

অথচ স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রায় দিয়া গিয়াছেন, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কৃষ্ণকীর্ত্তনের পাণ্ডুলিপি লিখিত হইয়াছিল।

দক্ষিণারঞ্জন বাবু ত হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিলেন; বসন্তরঞ্জন বাবু বহু আড়ম্বরে সপ্রমাণ করিতে চাহিলেন, তাঁহার আবিষ্কৃত এই গ্রন্থ আদি মহাকবি চণ্ডীদাস-বিরচিত। কিন্তু চণ্ডীদাস যে মূর্ত্তিতে বঙ্গীয় ভক্তসমাজে—বৈষ্ণব-সমাজে পরিচিত, তাঁহার সেই মূর্ত্তি কোথায়? আমরা যে চণ্ডীদাসের ভক্ত, যাঁহার সুমধুর পদাবলী আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করে, সেই চণ্ডীদাসকে এই কৃষ্ণকীর্ত্তনে খুঁজিয়া পাইলাম না; তথাপি ইহা চণ্ডীদাসের রচিত! এ কোন্ চণ্ডীদাস?

বসন্তরঞ্জন বাবু সম্পাদকীয় বক্তব্যে বলিয়াছেন, 'সই কে বা শুনাইল শ্যামনাম', 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' পদের ভাষা এবং 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে', 'যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না

চাহিলোঁ' পদের ভাষা এক নহে; পদাবলী ও 'কৃষ্ণকীর্ত্তনের' ভাষার সাদৃশ্য নাই। তবে কি পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতা দুই পৃথক্ কবি? চণ্ডীদাসের সময় এবং তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ছিল, জানিতে পারিলে আমাদের উত্তর অনেকটা সরল হইয়া আসিবে,... হস্তলিখিত সুপ্রাচীন পুথি একান্ত দুর্ল্লভ, কবির স্বহস্তলিখিত পুথির ত কথাই নাই। কাজেই বলিতে হয়, আমরা কোন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাই নাই।

"বঁধু কি আর বলিব আমি' পদের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক, একেবারে হালি। উহা বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে আদৌ খাপ খায় না। বহুল প্রচলিত পদের ভাষা গায়ক ও লিপিকারগণের কৃপায় পুনঃ পুনঃ রূপান্তরিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। চণ্ডীদাসের গোড়া ভক্তেরা অবশ্য তাহা স্বীকার করিতে রাজী হইবেন না।...পাঠকগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' পদের ভাষার সহিত পদাবলীর 'প্রথম প্রহর নিশি' পদের ভাষার তুলনা করিয়া দেখিবেন, চণ্ডীদাসের ভাষা কিরূপ ভাবে বিকৃত বা রূপান্তরিত হইয়াছে।"

হয়ত রূপান্তরিত বা বিকৃত হইয়াছে; কিন্তু সেই অপরাধে কি আমরা চণ্ডীদাসের পদাবলী নির্ব্বাসিত করিব? বসন্ত বাবু যে অপাঠ্য পুথি আদি কবি চণ্ডীদাসের নামে বিকাইতে চাহিয়াছেন, তাহা যে আদৌ চণ্ডীদাসের রচিত নহে, কোন নকল চণ্ডীদাসের রচিত কামকলার উচ্ছ্বাস মাত্র—দক্ষিণা বাবুর এই উক্তির প্রতিবাদে এবং তাঁহার সংগৃহীত প্রমাণের প্রতিকূলে বসন্ত বাবু ও তাঁহার ব্রিফধারী উকিলদের যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহা তাঁহারা বলিলেই কি কৃষ্ণকীর্ত্তনের অন্তর্নিহিত ভাবধারার পরিবর্ত্তন হইবে? এই কুরুচিপূর্ণ জঘন্য পুথিতে চণ্ডীদাসের কোমল কান্ত মধুর পদাবলীরই কেবল অভাব, এরূপ নহে—এই গ্রন্থের বহু স্থানে যে ভক্তিরসের বিরোধী রুচির, এবং বর্ণনার মধ্যে ভাবুক ভক্তের বিরক্তিজনক, কামুক কামুকীর জঘন্য লালসাপূর্ণ হাব-ভাবের অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়, তাহা মহাকবি চণ্ডীদাসের রচনার পক্ষে লজ্জাজনক; এই কাম-কলুষিত, অসংযত, উলঙ্গ, বীভৎস চিত্র তাঁহার লেখনীমুখে কখনও প্রকাশিত হইত না; দেড় শত বা দুই শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের রচনার প্রভাব ইহাতে এতই সুস্পষ্ট যে, ইহা তাঁহার প্রথম বা কোন বয়সেরই রচনা নহে, এ কথাও দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায়। বস্তুতঃ মাইকেল মধুসূদন যে শ্রেণীর গ্রন্থকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"চণ্ডালের হাত দিয়া পুড়াও পুস্তকে,
ভস্মরাশি ফেলে দাও কীর্ত্তিনাশা-জলে।"

এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিভিন্ন অংশের বিস্তর পদ সেই শ্রেণীর অপাঠ্য জঘন্য গ্রন্থের অনেক অধিক ঊর্দ্ধে, এ কথা অসঙ্কোচে স্বীকার করা যায় না। বসন্তরঞ্জন বাবু তাঁহার আবিষ্কৃত মহাগ্রন্থের এই সকল ত্রুটি বুঝিতে পারিয়াই তাঁহার কয়েক জন সাহিত্যিক মুরুব্বির সাহায্যে ইহার রক্ষা-কবচ নির্ম্মাণ করাইয়া, ইহাকে নিঃশঙ্ক চিত্তে সাহিত্যের দরবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন; এবং আত্মসমর্থনের জন্য তাঁহাকে একাধিক সাহিত্য-বিশারদের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে; ইহা বঙ্গসাহিত্যের দুর্ভাগ্য, এবং ততোধিক দুর্ভাগ্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সুবিজ্ঞ মুরুব্বিদের—যাঁহারা নির্ব্বিচারে সেই সকল অপাঠ্য, জঘন্য পদাবলী বহু মুদ্রা ব্যয়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া মহাকবি চণ্ডীদাসের সম্মান ও গৌরব ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। অনেকেই এই অপরাধ অমার্জ্জনীয় মনে করিলে বিস্ময়ের কারণ নাই।

স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের মুখবন্ধের উপসংহারে আশ্বস্ত চিত্তে লিখিয়াছেন, "কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে, অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন; সেই বাঁশীর স্বরের নিকটে সকল তত্ত্ব-কথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের সেই হারাণ বাঁশীর উদ্ধার করিয়া সাহিত্য-পরিষদের জীবন সার্থক হইল।"—কিন্তু আজ যদি ত্রিবেদী মহাশয় জীবিত থাকিতেন, এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনের আবর্জ্জনাস্তূপ ঘাঁটিয়া কাম-লালসার যে সকল অশ্লীল ছবি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বলবর্ণে পরিস্ফুট দেখিতেছি, তাহা যদি ত্রিবেদী মহাশয় অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতেন, এবং নান্নুরের চণ্ডীদাসের পদাবলীর সহিত এই ঝুমুর গানের তুলনা করিয়া নিরপেক্ষ অভিমত প্রকাশের সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে তিনি কি মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলিতে পারিতেন যে, 'বড়ু চণ্ডীদাসের সেই হারাণ বাঁশীর উদ্ধার করিয়া সাহিত্য-পরিষদের

জীবন সার্থক হইল ?'—কোথায় সাধক চণ্ডীদাসের সেই প্রেমের বাঁশী—যাহার স্বরলহরীতে যমুনা উজানে বহিত, যাঁহার সুমধুর বংশীধ্বনি গত পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বঙ্গের লক্ষ লক্ষ সংসারতাপদগ্ধ নর-নারীর হৃদয় অমৃতরসে অভিষিঞ্চিত করিয়াছে, —আর কোথায় বাঁশীর পরিবর্ত্তে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের 'কাহ্নু'র হাতের কদর্য্য কোঁৎকা—যাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনের দূষিত পরকীয়া ভজনে নাগর-নাগরীর কামানলে যেন ইন্ধন যোগাইতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় তাঁহার আবিষ্কৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানি নান্নুরের মহাকবি চণ্ডীদাসের বিরচিত বলিয়া তুমুল ঢক্কা-নিনাদে বিঘোষিত করিলেও, এবং পূজ্যপাদ স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে মুরুব্বি করিয়া তাঁহার সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেও, শাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসই 'পদাবলী'র চণ্ডীদাস, এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। তিনি ২৬ ভাগ সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় 'চণ্ডীদাস' নামক প্রবন্ধের শেষ ভাগে সন্দিগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "তবে কি একজন চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তনের গ্রন্থকর্ত্তা, পদকর্ত্তা আর এক চণ্ডীদাস ? দুই জনেই বাশুলীর ভক্ত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কিন্তু রামীর নামও নাই, নান্নুরের নামও নাই। বাশুলী যখন মঙ্গলচণ্ডী, তখন 'চণ্ডীদাস' শব্দেরও মানে বুঝা গেল। বাশুলিচণ্ডীর যাঁহারাই দাস, তাঁহারাই হইলেন চণ্ডীদাস। তাঁহারা সহজিয়া ছিলেন, অন্য সহজিয়ার মত গান করিয়া বেড়াইতেন, সঙ্গে যোগিনীও থাকিত।

"অন্ততঃ দুই জন চণ্ডীদাস স্বীকার করিলে প্রথম চণ্ডীদাস জয়দেবের মত বৈষ্ণব হইয়া গিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়াছেন, আর এক জন বৈষ্ণব হয়েন নাই, কখন তিনি খাটি সহজিয়া গান গাহিতেন, কখনও বা রাধাকৃষ্ণকে লইয়া সহজিয়ার গান গাহিতেন, সম্ভবতঃ ইঁহার মৃত্যু গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে হইয়াছিল।"

স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অভিমত হইতে প্রতীতি হইতেছে যে, ইনি নান্নুরের চণ্ডীদাস, রজকিনী রামীর বঁধু, সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস—যিনি বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন; কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসের সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। পদাবলীর চণ্ডীদাস আসল হইলে ইনি 'মেকী' অথবা নকল। কিন্তু এই মেকী চালাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বাবুর আর একটি মন্তব্যে প্রকাশ। ইহা শ্রুতিকঠোর হইলেও এরূপ সুসঙ্গত যে, এই প্রসঙ্গে আলোচনার অযোগ্য নহে। তিনি লিখিয়াছেন, "যেহেতু, এই দেশ 'পাণ্ডব-বর্জ্জিত'—'গঙ্গা-হরিনাম-বর্জ্জিত'—অতএব, 'শোচ্য' (শ্রীচৈতন্য ভাগবত দ্রষ্টব্য) বলিয়া গণ্য ছিল।

"এই হীনতা শোধরাইবার জন্য, এ দেশে শ্রীচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনের অবতারণা প্রয়োজনীয় হইল।

"শ্রীচৈতন্য 'শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য —কৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব কৈল ধন্য' [চৈঃ চঃ]। পূর্ব্বপশ্চিম, আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য—সমগ্র ভূভারত এই 'জঙ্গম' নারায়ণের পরিক্রমা-গুণে ধন্য হইল,—পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল বর্দ্ধমান (শ্রীখণ্ড), মেদিনীপুর (দাঁতন) প্রভৃতি ইস্তক ঝাড়িখণ্ডের জঙ্গলী লোকও বাদ গেল না—এমন কি, বনের পশু-পাখীও কৃষ্ণকীর্ত্তনে মাতিল—শ্রীচৈতন্যের পুণ্য সঙ্গে ধন্য হইল।—শুধু হইল না 'দামোদর পারের' এই বন-বিষ্ণুপুর। মুখ্যতঃ এই ন্যূনতাপূরণকল্পে এই গ্রন্থের অবতারণা। শ্রীচৈতন্য কর্ত্তৃক আস্বাদন জন্য চণ্ডীদাসের পদাবলীর মর্য্যাদা এবং আভিজাত্য কয় শতাব্দীর মধ্যে সর্ব্বজনমান্য হইয়া গিয়াছিল। অতএব, গ্রন্থে তাঁহার নামের ছাপটা জুড়িয়া দেওয়া হইল।

"হিন্দুস্থানী মোহন্ত, নানা দেশীয় বৈরাগী, বাবাজী, আসামী, বঙ্গবাসী, উড়িয়া নানা শ্রেণীর লোকসমাগম এবং তাহাদের স্থায়ী বসবাস ঘটিয়াছিল। নানা লোকের নানা বুলি-মিশ্র একাধিক ব্যক্তির মিলিত চেষ্টায় এই গ্রন্থের উদ্ভব। বহিরাবরণ বৃন্দা (বনীয়) হইলেও মর্ম্মের সুর, ভাব, উপমা, তুলনা, অলঙ্কার ইত্যাদি ফুটিয়াছে 'বনীয়' অর্থাৎ বন-বিষ্ণুপুরীয়, চোয়াড়ী, জঙ্গলীয়।"

আরও একটা কথা,—
'মনের উল্লাসে দেখি তোর পয়োভার
মজি গেল মোর নয়ন-চকোর।'
'দৃঢ় করে ভুজ যুগে ধরি কৈল আলিঙ্গন।'
'হৃদয়েব মাঝে তোর কেনে নাহি হার।'
'সব নারীজন মোর করিল সম্মানে।'
'কর যোড় করি রতি ভিক্ষা মাগি
রতিভাবে রাধা গেল কাহ্নের পাশে।'

এই সকল কি সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের পূর্ব্বের বাঙ্গালা ভাষা? এরূপ ভাষা কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদে

পদে। অথচ চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা বিকৃত হইয়াছে বলিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' একাধিক পদকর্ত্তার লেখনীধারণের ফল। ইহার বহু পদাংশের ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার সংস্রব নাই। ইহা প্রাচীনতার ছাপ মারা ভাষার সহিত আধুনিক ভাষার সংমিশ্রণে অর্দ্ধসিদ্ধ খিচুড়ী!

নৌকাখণ্ডের দুইটি পদ

একই কবি একই বিষয়াবলম্বনে পদ রচনা করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের ভাষা বিভিন্ন, ভাবের সামঞ্জস্য নাই, রসের মাধুর্য্যেও আকাশ-পাতাল প্রভেদ,—ইহা কি কখন স্বাভাবিক বা সঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? এখানে আমরা নান্নুরের মহাকবি চণ্ডীদাসের রচিত নৌকাখণ্ডের একটি পদ এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচয়িতা অনন্ত-বড়ু-রচিত নৌকাখণ্ডের একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি; রসজ্ঞ পাঠকগণ এই দুইটি পদের তুলনা করিয়া কিরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন?

নান্নুরের মহাকবি গাহিয়াছেন,—

দেখিয়া যমুনা নদীর তরঙ্গ
উঠিছে দারুণ ফেনা।
দেখিয়া নাগরী সকল গোয়ালী
লাগিল বিস্ময়-পনা॥
কেমনে এ নদী যমুনা পেরাব
মোর মনে হেন লয়।
তরঙ্গ অপার বহিছে দু-ধার
হইছে সবার ভয়॥
কোন গোপী বলে কোন গোয়ালিনী
এ বড়ি বিষম দেখি।
ইহার উপায় কি বুদ্ধি করিব
বলহ সকল সখী॥
কোন বা সাহসে যদি জলে নামি
ডুবিয়া মরিব তবে।
উপায় হইলে তবে সে যাইবে
নহে বা কি আর হবে॥
কিসে হব পার না জানি সাঁতার
কেমনে যাইব পার।
বড়াই কহিছে চাহি রাধা পাশে
শুনগো আমার বাণী।
কানুর চরণে বিনতি করহ
পার করে গুণমণি।
চণ্ডীদাস দেখি যমুনাতরঙ্গ
ইহার উপায় কই।
এই দরিয়াতে আনের শকতি
নাহিক কালিয়া বই॥

এই মধুর পদটি শ্রবণ করিলেই ভক্তের হৃদয়-মন মথিত করিয়া এই শঙ্কাবিজড়িত ধ্বনি উত্থিত হইবে—এই অপার তরঙ্গসঙ্কুল সংসার-দরিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইলে কালিয়া ভিন্ন আর গতি নাই।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র অনন্তবড়ু, চণ্ডীদাস গাহিলেন—

মন গমনে চলে না খানি তোহ্মার।
আপণে কাহ্নাঞিঁ তাত ভৈল কাণ্ডার॥
নাঅত চঢ়িলোঁ কাহ্নু তোর সত্য বোলে।
মাঝ যমুনাত তোহ্মে না করিহ বলে॥
পার কর নারায়ণ বড়ায়ির সঙ্গে জাইবো।
যমুনাত পার হয়িলেঁ আলিঙ্গন দিবোঁ॥ ধ্রু॥
সাত ঘটি গেল হএ দুঅজ পহর।
গোঠে হৈতেঁ আসিবে গোআল মোর ঘর॥
ঘরে না দেখিআঁ বড় খঙ্গায়িবে মোরে।
দয়া ধরম কি না বসে তোহ্মারে॥
গোসাঞিঁ সোঁঅরি কাহাঞিঁ কাঁট বাহ নাএ।
মাঝ যমুনাত বহে খর বড় বাএ॥
যমুনার জলে টলবল করে নাএ।
চমক চমকী উঠী মোর প্রাণ জাএ॥
ষোল শত গোপী মোর রহি চাহে বাটে।
মোহোর করমে নাএ ভাঁগিল পাটে॥
একবার রাখ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

'গোআল' বাড়ী ফিরিয়া নায়িকাকে ঘরে না দেখিলে ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিবে, নায়িকা এই ভয়ে আকুল!—এই কি সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বিমুগ্ধা, আত্মত্যাগের আদর্শ নায়িকা শ্রীরাধিকা—যিনি শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"জাতি কুল বলি দিলুঁ তিলাঞ্জলি
কি আর সতী-চরচা তে
তনু ধন জন জীবন যৌবন
নিছিলাও শ্যামের পিরীতে॥"

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে উদ্ধৃত দুর্ব্বোধ্য 'ঝুমুর' গান পাঠ করিয়া পাঠকের হৃদয়ে কোন রকম রেখাপাত হয় কি না, তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন।

এই উভয় পদই নান্নুরের মহাকবির রচনা—ইহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবেন কি? বাহুল্য ভয়ে আমরা একাধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে বিরত হইলাম। ইহাই না কি মহাকবির রচিত, পাঁচ-শ বৎসর আগেকার অবিকৃত খাঁটি ভাষা। যে সকল পদের রসমাধুর্য্যে, শব্দঝঙ্কারে, ভাবের গভীরতায় আমরা মুগ্ধ, ভাবাবেশে বিহ্বল—সেগুলি না কি মেকি, 'সাত নকলে আসল খাস্ত!' তাহা হইলে মহাকবি চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কোথায় থাকে?

পঞ্চম অধ্যায়

চণ্ডীদাস কয় জন?

নান্নুরের মহাকবি চণ্ডীদাসের জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া বড় গোল বাধিল। স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র মুখবন্ধে লিখিয়াছেন,—"আমাদের এমনই ভাগ্যদোষ যে, পুরাণ পুথির শেষের দিকটাই হয়ত খণ্ডিত হইয়া পড়ে, অথবা শেষ পাতাটা বর্ত্তমান থাকিলেও বাঙ্গালা দেশের পোকা ঠিক তারিখের অঙ্কটাই পছন্দ করিয়া কাটিয়া ফেলে।...চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ এত দিন লুপ্ত ছিল, এত কালে ব্যক্ত হইল বটে, কিন্তু শেষ দিকে খণ্ডিত হইয়া দেখা গেল। কাজেই পুথির মধ্যে উহার কাল-নির্ণয় হইল না। এখন পুথির হরপ দেখিয়া পণ্ডিতেরা তর্ক-বিতর্ক করুন।...এই পুথি চণ্ডীদাসের স্বহস্তলিখিত হইতেও পারে, এরূপ কল্পনাতেও আনন্দ পাওয়া যাইবে। চণ্ডীদাসের নিজের হাতের লেখা না হইলেও, তিনি জীবিত থাকিতেই তাঁহার সম-সাময়িক লোকের হাতে লেখা হইতে পারে। বাঙ্গালা হরপের উৎপত্তি ও পরিণতি বিচার যে সকল পণ্ডিতের ব্যবসায়, এই পুথি তাঁরা সমাদরে গ্রহণ করিবেন।

"...তবে সত্যই কি এই ভাষাই চণ্ডীদাসের ভাষা?...তবে আমরা যে ভাষার সুরে মুগ্ধ, অভিভূত, অবসন্ন হইতেছিলাম, সে ভাষা কি চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা নয়? একই চণ্ডীদাস কখনও এই দুই ধরণের ভাষায় কথা কহিতে পারেন না। তবে কি আমাদের চির-পরিচিত চণ্ডীদাস, আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক নহেন? চণ্ডীদাস কি দুই জন ছিলেন? দুই জনেই বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু। তাহা ত হইতে পারে না। এক জন তবে কি আসল, আর এক জন নকল? কে আসল, কে নকল?"

স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয় এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারেন নাই। এই জন্য তিনি লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষায় চণ্ডীদাসের সুর পাওয়া যায় কি না, চণ্ডীদাসের পদের রস, তাহার উন্মাদনা, এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষায় আছে কি না, রসজ্ঞেরা তাহার বিচার করিবেন। আমাদের পক্ষে এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা অপরিচিত, অনভ্যস্ত, নূতন—আমাদের কাণে উহা অভ্যস্ত নহে।" অর্থাৎ উহা শ্রুতিকটু; কিন্তু শ্রদ্ধাবুদ্ধিবশতঃ ত্রিবেদী মহাশয় কথাটা একটু মোলায়েম করিয়া বলিয়াছেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিজ্ঞ দক্ষিণারঞ্জন বাবু কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের আলোচনা করিয়া যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অসার বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার উপায় নাই; এই জন্য আমরা তাহার সারমর্ম্ম পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। ত্রিবেদী মহাশয়ও বলিয়াছেন,—"প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতদের মধ্যে বিচার-বিতর্ক, আলোচন চলিবে। কিন্তু এ সকল প্রশ্ন যতই গভীর হউক, এ সকল তত্ত্বকথার যতই মাহাত্ম্য থাকুক, চণ্ডীদাসের নামের মাহাত্ম্যে সে সকলই ক্ষুদ্র হইয়া যায়। চণ্ডীদাসের নামের ছাপ যে কবিতার উপর আছে, তাহা তখনই তাহার প্রাদেশিকতা হারাইয়া মানব-সাহিত্যের কোঠায় গিয়া পৌঁছে—বাঙ্গালা সাহিত্যকে তখনই তাহা নিম্ন হইতে অতি ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেয়।"

দক্ষিণারঞ্জন বাবু এ কথা স্বীকার করিয়াছেন, এবং বন-বিষ্ণুপুরে কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনার কি প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। 'সাহিত্যের কোঠায়' উহা কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাও প্রদর্শন করিতে আমরা কর্ত্তব্যানুরোধে কুণ্ঠা বোধ করি নাই। পূর্ব্ব অধ্যায়েই প্রতিপন্ন হইয়াছে—উহা রজকিনী-বঁধু—নান্নুরের চণ্ডীদাসের রচিত নহে। ইহা সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হইয়াছে যে, নান্নুরের চণ্ডীদাস ব্যতীত একাধিক চণ্ডীদাস বঙ্গ-ভারতীর সেবা করিয়াছিলেন। মঙ্গলচণ্ডী বাসলীর দাস অনন্ত বড়ু 'নামক' এক চণ্ডীদাস তাঁহাদের অন্যতম।

দক্ষিণারঞ্জন বাবু প্রতিপন্ন করিয়াছেন—এই বড়ু চণ্ডীদাসের পুথি একাধিক কবির রচনা, এবং তাহা আধুনিক; কিন্তু পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্বাস করিয়াছিলেন, বড়ু চণ্ডীদাসের পুথিখানির হাতের লেখা ১৩০০ হইতে ১৪০০ ইংরাজী সনের। অনেক

গবেষণার পর পুথির রচনাকাল তিনি আরও পিছাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, —"(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৯) ১৪ শতকের শেষাংশে বাঙ্গালায় কতকটা শান্তি থাকিলেও, ১২০০ হইতে ১৩৫০ পর্য্যন্ত এখানে কিছু মাত্র শান্তি ছিল না। **এই ঘোর অরাজকতার সময় যে বড়ু চণ্ডীদাস বসিয়া এত বড় একখানা বই লিখিলেন, এ কথা আমি ত বিশ্বাস করিতে পারি না।** তাই আমার মনে হয়, বইখানা হিন্দু আমলের রচনা।" ইহা শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান মাত্র হইলেও, "সেকালে বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণরাধা সম্বন্ধে নানারূপ কথা প্রচলিত ছিল। চণ্ডীদাস সেগুলি সব লইয়াছেন।" ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ।

'গাথা সপ্তশতী'তে রাধা-কৃষ্ণের নাম প্রথম পাওয়া গিয়াছে। এই বই না কি ইংরাজী ৬৯ সালের লেখা। সেই সময় হইতেই কৃষ্ণ-রাধা প্রেমের কথা, রাসের কথা চলিয়া আসিতেছিল।' 'বড়ু' চণ্ডীদাস সেগুলি অবলম্বন করিয়া তাঁহার পুথি লিখিয়া-ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান, বড়ু চণ্ডীদাসের বই হইতেই জয়দেব রাস এবং মানের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এখন কথা এই যে, যদি এই বড়ু চণ্ডীদাসকে হিন্দু রাজত্বে ঠেলিয়া দেওয়া হয়, এই বড়ুকেই আদি চণ্ডীদাস বলিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের লেখকরূপে খাড়া করা হয়—তাহা হইলে নান্নুরের মহাকবি চণ্ডীদাস—যাঁহার পদমাধুর্য্যে সারা বাঙ্গালা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল, বঙ্গ-সাহিত্যাকাশের যিনি শুকতারা,—বিদ্যাপতি যখন স্বরচিত পদাবলীর লালিত্যে, মধুরতায় ও ঝঙ্কারে বঙ্গ বিহারকে বিমোহিত করিয়াছিলেন, সেই সময় যে মহাকবির সহিত সুরধুনীতীরে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল,—যিনি রজকিনীর সহিত প্রেমসাধনার ফলে অপূর্ব্ব-সুন্দর অতুলনীয় পদাবলী রচনা দ্বারা বঙ্গভাষাকে দিব্য-শ্রীসম্পন্ন ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন, রজকিনীর প্রেম যাঁহার নিকট 'নিকষিত হেম', এবং যাহার জন্য তিনি সহস্র প্রকার নির্য্যাতন, নিগ্রহ, বিদ্রূপ, ঘৃণা, কটূক্তি অবনত মস্তকে সহ্য করিয়াছিলেন—সেই চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কোথায় থাকে? তিনি ও বড়ু চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি—বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষজ্ঞগণ ইহা কোন্ যুক্তিতে স্বীকার করিবেন? নান্নুরের চণ্ডীদাসকে স্বীকার করিতে হইলে হিন্দু-রাজত্বের আমলের বড়ুটিকে অস্বীকার করিতে হয়। এ অবস্থায় বসন্তরঞ্জন বাবু কোন্ যুক্তিতে নান্নুরের চণ্ডীদাসকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের বড়ু চণ্ডীদাস বলিয়া জাহির করিলেন—তাহা কি তিনি বুঝাইতে পারেন? "ঘোল খায় হরিদাস, মাধাই দেয় কড়ি?"

পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ও বড়ু চণ্ডীদাসকে ও তাঁহার রচিত 'কৃষ্ণকীর্ত্তনকে' হিন্দুরাজত্বে ঠেলিয়া দিয়া তাল সামলাইতে পারেন নাই; তাই তিনি অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে বলিতেছেন,—"এত দিন পর্য্যন্ত আমরা জানিতাম, চণ্ডীদাস নামে এক জন কবি ছিলেন। তাঁহার বাড়ী নান্নুরে। নান্নুর বীরভূম জেলায়। তিনি কবি; বামুনের ছেলে। তিনি বাশুলী দেবীর পূজারী। বাশুলী তাঁহাকে বলিয়া যান, 'তুমি রামী রজকিনীর সহিত প্রেম কর, নহিলে তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না।' রজকিনী মন্দিরের পেটিনী ছিল, অর্থাৎ মন্দির ঝাঁট-পাট দিত।

"...নান্নুরে যে চণ্ডীদাসের বাড়ী, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলার বইয়ে সে কথা নাই। আছে নীলরতন বাবুর সংগৃহীত 'রাগাত্মিক পদাবলীর' মধ্যে। সেগুলিকে কতদূর প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, আমি জানি না। সেগুলিকে যদি অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে এ দেশে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচলিত আছে, তাহার একটিও টিকে না। নান্নুরও টিকে না, রামী—রজকিনীও টিঁকে না। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্ত্তন পুথিখানার বয়স ১৩০০ হইতে ১৪০০। না হয় এই ১০০ বছরের শেষাশেষি হইবে। চণ্ডীদাস ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ পর্য্যন্ত যদি বাঁচিয়া থাকেন, তবে এই পুথি কি তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল? না ওখানি তিনি নিজে লিখিয়া-ছিলেন? পূর্ব্বে লেখা ত' সম্ভবই নয়; তাঁহার নিজের হাতের লেখা বলিয়াও ত' বোধ হয় না। তার পর আর এক কথা, এক চণ্ডীদাস কৃষ্ণলীলার জন্য দু'খানা পুস্তক লিখিবেন কেন?...একই বিষয়ের বই, অথচ কোথাও কিছু মেলে না কেন? একখানির ভাষা বড়ই পুরাণ, আর একখানার বড়ই নূতন। একখানাতে চণ্ডীদাস আপনাকে বড়ু চণ্ডীদাস বা শুধু চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, আর এক-খানায় তিনি নিজেকে দ্বিজ চণ্ডীদাসই বলিয়াছেন,—কখনও কখনও শুধু চণ্ডীদাসও আছে। এক জায়গায় 'কবি চণ্ডীদাস' বলিয়াছেন, দশ-বার জায়গায় 'বড়ু চণ্ডীদাস'ও বলিয়াছেন। কিন্তু আসল

বড়ু চণ্ডীদাসের বইএর গানের সঙ্গে একটি গানও মেলে না। ইহার অর্থ কি? চণ্ডীদাস দু'জন না হইলে ইহার সামঞ্জস্য হয় না

"বড়ু চণ্ডীদাসের রাগিণীগুলি সব পুরাণ, দ্বিজ চণ্ডীদাসের রাগ-রাগিণীগুলি প্রায়ই নূতন। দু'চারটি যে পুরাণ নাই, তাহা নহে; কতকগুলি আবার বেশী নূতন। ইহারই বা অর্থ কি? দুই জন চণ্ডীদাস স্বীকার না করিলে ইহার সামঞ্জস্য হয় না। ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলেও, দু'জন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।"—বড়ু চণ্ডীদাসের নাম অনন্ত, দ্বিজ চণ্ডীদাস তাঁহার ৭৬৩ কৃষ্ণলীলার পদের কোনও স্থানে 'অনন্তের' নাম করেন নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের কোনও পদে রামীরজকিনীর নামের উল্লেখ নাই। পদ উভয়েরই, উভয়েই গান রচনা করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের পদগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি গানে কৃষ্ণের একটি ইতিহাস লিখিয়াছেন। কিন্তু অন্য চণ্ডীদাসের পদের সম্বল প্রেম; রাধাকৃষ্ণের জীবনের কোন কথা তাহাতে নাই, ভাবের সহিতই তাঁহার সম্বন্ধ। **চণ্ডীদাস দুই জন না হইলে এরূপ হইত না।**

চণ্ডীদাস দুই জন হইলেও দুই জনেই বাশুলীদেবীর সেবক। বড়ু চণ্ডীদাস আপনাকে বাসলীর 'গণ' বলিয়াছেন, বাসলীর 'গতিও' বলিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, 'গতি শব্দের অর্থ চেলা'। তিনি বাশুলীর বরে পুঁথি লিখিতেছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। "তাঁহার ভণিতার পর গানে আর রাধাকৃষ্ণের কথা শুনা যায় না। দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে ভণিতার পরও কৃষ্ণকে তিনি উপদেশ দিতেছেন দেখা যায়; তিনি কোন কোন স্থানে বাশুলীর নাম করিয়াছেন; কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত খুব বেশী নাই। উভয়ে এক বাসলীর সেবক হইলেও, উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।" উভয়েই কি অভিন্ন বাশুলীর সেবক? আমরা প্রমাণ পাইয়াছি—এক 'বাসলী' চামুণ্ডামূর্ত্তি, রুধির-পায়িনী, অন্য বাশুলী অর্থাৎ নান্নুরের বাশুলী বাগীশ্বরী মূর্ত্তি—বিদ্যাদেবী। এই জন্যই উভয় দেবীর সেবকের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, শাস্ত্রী মহাশয়কে তাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে।

কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় তর্ক-বিতর্কে কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিতেছেন, "বড়ু অনন্ত চণ্ডীর চেলা ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম চণ্ডীদাস হইয়াছে, মনে হয়! এক একবার মনে হয়, যেন এই চণ্ডীর দাসেরা সকলেই গান করিয়া বেড়াইতেন এবং সকলেই চণ্ডীদাস বলিত। তাহা না বলিলে বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডীদাস, আদি চণ্ডীদাস, এ সকলের অর্থ হয় না। তাই এক একবার মনে হয়, চণ্ডীর সেবক যাঁহারা গান করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারাই চণ্ডীদাস হইতেন। সুতরাং অনেক চণ্ডীদাস থাকিতে পারেন। তাহা হইলে কিন্তু সব দিক সামঞ্জস্য হয়। বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের আগে, দ্বিজ চণ্ডীদাস ১৪।১৫ শতকে; তার পরও হয়ত কেহ চণ্ডীদাস ছিলেন। এক জন আবার আদি চণ্ডীদাস ছিলেন, অর্থাৎ প্রথম চণ্ডীদাস হইয়া গান করিতে বাহির হন। কিন্তু এক চণ্ডীদাসেই রক্ষা নাই, মেলা চণ্ডীদাস হইলে না জানি কি হইবে! এইরূপ নানা চণ্ডীদাস স্বীকার করিলে আর একটি বিষয়েরও সামঞ্জস্য হয়। ঐ যে গৌড়ের বাদশাহের বাড়ীতে গান করিতে গিয়া এক জন চণ্ডীদাস মারা যান, তাঁহারও একটা কিনারা হইতে পারে।" পূর্ব্বে বলিয়াছি—রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান হইয়া জেলালউদ্দীন নাম গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার পৌত্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বাদসাহী করেন। তাঁহাদের কাহারও রাণী বা বেগম চণ্ডীদাসের কীর্ত্তন শুনিয়া ভুলিয়া থাকিতে পারেন; এবং দ্বিজ চণ্ডীদাসই সেই লোক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।—কখন তিনি কবি চণ্ডীদাস, কখন শুধু চণ্ডীদাস; সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত, বড় চণ্ডীদাস লক্ষ্মণসেনের সময়ে তাঁহার বই লিখিয়াছিলেন, জয়দেব তাঁহার কেতাব অবলম্বন করিয়া গীতগোবিন্দ লিখিয়াছিলেন; এই জন্যই গীতগোবিন্দে তাঁহার রচনার ভাব ও কথা পর্য্যন্ত মিলিয়া যায়। দ্বিজ চণ্ডীদাস কোন পুথি লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। তিনি গান রচনা করিতেন এবং কীর্ত্তনও করিতেন। তিনিই রজকিনী রামীকে তাঁহার সাধনাপথের সঙ্গিনী করিয়াছিলেন। বড়ু চণ্ডীদাস হিন্দুরাজত্বে কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়া থাকিলে তাহার সহিত দ্বিজ চণ্ডীদাসের কোন সম্বন্ধ নাই; নান্নুরই যাঁহারা 'বাসলী' সেবক বড়ু চণ্ডীদাসের বাসস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহার সহিত রামীর মিলন ঘটাইয়াছেন, তাঁহারা 'উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে' চাপাইয়াছেন! হিন্দু সহজিয়ারা সকলেই রাধাকৃষ্ণের পদ কীর্ত্তন করেন, শেষে খাঁটি সহজিয়া হইয়া যান। দ্বিজ চণ্ডীদাসও তাহাই হইয়াছিলেন; এই জন্যই তাঁহার জীবনে ও কবিতায় সহজিয়ার ভাব,

প্রভাব, এবং বিশেষত্ব লক্ষ্য করি। অনন্ত বড়ু নামক চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত কোন কোন পদে নান্নুরের মহাকবির রচিত কোন কোন প্রসিদ্ধ পদের ভাবসম্পদের আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা মহাকবি চণ্ডীদাসের রচিত পদ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; কারণ নান্নুরের মহাকবির রচিত শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের পদগুলির পরস্পরের মধ্যে যে শৃঙ্খলা লক্ষিত হয়, তাহা সেই শৃঙ্খলার বহির্ভূত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা নান্নুরের মহাকবির নিম্নোদ্ধৃত পদের সহিত অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে উদ্ধৃত পদটির তুলনা করিতে পারি,—

মহাকবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—

'বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর কেহ মোর আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একূলে ওকূলে গোকুলে দুকূলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমেষে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥"

ইহার সমশ্রেণীতে বড়ু চণ্ডীদাসের নিম্নোদ্ধৃত পদটির স্থান হইতে পারে। ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদগুলির অন্যতম। বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধার আত্মসংবরণের শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে; তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া তাঁহার অন্যতমা সহচরী বৃদ্ধা দূতী বড়ায়িকে সম্বোধন করিয়া ব্যাকুল প্রাণে বলিতেছেন—

"কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি সে না কোন্ জনা।
দাসী হআঁ তার পায়ে নিছিব আপনা॥
কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পায়ে বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানি।
বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণি॥"

কিন্তু ইহার সহিত নায়িকার পূর্ব্বরাগের পদগুলির ক্রমবিকাশের শৃঙ্খলা ও রসের প্রগাঢ়তা কোথায়? এতদ্ভিন্ন মহাকবি চণ্ডীদাসের রচনার সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার ভাষাগত পার্থক্যও সুস্পষ্ট। তাঁহাদের কোন কোন পদে ভাবের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও, তাঁহাদের উভয়ের রচনার ভাষাগত ব্যবধান সহসা বিলুপ্ত হইবার নহে। তথাপি বড়ু চণ্ডীদাসের অনেক পদ আধুনিকতার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই; কিন্তু ভণিতাতেই তাহা ধরা পড়ে। বড়ু চণ্ডীদাসের কোন পদে 'দ্বিজ চণ্ডীদাসের' বা 'কবি চণ্ডীদাসে'র ভণিতা নাই; কিন্তু নান্নুরের মহাকবির রচিত পদের কোন কোনটিতে 'বড়ু চণ্ডীদাসের' ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'বড়' হিন্দুরাজত্বের লোক হইতে পারেন না।

চণ্ডীদাসের রচিত পদাবলী আলোচনা করিলে এরূপ অনেক পদ পাওয়া যায়, যাহা 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' বা 'কবি চণ্ডীদাসে'র রচিত নহে। সম্ভবতঃ, অনেক অজ্ঞাতনামা পদকর্ত্তা পদরচনা করিয়া তাহা নান্নুরের মহাকবির নামে চালাইয়া গিয়াছেন; সেরূপ পদের সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও নিতান্ত অল্প নহে, এবং সেই সকল পদ কাহার রচনা, তাহাও জানিবার উপায় নাই।

নান্নুরের মহাকবি চণ্ডীদাসের রচিত পদাবলী ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থ আছে কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। বঙ্গ-সাহিত্যের যশস্বী সেবক শ্রীযুত আবদুল করিম মহাশয় বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের (১৩০৮ সালের কার্ত্তিক মাসের) 'সাহিত্যে' চণ্ডীদাসের রচিত 'শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন' নামক একখানি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এই পুথিতে একাধিক স্থানে চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। কিন্তু সেই সময় বঙ্গ-সাহিত্যে এ কালের মত চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হয় নাই; এই জন্য করিম সাহেব লিখিয়াছিলেন, "নামের সাদৃশ্য মাত্র দেখিয়াই কোন গ্রন্থ বা পদবিশেষকে কোন স্বনামপ্রসিদ্ধ মহাজনের বলিয়া বিবেচনা করা সুযুক্তিসঙ্গত নহে। এমন হইতে পারে—ঐ নামের অন্য কবিও ছিলেন। আবার তখন তখন অনেক নগণ্য ব্যক্তি নিজে কিছু রচনা করিয়া কোন প্রসিদ্ধ মহাত্মার ভণিতা দিয়া তাহা চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। এই 'কলঙ্কভঞ্জন' সম্বন্ধেও আমাদের মনে সেরূপ সংশয়ের উদয় না হইতেছে, এমন নহে।···এই গ্রন্থখানি পাওয়া যাইতেছে চট্টগ্রামে, আর চণ্ডীদাসের জন্মস্থান হইতেছে বীরভূমে। পূর্ব্ববঙ্গের এক জন কবি বীরভূমের এক জন কবির ভণিতা দিয়া গ্রন্থ চালাইয়া দিবার জন্য প্রলুব্ধ হইতে পারেন কি না, ইহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। অনুসন্ধান করিলে বীরভূমে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানেও যে ইহা মিলিবে না, এ কথাই বা কে বলিল?"

কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, বহু-প্রাচীন হিন্দুরাজত্বকালের কবি 'বড়ু চণ্ডীদাস'-রচিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ন্যায় 'কলঙ্কভঞ্জনের'ও প্রথম কয়েক পাতা পাওয়া যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের কপট মূর্চ্ছাপনোদনের জন্য যমুনা হইতে রন্ধ্রময়ী কলসী করিয়া বারি আনয়ন এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। ১১৮২ মঘী তারিখ—১৮ই ফাল্গুন, বুধবার বৈকাল বেলা এই পুথির নকল শেষ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা নান্নুরের মহাকবি রচিত কি না, তাহা নির্ণীত হয় নাই। তবে করিম সাহেব প্রাচীন কীটদষ্ট কাগজের মধ্যে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা নান্নুরের চণ্ডীদাসের সংগৃহীত পদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় নাই। সেই পদটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

'সুখের সাগরে দুঃখ উপজিল
ভাঙ্গিল যৌবন মোর।
আপনা জানিয়া পিরীতি করিলাম
বন্ধুয়া হইল পর॥
সুজন দেখিয়া পিরীতি করিলাম
কুজন বোলিবে কে।
অমৃত বলিয়া গরল ভখিলাম
টলিয়া পড়িনু সে॥
আপনা ভাবিয়া পিরীতি করিলাম
পর কি আপনা হয়।
মিছা প্রেম করি কাঁদি কাঁদি মরি
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥"

সুদূর চট্টগ্রামের পল্লীপ্রান্তে এই পদ বহু পুরাতন কীটদষ্ট কাগজের তাড়া হইতে সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু ইহা নান্নুরের মহাকবি চণ্ডীদাসের রচিত পদ কি না, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। হয় ত' ইহা কোন নকল চণ্ডীদাসের পদ। নানা স্থানে এইরূপ চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত অনেক পদ বিক্ষিপ্ত ভাবে সংগুপ্ত থাকিতে দেখা যায়। তাহাদের কোন কোনটিতে চণ্ডীদাসের কণ্ঠের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও শুনিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু ভাবমাধুর্য্যের, ঝঙ্কারের কমনীয়তা এবং সর্ব্বোপরি রসের প্রগাঢ়তার অভাবে তাহা চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া নির্ব্বিচারে গ্রহণ করা কঠিন। বিশেষতঃ, যখন প্রতিপন্ন হইতেছে যে, একাধিক চণ্ডীদাস এ দেশে বর্ত্তমান ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন বাবু বন-বিষ্ণুপুরের কাম-কলাকুশল একাধিক আধুনিক লেখককে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—উহা অনন্ত নামক বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা—তিনি হিন্দু-রাজত্ব কালের কবি। অথচ রায় বাহাদুর শ্রীযুত যোগেশ বাবু উহার আধুনিকতায় নিঃসন্দেহ। এ অবস্থায় আমরা উহা নান্নুরের মহাকবি দ্বিজ চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস বা কবি চণ্ডীদাসের কামগন্ধহীন প্রেমমহিমামণ্ডিত, আত্মত্যাগের গৌরবসমুজ্জ্বল পদাবলী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রচয়িতা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের কোন পরিচয় এ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু তাঁহার কবিতায় বন-বিষ্ণুপুরের প্রভাব সুস্পষ্ট।

মহাকবি চণ্ডীদাসের পদের অনুকরণে কতকগুলি পদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে "দীন" চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে; কোন কোন পদে "দীনহীন" চণ্ডীদাসেরও সন্ধান পাই। ইনি ভিন্ন কবি বলিয়াই অনুমান হয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত প্রমাণে নির্ভর করিয়া বলা যায়—সহজ ভজনের পদ, রাগাত্মিকা পদ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন, চৌত্রিশ পদ বা চিত্র পদাবলী, এবং আরও কয়েকটি (কীর্ত্তনের) পদ ইঁহার রচিত। 'শ্রীনির্য্যাস' নামে ইঁহার একখানি সহজ-সাধনের

পুথিও আছে। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং ইঁহার রচিত 'নরোত্তম-বন্দনা' পাওয়া গিয়াছে ;— কিন্তু নান্নুরের মহাকবিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ; এ জন্য অন্যান্য চণ্ডীদাসের রচিত পদের আলোচনা দ্বারা আমরা এই গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত করিতে উৎসুক নহি। বঙ্গসাহিত্যে মহাকবি চণ্ডীদাস ব্যতীত একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে, ইহা প্রতিপন্ন করাই এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য।

বস্তুতঃ, অনেক কবির রচিত পদাবলীই মহাকবি চণ্ডীদাসের রচিত পদ বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এবং অনেকে ভ্রমক্রমেই অন্য কবির পদাবলী নান্নুরের মহাকবির স্কন্ধে আরোপ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' যে নান্নুরের মহাকবি চণ্ডীদাসের বিরচিত নহে, ইহার সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ,—নান্নুরের মহাকবি প্রেমের উপাসক, তাঁহার পদাবলীতে তিনি নিষ্কাম নিঃস্বার্থ প্রেমেরই মহিমা প্রচার করিয়াছেন; আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র লেখক অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস নাম গ্রহণ করিলেও রচনার বহু স্থানে উদ্দাম কামের কলাকৌশল প্রচার করিয়াছেন ; এতদ্ভিন্ন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ঐ গ্রন্থ হইতে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সকল পদ এক সময়ের বা এক কবির লেখা নহে ; দক্ষিণা বাবুও সেই কথাই বলিয়াছেন। এই কবি সাঁওতাল পরগণার নিকটে ছিলেন। কিন্তু ইহা হিন্দুরাজত্ব কালে লিখিত হইয়া থাকিলে ইহাতে যাবনিক শব্দের এত বাড়াবাড়ি কেন? সুতরাং 'পুথিখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইয়া পড়ে। কোন্ কুল সামলান যাইবে?'—যোগেশ বাবুর এই প্রশ্নের উত্তর আছে কি? শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, জয়দেবই এই অনন্ত বড়ুর রচনার অনুকরণ করিয়াছিলেন। যোগেশ বাবু বলেন, তিনিই জয়দেবের পদ চুরি করিয়াছিলেন। (জয়দেবের স্থানীয়) "কোন বড় কবি অন্য কবির পদ এমন চুরি করেন কি?"—দুই পণ্ডিতের কাহার সিদ্ধান্ত সত্য? যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বৈশাখ ১৩২৬) "অনন্ত কিংবা আর কেহ নান্নুরের চণ্ডীদাসের এবং অপর কবি ও গায়কের পদ একত্র করিয়া কিংবা সেই চণ্ডীদাসের পদের সহিত মিশাইয়া, নিজে পদ গাঁথিয়া চণ্ডীদাসের নামে বিকাইয়া গিয়াছিলেন। অর্থাৎ কৃষ্ণকীর্ত্তন চণ্ডীদাসের ভাঙ্গা পালা। ইহাতে চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাব আছে কি নাই; আছে মাত্র ভণিতা, যাহাতে তাঁহার অনুকারক ও অপহারক ধন্য হইয়া গিয়াছেন।...পদাবলীর চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি বলিতে পারা যাইতেছে না। মনে করি, প্রাপ্ত পুথি অনন্ত নামা গায়েনের পুথি। তিনি নান্নুরের চণ্ডীদাসের ও অন্য কবির (যেমন জয়দেবের) পদ লইয়া নিজের ও শ্রোতার রুচি অনুসারে অনেক পদ নিজে রচিয়া গানের পালা বাঁধিয়াছিলেন।...যেমন এক কৃত্তিবাসের নামে বহু কবি তরিয়া যাইতেন, অনন্ত ও আরও অনেক কবি চণ্ডীদাসের ভণিতার মাহাত্ম্যে লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, তত্ত্বজ্ঞ ও সুপণ্ডিত যোগেশ বাবুও 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' নান্নুরের মহাকবির রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না ; তিনিও বসন্ত বাবুর সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অসমর্থ।

বস্তুতঃ, যে দিক্ হইতেই দেখা যাউক, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, একাধিক ব্যক্তি নান্নুরের মহাকবি চণ্ডীদাস নামের টিকিট কপালে আঁটিয়া খ্যাতিলাভের জন্য সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে নান্নুরের মহাকবির মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই বটে, কিন্তু সেই সকল নকল-নবিশের মেকি পদগুলি বাছিয়া ফেলিয়া মহাকবির রচিত পদগুলিকে ভেজালহীন ভাবে একত্র গ্রথিত করা অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য। 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের' একনিষ্ঠ পুরোহিত যদি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের অগণ্য ভক্তের—তাঁহার চিরমধুর পদামৃত-ধারা-লিপ্সু অসংখ্য নর-নারীর হৃদয় পরিতৃপ্ত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাশুলী ও সহজিয়া মত

বড়ু চণ্ডীদাস 'যাঁহার চরণ শিরে বন্দিয়া' গান গাহিয়াছেন, তিনি 'বাসলী।' কিন্তু নান্নুরের মহাকবি চণ্ডীদাস যাঁহার আদেশে পদ রচনা করিয়াছেন—তিনি 'বাসুলী' বা বাশুলী। এই বাশুলী কে? চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিয়া পাঠক-সাধারণের ধারণা হইয়াছিল—বাশুলী ও বিশালাক্ষী অভিন্ন। তিনি নিত্যার সহচরী। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাসুলীর পরিচয় উপলক্ষে বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের এক দেবীর নাম নিত্যা যোড়শী। এই দেবীর ষোল জন সহচরী ছিল।

এই ষোড়শ-সহচরী-পরিবৃতা নিত্যার মন্দির বীরভূম বা বাঁকুড়া জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। বাশুলী নিত্যাদেবীর ষোড়শ-সহচরীর অন্যতম; কিন্তু তিনি দেবী কি নারী, তাহা নির্ণীত হয় নাই। তবে চণ্ডীদাসের পদে দেখিতে পাই,—

'চণ্ডীদাস কহে, সে এক বাশুলী,
প্রেম-প্রচারের গুরু।
তাহারই চাপড়ে, নিদ্রা ভাঙ্গিল,
পিরীতি হইল সুরু॥"

এই বাশুলীর চপেটাঘাতে নিদ্রাভঙ্গ হইল; যাঁহার চপেটাঘাতে কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হয়—তিনি ছায়াময়ী নহেন, রক্তমাংসের দেহধারিণী মানবী, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। সে কালে অনেক দেবমন্দিরে দেবদাসী থাকিত; এ কালেও বহু প্রাচীন মন্দিরে—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম-ভারতের দেব-মন্দিরে দেবদাসীর অভাব নাই। বাশুলী নিত্যার এরূপ কোন দাসী ছিলেন কি না, তাহা অজ্ঞাত; কিন্তু নান্নুরে তাঁহার পাষাণ-মূর্ত্তিটি চতুর্ভুজ দেবীমূর্ত্তি; সুতরাং তিনি মানবী নহেন। ইনিই কি চণ্ডীদাসের বাশুলী? যাঁহারা চণ্ডীদাসের জীবনী-প্রসঙ্গে বাশুলীকে বিশালাক্ষী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। বাশুলী বিশালাক্ষী নহেন। ধর্ম্মপূজার বিধিতে ধর্ম্ম-ঠাকুরের যে সকল আবরণ-দেবতা আছেন, তাঁহাদের এক জন বাশুলী। এই দুই জনকে অভিন্ন মনে করা প্রকাণ্ড ভুল। বাশুলীর নমস্কারের শ্লোকে তাঁহাকে 'মঙ্গলচণ্ডী' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। হিন্দু-পুরাণে মঙ্গলচণ্ডী এক জন দেবতা; কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে তাঁহাকে হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সকল জাতিই তাঁহাকে পূজা করিতে পারে, এবং কেবল প্রতিমায় নহে, ঘটে পটেও তাঁহার পূজা হয়। নান্নুরে তাঁহার যে মূর্ত্তি আছে, তাহা বাগীশ্বরী-মূর্ত্তি। ইনি চণ্ডীদাসের 'প্রেম-প্রচারের গুরু' হইলে এবং ইঁহারই চাপড়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, চাপড়টা দৈবী বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। হয় ত চণ্ডীদাস চাপড়টি 'inspiration' বা 'প্রেরণা' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় ইঁহাকেই মঙ্গলচণ্ডী নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই মঙ্গলচণ্ডী আধুনিক নহেন, অত্যন্ত প্রাচীন দেবতা। শাস্ত্রী মহাশয়ের ধারণা, বড় অনন্ত মঙ্গলচণ্ডীর চেলা ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম হইয়াছিল চণ্ডীদাস। শাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গে বহু স্থানেই বলিয়াছেন, ইহা (কৃষ্ণলীলা) হিন্দুর সহজিয়া ভাব। বৌদ্ধ সহজিয়া মতাবলম্বীরা যে সামগ্রী নিজের দেহের উপর আরোপ করে, হিন্দুরা তাহা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন। হিন্দুরা দেব-দেবী মানিয়া থাকেন, কিন্তু বৌদ্ধেরা তাহা মানেন না। তাঁহারা গুরু মানেন, এবং গুরু হইবার চেষ্টা করেন। হিন্দুরা তাঁহাদের অভীষ্ট দেবতার সালোক্য ও সাযুজ্য প্রার্থনা করেন; তাঁহারা দেবতা হইতে চাহেনও না, পারেনও না। এই জন্যই সহজিয়া সম্প্রদায় যে মহাসুখ স্বয়ং উপভোগ করি-বার জন্য লালায়িত, হিন্দুরা কৃষ্ণ-রাধিকাকে সেই মহাসুখ উপভোগ করিতে দেখিয়াই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাদিগকে সেই সুখের অধিকারী বলিয়াই মনে করেন না। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা সিংহাসনে নিত্য-বিহার করিতেছেন। আট জন নিত্যসখী তাঁহাদের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন। 'আমরা সেই সখীদের সখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-রাধার মহাসুখের আস্বাদন লাভ করিব এবং নিত্যসখীদের নিকট উপকরণ যোগাইয়া দিব'—ইহাই তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়াদিগের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র; তাঁহারা নিজেই নিরাত্মা দেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন এবং অনন্তকাল তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া এক হইবেন। বৌদ্ধ সহজিয়াদের ইহাই চরম লক্ষ্য। বড়ু চণ্ডীদাস এবং জয়দেব শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার উপর ইহাই অর্পণ করিয়া হিন্দুদিগকে সহজিয়া করিয়া তুলিয়াছিলেন। অজয় নদের তীরবর্ত্তী কেন্দুলীতে কবি জয়দেবের বাড়ী ছিল। অজয় নদে জয়দেবের যে ঘাট আছে, সেই ঘাটে এখনও পৌষ-সংক্রান্তিতে সহজিয়ারা দলে দলে আসিয়া স্নান করে, এবং এই উপলক্ষে প্রতি বৎসর সেখানে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। তাহারা জয়দেবকে গুরু বলিয়া স্বীকার করে; বৌদ্ধ সহজিয়ারা এখন হিন্দুর সহিত মিশিয়া গিয়াছে, এই জন্য তাহারাও প্রতি বৎসর কেন্দুলীতে উপস্থিত হওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করে। তাহারা দেবতা মানে না বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ও শ্রীচৈতন্যদেবকে মহাপুরুষ বলিয়া মানে; তবে তাহারা কেন্দুলী ভিন্ন চৈতন্য-সম্প্রদায়ের অন্য কোন তীর্থে উপস্থিত হয় না। হিন্দু সহজিয়ারা সকলেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করে; অনেকে এই উপলক্ষে খাঁটি সহজিয়া হইয়া যায়, দ্বিজ চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তন ছাড়িয়া পাকা সহজিয়া হইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ, সহজযান বৌদ্ধধর্ম্ম-মত ; ইহার মুখ্য অঙ্গ পরকীয়া-সাধন। রাজা ধর্ম্মপালের সময়ে বৌদ্ধদিগের মধ্যে একটি মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা 'মহাসুখবাদ' নামে পরিচিত। এই মতাবলম্বী বৌদ্ধেরাই সহজিয়া বৌদ্ধ। ইহাদের বিশ্বাস, বুদ্ধ হইলে কেবল যে অনির্ব্বচনীয় সৎ ও চিৎ হইবে, এরূপ নহে, অনির্ব্বচনীয় সুখও তিনি ; এই জন্যই তিনি সচ্চিদানন্দ। এই সহজধর্ম্ম অতি পুরাতন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে অর্থাৎ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ ইহা প্রচারিত করিয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালী ছিলেন। উড়িয্যারাজ ইন্দ্রভূতির কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা 'অন্বয়সিদ্ধি' নামক একখানি পুথি লিখিয়াছিলেন, তাহা সহজধর্ম্মের তত্ত্বকথায় পূর্ণ। তাহার মর্ম্ম এই যে, দেহেরই পূজা এবং ধ্যান করিবে। যাহাতে দেহের সুখ ও আনন্দ হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। যোষিৎ হইতে যে আনন্দ, তাহাই সকল আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যোষিৎ-সম্বন্ধে জাতিবিচার নাই। এক বা দুই যোষিতে আবদ্ধ থাকাও নিষ্প্রয়োজন। সহজিয়া বৌদ্ধগণ বৈষ্ণব হইলে তাহারা সহজিয়া বা 'সহজে' বৈষ্ণব নামে পরিচিত হয়। এখনও ইহারা এই নামেই খ্যাত। ইহারা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, স্বরূপ ও রমানন্দকে পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করে।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৈষ্ণব-পদাবলীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ; তিনি সহজিয়া তত্ত্বের আলোচনায় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা হইতে জানিতে পারি, বৈষ্ণব সহজিয়াগণ বলেন, তাঁহাদের আদিগুরু স্বরূপ-দামোদর ; স্বরূপের শিষ্য রূপ গোস্বামী, রূপের শিষ্য রঘুনাথ দাস ; দাস গোস্বামীর শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ ; কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য সিদ্ধ মুকুন্দদাস। মুকুন্দদাসের চারি শিষ্য হইতে আউল, বাউল, সাঞী ও দরবেশ, এই চারি শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। সিদ্ধ মুকুন্দদাসই ইঁহাদের ধর্ম্মব্যাখ্যাতারূপে সম্মানিত হইয়া থাকেন। সহজধর্ম্মের সূত্রের পুথিগুলি মুকুন্দদাসেরই বিরচিত। সহজ-ধর্ম্ম 'নব-রসিকের ধর্ম্ম' নামে পরিচিত। বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং কবি রায়শেখর এই পাঁচ জন 'রসিক' নামে পরিচিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সহজ-সাধনা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কতকগুলি বাঙ্গালী বৌদ্ধ সহজিয়া নাম গ্রহণ করিয়াছিল, এবং পরে অনেক লোক এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুসরণে যে কয়েকটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি দলের প্রতিষ্ঠাতা অদ্বৈত আচার্য্য ; দ্বিতীয় দলের নরনারীবর্গ নিত্যানন্দের ভক্ত। সহজিয়া দল এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুরের দলকে তৃতীয় দলে ফেলিতে পারা যায়। সহজিয়া দল সাধারণতঃ 'ন্যাড়া-নেড়ীর দল' বলিয়া পরিচিত। এখন ইহাদের নৈতিক অধঃপতনের সীমা নাই। চণ্ডীদাস ও রামীর নিষ্কাম সাধনা, কামগন্ধহীন প্রেম এক দিন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-জগতে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, বর্ত্তমান কালের সহজিয়ারা তাহা হইতে কত দূরে আসিয়া কোন্ পূতিগন্ধময় নরকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহা আলোচনার যোগ্য নহে।

সহজিয়া মত বর্ত্তমানে ব্যবহার-দোষে শিক্ষিত সমাজের এবং নিষ্ঠাবান্ ভক্তগণের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা হারাইলেও, অতি প্রাচীন কালে ১০ শতকে নাথপন্থের ৮৪ সিদ্ধ-পুরুষের অন্যতম সিদ্ধ-পুরুষ নাঢ় পণ্ডিত ও তদীয় পত্নী বঙ্গদেশে যে সহজমত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার আদর্শ অতি উচ্চ ও গভীর ভক্তিমূলক ছিল বলিয়াই মনে হয়। এই মত সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাবে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের বিভিন্ন কবির, এমন কি, সুবিখ্যাত কবীর প্রভৃতির রচিত কবিতায় সহজভাবের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, অথর্ব্ব বেদেও সহজভাবের উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব। সহজিয়া মত বর্ত্তমান কালে নিন্দনীয় হইলেও, মহাকবি চণ্ডীদাস যে ভাবে ইহা আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহা লজ্জাজনক বা হীন বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। যাঁহারা মহাকবি চণ্ডীদাসকে রামীর প্রভাব-মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁদের চেষ্টা সফল হইবে না। রামায়ণ হইতে সীতাকে বাদ দেওয়ার মত চণ্ডীদাস হইতে রামীকে বাদ দেওয়া হাস্যোদ্দীপক। সেই চেষ্টা ধৃষ্টতামাত্র।

সহজিয়া মত এ দেশের জনসাধারণে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, তাহার মূল তত্ত্বও স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনাপাঠে জানিতে পারি। তিনি বলেন,—সহজজ্ঞানে গুরুর উপদেশই লইতে হয়। ইন্দ্রিয় নিরোধের চেষ্টা করা বৃথা, কঠোর ব্রত-ধারণের চেষ্টা বৃথা, পাপ-পরিহারের চেষ্টা বৃথা, কঠিন নিয়ম পালনও বৃথা। মানুষমাত্রেই পঞ্চকাম উপভোগ করিয়া পাপপুণ্যে লিপ্ত হয় ; কিন্তু যখন

বজ্রগুরু উপদেশ দেন, সবই শূন্য, কিছুরই স্বভাব নাই, তখনই সহজিয়ারা পাপপুণ্যে লিপ্ত না হইয়া পঞ্চকাম উপভোগ করে। মহাসুখলাভে সহজিয়াদের অবস্থা যেরূপ সর্ব্বসুখসমাচ্ছন্ন হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য। শরীর যখন সৎসুখে মূর্চ্ছিত হয়, তখন ইন্দ্রিয় সকল যেন ঘুমাইয়া পড়ে, মন মনের ভিতর প্রবেশ করে; শরীর সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ভাব ধারণ করে।

এই সহজ মত (যাহা কিছুমাত্র কঠিন নহে) সাধারণ লোককে একেবার মাতাইয়া তুলিয়াছিল। যদি বিনা কষ্টে ধর্ম্মসাধনা হয়, তবে সে রকম মজার ধর্ম্ম কাহার অপছন্দ হইবে? কে তাহা না চাহিবে? লোকে যাহা চাহে, সহজিয়াদের নিকট তাহাই পাইল। কেবল গুরুর উপদেশ লইলেই সাত খুন মাফ। সহজিয়ারা এই মত প্রচারের জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল; তাহারা মিশনারীদের মত হাটে মেলায় বক্তৃতা করিত বা করিত না, তাহা জানা নাই; তবে নানা রাগ-রাগিণীতে এই মত-প্রকাশক গান গাহিয়া বেড়াইত, এবং সেই সকল গানে দেশের সাধারণ লোক মাতিয়া উঠিত, মজিয়া যাইত। তাহারা একতারা, মাদল, ডমরু, গোপীযন্ত্র (সাধারণ ভাষায় 'গাব্-গুবাগুব'), ডুগি, ও খঞ্জনী লইয়া গান করিত। শাস্ত্রী মহাশয় ঢোলের কথাও শুনিয়াছেন; ঝুমুর গানে ঢোল ব্যবহার হয় শুনিয়াছি। ঝুমুর ত সহজিয়াদেরই গান; প্রমাণ বাসলীগণ, অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন।

সহজিয়াদের ব্যবহৃত অনেকগুলি রাগ এ কালেও সঙ্কীর্ত্তনে ব্যবহৃত হইতেছে,—যথা—রাগ পটমঞ্জরী, রাগ বরাড়ী, রাগ গুঞ্জরী, রাগ ভৈরবী, রাগ কামোদ, রাগ রামশ্রী প্রভৃতি। সহজিয়াদের গান সন্ধ্যা-ভাষায় রচিত হইত। এই সন্ধ্যা-ভাষার অর্থ আধা-আলো আধা-আঁধারের ভাষা। আমরা যাহাকে দ্ব্যর্থপূর্ণ ভাষা বলি, তাহাই; উপরে প্রত্যেক কথা মিলাইয়া এক অর্থ, আর ভিতরে অন্য প্রকার গূঢ় অর্থ। অথচ আমরা যাহাকে রূপক বলি—ঠিক তাহা নহে। তাহাদের এই সন্ধ্যা-ভাষার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না, তাহা বুঝিবার জন্য রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন; সেই শিক্ষা দেহঘটিত নানা প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যেন তাহা আধ্যাত্মিক 'এনাটমি'। সে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার।

সহজধর্ম্মের গুরুরা সংস্কৃত 'বজ্রগুরু' নামে পরিচিত ছিলেন; বাঙ্গালায় তাঁহাদের নাম ছিল বাজিল-বজুল ও বজগু। ইঁহারা যে ভেক ধারণ করিতেন, অনেক সাধারণ বৈরাগী তাহার অনুকরণ করে; ইঁহারা দাড়িগোঁফ রাখিতেন না; কিন্তু মাথায় লম্বা চুল রাখিতেন, আলখেল্লা ব্যবহার করিতেন, এবং বর্ত্তমান কালের আউলদের মত গান গাহিয়া বেড়াইতেন। কখন কখন তাঁহারা সিদ্ধাচার্য্য নামে অভিহিত হইতেন, এবং সাধারণের ধারণা ছিল, তাঁহারা নানা রকম অলৌকিক কাজ করিতে পারিতেন।

লুইএর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাঢ় অঞ্চলে যাহারা ধর্ম্মঠাকুরকে মানে, তাহাদের অনেকে লুইকে মানে। তাহারা লুইএর মানত করিয়া পাঁঠা ছাড়িয়া দেয়, এবং লুইপূজার দিন পাঁঠা বলি দেয়। লুইএর বংশে কেহ কেহ সিদ্ধাচার্য্য হইয়া বাঙ্গালায় গান লিখিয়াছিলেন। সিদ্ধাচার্য্যগণ ও তাঁহাদের চেলারা সমাজে অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তি আয়ত্ত করিয়াছেন। একেই ত তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম অতি সহজ, মানুষের প্রার্থনায় তাঁহারা কল্পতরু ছিলেন; তাহার উপর নানা বাদ্যের সঙ্গে নানা সুরে নানান রকম গানে তাঁহারা ভজাইতেন, 'বাপু হে, সবই ত শূন্য, সংসারও শূন্য, নির্ব্বাণও শূন্য—তবে কেবল আমার আমার রব, ও কেবল ধোঁকা। এই ধোঁকার পশরা নামাইয়া দেখ, কিছুই কিছু নয়; সুতরাং আনন্দ কর। আনন্দই শেষ থাকিবে। আদিতে, মধ্যে, শেষে—সর্ব্বত্র আনন্দ।'

এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে এত আনন্দের ছড়াছড়ি—এ কথা শুনিয়া কি সাধারণে স্থির থাকিতে পারে? এই প্রলোভনে দেশের লোক মাতিয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা এই ভাবে সমাজের সকল স্তরের লোক নাচাইয়াছিলেন, তাঁহারা খুব ক্ষমতা-শালী পুরুষ ছিলেন, তাঁহারা মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে জানিতেন। তাঁহারা গুরুগিরি করিয়া বেশ সম্মান, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের চেলাদের কি পরিণাম হইবে—আনন্দের আতিশয্যে তাহা বোধ হয় তাঁহারা চিন্তা করেন নাই। কিন্তু আজ তাঁহাদের চেলাদের কি অবস্থা, উপরে তাহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করিয়াছি।

ইঁহাদের দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের যে হিত ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহারা বঙ্গ-ভাষাকে সতেজ, সরল, মধুর ও ভাবরসিক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই চেষ্টার

ফলে বঙ্গ-ভাষা বৌদ্ধ-জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

সহজ মতের গুরুরা যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখনও চলিতেছে; তবে ইহা রূপান্তরিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সহজিয়ারা আপনাদেরই সহজ ভাবে মত্ত থাকিতেন, এখন তাঁহারা দেবতাদের সহজ ভাবে ভোর হইয়া থাকেন।

সহজিয়াগণ বলেন,—

"টলে বীজ অটলে ঈশ্বর।
মাঝে মাঝে খেলা করে রসিকশেখর॥"

কাহার সাধ্য এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিবে?

সন্ধ্যা-ভাষার আর একটি কবিতা বা হেঁয়ালী উদ্ধৃত করিতেছি,—

ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে দেখ আছে এক বৃক্ষ।
তাহাতে আছয়ে সব দেবের সে লক্ষ্য॥
তিন মূল, চারি রস, পাতা তার দশ।
নয় কটী শত ছাল, দুই ফল পাঁচ ডাল॥
তাথে থাকে দুটি পক্ষ।
একটি খায়, আরটি ভক্ষ্য॥
একটি ভাবে আরটি থাকে।
সুখ পায় তারা অমৃত ভক্ষে॥
ভিন্ন হঞা চরে যবে।
জালে বন্দী হয় তবে॥" ইত্যাদি—

কোন্ বিশ্বপণ্ডিত এই হেঁয়ালির অর্থ আবিষ্কার করিবেন?

ক্ষ্যাপাচাঁদ আউলের আর একটি গান বিখ্যাত; তাহার প্রথমাংশ এইরূপ,—

"গাছের নাম চম্পক কলি পাতার নাম তার হেম।
এক ডালে তার রসের কলি, আর ডালে তার প্রেম॥
আকাশে শিকড় তার জমিন পানে ডাল।
ফুল ছাড়া ফল তার পাতা ছাড়া ডাল॥"

এই প্রসঙ্গে লালন ফকিরেরও একটি গানের কথা মনে পড়ে,—

"এক দিনও না দেখিলাম তারে,
আমার মনের মাঝে আরসি-নগর,
তাতে এক পড়সী বসত করে॥" ইত্যাদি।

কাঙাল হরিনাথের অনেক গানেও সহজিয়া ভাবের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। এমন কি, বিশ্বকবির রচিত অনেক পদে আলো-অন্ধকারের অভাব নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সহজিয়ারা আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ—এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত; কিন্তু বঙ্গদেশে ইহাদের কতকগুলি উপদল আছে—সেই দলগুলি গৌরবাদী, কর্ত্তাভজা, সাহেবধনী, হাজরাটী, গোবরাই, পাগলনাথী, সখীভাবক, স্পষ্টদায়ক, কিশোরীভজনী, রামবল্লভী, জগন্মোহিনী নামে পরিচিত।

আউল, বাউল, নেড়া ও সহজিয়া বিশ্বাস করে,—রাধা ও কৃষ্ণ এই মনুষ্য-দেহেই বিরাজ করিতেছেন। নর-নারীর প্রেমের ভিতর দিয়াই তাহা উপলব্ধি করিতে হয়। ইহারা প্রতিমার পূজা করে না, উপবাসও করে না; কিন্তু আমরা অনেক বাউল ও নেড়া-নেড়ীকে, রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তির সম্মুখে মাথা নোয়াইতে দেখিয়াছি। ইহাদের সকলেরই ভজনসাধনের প্রণালী পৃথক্।

গৌরবাদীরা শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্ত্তি পূজা করে এবং তাঁহাকে একাধারে রাধাকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মানিয়া থাকে।

দরবেশদের উপাসনা-মন্ত্রে মহম্মদ, আল্লা, খোদা প্রভৃতি নাম বর্ত্তমান। কিন্তু দরবেশদের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। বলরামী সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকেরা সাধারণতঃ দরবেশ নামেই পরিচিত। তাহাদের অনেক গানে সহজিয়াদের পদের প্রভাব লক্ষিত হয়; কিন্তু তাহারা রাধাকৃষ্ণের উপাসক নহে, সাকার উপাসনার বিরোধী। তাহারা তাহাদের গুরু বলরামেই ঈশ্বরত্বের আরোপ করে।

সাঁই সম্প্রদায়ের সহজিয়ারা মাংসাশী; অধিক কি, গোমাংসও তাহারা নিষিদ্ধ মনে করে না। ইহাদের মধ্যে পানদোষেরও অভাব নাই। ইহাদের উপর তান্ত্রিক মতের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে।

কর্ত্তাভজাদলের প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদ; তাহারা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে।

রামবল্লভীরা সকল শাস্ত্রই বিশ্বাস করে, এবং তাহাদের উৎসবের সময় গীতা, কোরাণ, বাইবেল, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই পঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমন্বয়ের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাদের উপর সহজিয়া মতের প্রভাব অল্প নহে।

জগন্মোহিনী সম্প্রদায়ের উপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবই প্রবল। ইহারা সাকার উপাসনার বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী, ইহারা ব্রহ্মার নাম-কীর্ত্তন করে, ইহাদের ধর্ম্ম-সঙ্গীতের নাম 'নির্ব্বাণ-সঙ্গীত।'

সুতরাং বর্ত্তমান সহজিয়া মতের আলোচনা করিলে তাহাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, তান্ত্রিক মত, মুসলমানধর্ম্ম, এমন কি, খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবও অল্পাধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। সহজিয়ারা শাক্তমতের ভক্ত নহে, এবং শাক্তেরা ইহাদিগকে নিকটে ঘেঁসিতে দেয় না। এই অশিক্ষিত, অমার্জ্জিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে যে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভাব বিরাজিত, তাহা এ কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়েও বিরল। ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে ইহাদের এই উদারতা প্রশংসনীয়; কিন্তু ভক্তিভাব ও বিশ্বাস প্রবল হইলেও, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহজিয়ারা শিক্ষার অভাবে নানা কুপ্রথা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এবং বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের অনুসরণ করিয়া শিক্ষিত সমাজের অবজ্ঞা-ভাজন হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের কোন সম্প্রদায়ে ভাল লোকের অভাব নাই, প্রত্যেক সম্প্রদায়েই এখনও অনেক সাধু, ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

সহজিয়ামতাবলম্বী হইতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে (১) গুরুর নিকট দীক্ষা লইতে হয়; (২) নিজের আত্মার সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিচয় করিতে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়; (৩) আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করিতে হয়; এবং (৪) নিজের দেহ-সম্বন্ধীয় সকল তত্ত্বে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়।

সহজিয়া-মত সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, আমরা এখানে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিলাম। চণ্ডীদাসের ধর্ম্মমতের প্রসঙ্গে এই তত্ত্বের বিস্তৃততর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে হয়; তবে বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইহার প্রভাবের পরিচয় পাওয়ায় সহজিয়া তত্ত্বের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

সপ্তম অধ্যায়

ছাত্না—বনাম—নান্নুর

সম্প্রতি কিছুদিন হইতে নান্নুরের মহাকবি চণ্ডীদাসকে বীরভুমের পরিবর্ত্তে বাঁকুড়াবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে; অনেক কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল সাহিত্য-রসিক এই আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন। এক পক্ষে নান্নুর, অন্য পক্ষে ছাত্না। যাঁহারা নান্নুরের চণ্ডীদাসকে ছাত্নাবাসী বলিয়া সপ্রমাণ করিবার জন্য সচেষ্ট, তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সত্যানুসন্ধান; তাঁহাদের কেহ কেহ বাঁকুড়াবাসী, এজন্য তাঁহারা বাঁকুড়ার মহিমা-বৃদ্ধির অভিসন্ধিতে এইরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ অসঙ্গত। রণহুঙ্কার কর্ণগোচর না হইলে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতাম না। যাঁহারা বলেন—মহাকবি চণ্ডীদাস ছাত্নায় জন্মগ্রহণ করিয়া বাঁকুড়াকে ধন্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই উক্তির অনুকূলে কি যুক্তি আছে—তাহা আলোচনার অযোগ্য নহে, বরং তাঁহাদের সংগৃহীত প্রমাণগুলি কি পরিমাণ নির্ভরযোগ্য, তাহা পরীক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

যাঁহারা মহাকবি চণ্ডীদাসকে নান্নুরের পরিবর্ত্তে ছাত্নায় প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর সাহানা, রায় বাহাদুর শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং শ্রীযুত মতিলাল দাশ প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের উক্তি ও যুক্তির সঙ্ক্ষিপ্তসার আমরা নিম্নে উদ্‌ধৃত করিলাম।

ছাত্নায় বাসলীদেবীর আদি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ভিন্ন আরও দুইটি মন্দির আছে; তৃতীয় মন্দিরটি আধুনিক। এই মন্দিরে বাসলীদেবীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান। বহু দূর হইতে ভক্তগণ দেবীদর্শন ও পূজার জন্য প্রায়ই এখানে আসিয়া থাকেন; শেষোক্ত মন্দির ইষ্টকনির্ম্মিত পঞ্চরত্ন মন্দির। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত। দেবীমূর্ত্তি দ্বিভুজা, দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, বাম হস্তে খর্পর। দেবীর এক চরণ অসুরের জঙ্ঘায় ও অন্য চরণ অসুরের মস্তকে স্থাপিত। দুই পার্শ্বে দুই সহচরী। বর্ত্তমান মন্দিরের পশ্চিমাংশে একটি ভগ্ন-মন্দির আছে, তাহাই দ্বিতীয় মন্দির। এই মন্দিরের গাত্রে প্রস্তরফলকে এখনও চারি ছত্র লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, বাসলীদেবীর এই মন্দির ১৬৫৫ শকাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের অদূরে 'বাসলী পুকুর' বা 'শাঁখা পুকুর।' গ্রামের একটি পথের ধারে একখানি শিলাপট্ট সংস্থাপিত আছে। জনরব, সেখানি পূর্ব্বে 'ধোবাপুকুরের' ঘাটে ছিল, এবং রামী তাহারই উপর কাপড় কাচিত। পরে উহা সেই ঘাট হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। বহু কাল পূর্ব্বে বাসলীদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, স্থানীয় রাজা স্বপ্নাদেশে বৃক্ষমূলশায়ী দুই জন পথিক যুবককে সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, এবং তাঁহাদিগকে বাসলীদেবীর পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিলেন।

দেবীও স্বপ্নলব্ধ, পুরোহিতও স্বপ্নলব্ধ। ইহাদের এক জন দেবীদাস মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় যুবক তাঁহার সহোদর চণ্ডীদাস। বাঁকুড়া জেলার শালতোড়' গ্রামের নিকট তাঁহাদের বাস (ছাত্‌নায় নহে)। তাঁহারা জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায় মল্লভূমের রাজধানীর পথে চলিতে চলিতে রাজস্বপ্নপ্রভাবে অপ্রত্যাশিত ভাবে ছাত্‌নায় পুরোহিতগিরি চাকরী পাইলেন; —দেবীদাস বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাস বাশুলীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কল্পতরু॥
যে প্রেমরতন কহিলে মোরে।
কি ধন রতনে তুষিব তোরে॥
ধন জন দারা সোঁপিনু তোরে।
দয়া না ছাড়হ কখন মোরে।"

এই যে "ধন জন দারা"—ইহার কি কোন অর্থ নাই? যদি তিনি বিবাহ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে 'দারা' পাইলেন কোথায়?

যাহা হউক, ছাত্‌নার সমর্থকদের কথাই বলি। দেবীদাস বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশ বর্ত্তমান, এবং তাঁহারাই বাসলীর পূজারী। বর্ত্তমান পূজারী দেবীদাসের বাইশ তেইশ পুরুষ অধস্তন। যদি ইঁহাদের কুরসিনামা থাকিত, তাহা হইলে মহাকবি চণ্ডীদাসের বংশের সহিত তাঁহাদের সংস্রবের পরিচয় পাওয়া যাইত; কিন্তু তাহা পাওয়া যায় নাই এবং বংশের কেহ চণ্ডীদাসের রচিত কোন পদও দেখাইতে পারেন না। এরূপ কোন নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ নাই, যাহা হইতে জনসাধারণ বিশ্বাস করিতে পারে যে, ইঁহারা চণ্ডীদাসের সহোদরের বংশধর; তবে ছাত্‌নার অধিবাসীরা বিশ্বাস করেন —চণ্ডীদাস ছাত্‌নার বাসলীর উপাসক ছিলেন, এবং ধোপাপুকুরের ঘাটে যে শিলাপট্টে বসিয়া ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেন, সেই শিলাপট্টে বসিয়াই তাঁহার অমৃতোপম পদাবলী রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার অকাট্য প্রমাণ কোথায়? বিশেষতঃ, চণ্ডীদাসের রচিত পদে আমরা দেখিতে পাইতেছি,—

নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ সে পাইবে কোথা॥"

এই নান্নুরের মাঠকে অগ্রাহ্য করিবার উপায় কি? এই ছাত্‌নার অনুকূলে শাঁখাপুকুর ও বাসলীপুকুর সম্বন্ধে যে কিংবদন্তীর অবতারণা করা হইয়াছে, ঐরূপ কিংবদন্তী বহু স্থানেই প্রচলিত আছে; তাহা অকাট্য প্রমাণ নহে।

তাহার পর আরও একটা কথা আছে। প্রাচীন পদাবলীর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই,—

"ডাকিনী বাশুলী নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা॥
* * * *
চণ্ডীদাস কহে সে এক বাশুলী
প্রেম-প্রচারের গুরু।
* * * *
নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।
* * * *
বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।"

সর্ব্বত্রই আমরা বাশুলী পাইতেছি; কিন্তু ছাত্‌না গ্রামে যে মন্দিরের পরিচয় পাইতেছি, তাহা 'বাসল' দেবীর মন্দির। যাঁহারা ছাত্‌নার মহিমা প্রচারের পক্ষপাতী, তাঁহারা মহাকবির 'বাশুলী'কে 'বাসলী' বলিয়া প্রচার করিতেছেন; তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে 'বাশুলী'কে 'বাসলী' নাম দিয়া পদের বিকৃত ঘটাইয়াছেন?

"বাশুলী কহায় বলে চণ্ডীদাস গীত।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত॥"

এই যে 'বাশুলী' কহাইতেছেন, ইনিই 'বাসলী' —ইহার প্রমাণ কোথায়? বিশেষতঃ, নান্নুর গ্রামের নাম অত্যন্ত কষ্ট-কল্পনার সাহায্যে ছাত্‌নায় টানিয়া আনা হইয়াছে। তবে নিত্যার অধিষ্ঠান-ভূমি শালতোড়া গ্রাম বাঁকুড়া জেলায় বটে; কিন্তু স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, বাশুলী নিত্যাদেবীর ষোড়শ সহচরীর অন্যতমা। বিশেষতঃ, চণ্ডীদাসের পূজিতা নান্নুরের 'বাশুলী' প্রসন্ন-বদনা বাগীশ্বরী; ছাত্‌নার 'বাসলী' খড়্গখর্পরধারিণী, শোণিত-লোলুপা, ভীষণদর্শনা, দ্বিভুজা। তাহা হইলে গোড়াতেই গলদ রহিয়া গেল। বস্তুতঃ, বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষই মহাকবি চণ্ডীদাসকে নিজের এলাকাভুক্ত করিবার জন্য বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা নান্নুরকে ত্যাগ করিয়া চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না। এই পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া মহাকবির জন্মস্থান বা

কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধে একটা মিথ্যা জনরব চলিয়া আসিতেছে, ইহাও সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

কিন্তু অপর পক্ষের কথা অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও মতিলাল দাশ মহাশয়েরা পণ্ডিত লোক; বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।—চণ্ডীদাসের জন্মভূমি কোথায়—বীরভূমের নান্নুরে না বাঁকুড়ার ছাত্‌নায়, এ সম্বন্ধে তাঁহারা বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহাদের বক্তব্যের মর্ম্ম এখানে প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করি। চণ্ডীদাসকে ছাত্‌নায় স্থাপিত করিয়া বঙ্গদেশের জনসাধারণের চিরদিনের বিশ্বাসের মূলে দণ্ডাঘাত করিবার জন্য যোগেশ বাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের নিকট প্রকাশ না করিলে, তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে এই প্রসঙ্গের আলোচনার সুযোগ পাইবেন না।

যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন, "ছাত্‌নাবাদে যত প্রশ্নের উত্তর পাই, বীরভূমবাদে তত পাই না। ছাত্‌নায় নান্নুর হাট ছিল, বীরভূমে নান্নুর গ্রাম আছে, কোন্‌টা চণ্ডীদাসের নান্নুর? ছাত্‌নায় বাসলীর ছড়াছড়ি, গ্রামদেবীরও অন্ত নাই। ছাত্‌না নগরে বাসলী মূর্ত্তিমতী, অল্প দিনের নন। পূজক দেঘরিয়া-বংশও দুই এক পুরুষের নয়। চণ্ডীদাস পর্য্যটন করিতে করিতে বাসলী দেখিয়া তাহার বড়ু কর্ম্মে বসিয়া যান নাই। বীরভূমে এই সকল প্রশ্নের একটারও উত্তর পাই না। এখন দেখি, চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রচারিত কাহিনী এক কল্পনা-সূত্রে ছাত্‌না অবলম্বনে গাঁথিতে পারা যায় কি না।

"...মল্লভূমের পশ্চিমোত্তরে সামন্তভূম ছিল। এই ভূমের প্রধান নগর পরে ছাত্‌না নামে খ্যাত হইয়াছে। বহু কাল হইতে বাসলী, সামন্তভূমে গ্রামদেবী আছেন। সামন্তেরা বাসলী-পূজা করিতেন। লোকে বলে, এক সামন্ত তাঁহার কৃপায় রাজা হন এবং তদবধি তাঁহার খ্যাতি বাড়িয়া যায়। সে বংশের এক রাজা বিদেশী ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ দেবীদাসকে বাসলীর পূজক, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ডীদাসকে বড়ু নিযুক্ত করেন।... রাজার যত্নে দেবীদাসের বিবাহ হইল, কিন্তু চণ্ডীদাসের হইতে পারিল না। (কিন্তু চণ্ডীদাসের ভণিতায় তিনি স্বয়ং ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি)।

"ইহারা কবে কোথা হইতে ছাত্‌নায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। সে সময়ে বঙ্গদেশে পাঠান সুলতানের রাজত্ব।...দুই ভাই রাজার আশ্রয়ে রহিয়া গেলেন। ছাত্‌না হইতে ১২ মাইল দূরে বর্ত্তমান গঙ্গাজলঘাটি থানার নিকটে সালতড়া গ্রামে নিত্যাদেবীর তখন প্রবল মহিমা। একদা তাঁহারা নিত্যা দর্শনে গিয়া নিত্যার আবরণ-দেবতা আর এক বাশলী দর্শন করেন। সে গ্রামে বহু রজকের বাস ছিল। যুবা চণ্ডীদাস রামী নামে এক রজক-কন্যার সহিত পরিচিত হন।...এক দিন স্বপ্নে দেখিলেন, নিত্যার বাসলী তাঁহাকে সহজমার্গে যাইতে বলিতেছেন। তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সেই দিকে ছিল।...তখন ছাত্‌নার বাসলী প্রস্তরখণ্ডরূপে গ্রামদেবী। নান্নুর হাটের পাশে গ্রামের নিকটে এক নির্জ্জন মাঠে তিনি থাকিতেন। নিকটে তাঁহার ভোগ-পাকের নিমিত্ত তৃণের এক কুটীর ছিল। রামীও তখন ছাত্‌নায় আসিয়া বাসলীর 'কামিনী' (পাটকরণী) হইয়াছে। এক দিকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, অন্য দিকে বাসলীর আদেশ ও বাল্যের বৈষ্ণব-সংস্কার; চণ্ডীদাস সেই নির্জ্জন মাঠে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা গান ও সহজ সাধন করিতে লাগিলেন। বাসলীর নিত্যভোগে মাছ নহিলে নয়। বড়ুকে কখন কখন মাছ ধরিতে হইত। তিনি জলাশয়ে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেন, রামী ঘাট সরিতে আসিত।...গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ তাঁহার চরিত্রে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে একঘরে করিল।...ইত্যাদি।

"চণ্ডীদাসের কবিত্ব-সৌরভ দিগদিগন্তে প্রসারিত হইল। মিথিলার বিদ্যাপতির কাণে পঁহুছিল। তিনি শ্রীক্ষেত্র দর্শনের পথে ছাত্‌নায় আসিলে দুই কবির সাক্ষাৎ ও প্রীতি-বিনিময় হয়।...

"ছাত্‌না নগর বনরক্ষিত ছিল, দুর্গরক্ষিত ছিল না। একবার এই নগর বনচারী দস্যু দ্বারা অবরুদ্ধ এবং পরে তাহাদের সাহায্যে এক মুসলমান ফৌজের দ্বারা আক্রান্ত হয়। রাজা পাশবদ্ধ হইয়া ফৌজদারের নিকটে নীত হন। দেবীদাস ও চণ্ডীদাস রাজার অনুগমন করিয়াছিলেন। রাজা পরে মুক্তি পাইলেন বটে, কিন্তু বাসলীর পূজকদ্বয় রক্ষা পাইলেন না, এক নিষ্ঠুর মুসলমানের হাতে চণ্ডীদাস নিহত হইলেন। ছাত্‌নাবাসী এই নিদারুণ কাহিনী ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু চণ্ডীদাসের এক ভক্ত কবি ভুলিতে পারেন নাই। দেবীদাসের দুই পুত্র ছিল। তাঁহাদের বংশ অদ্যাপি বাসলীর দেঘরিয়ার কর্ম্ম করিতেছেন।"

রায় মহাশয় এক নিশ্বাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ বলিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার কল্পনা-সূত্রে চণ্ডীদাস সংক্রান্ত যে বিবরণটি গাঁথিয়াছেন, তাহাতে ছাত্‌নার পরিবর্তে নান্নুর বসাইলে কল্পনার গৌরব কোথায় ম্লান হইত, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। দেবীদাসের বংশ ছাত্‌নার বাসলীর দেঘরিয়ার কর্ম্ম করিতেছেন—ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু এই প্রমাণের বলে চণ্ডীদাসকে নান্নুর হইতে নির্ব্বাসিত করা কতদূর সঙ্গত, তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ, চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি যে প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্ধৃত প্রমাণের আকাশ-পাতাল তফাৎ! শাস্ত্রী মহাশয়ের সেই প্রমাণ অগ্রাহ্য করিবার হেতু কি? চণ্ডীদাসের মৃত্যুসংক্রান্ত যে পদগুলি শাস্ত্রী মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পাঠক-সাধারণ বিদ্যানিধি মহাশয়ের কল্পনাসূত্রকে অধিক বিশ্বাস-যোগ্য, অধিক আদরণীয় মনে করিবে—এরূপ আশা করা তাঁহার ও তাঁহার মতাবলম্বিগণের দুরাশা নহে কি? স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় ইতিহাসের ঘুণ ছিলেন; চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গে তিনি অনেক আলোচনা করিয়াছেন, পুথি ঘাঁটিয়াছেন, মাথা ঘামাইয়াছেন। চণ্ডীদাস ছাত্‌নার কবি ছিলেন, এ সম্ভাবনা মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মস্তিষ্কে উদিত হয় নাই; তিনি ঘুণাক্ষরে কোথাও এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন নাই, ইহার কারণ কি এই নহে যে, তিনি মহাকবি চণ্ডীদাসকে নান্নুরের কবি বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন? চণ্ডীদাসকে ছাত্‌নায় সংস্থাপিত করিলে যদি সত্যের মহিমা প্রচারিত হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রী মহাশয় সর্ব্বাগ্রে সেই সত্য-প্রচারে কদাচ কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু তিনি চণ্ডীদাসকে বীরভূম হইতে বাঁকুড়ায় নির্ব্বাসিত করিবার কোন যুক্তি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই; বরং তিনি এই কথাই বলিয়াছেন যে, "সে-(প্রমাণ?) গুলিকে যদি অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে এ দেশে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচলিত আছে, তাহার একটিও টিকে না।" কিন্তু তিনি ত চণ্ডীদাসকে ছাত্‌নায় আনিয়া সেগুলি টিকাইবার জন্য কলমবাজি করেন নাই। ইতিহাসে তিনি কি এতই অজ্ঞ ছিলেন? না, তাঁহার কল্পনাশক্তির অভাব ছিল? বস্তুতঃ, জনসাধারণের বহু শতাব্দীব্যাপী বিশ্বাস শ্রীযুত বিদ্যানিধি মহাশয়ের কল্পনা-প্রভাবে নির্ভর-যোগ্য প্রমাণের অভাবেও ক্ষুণ্ণ হইবে, এরূপ আশা করিতে পারি না।

অষ্টম অধ্যায়

চণ্ডীদাসের রামী

চণ্ডীদাসের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে স্বর্গীয় মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একটু ধাঁধায় পড়িয়া সন্দিগ্ধ-চিত্তে লিখিয়াছিলেন (ষড়্‌বিংশ ভাগ —দ্বিতীয় সংখ্যা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা) "তিনি (চণ্ডীদাস) গোড়ায় ছিলেন বাশুলীর সেবক, তার পর হইলেন রামী রজকিনীর চরণচারণ-চক্রবর্ত্তী, তাহা॰ পর তাঁহার দেবতা হইলেন রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি।...তাহা হইলে চণ্ডীদাসের তিন মূর্ত্তি। এক মূর্ত্তি হইতে আর এক মূর্ত্তিতে কেমন করিয়া গেলেন, সেটাও একটি ভাবিবার কথা। বাশুলী তাঁহাকে রামী রজকিনীর সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন, আবার তিনিই কৃষ্ণের নির্ম্মাল্য একটি ফুল চণ্ডীদাস যখন তাঁহাকে অর্পণ করিলেন, তখন বলিলেন—'ঐ ফুল আমার গুরুকে দেওয়া হইয়াছে, আমি আর কি করিয়া লইব?' চণ্ডীদাস বলিয়া উঠিলেন,—'সে কি মা! তোমার আবার গুরু! তিনি আবার কে!'—দেবী বলিলেন,—'জান না? কৃষ্ণ আমার গুরু।'—তখন চণ্ডীদাস বলিলেন,—'তবে আমি কৃষ্ণকেই ভজিব।' এ পর্য্যন্ত যত দূর লেখাপড়া হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, চণ্ডীদাসের জীবনে এই তিন বার তিন রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যখন তিনি বাশুলীর সেবক, তখন তিনি খাটি বৌদ্ধ; যখন রামী রজকিনীর সেবক, তখন খাটি সহজিয়া; আবার রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির সেবা করিয়া তিনি বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গেলেন। তাঁহার মধ্যে এইটুকু বিচিত্র যে, তিনি যে ভাবেই থাকুন, যে রসেই মজুন, আগেকার দেবতাটিকে ভুলেন নাই। বাশুলীও তাঁহার সঙ্গের সাথী, রজকিনীও দেখা হওয়া অবধি তাঁহার সঙ্গের সাথী।"

সুতরাং বাশুলী দেবীর আদেশেই চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং বাশুলীই তাঁহাকে পরকীয়া-ভজন-সাধনের আদেশ দিয়াছিলেন, আমরা যথাস্থানে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি। চণ্ডীদাস পরকীয়া নায়িকার সন্ধানে ছিলেন; তিনি দেবীর ভোগের জন্য প্রত্যহ জলাশয়ে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতেন, সেই ঘাটে এক

রজকিনী কাপড় কাচিত। ক্রমশঃ এই রজকিনীর সহিত তাঁহার প্রণয় হইল। এই রজকিনী রামীই তাঁহার ভজন-সাধনের সঙ্গিনী হইয়াছিল।

রজকিনীর নাম রামী ছিল—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা চণ্ডীদাসের পদাবলীতেই পাইয়াছি; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কবি নরহরি দাস লিখিয়াছিলেন, চণ্ডীদাসের এই উত্তর-সাধিকার নাম ছিল "তারা ধুবনী।" আমরা তাহার রামী বা রামমণি ভিন্ন অন্য নাম জানি না; কিন্তু সুপণ্ডিত স্বর্গীয় জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত পদাবলীতে চণ্ডীদাসের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে চণ্ডীদাসের 'রামী'র নাম লিখিয়াছেন "রামতারা।" সম্ভবতঃ সাধু ভাষায় রজকিনী রামীর নাম 'রামমণি'র পরিবর্ত্তে 'রামতারা'ই ছিল। রামীর প্রকৃত নাম 'রামতারা' হইলে আমরা প্রচলিত 'রামী' এবং নরহরি দাসের লিখিত 'তারা ধুবনী' এই উভয়েরই সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারি। আমাদের এক জন আত্মীয়ের নাম ছিল 'রাধাবিনোদ', কিন্তু সকলে তাহাকে 'বিনোদ' বলিয়া ডাকিতেন; সুতরাং এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। এই রজকিনী না কি নান্নুরের অদূরবর্ত্তী তেহাই গ্রামের অধিবাসিনী ছিল। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীর অন্যতম সংগ্রহকার বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "রামীর বাড়ী যে তেহাই গ্রামে ছিল, বা রজকিনী যে বিশালাক্ষীর গৃহ-মার্জ্জনা করিত, এ কথা ত আমরা শুনি নাই। নান্নুরে এখনও লোকে রামীর ভিটা দেখাইয়া থাকে, ইহাতে বোধ হয়, রামীর বাড়ী নান্নুরেই ছিল। আর বিশালাক্ষীর পুরোহিত বা পূজক যে এত জাতি থাকিতে সুপবিত্র রজককুল (এই স্থূল রসিকতাটুকু প্রবীণ ও ভক্ত বৈষ্ণবের পক্ষে কর্ণপীড়াদায়ক ও রুচিবিগর্হিত নহে কি?) হইতে বিশালাক্ষীর গৃহ-মার্জ্জনের জন্য এক জন পরিচারিকা নির্ব্বাচন করিবেন, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি না। ধোপার জল যে অস্পৃশ্য, দেবতার গৃহ-মার্জ্জনের জন্য যে ধোপানী নিযুক্ত হইতে পারে না, ইহা যে এ কালের লোককে বুঝাইতে হইতেছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?"

হাঁ, এ কালের লোককে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন বটে; কারণ, এ কালে 'বিলাত-ফের্ত্তা টান্‌ছে হুঁক্কা, সিগারেট ফুক্‌চে ভশ্চায্যি।' কিন্তু রামী যে দেবীমন্দির মার্জ্জনা করিত, ব্রাহ্মণ-সমাজের অলঙ্কার মহাপণ্ডিত পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় এই জনশ্রুতির প্রতিবাদ করেন নাই বা ইহা অসম্ভব ছিল, এরূপ কোন সন্দেহও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। রামীর জীবনের পরবর্ত্তী সকল ঘটনাই এই কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিতেছে; সুতরাং বাশুলী-মন্দির হইতে রামীকে ছাঁটিয়া ফেলিবার উপায় নাই। বৃক্ষের শাখায় তাহাকে উপবিষ্ট দেখিতে আপত্তি থাকিলে, সমগ্র বৃক্ষটিকেই কুঠারাঘাতে আমূল বিধ্বস্ত করিয়া অপসারিত করিতে হয়। তবে তেহাই গ্রামে রামীর বাড়ী ছিল, এবং সেই গ্রাম হইতে রজকিনী প্রত্যহ চণ্ডীদাসের ছিপ ফেলিবার ঘাটে কাপড় কাচিতে আসিত বলিয়াই তাহার সহিত চণ্ডীদাসের আলাপ হইয়াছিল, এবং তিনি তাহার প্রেমে মজিয়াছিলেন, ইহা সহজে বিশ্বাস করা কঠিন। রামী অন্নাভাবে কষ্ট পাইয়া চণ্ডীদাসের সাহায্যপ্রার্থিনী হইয়াছিল এবং চণ্ডীদাস তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন—ইহাই সঙ্গত মনে হয়। বিশেষতঃ, গ্রামপ্রান্তে রামীর কুটীর ছিল, এবং চণ্ডীদাস 'উত্তমকুলে' জন্মগ্রহণ করিয়া রজকিনীর সংস্রবে কালযাপন করায় যখন তিনি সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, তখন রামীর সেই কুটীরেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, পদাবলী পাঠে ইহাও আমরা জানিতে পারি। নান্নুরের নিকট এখন কোন নদী নাই; সুতরাং চণ্ডীদাস নদীতে মাছ ধরিতে' ধরিতে রামীকে প্রেমের বঁড়শীতে গাঁথিয়া ফেলিয়াছিলেন, এই কিংবদন্তীর মূলেও কোন সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা প্রমাণহীন কষ্টকল্পনামাত্র।

চণ্ডীদাসকে আমরা নান্নুরের চণ্ডীদাস বলিয়াই জানি, কিন্তু বাশুলীর মন্দিরের বর্ত্তমান পুরোহিত স্বীকার করিয়াছিলেন, বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি পর্য্যটন উপলক্ষে নান্নুরে আসিয়া দেবীমন্দিরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ছাতনার অনুকূলে ও প্রতিকূলে আমরা অনেক কথাই শুনিয়াছি, এবং যথাস্থানে তাহার আলোচনাও করিয়াছি। অন্য কোন পণ্ডিতের মতে মজঃফরপুর জেলার উচ্যেট গ্রামে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি নান্নুরে আসিয়া দেবীমন্দিরে বাস করিতে করিতে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কিংবদন্তীর মূলে কতটুকু সত্য আছে বা নাই, তাহা নির্ণয়ের উপায় নাই; মহাকবির জন্মস্থান সম্বন্ধে যিনি যে নূতন কথা বলিবেন, তাহাই বিনা-

প্রমাণে সত্য বলিয়া কেহই গ্রহণ করিবে না, এবং প্রমাণ থাকিলেও সেগুলি সাবধানে ওজন করিতে হইবে।

যাহা হউক, রামী যে অনাথা ছিল, এবং অল্পবয়সেই মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা চণ্ডীদাসের পদ হইতেই জানিতে পারি,—

"অলপ বয়সে দুঃখিনা রামিনী
সেবাতে নিযুক্ত হ'ল।
চণ্ডীদাস কহে শশিকলার ন্যায়
ক্রমে বাড়িতে লাগিল।"

এই পদাংশ আমরা অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না; বিশেষতঃ,—

"রামিনী কামিনী কাজেতে নিপুণা
সকলের প্রিয়তমা।"

এই পদাংশ হইতে আমরা ধরিয়া লইতে পারি, রামীর উপর মন্দির-সংস্কার-সংক্রান্ত যে সকল কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছিল—তাহা সে নৈপুণ্য সহকারেই সম্পন্ন করিত বলিয়া গ্রামবাসীদের সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে সকলে অস্পৃশ্যা বলিয়া ঘৃণা করিত—এ পরিচয় ত কোথাও পাওয়া যায় না। তবে সে ধোপানী ছিল বলিয়াই এ কালের গোঁড়ারা বোধ হয় তাহাকে দেবমন্দিরের সংস্পর্শে আসিতে দিতে রাজী নহেন, কিন্তু প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়া বীরভূম অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষেরা সামাজিক ছুঁৎমার্গের তাপমানযন্ত্রে কত 'ডিগ্রি' নামিত এবং অস্পৃশ্যতার ঠাণ্ডায় অচল হইয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণের বাহিরে কত দূরে পড়িয়া থাকিত, এ কালে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য সেই 'ছুঁৎমান' যন্ত্র খুঁজিয়া বাহির করিবার উপায় নাই; তবে এ কালে দেখিয়াছি, হাড়ী-বাগ্দির মেয়েরা, আমাদের পশ্চিম-বঙ্গের ত কথাই নাই, পূর্ব্ববঙ্গেও মন্দির-প্রাঙ্গণ, মন্দিরের আঙ্গিনা, রোয়াক, বারান্দা প্রভৃতি স্থানে সম্মার্জ্জনী প্রয়োগ করে; তাহাতে দেবমহিমা ক্ষুণ্ন হয় না। বিশেষতঃ, আজকাল ত অস্পৃশ্য নিম্নতম জাতির জন্যও মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। রামীর এই অধিকার ছিল না, বিনাপ্রমাণে এ কথা বলা গায়ের জোরের কথা। এখন সেই মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইলেও সেই স্তূপটি চণ্ডীদাসের পবিত্র স্মৃতির সৌরভে সমাচ্ছন্ন। রামীর সহিত তাঁহার নিষ্কলুষ প্রেমের কাহিনী—যুগান্ত-পূর্ব্ব হইতে অমৃতবর্ষী পদাবলীর ভাবের পবিত্রতায় ও গাম্ভীর্য্যে, শব্দের ঝঙ্কারে এবং ভাষার লালিত্যে যে মাধুর্য্য বহন করিয়া আনিতেছে, তাহা কোন কালে বিলুপ্ত হইবার নহে।

অবশেষে চণ্ডীদাস রামীকে বলিলেন,

"এক নিবেদন করি পুনঃপুন
শুন রজকিনী রামী।
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি॥

* * * *

ভেবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে,
কে আছে আমার আর।
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
ধোপানী-চরণ সার॥"

তাহার পর তাঁহাদের সেই অপার্থিব প্রেমের মর্য্যাদা গ্রামবাসীরা বুঝিতে না পারিয়া—

"পিরীতি করিল, জগতে ভাসিল,
ধোপানী দ্বিজের সনে।
জগতে জানিল, কলঙ্ক ভাসিল,
কাণাকাণি লোক জনে॥"

অবশেষে সমাজের লোকের, গ্রামস্থ সর্ব্ব-সাধারণের গঞ্জনা অসহ্য হওয়ায়, রামী চণ্ডীদাসকে লইয়া গ্রামত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে তাঁহাকে বলিয়াছিল—

"ঢাকে ঢোলে যে জন সুজন-নিন্দা করে।
ঝন্ঝনা পড়ুক তার মাথাব উপরে॥
অবিচার পুরীদেশে আর না রহিব।
যে দেশে পাষণ্ড নাই সেই দেশে যাব॥"

চণ্ডীদাসও তাহার আক্ষেপ শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—

"রূপিলে বিষের গাছ হৃদয়-মাঝারে।
গরলে জারল অঙ্গ, দোষ দিব কারে॥
যদি ঘরে রৈতে নার কর অভিসার।
চণ্ডীদাসেতে বলে এই সে বিচার॥"

চণ্ডীদাসের গুরুজন, দাদা কি ঐরূপ কেহ—নকুল ঠাকুর সমাজ-নিগৃহীত চণ্ডীদাসকে গৃহে আনিয়া, প্রায়শ্চিত্ত ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি করাইয়া তাঁহাকে সমাজে তুলিয়া লইবার ব্যবস্থার শেষে বলিয়াছিলেন,—

"শুন শুন চণ্ডীদাস।
তোমার লাগিয়া আমরা সকল
ক্রিয়াকাণ্ডে সর্ব্বনাশ॥
তোমার পিরীতে আমরা পতিত
নকুল ডাকিয়া বলে।
ঘরে ঘরে সব কুটুম্ব ভোজন
করিঞা উঠাব কুলে॥"

গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেরা প্রথমে নকুলের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, কারণ, "চণ্ডীদাস নীচ প্রেমে উন্মাদ।" সুতরাং তাঁহাদের—

"পুত্র পরিবার আছয়ে সংসার
তাহারা সম্মতি নহে।"

যাহা হউক, নকুল ঠাকুরের অনুনয়-বিনয়ে ও আগ্রহাতিশয্যে গ্রামস্থ প্রধানেরা চণ্ডীদাসকে সমাজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু কথা হইল, চণ্ডীদাস ধোপানীকে ত্যাগ করিবেন, ইহা—

"শুনি চণ্ডীদাস, ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ভিজিয়া নয়নজলে।
ধোপানী সহিতে, আমি যেন তাথে,
উদ্ধার হইব কুলে॥"

এইরূপ আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু চণ্ডীদাসকে ত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া রামী—

"নয়নের জল, কান্দিয়া বিকল,
মনে বোধ দিতে নারে।"

তাহার পর—

"গৃহকে জাইঞা, পালঙ্ক পাড়িয়া,
শয়ন করিল তায়।
কান্দিয়া মুছিছে, নিশ্বাস রাখিছে,
পৃথিবী ভিজিয়া যায়॥"

কিন্তু গৃহেও সে স্থির থাকিতে পারিল না। ব্রাহ্মণেরা নকুলের গৃহে মহাসমারোহে আহারে বসিলে, নকুল দেখিতে পাইলেন—রামী তাঁহার গৃহ-সন্নিহিত বকুল গাছের তলায় বসিয়া প্রিয়-বিচ্ছেদাশঙ্কায় রোদন করিতেছিল; "অঝোরে ঝরিতেছিল নয়নের পানি।" নকুল ঠাকুর তাহার নিকটে আসিলে—

"নকুল-পায়েতে, ধরি দুটি হাতে
ধোপানী কাঁদিয়া বলে।
তুমি মহাজন, শুনহ ব্রাহ্মণ,
পিরীতির কিবা মূলে॥
আমি অতি হীন, পিরীতি অধীন,
পিরীতি আমার গুরু।
এ তিন আখর, হৃদয়ে যাহার,
সে জনা কল্পতরু॥
পিরীতি ভজিল, পিরীতি সাধিল,
পিরীতি একান্ত মনে।
চণ্ডীদাস সাথে, ধোপানী সহিতে,
মিশ্রিত একই প্রাণে॥"

কিন্তু রামীর কাতর প্রার্থনা অরণ্যে রোদনবৎ নিষ্ফল হইল। নকুল তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ব্রাহ্মণ-ভোজন আরম্ভ হইলে, রামী তাঁহাদের ভোজনের স্থানে উপস্থিত হইল। কেহ কেহ এই কিংবদন্তীটিকে অধিকতর রসমধুর করিবার জন্য সেই সময় রামীর বগলে, মাথায়, কাপড়ের বোঝা চাপাইয়াছেন; কিন্তু রামী যদি ব্রাহ্মণ-ভোজনের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া চণ্ডীদাসের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, তখন প্রিয়বিরহ আশঙ্কায় সে বাহ্যজ্ঞানরহিত, তাহার হৃদয় ব্যাকুলতায় পূর্ণ; সে তখন কাচা বা ময়লা কাপড়ের বোঝা লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল? যাঁহারা এই কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় কি? তবে, ইহাতে চণ্ডীদাসের ও রামীর অলৌকিকত্ব প্রতিপাদনের একটা অব্যর্থ উপলক্ষ পাওয়া গিয়াছিল বটে। আমরা তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য বোধে ত্যাগ করিলেও, চণ্ডীদাস-রজকিনীর প্রেমের গভীরতা, পবিত্রতা ও আন্তরিকতার মাধুর্য্যে বঞ্চিত হই না। কোন লৌকিক বাধায় এই প্রেম প্রতিহত হইবার নহে। বস্তুতঃ, আমরা অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পারি, যখন—

"দ্বিজগণ ডাকে, ব্যঞ্জন আনিতে,
ধোবিনী তখন ধায়।"

সে তখন সেখানে উপস্থিত। তাহার পর অলৌকিক কিছু ঘটিল; কিন্তু চণ্ডীদাসের দুই হাতে ভোজ্য দ্রব্যের থালা থাকিলেও, তিনি আর দুই হাত বাহির করিয়া রামীকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণদের জাতি-রক্ষা হইল, —এই অদ্ভুত অলৌকিক গল্পের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা জানিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ, সেই ভোজন-মজলিসে ধোপানীর উপস্থিতিতে ভোজ মাঠে মারা গিয়াছিল কি না, তাহা জানা যায় নাই; কারণ, পুথির সেই অংশ নষ্ট হইয়াছিল। এই সঙ্কটজনক

অবস্থায় সকল দিকে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য চণ্ডীদাসকে সহসা চতুর্ভুজ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু গল্পটি জটিল সামাজিক ব্যাপারের মীমাংসার সহিত বেশ খাপ খাইলেও, ইহাতে বিশ্বজয়ী প্রেমের মহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

কিন্তু এ রকম অঘটন কিছু ঘটিলে সমাজের মাথা বিনোদ রায়কে ডাকিয়া বাশুলী কর্তৃক ভয় প্রদর্শনের প্রয়োজন হইত না, এবং চণ্ডীদাসকেও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিতে হইত না—

"বিনোদ রায়, বন্ধু বিনোদ রায়,
ভাল হ'ল ঘুচাইলে পিরীতির দায়।"

অতঃপর রামীর দুঃখ-দুর্গতির অবসান হইয়াছিল; চণ্ডীদাসের সহিত তাহার মিলনে আর কোন বাধা হয় নাই।

কথিত আছে, বহু দিনের সাধনার পর চণ্ডীদাস কির্ণাহারের এক নাটমন্দিরে যখন রামীর সহিত কীর্ত্তন গান করিতেছিলেন, সেই সময় হঠাৎ নাটমন্দির ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাঁহারা উভয়ে সেই স্থানে সমাহিত হইয়াছিলেন। এ কথা আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি; কিন্তু চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে যে সকল পুরাতন কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠে জানিতে পারা যায়, গৌড়ের এক পাতশাহের প্রাসাদে তিনি গান করিতে গিয়াছিলেন। বেগম চণ্ডীদাসের সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এ জন্য সেই গৌড়েশ্বরের আজ্ঞায় চণ্ডীদাস হস্তিপৃষ্ঠে শৃঙ্খলিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন। সেই সময় রাণী চণ্ডীদাসের প্রতি কঠোর দণ্ডাদেশ শুনিয়া বিলাপ করিয়া বলিয়াছিল,—

"কাঁহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডীদাস।
চাতকী পিয়াসী গ(ঘ)ন না পাইআ বরিষণ
ন আনের নাগরে পিয়াস॥
কি করিল রাজা গৌড়েশ্বর।
ন জানিঞা প্রেম লেহ প্রেয়ায় ধরিস দেহ
বধ কৈলে প্রাণের দোসর॥
কেনে বা সভাতে কৈলে গান।
স্বর্গমঞ্চ পাতাল পুর আবির্ভূত পশু নর
মানিনীর না রহিল মান॥
গান সুনি পাচ্ছার (পাৎশাহের) বেগম।
অস্থির হইল মন, ধৈর্য্য নহে একক্ষণ,
রাজারে কহে জানিঞা মরম॥
রাণি মনঃ কথা রাখিতে নারিল।
চণ্ডীদাস সনে প্রিত, করিতে হইল চিত,
তার প্রিতে আপন খুয়াল্য॥" ইত্যাদি।

অতঃপর "রাণি কহে ছাড়িয়া না যায়।
কহিতে কহিতে প্রাণ, আর দেহ সমাধান,
দুহুঁ প্রাণ একত্রে মীলায়॥"

তখন রামী কাতর কণ্ঠে সখেদে নিবেদন করিল,—

"নাথ আমি সে রজক-বালা।
আমার বচন, না শুনে রাজন,
বুঝিল কৃষ্ণের লীলা॥
সুদ্ধ কলেবর হইল জর্জ্জর
দারুণ সন্ধান ঘাতে।
এ দুস্খ দেখিয়া বিদরএ হিআ
অভাগিরে লেহ সাথে॥
কহেন রামিনি সুন গুণমনি
জানিলাঙ তোমার রিতি।
বাশুলি বচন করিলে লংঘন
সুনহ রসিক পতি॥"

অবশেষে—

"চণ্ডীদাসে করি ধ্যান। বেগম তেজল প্রাণ॥
সুনিঞা ধবিনি ধায়। পড়িল বেগম পায়॥"

বেগমও মরিলেন, রামীও তাঁহার পায়ে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। চণ্ডীদাস ও রামীর মৃত্যুসম্বন্ধে যে সকল জনরব শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, এইটিই সকলের শেষে আমরা জানিতে পারিয়াছি। এই পদগুলি আবিষ্কৃত হইবার পর কির্ণাহারের নাট্য-মন্দির চাপা পড়িয়া চণ্ডীদাসের মৃত্যুর কিংবদন্তী চাপা পড়িয়া গিয়াছে। এই পাৎশাহ কে, এবং তাঁহার যে বেগম চণ্ডীদাসের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ দিয়াছিলেন, তিনি বা কে ছিলেন, আমরা চণ্ডীদাসের জীবনী-প্রসঙ্গে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্যমাত্র।

রামী কেবল যে চণ্ডীদাসের কবিত্বশক্তির উৎস-স্বরূপ ছিল, চণ্ডীদাস রামীর প্রেমে আত্মহারা হইয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধে অতুলনীয় পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ নহে; রামীও স্বয়ং অসাধারণ কবিত্বশক্তিসম্পন্না ছিল। কোনও প্রাচীন পদসংগ্রহ-পুস্তকে রামীর রচিত যে সকল পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে তাহাতে চণ্ডীদাসের রচিত পদাবলীর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় বটে, সেই সকল পদের লালিত্য, মাধুর্য্য এবং ঝঙ্কার

চণ্ডীদাসের রচিত পদের অনুরূপ বটে, কিন্তু রজকিনী রামীর ভণিতাযুক্ত ঐ সকল পদ চণ্ডীদাসের বিরচিত বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ নাই। রামীর রচিত দুইটি অপূর্ব্ব সুন্দর পদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"কোথা যাও ওহে, প্রাণবধু মোর,
দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক,
ধৈরয ধরিতে নারি॥
বাল্য-কাল হতে, এ দেহ সঁপিনু
মনে আন নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে,
বল হে সে কথা শুনি॥
তোমার এ সারথি, ক্রূর অতিশয়
বোধ-বিচার নাই।
বোধ থাকিলে, দুঃখ-সিন্ধু-নীরে
অবলা ভাসাইতে নাই॥
পিরীতি জ্বালিয়া, যদি বা যাইবা,
কবে বা আসিবে নাথ।
রামীর বচন, করহ শ্রবণ,
দাসীরে করহ সাথ॥"

এই পদটি পাঠ করিলে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে ত্যাগ করিয়া অক্রূরের সহিত মথুরায় যাইতেছেন দেখিয়া, শ্রীমতী তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া এই ভাবে আক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যখন নকুল ঠাকুর চণ্ডীদাসকে সমাজে তুলিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে রামীর সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, সেই সময় নিজের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া ইহা রামীরই আক্ষেপোক্তি। এখানে 'মথুরা যাওয়ার' অর্থ রামীকে ত্যাগ করিয়া 'সমাজে প্রবেশ।' এবং 'সারথি' বলিতে নকুল ঠাকুরকে বুঝাইতেছে। নকুল ঠাকুরও অক্রূরের ন্যায় তাহার প্রতি অতিশয় নির্দ্দয়। তাহার রথ নকুলের মনোরথ,—যে রথের সাহায্যে সে চণ্ডীদাসকে রামীর অঙ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছিল। রায় বাহাদুর শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেনও এই কবিতার এইরূপ অর্থ-ই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে রামীর আক্ষেপোক্তির এই অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

রামীর রচিত দ্বিতীয় কবিতাটি এই—

"তুমি দিবাভাগে, নিশা অনুরাগে,
ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুখ,
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটি সমকাল, মানি সুজঞ্জাল,
যুগ তুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মন নহে স্থির,
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল, কত সুনির্ম্মল,
শ্রীমুখমণ্ডল-শোভা।
হেরি লয় মনে, এ দুই নয়নে,
নিমেষ দিয়াছে কেবা॥
চাহে সর্ব্বক্ষণ, হয় দরশন,
নিবারণ সেহ করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক,
দোষ দিয়ে বিধাতারে॥
তুমি যে আমার আমি হে তোমার
সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা
জগৎ দেখি আঁধার॥"

রামী সমাজের অত্যাচারে আশ মিটাইয়া সর্ব্বদা চণ্ডীদাসকে দেখিতে পাইতেন না, তাহার উপর চণ্ডীদাস যদি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া সমাজে যোগদান করেন, এই জন্য রামীর এই আক্ষেপ—শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধিকার আক্ষেপেরই অনুরূপ। রামীর রচিত অন্যান্য পদও আমরা প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি; কিন্তু এই দুইটি পদ ভাবে, ভাষায়, পদলালিত্যে, সারল্যে অতুলনীয়। তবে ইহা পাঠ করিয়া একবারও মনে হয় না—ইহা পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের রচিত পদ। ইহার ভাষা অত্যন্ত আধুনিক, কিন্তু চণ্ডীদাসের অধিকাংশ পদের ভাষাই এইরূপ আধুনিক; কালক্রমে বহু গায়কের ও নকলকারীর হাতে পড়িয়া এই ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও, যদি কেহ বলেন,—

"সজনি, ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরী, নবীনা কিশোরী,
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুন হে পরাণ, সুবল সাঙ্গাতি,
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপরে পা।

অঙ্গের বসন, করেছে আসন,
এলায়ে দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ-মূলে হেম-হার দোলে,
সুমেরু-শিখর জিনি ॥"

—ইত্যাদি চণ্ডীদাসের রচিত আসল পদ নহে, ইহা রূপান্তরিত বিকৃত এবং নানা ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের ভক্ত এ রকম কে আছে যে, এই সর্ব্বজনপরিচিত, চিরমধুর, অপূর্ব্ব সুন্দর পূর্ব্বরাগের পদটির পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের' অনুরূপ শ্রুতিকঠোর, অনভ্যস্ত, অপ্রচলিত, দুর্ব্বোধ্য ভাষার ঐ ভাবের কোন পদকে শুনিতে চাহিবে, বা গ্রাহ্য করিবে? সুতরাং ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের হা-হুতাশ ও অপ্রচলিত সেকেলে পদের জন্য আক্ষেপ অরণ্যে রোদনবৎ অগ্রাহ্য হইবে। পণ্ডিতেরা মাথা ঘামাইয়া নানা রকম টীকা টিপ্পনী জুড়িয়া, নিজের খেয়াল অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া সেই সকল পদকে যতই চিত্তাকর্ষক ও জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করুন, তাঁহাদের পাণ্ডিত্যে কেহ মুগ্ধ হইবে না, মহাকবি চণ্ডীদাসের পদের প্রচলিত আধুনিক ভাষা ত্যাগ করিয়া সেই প্রাচীন ভাষা কেহই গ্রহণ করিবে না। হয় ত রামীর রচিত পদগুলিরও ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু যদি কোন দিন বঙ্গ-সাহিত্যে প্রাচীন যুগের বাঙ্গালী মহিলা-কবিগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে রজকিনী রামী কেবল যে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী মহিলা-কবি বলিয়া অভিনন্দিত হইবে, এরূপ নহে, প্রাচীন মহিলা-কবিগণের শীর্ষস্থানে তাহার আসন প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে। ঐ সকল পদ রামীর রচিত কি না, এ সম্বন্ধে কেহ বিশ্বপণ্ডিতগণের গবেষণার ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা করিবে না।

নবম অধ্যায়

চণ্ডীদাসের যশোদা

মা যশোদার কথা মনে হইলেই একটি গান মনে পড়িয়া যায়। সেই গান—যে সুমধুর সঙ্গীত মহাপ্রাণ প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দের বড়ই প্রিয় ছিল, যাহা তাঁহার প্রিয়জনকে, বিশেষতঃ, তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে, তিনি শুনাইতে ভালবাসিতেন, তাহা গাহিতে গাহিতে মনের আনন্দে তাঁহার হৃৎপদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিত। মঠের অনেকেই বোধ হয় এখনও সেই গানটি ভুলিতে পারেন নাই—স্বামীজীর সেই অমৃতবর্ষী সঙ্গীতধ্বনি এখনও বোধ হয় অনেকের কানে বাজিতেছে। তিনি গাহিতেন—

"যশোদা নাচাতো তোমায় ব'লে নীলমণি।
সে রূপ লুকালে কোথা করালবদনি (গো মা)?
একবার নাচ গো শ্যামা,—
তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে, একবার নাচ গো শ্যামা!
করের অসি ফেলে, মোহন বাঁশী লয়ে,
একবার নাচ গো শ্যামা!
সে রূপ কেন দেখি না গো মা?
গগনে বেলা বাড়িত, রাণীর মন ব্যাকুল হ'ত,
বল্‌ত ধর রে ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর নবনী।
এলায়ে চাঁচর কেশ মা বেঁধে দিত বেণী (গো মা)!"

কত বার সুগায়ক-কণ্ঠে এই মধুর সঙ্গীত শুনিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে মা যশোদার মাতৃমূর্ত্তি বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হইয়া কল্পনানেত্রের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত। যেন তিনি পীতধড়া, শিখিপুচ্ছ-চূড়া, অলকা-তিলক-লাঞ্ছিতবদন গোপালকে ধরিয়া নাচাইতে নাচাইতে তাঁহার শ্রীমুখে ক্ষীর সর নবনী তুলিয়া দিতেছেন। তিনি গোপালের চাঁচর কেশ এলাইয়া বেণী বাঁধিয়া দিতেছেন। সে রূপ দেখিয়া নন্দরাণীর উভয় নেত্র হইতে বাৎসল্যভাব যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে; যশোদার এই মাতৃভাব জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। মহাকবি চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলীতে মা যশোদার করুণা-ছল-ছল নেত্রে, তাঁহার কোমল হৃদয়ে, মাতৃভাব যে ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার অভিব্যক্তি বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্লভ সম্পদ্। আমরা চণ্ডীদাসের কবিত্ব বুঝিবার চেষ্টায় যদি মা যশোদার এই মাতৃভাবের আলোচনায় বিরত থাকি, তাহা হইলে কবি যশোদার হৃদয়ে বাৎসল্যরস কি ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার রসাস্বাদনে আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইবে।

চণ্ডীদাসের যশোদা বাৎসল্যের সজীব মূর্ত্তি। বৈষ্ণব-সাহিত্যে অতুল সুখ-সৌভাগ্যবতী নন্দরাণীকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন যুগের পদকর্ত্তাদের অনেকে বাৎসল্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের চিত্রে যেমন চণ্ডীদাসের কেহ সমকক্ষ নাই, বাৎসল্য-রসের অভিব্যক্তিতেও তিনি সেইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন। বাৎসল্যের এই মধুর চিত্র বৈষ্ণব-পদাবলীতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া

বিরাজিত রহিয়াছে। যশোদাও শ্রীরাধিকার ন্যায় ব্রজের মধুরহৃদয়া গোপাঙ্গনা; কিন্তু তিনি রাজবধূ। ব্রজগোপীদের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই; তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার জন্মদিন হইতে পুত্রজ্ঞানে প্রতিপালিত করিয়া আসিয়াছেন। তিনি জানিতেন না—তাঁহার গোপাল দেবকীনন্দন, দুর্দান্ত-মথুরারাজ কংসের ভাগিনেয়। যশোদা গোপবধূ, গোপরাজ নন্দের মহিষী, কিন্তু কবি তাঁহাকে গোপালের মাতৃমূর্ত্তিতেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার এই মাতৃভাব যেন জগতের চির-স্নেহময়ী, কল্যাণদায়িনী মাতৃত্বের আদর্শ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাল্যসখা শ্রীদাম-সুদাম প্রভৃতি ব্রজরাখালগণের সহিত ধেনু চরাইতে গোঠে যাত্রা করেন; মা যশোদা ব্যাকুল-হৃদয়ে তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে নন্দালয়ের বাহিরে আসিলে তিনি শত কাজ ফেলিয়া অন্দর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া তাঁহার প্রাণের গোপালের সন্ধান লইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের কোন কষ্ট বা অনিষ্ট হয়—এই আশঙ্কায় রাণী সর্ব্বদাই ব্যাকুল। অথচ তাঁহার এই হৃদয়ভরা বাৎসল্যে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক বাড়াবাড়ি নাই; এই ভাবের অভিব্যক্তি যেমন স্বতঃ পরিস্ফুট, স্বাভাবিক, সেইরূপ সুসঙ্গত ও সুন্দর। তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত এই স্নেহে কোন ভক্ত, কোন ভাবুক প্রেমিক শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের মত আধ্যাত্মিকতার আরোপ করেন নাই; তথাপি ইহা স্বমহিমাময় বৈষ্ণব-সাহিত্যে যে স্থান অধিকার করিয়া বিরাজিত আছে, তাহা অতি উচ্চ; এবং ইহার সম্ভ্রম কখন ক্ষুন্ন হইবে না।

গোপালকে গোঠে পাঠাইয়া মা যশোদার মনে শান্তি নাই; কানাই যখন গোষ্ঠ হইতে ফিরিলেন, তখন তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া মা যশোদা—

"কোলেতে লইয়া নন্দের নন্দন
বদন চুম্বন রসে।
কত শত শত অমিয়া পাইয়া
রসের আনন্দে ভাসে॥
'এতক্ষণ কোথা হিয়া দিয়া ব্যথা
গেছিলে কোন্ বা বনে।
এখানে এ ধড় গৃহমাঝে ছিল
পরাণ তোমার সনে॥
আঁখির তারাটি গেছিল খসিয়া
এবে আঁখি আসি বসি।'
চণ্ডীদাস বলে ক্ষণেক নেহালে
ও মুখ বদন-শশী॥"

'তুমি গোষ্ঠে গিয়াছিলে, আমার হৃদয়ে ব্যথা দিয়া কোন্ বনে গিয়াছিলে? আমার দেহ এখানে পড়িয়া ছিল, প্রাণ তোমার সঙ্গে ছিল। চক্ষুর তারা খসিয়া গিয়াছিল, তোমার অভাবে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়াছিলাম; তুমি ঘরে ফিরিলে চক্ষুর তারা পুনর্ব্বার চক্ষুতে বসিল।'—প্রাণের গোপালের প্রতি যশোদার এই বাৎসল্যের অভিব্যক্তি, ইহার আন্তরিকতা, প্রগাঢ়তা, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের মাধুরী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, কিন্তু অন্য দিক্ দিয়া ইহার শ্রেষ্ঠতা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের শ্রেষ্ঠতা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, অথচ এতই বিচিত্র যে, উভয়ের তুলনা চলে না।

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে শ্রীরাধিকার অতৃপ্তি, বিরহ, হৃদয়বেদনা চণ্ডীদাস মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু যশোদার হৃদয়বেদনা সেইরূপ মর্ম্মস্পর্শী হইলেও ইহার স্বরূপ স্বতন্ত্র। কবির একটি পদ হইতে এই স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া নন্দরাণী বাৎসল্যরসে হৃদয় ভাসাইয়া বলিতেছেন,—

"তুমি মোর প্রাণ- পুতলি সমান,
যতক্ষণ নাহি দেখি।
হৃদয় বিদরে, তোর অগোচরে,
মরমে মরিয়া থাকি॥
* * * *
শুনহ কানাই, আর কেহ নাই,
কেবল নয়ন-তারা।
আঁখির নিমেষে, পলকে পলকে,
কতবার হই হারা॥
মরু যেন * * যত ধেনু গাই,
তোমার বালাই লয়া।
কালি হৈতে বাপু, ধেনু গোঠ মাঠ,
না পাঠাব বন দিয়া॥
* * * *
বনে ভয়ঙ্কর, বৈসে ভয়ঙ্কর
শার্দ্দুল ভুজঙ্গ রহে।
জানি বা কখন্, করয়ে দংশন,
এ বড়ি বিষম মোহে॥
আনেক অনেক, আছে কত জন,
আমার পরাণ তুমি।
ভাল মন্দ হৈলে, আঁখির পলকে,
তখনি মরিব আমি॥"

বিরহিণী শ্রীরাধিকাও কত বার ঠিক এই ভাবেরই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু যশোদার বাৎসল্য-পূর্ণ এই উক্তির সহিত রাধিকার সেই উক্তির পার্থক্য আমরা হৃদয় দিয়া অনুভব করি। অপার্থিব প্রেম মাতৃভাবের ভিতর দিয়া কি করুণা-বিগলিত ধারায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এই পদের ছত্রে ছত্রে তাহার পরিচয় পাইতেছি।

কানাই গোঠে গিয়াছেন, গোঠে, বনে ধেনু চরাইতে চরাইতে তিনি বেণু-রব করেন, সেই বংশীধ্বনি সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃতা প্রেমিকা-শিরোমণি শ্রীরাধিকার কর্ণে প্রবেশ করে, তাঁহার মন আন্‌চান্‌ করে, ঔদাস্যে পূর্ণ হয়, গৃহকার্য্যে মন বসে না; যশোদাও সেই বেণুধ্বনি শুনিতে পান, তাহা শুনিবার জন্য গৃহকর্ম্মের মধ্যে তাঁহার কর্ণ উন্মুত থাকে, কিন্তু উভয়ের তন্ময়তা কত বিভিন্ন! এক দিন 'গোঠবিহারী' কানাইএর বেণুরব শুনিতে না পাওয়ায় মা যশোদার মাতৃহৃদয় কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহা চণ্ডীদাসের পদের কয়েক ছত্রে সুপরিস্ফুট হইয়াছে। কানাই গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, মা যশোদা তাঁহাকে কোলে লইয়া তাঁহার মুখে ক্ষীর, নবনী, ছানা, সর দিয়া করুণ স্বরে বলিলেন,—

"কহ দেখি বাপু আজু কোন্‌ বনে
চরাইলে সব ধেনু।
আজ কেন বাপু, শুনিতে না পাই
তোমার মোহন বেণু॥
আন দিন শুনি বেণু-রবখানি
আজু না শুনিতে পায়ে।
মনে উঠে কত বিষম সন্তাপ
শুনিলে থাকিয়ে জীয়ে॥"

বনে বনে ধেনু চরাইতে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা, কত বিপদের আশঙ্কা—প্রভৃতি নানা দুঃখের কথা শুনিয়া যশোদা যে আক্ষেপ করিতেছেন, তাহা যশোদার মত পুত্রগতপ্রাণা, মমতাময়ী মায়ের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়; অন্য কোন দেশের কোন মায়ের কণ্ঠ হইতে তাহা কখন নিঃসৃত হইতে শুনা গিয়াছে কি? কানাইএর গোচারণের কষ্টের কথা শুনিয়া যশোদা বলিলেন,—

"আহা মরি মরি পরাণ-পুথলি
বাছনি কালিয়া সোনা।
কত না পেয়েছ ক্ষুধায় পীড়িত
বনে যেতে করি মানা॥
এ দুঃখে না জীব নন্দে কি বলিব
এ শিশু পাঠায়ে বনে
এ ঘর করণে আনল ভেজাব
কিবা সে করয়ে ধনে॥
ইহাকি অধিক আর কিবা ধন
যারে না দেখিলে মরি।
কালি আর গোঠে না পাঠাব মাঠে
কেবা কি করিতে পারি।

* * * *

তোমারে লইয়া আন দেশে যাব
না রব নন্দের ঘরে।
তোমা হেন ধন আর কোথা পাই
বিধাতা দিয়াছে মোরে॥
কত কত বার ছেনা ননী সর
পিয়াই রজনী জাগি।
কটোরা ভরিয়ে রাখিয়ে থাপিয়ে
রাখিয়ে যাহার লাগি॥
এ জন কেমনে এই ধেনু সনে
ফিরিবে বনেতে বনে।
অভাগী মায়ের বিষম অন্তর
ক্ষেণে কত উঠে মনে॥"

শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া শ্রীরাধিকা যে প্রেমের কথা বলেন, তাহাতে প্রেমের মাধুর্য্য ও প্রগাঢ়তাই পরিস্ফুট দেখি; কিন্তু পুত্রের কষ্ট, অভাব, ক্ষুধা, শ্রম প্রভৃতি স্মরণ করিয়া মাতৃ-হৃদয়ে এরূপ ব্যাকুলতা ও কাতর কণ্ঠের এইরূপ অন্তর্ভেদী হাহাকার সেই প্রেমের ভাষায় পরিব্যক্ত হয় না, হইতে পারে না। মা ছেলের যে দুঃখ, কষ্ট, অভাব বুঝিতে পারেন—প্রিয়গতপ্রাণা প্রেমিকা প্রণয়িনীও তাহা ঠিক সেই ভাবে বুঝিতে পারেন না। শ্রীরাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময় আরাধ্য দেবতা, তিনি তরুণ যুবক; কিন্তু মা যশোদার নিকট তিনি শিশু। মায়ের কাছে পুত্র ত চিরদিনই শিশু। কবি তাঁহাকে এই মূর্ত্তিতে চিত্রিত করিয়াই মাতৃভাব প্রগাঢ়রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কানাইকে 'চোরা' ধবলীর সঙ্গে বনে পাঠাইয়া নন্দ অন্যায় করিয়াছেন, তাই কানাই কতই কষ্ট পাইয়াছেন, এ জন্য নন্দরাণী কানাইকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া স্বামী নন্দ ঘোষের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে তিরস্কার করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করিলেন না। ইহাতে যশোদার মাতৃহৃদয়ের বিশেষত্ব কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা চণ্ডীদাসের লিপ-

কৌশলের এবং জননী-হৃদয়ের বাৎসল্য-প্রকাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মহাকবি চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলীতে মা যশোদার সন্তান-বাৎসল্যের যে চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আমরা কোন প্রকার কুণ্ঠার, হৃদয়ভাব প্রকাশে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের কোন পরিচয় পাই না। তিনি হৃদয়ে যাহা অনুভব করেন, ভাষায় তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায়, তাঁহার অদর্শনে, যশোদার হৃদয়ে যে হাহাকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, তাহা তিনি গোপন করিতে জানেন না; তাঁহার অশ্রু কোন বাধা মানে না। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি হৃদয়ের সকল বাৎসল্যরস ঢালিয়া তদ্দারা অভিষিক্ত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না, তাঁহাকে নানা ভাবে সাজাইয়া, ক্ষীর সর নবনী আহার করাইয়া, এবং সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিয়া তাঁহার অপরিতৃপ্ত মাতৃ-হৃদয়ের বাৎসল্য যেন চরম সার্থকতা লাভ করে বটে, কিন্তু তথাপি যেন তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। তিনি নন্দের সহধর্ম্মিণীরূপে বা গোপরাজ্ঞীর পদোচিত মহিমায় ফুটিতে পারেন নাই, তাঁহার সবেধন নীলমণির পরম স্নেহময়ী মাতা পুত্রগতপ্রাণা মুগ্ধা জননীরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছেন; অথচ তিনি শ্রীকৃষ্ণের গর্ভধারিণী জননী নহেন। এই জন্যই সন্তানের প্রতি প্রাণের সকল দরদ, হৃদয়ের অতৃপ্ত স্নেহের ব্যাকুলতা, অন্তরের অন্তস্তলে সঞ্চিত সকল বাৎসল্য-রস নিঙড়াইয়া ঢালিয়া দিয়াও তিনি যেন পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে কবি যশোদার স্নেহার্ত্ত-হৃদয়ের ব্যাকুলতা, চাঞ্চল্য, মর্ম্মোচ্ছ্বাস হয় ত ঠিক এই ভাবেই প্রদর্শন করিতেন না। তিনি নারীচরিত্রে অভিজ্ঞ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সহৃদয় ভাবুকের ও রসজ্ঞের চক্ষুতে নারী-হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া পুত্রবৎসলা গোপরাজ্ঞীর উদার চরিত্র ভাবের তুলিতে—সহানুভূতির উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রগাঢ় বাৎসল্যরসকেই তিনি এই চিত্রাঙ্কনে নয়নরঞ্জন রাগরূপে ব্যবহৃত করিয়াছেন। সকল জননীই স্ব-স্ব পুত্রকে স্বভাবতঃ স্নেহ করেন, সেই স্নেহ মাতৃ-হৃদয়েরই স্বাভাবিক বৃত্তি এবং তাহার প্রগাঢ়তাও অকৃত্রিম; কিন্তু যশোদার স্নেহ যেরূপ মাধুর্য্যমাখা কোমলতায় পূর্ণ, সকল জননীর হৃদয়ে সেরূপ কোমলতার ও সুদুর্লভ ঐকান্তিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

কিন্তু মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্যরসের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে ইহার পর। বৈষ্ণব-সাহিত্যে বাৎসল্যরসের এমন প্রাণস্পর্শী উদাহরণ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। সে কোন্ সময়ের কথা?

কৃষ্ণ-বলরাম মথুরায় যাইবেন; কংসের আদেশে অক্রুর রথ সহ বৃন্দাবন হইতে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। অক্রুরের আগমনে সারা ব্রজ-ধামে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ-বলরাম মথুরাপুরী যাইবেন বলিয়া নানা সাজে সজ্জিত হইয়াছেন। —কৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন শুনিয়া—

"মায়ের পরাণ ধৈরয না রহে
বিষম বেদনা পেয়া।
অচেতন তনু পড়িয়া ভূতলে
হলধর পানে চেয়া॥
আর সে কাহারে আনিয়া নবনী
সে চাঁদ-বয়ানে দিব।
ঘনে ঘনে মুখ দূরে যাবে দুখ
এ শোকে কেমনে জীব॥
শুন নন্দ ঘোষ আমার বচন
গোপালে বিদায় দিয়া।
এ ঘর-দুয়ারে আনল ভেজায়ে
যাব সে বাহির হয়া॥
আঁখি গেলে তার কি ছার জীবন
বাঁচিতে কি আর সাধ।
অনেক তপের ফল পরশনে
বিধি সে করিল বাদ॥"

* * * *

"দর দর দর হিয়া জর জর
নন্দ যশোমতী মায়।
যাদুর সে মুখ চাঁদ নিরখিয়া
দোঁহে কাঁদে উভরায়॥"

বুকফাটা আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতুস্রাবের ন্যায় উৎসারিত, মাতৃহৃদয়-নিঃসৃত হাহাকারের যৎকিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত করিলাম; বিভিন্ন পদে পাঠক-পাঠিকাগণ ইহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবেন।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে বৃন্দাবনের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইল, মহাকবি তাহার যে বর্ণনা পদাবলীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পুত্রবৎসলা জননীর হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও হাহাকারকে অধিকতর পরিস্ফুট করিয়াছে। ধেনু ও গোবৎস হইতে ব্রজধামের পশুপক্ষী, ভ্রমর-ভ্রমরী পর্য্যন্ত শোকার্ত্ত; শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাহাদের কণ্ঠ নীরব। বিষাদের গাঢ় অন্ধকারে

ব্রজভূমি আচ্ছন্ন। বৃন্দাবনচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার!'

ইহার পর নন্দ-বিদায়ের পালা। নন্দ মথুরায় কৃষ্ণবলরামকে আনিতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হইলেন। তিনি একাকী বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলেন। যশোদা পুত্র-সন্দর্শন আশায় যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া রথে প্রাণাধিক কৃষ্ণকে না দেখিয়া শোকাকুলা হইয়া নন্দকে বলিলেন,—

"কি লয়ে আইলে তুমি।
এ ঘর করণ দূরে ভেয়াগিয়া
জলে প্রবেশিব আমি॥
অঞ্চনার নড়ি বাছারে কানায়া
কোথা না রাখিয়ে এলে।
কেমন বাঁচিব তাহা না দেখিয়া
বড় দুখ মেনে দিলে॥
* * * *
যাহার লাগিয়া এ ঘর করণ
সেই সে রহল দূরে।
নয়নের তারা পরাণ দোসর
বাঁচিব কাহার তরে॥"
* * * *
"আর কি শুনব তার বাণী।
শুনিয়া জুড়াব মোর প্রাণী॥
এ ক্ষীর নবনী দিব কায়।
আর কে ডাকিবে বলি মায়॥
মুই বড় অভাগিনী রামা।
ত্রিভুবনে নাহি কোন জনা॥
মরিব গরল বিষ খেয়ে।
কিবা ছার এ তনু রাখিয়ে॥"

অতঃপর নন্দরাণী পুত্র-বিচ্ছেদ-শোক সহ করিতে না পারিয়া বলিলেন,—

"শুন নন্দ ঘোষ আমার বচন
চল যাব সেই ঠাম।
দু'বাহু পসারি কোলেতে লইয়া
দেখি নব-ঘন-শ্যাম।
এ ক্ষীর নবনী ছেনা, দুগ্ধ, চিনি
দিব সে দোঁহার মুখে।
তবে সে যাইব আদর আগুন
হইব অতি সে সুখে॥
* * * *
কানাই কানাই বলিয়া বলিয়া
নিরবধি রাণী কান্দে।"

মাতৃ-হৃদয়ের এই ব্যাকুলতা, যশোদার এই অশ্রান্ত বিলাপ, প্রাণাধিক কানাই, নন্দের সহিত ব্রজধামে প্রত্যাগমন না করায়, তাঁহার অদর্শনে গোপরাজ্ঞীর এই হৃদয়ভেদী হাহাকার, তাঁহার পুত্র-বাৎসল্যের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। মহাকবি চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলীতে যশোদার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে মহিমময়ী রাজ্ঞীর মূর্ত্তি পরিস্ফুট করা হয় নাই; ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত তাঁহার নিবিড় ঘনিষ্ঠতারও কোন পরিচয় চণ্ডীদাসের কোনও পদে উজ্জ্বল ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য চেষ্টার তেমন কোন নিদর্শন নাই, এবং স্বামীর সহিত প্রেমে, সখ্যতায়, হৃদয়-ভাব-বিনিময়ের আন্তরিকতায়, বা আত্মীয়তা-বন্ধনের নিবিড়তায়, তাঁহার নারীত্বের অন্য কোন গৌরবময় আদর্শেরও কোন পরিচয় লক্ষিত হয় না। অধিক কি, গার্হস্থ্য জীবনে, এবং নারীসুলভ সাধারণ আচার-ব্যবহারে, মা যশোদার পাকা গৃহিণীপণার চিত্র, বা ব্রত, নিয়ম ও রাজান্তঃপুর-প্রবর্ত্তিত পূজার্চ্চনাদির প্রতি পুরমহিলার যে অনুরাগ স্বাভাবিক, তাহাও মহাকবি যশোদার চরিত্রে উজ্জ্বল বর্ণরাগে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। কারণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলায় চণ্ডীদাস মা যশোদাকে রাজরাণী বা সামাজিক গুণসম্পন্না উচ্চশ্রেণীর ঐশ্বর্য্যময়ী মহিলারূপে চিত্রিত করেন নাই। বিশুদ্ধ পরমার্থ প্রেম, নিষ্কলুষ পরাপ্রীতিই মহাকবির রচনার প্রতিপাদ্য বিষয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ হইতেছে—হালের কোন কোন হাতুড়ে বিশ্ব-পণ্ডিত পাণ্ডিত্যের প্রচণ্ড বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক-তরফা বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এবং বিচারকের উচ্চাসনে উপবেশন করিয়া অসঙ্কোচে রায় দিয়াছেন —'কৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক উদ্দাম কাম-কলুষিত ঝুমুরের পদগুলি—যাহার নায়ক কাহ্নর নির্লজ্জ রসিকতার আদর্শ—'প্রেম সাধিতে উলঙ্গ হইয়া নিজের মাথায় থাপ্পড় মারিয়া শব্দ করা' আর 'নায়িকার সহিত দাঁতে-দাঁতে কামড়া-কামড়ি করা,' পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয় গয়লা-গয়লানীর কাণ্ড বলিয়া অবজ্ঞাভরে যাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন, এবং 'কৃষ্ণকীর্ত্তনের' পরিবর্ত্তে যে কেতাবের 'কাহ্নকামায়ণ' নাম দিলেই সঙ্গত হইত,—তাহা মহাকবি চণ্ডীদাসেরই উদ্দাম যৌবনের শিক্ষানবিশী রচনা এবং ইহাতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের 'ঐশ্বর্য্যের' দিকটাই না কি প্রদর্শিত হইয়াছে!—বিশ্বপণ্ডিতদের ইহাই কি কবির

মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের নমুনা? কিন্তু মহাকবি চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলীতে আত্মত্যাগের মহিম-সমুজ্জ্বল প্রেমের চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি মা যশোদাকে তাঁহার পদাবলীতে অপূর্ব্ব বাৎসল্যের সজীব মূর্ত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার বৃন্দাবনলীলার সহচর বলরাম ও অন্যান্য সখাবৃন্দকে যে বাৎসল্যরস পরিবেষণ করিয়াছেন, বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাহাই তাঁহাকে চিরকরুণাময়ী, স্নেহ-বিহ্বলা, পুত্রগতপ্রাণা, মধুরহৃদয়া, মমতাময়ী জননীর আসনে মাতৃত্বের পূর্ণগৌরবে ও অক্ষুন্ন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। দিগন্ত প্রসারিত, নিস্তরঙ্গ, সুবিশাল মহাসিন্ধুর ন্যায় উদার, মেঘাড়ম্বর-বিরহিত শরতের সুপ্রসন্ন গগন-বিরাজিত পূর্ণচন্দ্রের অমল ধবল জ্যোৎস্নারাশির ন্যায় সুনির্ম্মল ও সুমধুর বাৎসল্যভাব শ্রীরাধিকার আদর্শ প্রেমের সমুজ্জ্বল চিত্রের পার্শ্বে চিরদিনই বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিবে, এবং মহাকবি চণ্ডীদাসের অগণ্য ভক্ত পাঠক-পাঠিকাবর্গের যখনই মা যশোদার বাৎসল্যের কথা স্মরণ হইবে—তখনই তাঁহারা কল্পনানেত্রে র‍্যাফেলের মাতৃমূর্ত্তির ন্যায় অতুলনীয় যে মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তি পরিস্ফুট দেখিতে পাইবেন, তাহার—

"স্তন-ক্ষীরে আঁখি-নীরে বসন ভিজিয়া পড়ে।
বেশ বানাইতে কাঁপে কর॥"

বাৎসল্যের এই স্নিগ্ধতাপূর্ণ, প্রাণস্পর্শী মনোরম চিত্র সত্যই কি জগতের সাহিত্যে দুর্লভ নহে? মাতৃত্বের ইহা নিখুঁত ছবি; এ ছবি আমরা আর কোন্ দেশের সাহিত্যে খুঁজিয়া পাইব?

দশম অধ্যায়

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ

চণ্ডীদাস অসমসাহসী কবি। তাঁহার রচিত পদাবলীতে তিনি যাঁহাকে নায়করূপে চিত্রিত করিয়াছেন—তিনি পৃথিবীর সাধারণ মানব নহেন; তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপতি, অখিলের নাথ, যোগীর আরাধ্য ধন,—যিনি রাখালমূর্ত্তিতে সুপবিত্র ব্রজধামে প্রেমলীলা প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন; যিনি যুগ-যুগান্ত-পূর্ব্ব হইতে শত-সহস্র ভক্তহৃদয়ে অলৌকিক লীলা-মাধুরীর বিকাশ করিয়াছেন, এবং জগতে কত ভাবে ধর্ম্মের ও প্রেমের উজ্জ্বল মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন; যিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সাধকগণকে উৎপীড়কের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য, দুষ্কৃতগণকে বিনাশ করিয়া সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে ধরায় অবতীর্ণ হইতেছেন। তাঁহারই সুমধুর শ্রীবৃন্দাবন-লীলা-কীর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহাকে নায়করূপে স্বরচিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহার সুপবিত্র, ও অবিনশ্বর প্রেমকাহিনী, তাঁহার হৃদয়ভাবের বিচিত্র স্ফুরণ ও বিকাশ অনুপম ভাষায়, অপূর্ব্ব ছন্দে মানবের অস্ফুট হৃদয়-কোরকে ভগবদ্ভক্তির অরুণরাগ সংস্পর্শে পরম শোভাময় শতদল পদ্মের ন্যায় বিকশিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন—ইহা চণ্ডীদাসের অসাধারণ সাহসের পরিচয়। তিনি তাঁহার আরাধ্যা দেবী বাশুলীর আদেশেই এই অসম-সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া জগদ্গুরু শ্রীভগবানের প্রেমপ্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার রচিত অপূর্ব্ব সুন্দর পদগুলি ভগবদ্ভক্ত লক্ষ লক্ষ মুমুক্ষুর হৃদয় শ্রীভগবানের বৃন্দাবন লীলার মাধুর্য্যরসে অভিষিঞ্চিত করিয়া তাঁহাদিগকে অপার অপরিমেয় অব্যক্ত, অপার্থিব আনন্দের অধিকারী করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের অমর লেখনী-মুখে ব্রজেশ্বর বনমালীর স্বর্গীয় প্রেম কি ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে,—এই নগণ্য, ক্ষুদ্র, ভক্তিতত্ত্বের অনধিকারী মূঢ় লেখকের সাধ্য কি যে, সে চিরপ্রেমময়ের অপার্থিব প্রেমের অলৌকিক লীলামাধুরী বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবে? এই লীলা-মাধুরীর তুলনা নাই যে! শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে শ্রীবৃন্দাবন পরিপ্লাবিত; তাঁহার রাধা নামে সাধা বাঁশীর স্বরে কল্লোলমুখর কলস্বনা যমুনা উজানে বয়, কুলবতী কুল-মান তুচ্ছ করিয়া, সংসারবন্ধন-পাশ ছিন্ন করিয়া, সেই অকূলের কাণ্ডারীর শ্রীচরণের আশ্রয় গ্রহণ করে। ব্রজ-রাখালেরা তাঁহার সখা-প্রেমে বন্দী হইয়া তাঁহার সখা-সহচরবেশে দাসভাবে বৃন্দাবনের বনে বনে গোঠে মাঠে ধেনু চরায়। তিনি তাহাদের সঙ্গে বনে বনে খেলিয়া বেড়ান, রাখাল-বালকেরা বনে মিষ্ট ফল সংগ্রহ করিতে পারিলে তাঁহার শ্রীমুখে তুলিয়া দেয়। তিনি নন্দের পুত্ররূপে তাঁহার বাধা বহন করেন; মা যশোদা বাৎসল্যরসে পূর্ণ হইয়া তাঁহার মুখে ক্ষীর সর নবনী প্রদান করেন। আর প্রেমোন্মাদিনী আত্মবিস্মৃতা রাজনন্দিনী শ্রীরাধিকা তাঁহার প্রেমের জন্য কুলত্যাগিনী; তাঁহার প্রেমপাশে চিরবন্দিনী। শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবন-লীলায় চণ্ডীদাস তাঁহাকে কি ভাবে আদর্শ প্রেমিক-

রূপে চিত্রিত করিয়া তাঁহার লীলার বৈচিত্র্য পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহার রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা দেখিতে পাই—কি ভাবে, কি অপূর্ব্ব কৌশলে চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকার সহিত পরিচিত করিয়া তাঁহাদের মিলন সংঘটন করিয়াছেন। শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য লক্ষিত না হইলেও মিলনের পর তাঁহাদের প্রেমের প্রগাঢ়তায় বিন্দুমাত্র বৈসাদৃশ্য অনুভূত হয় না। শ্রীরাধার চিরজীবনের অবলম্বনস্বরূপ, অন্ধকারাচ্ছন্ন অকূল মহাসমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত পোতচালকের পরিচালক স্থিরজ্যোতি ধ্রুবনক্ষত্রের নির্নিমেষনেত্রের ভাষাহীন ইঙ্গিতের ন্যায়, চিরনির্ভর শ্যামনাম যে দিন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রথম প্রবেশ করিল, সেই দিন—সেই মুহূর্ত্তেই তিনি সেই নাম-শ্রবণে বিহ্বল হইয়াছিলেন। সে নাম শুনিয়া শুনিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। যাঁহার নাম জপিতে জপিতে দেহ মন অবশ হইল,—তিনি কেমন, শ্রীরাধিকা কিরূপে তাঁহাকে দেখিবেন, দেখিলেই বা না জানি তাঁহার মনের অবস্থা কিরূপ হইবে—ইহাই হইল বৃন্দাবনবিলাসিনী, বৃষভানু-নন্দিনী, সুরসিকা, সখীগণ-পরিবৃতা শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগের সূচনা। তাহার প্রিয়সখী বিশাখা "বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া" সেই শিখিপুচ্ছধারী, বনমালাবেষ্টিতকণ্ঠ, পীতাম্বর-পরিহিত, ওষ্ঠে মোহন বাঁশরী, নূপুরালঙ্কৃত-চরণ, সুঠাম ত্রিভঙ্গভঙ্গিতে দণ্ডায়মান, শ্রীনন্দনন্দন বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রতিকৃতি আনিয়া প্রেমবিহ্বলা আত্মবিস্মৃতা শ্রীরাধিকার সম্মুখে ধরিল।

কিন্তু শ্রীনন্দনন্দন রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকার প্রতি পূর্ব্বরাগের সূচনা ভিন্ন প্রকার। নন্দদুলাল, যশোমতীর অঞ্চলের নিধি, শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি ব্রজরাখালগণের সখা, রাখালরাজ গোঠে ধেনু চরান। রাখালদের যেমন হইয়া থাকে—গোষ্ঠের ধেনু চরিতে চরিতে দুই একটা এদিকে ওদিকে সরিয়া পড়ে,—এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। শ্রীকৃষ্ণের ধেনু ধবলী দলভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোথায় অদৃশ্য হইল। শ্রীকৃষ্ণ সেই ধেনুর সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে যে স্থানে উপনীত হইলেন, তাহা শ্রীবৃন্দাবনের আভীরপল্লী হইতে অদূরে অবস্থিত শ্রীরাধিকার পিতা বৃষভানু রাজার পুরী। বৃষভানুপুরের বনে ধবলীর সন্ধান হইল বটে, কিন্তু তিনি বৃষভানু রাজার অন্দরমহলে হঠাৎ দৃষ্টিপাত করিয়া কি দেখিলেন?

"মহল ছাড়িয়া আসি সঙ্গে সহচরী দাসী
কনক গাগরি লই কাঁখে।
ধনীর রূপের ছটা কোটি চাঁদ জিনি ঘটা
কত সুধা বরখয়ে মুখে॥"

এই রূপ দেখিয়া শ্রীনন্দনন্দন শ্রীহরি গোচারণ-ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন, এবং শ্রীরাধিকার সখী যেমন বিশাখা, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা সুবলের মুখের দিকে চাহিয়া কিছু কাল মৌন থাকিয়া বলিলেন,—

"সখা হে, কহ দেখি কি করি উপায়।
হিয়া করে কেন মত সহিতে না পারি এত
নিরন্তর জ্বলিছে হিয়ায়॥
* * * *
স্বপ্নসম দেখি তারে ছায়ার সমান পুরে
মোর অঙ্গে আভা আসি বাজে।
চণ্ডীদাস কহে তাপে শুন প্রভু যদুনাথে
এ কথা বুঝিবে আন কাজে॥"

তাহার পর তিনি সুবল সখার নিকট সেই নবদৃষ্টা তরুণীর রূপের যে বর্ণনা করিলেন, তাহা চণ্ডীদাসেরই লেখনীর যোগ্য। শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া শ্রীনন্দনন্দনের মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা মহাকবি তাঁহার মুখ দিয়া বলাইতেছেন,—

"শুইতে না হয় নিদের আলিস
ক্ষুধা-তৃষ্ণা গেল দূরে।
নিরবধি হৃদে সেই সে ভাবনা
থাকি থাকি মন ঝুরে॥
* * * *
মনের সহিতে মরম কৌতুকে
সখীর কাছেতে যাই।
হাসির চাহনি দেখালে কামিনী
পরাণ হারানু তাই॥"

পূর্ব্বরাগের এই আরম্ভ; কিন্তু শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগে আমরা তাঁহার যে তন্ময়তা দেখিয়াছি, এখানে তাহা নাই; এখানে শ্রীরাধিকার 'কৌতুক' আছে, 'হাসির চাহনি' আছে। কিন্তু নায়কের আগ্রহ, বেদনা, তন্ময়তা, নায়িকার পূর্ব্বরাগেরই অনুরূপ। নায়িকার রূপের বর্ণনা নায়কের রূপবর্ণনা অপেক্ষা জমাট হইয়া উঠিয়াছে।—ইহাই স্বাভাবিক এবং মনস্তত্ত্ববিদের সুনিপুণ লেখনীর যোগ্য।

তাহার পর স্নানের ঘাটে বনমালী হরি শ্রীরাধিকাকে 'নাহিতে' ও "সিনিয়া উঠিতে"

দেখিলেন। সেই সময় শ্রীরাধিকার যে রূপের বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, তাহার ন্যায় সুমধুর, শ্রবণতৃপ্তিকর, অপূর্ব্ব-ঝঙ্কারপূর্ণ, কবিত্বময় পদ বৈষ্ণবসাহিত্যে দুর্লভ। যেমন উপমা, তেমনই প্রকাশভঙ্গি। এইবার কবি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকার পরিচয়প্রদান উপলক্ষে নেপথ্যে জানাইয়া রাখিলেন,—

"কহে চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশে
শুন হে নাগর চন্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥"

কিন্তু এখনও শ্রীরাধিকার প্রেমের বিহ্বলতা, তন্ময়তার অভাব। এখনও নায়কের মন মুগ্ধ করিবার আকিঞ্চন, কিশোরী নায়িকার প্রগল্‌ভতা বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তিনি আড়-নয়নে ঈষৎ হাসেন, ফুলের গেরুয়া লুফিয়া ধরেন, সঘনে পাশ দেখান, 'উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে' মুচকি মুচকি হাসেন। শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগের কোন পদে চণ্ডীদাস তাঁহাকে এরূপ প্রগল্‌ভা নায়িকারূপে চিত্রিত করেন নাই। এই জন্য এই বর্ণনা মহাকবি চণ্ডীদাসের কি না, এ সন্দেহ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। হয় ত কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসের মত অন্য কোন চণ্ডীদাস নিষ্কাম প্রেমের আদর্শস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার এই চটুল প্রগল্‌ভতার জন্য দায়ী।

কিন্তু শ্রীরাধিকাকে 'যমুনা সিনান করি' সখীগণ সঙ্গে কত রঙ্গে যাইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল; তিনি সখাকে 'সই' সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"সই, সে নব রমণী কে।
চকিতে হেরিয়া জ্বলত এ হিয়া
ধরিতে নারি এ দে॥
পুন না হেরিলে না রহে জীবন
তোমারে কহিনু দড়।"—ইত্যাদি
"চরণ যুগল জিনিয়া কমল
আলুতা-রঞ্জিত তায়।
মঝু মন তাহে কাহে না ভুলব
মদন মুরছা যায়॥"
"কাহার নন্দিনী কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে।
কোন্ পুণ্য-ফলে বল বল সখা
সে রামা পাইল সে॥"

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আক্ষেপ শুনিয়া সুবল সাঙ্গাত বলিলেন,—

"তোমার মরম আমি ভালে জানি
শুনহ মরম-সখা।
বুঝিব চরিত জানিব বেকত
তোমারে করাব দেখা॥"

তাহার পর সুবল শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অনেক 'টোনার খেলা' দেখাইলেন। এই 'টোনার খেলা'কে আমরা ইন্দ্রজাল নামে অভিহিত করিতে পারি। সুবল যাদুবিদ্যায় সুনিপুণ ছিল। সে ভগবানের বিভিন্ন অবতারের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিস্ময়াভিভূত করিল। কখন জানকীর সহিত শ্রীরাম ধানুকী, কখন দন্তবক্র ও শিশুপাল, ক্রমশঃ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, হলধর প্রভৃতি নানা মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া অবশেষে সে নীলশাড়ী-পরিহিতা, বসন-ভূষণে ও চাঁচর কেশে সজ্জিতা বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি ধারণ করিল; তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—এই সেই মূর্ত্তিই বটে,—

"তাহাতে ইহাতে খেদ কিছু নাই বর্ণভেদ
পশি পুন রহল অন্তরে।"

এ কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য,—

কহেন সুবল তাহে "আমি মিলাইব তোহে
ইহাতে অন্যথা নাই কিছু।
গিয়া বৃকভানুপুরে খেলাইব কুতূহলে
মোহিত করি তাহে পিছু॥"

অতঃপর সুবল অন্যতম সখা মধুমঙ্গল প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া নানা যন্ত্র, কাঠের পুতুল প্রভৃতি সহ বাজিকরের ছদ্মবেশে বৃকভানুপুরে উপস্থিত হইল। তাহারা দলে পাঁচ জন ছিল। সেখানে রাজার আদেশে তাঁহার গোচরে খেলা আরম্ভ হইল। সেখানেও সেই দশ অবতারের রূপ ধারণ, টাঙ্গীধারী পরশুরামও বাদ পড়িলেন না। বৌদ্ধ অবতারের তিন মূর্ত্তি—জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাও দর্শন দিলেন।

এই স্থানে চণ্ডীদাসের কল্পনা, স্থানীয় প্রভাব, তাঁহার সংস্কার ও আবাল্যের শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ যখন বৃন্দাবন-লীলা প্রকটিত করেন, সে সময় ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল না; বৌদ্ধধর্ম্ম বহুপরবর্ত্তী যুগে ভারতে প্রভাব

বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু চণ্ডীদাসের সময় বাঙ্গালা দেশে তাহার অল্প-বিস্তর প্রভাব লক্ষিত হইত; এমন কি, প্রথম জীবনে চণ্ডীদাস বৌদ্ধ ছিলেন, পূজনীয় স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। এই জন্য চণ্ডীদাসের যাদুকর 'সুবল সাঙ্গাতি' বৃকভানুরাজার সম্মুখে "বৌদ্ধ অবতার হইল মুরতি তিন।"

তাহার পর কত রূপ, কত বেশ। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন হইতে নন্দ, উপনন্দ, যশোদা, রোহিণী ও ব্রজ-রমণীগণের কেহই বাকি রহিলেন না। অবশেষে—

"তাহে অপরূপ কৃষ্ণ অবতার
হইল সুবল সখা।
অতি অনুপম যেন নবঘন
জলদ সমান দেখা॥

দেখিয়া সে রূপ মদনে মুরছে
কুলের কামিনী যত।
মুনির মানস জপ তপ ছাড়ি
ও রূপ দেখিয়া কত॥
বৃকভানুপুর নাগর নাগরী
পড়িছে মুরছা খাই।
ঢলিয়া পড়ল বৃকভানু রাজা
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গাই॥"

যাহা হউক, রাজার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল শ্রীরাধিকার একজন সহচরী বৃকভানু রাজার কাছে তাঁহার কাণে কাণে বলিল,—

"দেখিতে লাগিল বাজিকার ছায়া
তোমার নন্দিনী রাধা।
আচম্বিতে কেন মুরছা খাইয়া
সে তনু হয়েছে আধা॥"

এই সংবাদে রাজার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি কন্যাকে দেখিতে অন্তঃপুরে ছুটিলেন। শ্রীরাধিকার চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য ঝাড়া, ফুক, জলপড়া প্রভৃতি নানা প্রকার মেয়েলী চিকিৎসা চলিতে লাগিল। তন্ত্র-মন্ত্রাদি, বাঁধন-কষণেরও ত্রুটি হইল না,—কারণ, সর্পাঘাত বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছিল।

অবশেষে সুবল শ্রীরাধিকার চিকিৎসার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল:—

"গিয়া সেই গুণী প্রকার করিল
সুমন্ত্র কহিল কাণে।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিতে লাগিল
শুনায় রাধার স্থানে॥

* * * *

যবে প্রবেশিল কৃষ্ণনাম কর্ণে
তখনি হইল ভাল।
আঁখি দুই মিলি করেতে কচালি
দুখ অতি দূরে গেল॥"

ইহা ভক্তিময়ী রাধিকার, অপার্থিব প্রেমরসের রসিকার প্রেম, ইহাতে চটুলতা নাই, প্রগল্‌ভতা নাই, নায়ককে ভুলাইবার চেষ্টা নাই। এই বর্ণনায় চণ্ডীদাসের নিজস্ব ভাব পরিস্ফুট।

"দেবের নির্ঘাত হয়েছিল অঙ্গে
এবে জানি কোন দোষ।
যমুনাতে স্নান করাহ যতনে
ঘুচুক দেবের রোষ॥"

তখন একজন সহচরী সঙ্গে লইয়া শ্রীরাধা যমুনায় স্নান করিতে চলিলেন। সুবলাদি কৃষ্ণসখা আগেই বৃন্দাবনে প্রস্থান করিয়াছিল। সুবলের নিকট সংবাদ পাইয়া নবনাগর কালিয়া মোহন-মূর্ত্তি ধরিয়া যমুনাতীরে বংশীবট-মূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

"সহচরী রহে পথের মাঝারে
সুবল সঙ্গেতে তথা।
দেখিতে নাগরে নাগরীর রূপ
মুরছিত ভেল তথা॥
অবশ পরশে নয়নে নয়ান
হেরিয়া নাগরী পানে।
নাগরী-নাগরে হৃদয়ের পরে
বাঁধিল সে দুই জনে॥

* * * *

মনে মনে বন- ফুল তুলি রাধে
পূজল চরণ দুই।
নহিল পরশ কেবল দরশ
মানস ভিতরে থুই॥"

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ নানা বেশে যে দৌত্য আরম্ভ করিলেন, তাহা চণ্ডীদাসের অতুলনীয় পদাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার বর্ণিত অভিসার, কুঞ্জভঙ্গ, গোষ্ঠলীলা, নৌকাখণ্ড, রাসলীলা

প্রভৃতি পদাবলীর বিভিন্ন অংশে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য নানা ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময় মূর্ত্তি; প্রেমের অপূর্ব্ব বিকাশ। কিন্তু এই মধুর প্রেমের ভিতর যশোদার যে বাৎসল্য-রস বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা যুগ যুগ কাল ধরিয়া মাতৃ-হৃদয়ের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিবে। সাহিত্যের অন্য কোথাও এই চিরমধুর সুগভীর বাৎসল্য-রসের তুলনা পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলীর ভিতর শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেমের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা চিরদিন ভক্তহৃদয়ে অমৃত-সিঞ্চন করিবে, এবং বঙ্গ-সাহিত্যে এই প্রেমের আদর্শ চিরদিন সগৌরবে বিরাজিত থাকিবে। বাসলীসেবক বড়ু চণ্ডীদাসের কাহ্নর বা কাহ্নাঞীএর প্রেমের কল্পনা ইহার শতযোজন দূরে অবস্থিত। স্বর্গে-মর্ত্ত্যে যে প্রভেদ, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের সহিত কাহ্নাঞীএর কামকলার সেই প্রভেদ। আমরা এই উভয়ের তুলনার চেষ্টায় সুপবিত্র বৃন্দাবনলীলার অবমাননা করিব না।

একাদশ অধ্যায়

চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা

চণ্ডীদাস তাঁহার সাধনসঙ্গিনী রামমণির বা 'রামতারা'র অনুপ্রেরণায় যে রসমাধুর্য্য-পূর্ণ কোমল কান্ত অমর পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমই তাহার প্রাণ,—তাহার একমাত্র অবলম্বন। এ পর্য্যন্ত জগতে যত মহাকবি যত শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করিয়াছেন, মহাকবি বাল্মীকি হইতে হোমর, কালিদাস, ভবভূতি হইতে গেটে, সেক্সপিয়র, সেলী, বায়রণ হইতে মধু, হেম, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিগণ যে সকল কাব্য মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন—তাহাদের অধিকাংশ উপাখ্যান প্রেমের ভিতর দিয়াই বিবিধ বর্ণরাগে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে সর্ব্বজন-প্রচলিত প্রবাদ 'কানু বিনা গীত নাই।' কিন্তু কানুর প্রেম ভিন্ন এ দেশে কোনও গান জমে নাই। রসই কাব্যের প্রাণ। আমরা জীবনে নানা দিক্ দিয়া নানা ভাবে রস অনুভব করি; কিন্তু প্রেমের রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; এই রসের মাধুর্য্য আমাদের হৃদয় যেরূপ মুগ্ধ করিতে পারে, সে শক্তি অন্য কোন রসের নাই। সুনির্ম্মল শুভ্র হীরকখণ্ডে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইলে যেমন সেই রশ্মিধারা সপ্তবর্ণে বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদের নয়ন সমক্ষে ইন্দ্রধনুর বর্ণগৌরব দীপ্যমান করিয়া তুলে, সেইরূপ প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয়-মুকুরে প্রতিফলিত প্রেম তাহাদের হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া অনুরাগ, মিলন, বিরহ, সুখ, দুঃখ, সন্তাপ, বেদনা প্রভৃতি নানাভাবে ও বিভিন্ন মূর্ত্তিতে ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে, এবং কাব্যে তাহা স্থায়িত্ব লাভ করিয়া আত্মবিসর্জ্জনের অমৃতধারারূপে বিশ্বের নর-নারীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব রসের উৎস প্রবাহিত করে। চণ্ডীদাস শ্রীরাধিকার প্রেম-বৈচিত্র্যের যে চিত্র পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহা পরকীয়া-প্রেম। আমরা সংসারী নরনারী, সংসারে আমাদের স্বামি-স্ত্রী আছে, তাহাদের পুত্রকন্যা আছে, অভিন্নহৃদয় সখাসখী আছে, তাহাদের ভালবাসি, তাহাদের ভালবাসা লইয়াই আমাদের সংসার, কিন্তু সংসারের ঊর্দ্ধে আর এক জন আছেন তাঁহাকে যখন ভালবাসি, তাঁহার বিরহে যখন আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হয়, তাঁহার সহিত মিলনের জন্য তখন আমরা সংসারের বন্ধন তুচ্ছ মনে করি। পরমপুরুষের প্রতি সেই প্রেম অপার্থিব, সেই দুর্দ্দমনীয় প্রেম সংসারের গণ্ডীতে আবদ্ধ নহে; তাহার আদর্শ পরকীয়া প্রেম। এক দিন শ্রীচৈতন্য-দেব এই প্রেমে মুগ্ধ হইয়া রাধাভাবে বিভোর হইয়াছিলেন, এবং দেশে দেশে ইহার মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন, জগতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই প্রেমামৃত-পানে বিভোর হইয়া, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া কত দিন আত্মসমাহিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই আনন্দ সাধারণ নরনারীর অনুভব করিবার শক্তি নাই, ভাষারও তাহা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই। এই প্রেম শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-বৈচিত্র্যে যে ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, মানব-মানবীর হৃদয়ে তাহা কখন রসধারায় ঐ ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের সজীব প্রতীক; জগতে এই প্রীতির তুলনা নাই, এবং পরকীয়া বলিয়াই তাহার ঐকান্তিকতা ও প্রগাঢ়তা অপরিমেয়।

চণ্ডীদাসের বর্ণিত শ্রীরাধিকার প্রেম কামগন্ধ-হীন। কারণ, যেখানে কাম, সেই স্থানেই আত্মসুখ, দেহের সহিত তাহার সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ পার্থিব, এবং কলুষিত; কিন্তু ভগবৎপ্রীতিই প্রকৃত প্রেমের আকর। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধা এই প্রেমেরই পূর্ণ অভিব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণের—ও শ্রীরাধিকার প্রেমের ভিতর কোন পার্থক্য নাই—প্রেম—বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম শ্রীরাধিকার হৃদয়ে নানাভাবে বিকশিত

হইয়াছিল বলিয়াই শ্রীরাধিকা কেবল কাব্য-জগতে নহে, প্রেমের জগতেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়িকা। তাঁহার আদর্শে দেশে দেশে যুগে যুগে কত নায়িকার আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু সকল প্রেমিকাকেই এই আদর্শ হইতে শতযোজন দূরে অবস্থিতি করিতে হইয়াছে; কারণ, তাহারা যে প্রেমের অর্চ্চনা করিয়াছে, তাহা মানবী-প্রেম, রক্তমাংসের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে, তাহা কামনা-বিজড়িত; আত্মদানের নামান্তর হইলেও তাহা আত্মপ্রীতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুগে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবই এই প্রেমের প্রকৃত রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন, কারণ, ভগবানের আনন্দস্বরূপ সত্তা তাহাতেই পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। তিনি ইহজীবনে শ্রীরাধিকার বিরহ-বেদনা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনানন্দও তিনি পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়াছিলেন। এককালের শ্রীগৌরাঙ্গ এবং একালে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেব চণ্ডীদাস-চিত্রিত শ্রীরাধিকার হৃদয়ের সজীব চিত্র।

চণ্ডীদাস যখন শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম তাঁহার অমর পদাবলীতে চিত্রিত করেন, তখন প্রথমে শ্রীরাধিকার কি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের পদগুলি তাঁহার লেখনীমুখে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে মনে হয়, নায়িকার পূর্ব্বরাগই তিনি প্রথমে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভক্তের ভগবান্। প্রেমিকের হৃদয় প্রথমে তাঁহার হৃদয়ের উপাস্য দেবতার প্রতি আকৃষ্ট হইবে—ইহাই স্বাভাবিক। তাঁহাকে দেখি নাই, তিনি কে, জানি না, কিন্তু যে দিন তাঁহার নাম শুনিলাম, সেই দিন সেই মধুর নাম কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিল, হৃদয়কে আকুল করিল, আর ঘর-সংসারে মন বসিল না। বদন আর সে নাম ছাড়িতে চাহিল না। নাম জপিতে জপিতে দেহ মন অবশ হইল, সংসারাসক্ত মন তাঁহাকে ভুলিতে চাহে, ভুলিতে পারে না। কোথায় তিনি, কোথায় তিনি? কিরূপে তাঁহাকে দেখিব? কিরূপে তাঁহার চরণে প্রাণ-মন বিকাইয়া দিব?—ইহাই শ্রীরাধিকার মনের ভাব। এই ভাব অবলম্বন করিয়া চণ্ডীদাস শ্রীরাধিকার প্রেমের চিত্র ক্রমশঃ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

তাহায় পর শ্রীকৃষ্ণের রূপ-দর্শন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন, তখনও তাঁহার বাঁশী অর্থাৎ প্রেমময়ের আহ্বান-ইঙ্গিতধ্বনি শুনিতে পান নাই; এমন সময় সেই চিরসুন্দর প্রেমময়ের মোহন মূর্ত্তি—

"বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি।"

সে কি মূর্ত্তি?—তাহা দেখিয়া শ্রীরাধিকার মনে হইল—

"নিজ পরিজন সে নহে আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদারিয়া মরি॥"

তাহার পর শ্রীরাধা যমুনাকূলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিলেন; আর বংশীরবে আহ্বান। তিনি শ্যামরূপ-দর্শনে অধীরা হইয়া সখীকে বলিলেন,—

"স্বজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুল-নন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে তরু-মূলে॥
গোকুল-নগর-মাঝে আর যে রমণী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা॥"

চিরদিনই প্রেমময় বংশীধ্বনি দ্বারা এই ভাবে প্রেমিকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন, সেই আকর্ষণে কি ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠে, তাহা চণ্ডীদাস নায়িকার চরিত্রের এই চিত্রে পরিস্ফুট করিয়াছেন! এই আকুলতা-প্রকাশের চেষ্টা করিলে ভাষাকে মূক হইতে হয়।

প্রেমিকার প্রাণের এই আকুলি-ব্যাকুলি ক্রমশঃ কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহা সখীর উক্তিতেই প্রকাশ। প্রেমিকের এই ভাব এমন করিয়া আর কোন্ কবি প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন?

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥
রাই কেন বা এমন হৈল।
গুরু দুরুজন ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেবা পাইল॥
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পরে॥"

* * * *

"মা গো, রাধার কি হ'ল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥
আউলাইয়া বেণী ফুলয়ে গাঁথনী
দেখয়ে খসায়া চুলি।
হসিত বদনে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দু'হাত তুলি॥
এক দিঠি করি ময়ুরা ময়ুরী
কণ্ঠ করে নিরিখনে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥"

প্রেমিকের সহিত প্রেমিকার নব পরিচয়ের পর প্রেমিকের অদর্শনে শ্রীরাধিকার মনের ভাব এবং তাঁহার হৃদয়-ভাবের এই বাহিক অভিব্যক্তি আর কোন্ কবির কণ্ঠে এ ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে? মহাকবি প্রেম-বিহ্বলা শ্রীরাধিকাকে তাঁহার সজীব মূর্তিতে অগণ্য ভক্তের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নবীনা কিশোরীর প্রেম নহে; এ প্রেম অতলস্পর্শ মহাসিন্ধুর জোয়ারের বিপুল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় কূলপ্লাবী, দুর্নিবার।

এই ত নব-প্রেমের প্রথম পরিচয়। তাহার পর ক্রমশঃ প্রাণের ব্যাকুলতা, কত কাকুতি-মিনতি, ক্রোধ ও অভিমান কি মধুরভাবে প্রকাশিত; কত অশ্রুবর্ষণ, কত কাতর প্রার্থনা, কত দুঃখ, যন্ত্রণা, বিদীর্ণ হৃদয়ের আকুল হাহাকার—প্রেমিকার হৃদয়ের বিভিন্ন ভাব চণ্ডীদাসের বর্ণনায় কি মধুরভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে!

"গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল-ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি।"

এই কয়টি ছত্রে চণ্ডীদাস শ্রীরাধিকার চরিত্র পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীরাধিকার সুখ কলঙ্ককালিমাময়, বিষাদঘনে সমাচ্ছন্ন। সেই চিত্র চণ্ডীদাস নিজের কলঙ্কে ক্ষুব্ধ, বিচলিত হইয়া, কলঙ্কিনী রামীর মনের অবস্থা আলোচনা করিয়া, ভাষার সুবর্ণরাগে রঞ্জিত করিয়াছেন। রামীর প্রেমের অনুভূতি পূর্ণরূপে লাভ করিতে না পারিলে মহাকবি শ্রীরাধাকে এ ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন কি? তিনি ভুক্তভোগীর দরদীর হৃদয় লইয়া এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ, চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সহিত মানবীয় প্রেমের তুলনা হইতে পারে না, এই প্রেম মর্ত্যের নায়ক-নায়িকার প্রেমের বহু ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই জানে না, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-সরোজে নিজের দেহ-মন সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করাতেই তাঁহার প্রেমের চরম সার্থকতা। ইহা প্রকৃত ভক্তের নিষ্কাম প্রেম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। চণ্ডীদাস ইহাই শ্রীরাধিকার প্রেমে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই চিত্র কেবল বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয় নহে, হয় ত জগতের সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই; আমরা বাঙ্গালা ভাষার অখ্যাত লেখক, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে প্রেমের চিত্র কোথায় কি ভাবে কবির লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহা আমরা জানি না। কিন্তু চণ্ডীদাসের লেখনীতে শ্রীরাধিকার প্রেমের চিত্র মধুরভাবের যথাযোগ্য বর্ণরাগে যেরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহা অপেক্ষা প্রেমের সুপরিস্ফুট আদর্শ চিত্র কোন ভাষায় কোনও দেশের কোন কবির লেখনীমুখে পরিব্যক্ত হইয়াছে—ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। কারণ, আদর্শ কত উচ্চ হইতে পারে—চণ্ডীদাস এই চিত্রে তাহা আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। মানব-কল্পনা, প্রেমের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ সৃষ্টি দূরের কথা, ইহার সমকক্ষ আদর্শ কখন কোন দেশের সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে—ইহা ধারণা করা আমাদের অসাধ্য।

শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতারও তুলনা হয় না। একনিষ্ঠ ভক্তের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। শ্রীকৃষ্ণের কালো রূপ দেখিয়া তাঁহার নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না। তিনি যে কিছু কালো দেখিতেছেন, তাহা দর্শনেই কৃষ্ণরূপ মনে পড়িতেছে। ভাবুক ভক্ত যেমন আরাধ্য দেবতার চিন্তায় হৃদয়-মন সমর্পণ করিয়াও অপরিতৃপ্ত, কখন্ 'হারাই'—এই আশঙ্কায় ব্যাকুল; শয়নে স্বপনে তাঁহার চিন্তাই সার; শ্রীরাধিকার মনের ভাবও সেইরূপ। তাঁহার নয়নে নিদ্রা নাই, পাছে নিদ্রাঘোরে তাঁহার আরাধ্যধনকে মনের ভিতর ধরিয়া রাখিতে না পারেন, পাছে বিস্মৃতির অন্ধকারে সেই কাম্য-মূর্ত্তি বিলীন হইয়া যায়!

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলে, চণ্ডীদাস তাঁহার যে বিরহের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সহিত অন্য কবির অঙ্কিত কোন চিত্রের তুলনা হইতে পারে না। আমরা তাহার কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের রসভঙ্গ করিব না। শ্রীবৃন্দাবনের লীলাবসানে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইতেছেন—সখীমুখে এ কথা শুনিয়া শ্রীরাধিকা তাহা বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় প্রস্থান করিলে, তাঁহার মন যে ক্ষোভে, দুঃখে, বিষাদে ও মর্ম্ম-বেদনায় পূর্ণ হইল, শ্রীরাধিকার সেই বিরহ-চিত্র বিশ্বের কোন কবি অঙ্কিত করিতে পারিতেন—ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। চণ্ডীদাসের লেখনী-মুখে শ্রীরাধিকার বিরহ-চিত্রে শ্রীরাধিকা যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, আমরা এই আদর্শ-প্রেমিকার চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় পাই। শ্রীরাধিকার এই প্রেমচিত্র চিরমধুর; বিরহ-বিষাদের কালিমায় সেই স্বর্ণপ্রতিমার কি অপূর্ব্ব শোভাই না পরিস্ফুট হইয়াছে! তিনি কাহারও মুখে কৃষ্ণনাম শুনিলে তাহার পদতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন; বিরহ-শোকে তিনি আহতা কুরঙ্গিণীর ন্যায় ধরাতলে লুটাইতেছেন, নয়নে শতধারে অশ্রু ঝরিতেছে, সখীরা তাঁহাকে সান্ত্বনা-দানের চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বৃথা; তাঁহার মূর্চ্ছা হইতেছে; আবার কোন সখীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারিত হইতেই তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইতেছে; তিনি সচকিত-নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে পুনর্ব্বার চক্ষু মুদিত করিতেছেন। সখীগণ নানা ভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন; কিন্তু ব্যজন-বীজনে বা অঙ্গে কস্তুরী-চন্দন-লেপনে কি হৃদয়ানল কখন প্রশমিত হয়? তখন 'বৃন্দাবনচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,'—কে সেই অন্ধকাররাশি অপসারিত করিবে? শ্রীরাধিকার বুঝি আর প্রাণরক্ষা হয় না। অবশেষে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধিকার শোচনীয় অবস্থার সংবাদ প্রেরণ করা হইলে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

"হেনক সময়ে এক সখী আসি
হাসি হাসি কহে কথা।
উঠ উঠ ধনি ও চাঁদবদনি
ঘুচাব মনের ব্যথা॥
তব দুরদিন সব দূরে গেল
উঠিয়া বৈঠহ রাই।
তোমার মাধব নিকটে আওল
দেখহ নয়ন চাই॥
এ সব বারতা শুনি শুভ কথা
আনন্দে পূরিল হিয়া।
চকিত নয়নে চাহিল সঘনে
সম্মুখে দেখল প্রিয়া॥
এস এস বলি দুটি বাহু তুলি
হাসিয়া কহয়ে কথা।
চিরদিনে বিধি মিলায়ল নিধি
ঘুচিল মনের ব্যথা॥

এই মিলনের পর যে মিলন-সঙ্গীত শ্রীরাধিকার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাহা চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে; তাহার আন্তরিকতা, তাহার মধুরতা ও লালিত্য, তাহার প্রতি ছত্রে যে মধু ক্ষরিত হইতেছে, তাহার সরলতা শ্রীরাধিকাকে ভক্তবৃন্দের নয়ন সমক্ষে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পি-ক্ষোদিত নিখুঁত মর্ম্মর-মূর্ত্তির ন্যায় সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রেমবিহ্বলা শ্রীরাধিকা সুদীর্ঘ বিরহাবসানে প্রেম-গদ্‌গদকণ্ঠে, অভিমানোদ্বেলিত স্বরে বলিতেছেন,—

"বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এ সব দুখ গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোড়ে॥"

কি গভীর দুঃখের পর কি পরমানন্দ ও বিপুল প্রশান্তি! যেন প্রলয়ের বিশ্ববিধ্বংসী ঝঞ্ঝার পর বিশ্বপ্রকৃতি অতলস্পর্শ মহাসিন্ধুর নিবাতনিষ্কম্প জলরাশির ন্যায় প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। শূন্য মনোমন্দিরে প্রাণের দেবতার সুদীর্ঘ অদর্শনের পর ভক্তের হৃদয়-সিংহাসনে তাঁহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা। প্রেমের ইতিহাসে ইহার তুলনা আছে কি?

কিন্তু চণ্ডীদাসের একটি পদে আমরা ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা শ্রীরাধিকাকে যেমন পরিচিত মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই, তাঁহাকে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা বলিয়া চিনিতে পারি, অন্য কোন বর্ণনায়

তাঁহাকে তেমন করিয়া চিনিতে পারিতাম না। এই একটিমাত্র পদে আমরা শ্রীরাধিকার সমগ্র হৃদয়ের, তাঁহার প্রীতিমুগ্ধ প্রকৃতির, তাঁহার চিরজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার, তাঁহার জীবনব্যাপী অবিচলিত সাধনার, তাঁহার হৃদয়-ঢালা অপার্থিব অপরিসীম প্রেমের পরিচয় পাইয়াছি। চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা দ্বিধা, শঙ্কা, সঙ্কোচ, সংশয়-বিরহিত হৃদয়ে, আদর্শ-প্রেমিকার স্বভাবসিদ্ধ অকুণ্ঠিত অনবগুণ্ঠিত মূর্ত্তিতে, কেবল সাহিত্য-রসিকের নহে, ভক্তের, সাধকের, উপাসকের, চিরনির্ভরশীল নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবের নয়ন-সমক্ষে ফুটিয়া উঠিলেন—যখন তিনি জীবনের আরাধ্য দেবতার শ্রীচরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিয়া প্রেম-গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমাতে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তনুমন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি তুমি মোর পতি
মন নাহি আন চায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
বঁধু, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ-পুণ্য মম
তোমার চরণখানি॥"

জানি না, বিপুল ভাব-সম্পদের মণি-মঞ্জুষা বিশ্ব-সাহিত্যে কোনও প্রেমবিহ্বলা নায়িকা এই প্রকার আন্তরিকতাপূর্ণ, সকরুণ ভাষায়, এমন মর্ম্মস্পর্শী নির্ভরতা-সমুচ্ছ্বসিত বন্দনা-গীতে, এরূপ হৃদয়-ঢালা, মিনতিভরা, মনপ্রাণ উদাস-করা কোমল মধুর স্বরে, তাঁহার আরাধ্য দেবতার শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়া জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা ও অনবদ্য সার্থকতা লাভ করিতে পারিয়াছেন কি না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকা আদর্শ-প্রেমের বিশ্ববিমোহন আদর্শ-চিত্র; এই চিত্র শারদীয় পৌর্ণমাসীর সুধাময় চন্দ্রিকারাশির ন্যায় স্নিগ্ধসমুজ্জ্বল, চিরমধুর, চিরনবীন, চিরস্থায়ী। প্রেমের সাহিত্যের ইহা অটল মেরুদণ্ড।

—

দ্বাদশ অধ্যায়

চণ্ডীদাসের কবিত্বের বিশেষত্ব

চণ্ডীদাসের সুমধুর পদাবলী যে কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে বিরচিত, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশের ভক্তিপ্রাণ কীর্ত্তনীয়ারা অন্যান্য মহাজন-পদাবলীর সহিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর কীর্ত্তনে বঙ্গের আকাশ-বাতাস মধুময় করিয়া শ্রোতৃবর্গকে চিরদিন পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা আখরসংযোগে এই সকল পদের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেওয়াতে শ্রোতৃবর্গ দুর্ব্বোধ্য পদগুলির মাধুর্য্য পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু বহু কাল হইতে বহু পদ বিভিন্ন লিপিকার কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ নকল হওয়ায় একই পদের ভাষার পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন অন্য কবির রচিত পদেও চণ্ডীদাসের ভণিতা দেওয়া হইয়াছে; এইরূপ নানা ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলেও কীর্ত্তনীয়ারাও এই পরিবর্ত্তনের জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী। চণ্ডীদাসের রচিত বহু পদ পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি যেন বর্ত্তমান শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ সকল পদ রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাষা যতই পরিবর্ত্তিত হউক, লালিত্যে, মাধুর্য্যে, বর্ণনা-ভঙ্গীতে চণ্ডীদাসের পদগুলিতে তাঁহার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব সুপরিস্ফুট।

চণ্ডীদাসের রচিত এই সকল পদ নানা ভাগে বিভক্ত; পদের বর্ণিত বিষয়ানুসারে পদগুলিকে বিভিন্ন পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। প্রথমেই নায়িকার পূর্ব্বরাগ। নায়কের পূর্ব্বরাগের পূর্ব্বে নায়িকার পূর্ব্বরাগের পদগুলি বিন্যস্ত করবার যুক্তি আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি, এ বিষয়ে অলঙ্কারশাস্ত্রও এই পন্থারই অনুসরণ করিয়াছে। নায়িকার পূর্ব্বরাগের পর নায়কের পূর্ব্বরাগ। শ্রীরাধিকার ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের বহু দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে বিভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্তের অবতারণা দ্বারা আমরা এই রসাভাসের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। ইহার পর 'শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য' এবং 'সম্ভোগ-মিলনের' অনেকগুলি পদ

আছে। সম্ভোগ-মিলনের পর রসোদ্গার। রসোদ্গারের পর প্রেম-বৈচিত্র্য; তাহার পর যথাক্রমে অভিসার, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরিতা এবং গোষ্ঠলীলা। গোষ্ঠলীলা আবার কতকগুলি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত; তাহাতে আছে—শ্রীরাধিকার প্রেমোচ্ছ্বাস, দান, নৌকাখণ্ড, বনভোজন, যশোদার বাৎসল্য। ইহার পর মাথুর ও মহারাস, কুঞ্জভঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ের পদগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের পদসংগ্রহে পদাবলীর সংগ্রহকারগণ সকলেই যে একই পন্থার অনুসরণ করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। বিভিন্ন সংগ্রাহক স্ব স্ব রুচি ও ধারণা অনুসারে সংগ্রহে পদগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন; ইহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। চণ্ডীদাসের পদগুলির কোনটি হীরক, কোনটি নীলকান্তমণি, কোনটি পদ্মরাগমণি, কোন কোনটি মরকত, চুণি, পান্না, সংগ্রহকারগণ সেগুলি স্ব স্ব মঞ্জুষায় সংস্থাপিত করিয়াছেন। কে কোন্‌টি উপরে, কোন্‌টি নীচে রাখিয়াছেন, এবং তাহা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন অনাবশ্যক। তবে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে, কেহই তাহা লঙ্ঘন করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি—কেহ নায়িকার, কেহ নায়কের পূর্ব্বরাগ প্রথমে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বরাগের পরেই কেহ মান, মাথুর বা রাসলীলার পদ সন্নিবিষ্ট করেন নাই। বলা বাহুল্য, পদের ভাবানুবর্ত্তিতা, ভাবের অভিব্যক্তি ও বিকাশ, এবং তাহাদের পরিণতির মধ্যে যে শৃঙ্খলা আছে, তাহা কেহই ভঙ্গ করেন নাই। রামায়ণের আদিকাণ্ডের পর লঙ্কাকাণ্ড জুড়িয়া দিলে তাহাতে কেবল যে রসভঙ্গ হয়, এরূপ নহে, বর্ণিত ঘটনার শৃঙ্খলাও নষ্ট হয়। চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিষয়-সন্নিবেশে এইরূপ ব্যতিক্রম করিবার অধিকার কাহারও নাই। যাঁহারা মনোযোগ সহকারে এই পদাবলী পাঠ করিবেন,—তাঁহারাই ইহার ভাবধারার ক্রমবিকাশ, উৎকর্ষ ও পরিণতির পরিচয় পাইবেন। 'বাসলিগণের' বড়ু চণ্ডীদাসের বিরচিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে মহাকবি চণ্ডীদাস-রচিত পদাবলীর এই ভাবধারার বিকাশের কোন সম্বন্ধ লক্ষিত হয় না। কেবল ভাষার দিক্‌ দিয়া নহে, বর্ণিত বিষয়েরও স্বাতন্ত্র্য ইহাতে সুস্পষ্ট; এ অবস্থায় এই নবাবিষ্কৃত ঝুমুরের পালাটিকে মহাকবির লেখনীপ্রসূত বলিয়া সপ্রমাণ করিতে যাওয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশের বিড়ম্বনা মাত্র। সহকার-শাখায় সুপক্ক সুমিষ্ট আম্রের পার্শ্বে আম্‌ড়া ঝুলাইয়া তাহা আম বলিয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টায় মুন্সীয়ানা থাকিতে পারে, কিন্তু রসাস্বাদনমাত্র তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রেমের গভীরতায় এবং আন্তরিকতায় চণ্ডীদাসের পদাবলীর তুলনা নাই। বৈষ্ণবদিগের সাধনমার্গের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন 'রাধা-ভাব'। চণ্ডীদাসের রচনায় এই ভাবটি সর্ব্বত্রই প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীদাস সর্ব্বত্রই এই ভাবের পূর্ণ পরিণতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় বহু স্থানে দৈহিক মিলনের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই বটে, কিন্তু তাহা পার্থিব ইন্দ্রিয়োপভোগের কামনা দ্বারা কলুষিত নহে। আমি তোমারই, আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দিলাম; প্রাণ-মন-দেহের, আমার সকল ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর তুমি :—তুমি সব গ্রহণ কর—এই নিষ্কাম ভাব তাহাতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত; সুতরাং কামনার পঙ্কে তাহা কলুষিত নহে। বঙ্গের বহু কবির কাব্যে নায়ক-নায়িকার মিলনের বর্ণনায় আমিষের একটা উগ্র গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু চণ্ডীদাসের ঐরূপ কোন বর্ণনায় সে গন্ধ নাই; তাহার পরিবর্ত্তে যে সৌরভে আমরা পরিতৃপ্ত হই, তাহা সুমিষ্ট, হৃদয়োন্মাদক, তাহা পারিজাতের পবিত্র গন্ধে ভরপুর। তাঁহার পদাবলীর ছত্রে ছত্রে আত্মবিসর্জন, আত্মবিস্মরণ, এবং আত্মসমাহিত ভাবের পরিস্ফুট পরিচয় পাইয়া আমরা বিমোহিত হই, এবং বুঝিতে পারি, তিনি অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে যে সুমিষ্ট প্রেম-রসকদম্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যেই নিবেদনের যোগ্য। সেই রস বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মাধুর্য্য ভাষায় ফুটাইয়া তুলিবে—সে শক্তি কাহার আছে? তাহা সমালোচনার অতীত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন,—এক শ্রেণীর মানুষ পাকা আমের বাগানে প্রবেশ করিয়া, বাগানে কতগুলি আম-গাছ আছে, কোন্ গাছের কত ডাল, কোন্‌ ডালে কত আম ফলিয়াছে, তাহাই গণিয়া খুসী; আর এক শ্রেণীর মানুষ সেরূপ গণনার ধার ধারে না, তাহারা মিষ্ট পাকা আম পাড়িয়া তাহার সুমধুর রসাস্বাদনেই তৃপ্তি লাভ করে। সেইরূপ যাহারা চণ্ডীদাসের কাব্য-কাননে প্রবেশ করিয়া গণিয়া দেখে, তাঁহার রচিত পদগুলি কত ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে কয়টি করিয়া পদ আছে, কত ছত্রে কোন্‌ পদ শেষ হইয়াছে, কোন্‌ পদ আগে প্রকাশ করা উচিত,

কোন্ পদ পরে না দিলে অলঙ্কার-শাস্ত্রানুসারে কি দোষ হয়, এবং কোন্ পদে ভাষার কি খুঁত আছে, তাহারা পণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহাদিগকে শেষোক্ত দলে ফেলিয়াছেন—তাঁহারাই ভাগ্যবান্, এবং তাঁহারাই ইহার সুমধুর রসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

বঙ্গের অনেক ভাবুক ও ভক্ত কবির ন্যায় চণ্ডীদাসও এরূপ অনেক পদ রচনা করিয়াছেন, যাহাতে মানবহৃদয়ের দুঃখ-দৈন্য ব্যাকুলতা অননুকরণীয় তন্ময়তার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা এরূপ সরল, স্বাভাবিক ও সকরুণ যে, তাহা মানবের হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিবামাত্র এ ভাবে বাজিয়া উঠে—যেন মনে হয়, কেহ প্রভাতে শেফালিকার একটি শাখা স্পর্শ করিয়া তাহা আন্দোলিত করিতেই নৈশ শিশিরসিক্ত লক্ষ লক্ষ শেফালিকা বৃন্তচ্যুত হইয়া তাদের সুকোমল শুভ্র দলে বৃক্ষমূল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। তাহা অঞ্জলি ভরিয়া আবাধ্য দেবতার শ্রীচরণে নিবেদন করিবারই যোগ্য। বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুশীল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটি উক্তি আমাদের বড় মিষ্ট লাগিয়াছে, এজন্য আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন, "চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগ, মিলন, প্রেম-বিচিত্রতার মধ্যে ইন্দ্রিয়-ভোগের কথা, দেহের মিলনের ও সুখের কথা থাকিলেও, একটা দিব্যদ্যুতি, স্বর্গীয় ভাবোচ্ছ্বাস সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে; এই দেহের রূপ, দেহের সম্বন্ধ, মিলন, বিরহ—সকলের ভিতর দিয়া এমন এক মধুর সুর বাজিয়াছে, যাহাতে সকল বাধা, সকল বিরহ, সকল মিলন, সকল সম্ভোগ যেন অজ্ঞাতে স্বর্গদ্বারে লইয়া উপনীত করে।···চণ্ডীদাস প্রেমোন্মাদ ও ভাবোচ্ছাস-ভরা দুঃখের কবি, দিব্য প্রেম-সাধনার কবি।" অল্প কথায় ইহাই চণ্ডীদাসের প্রকৃত পরিচয়।

আমাদের দেশের তরুণ যুবকসম্প্রদায় ধর্ম্মের ধার ধারেন না। স্কুলে কলেজে তাঁহারা যে শিক্ষা লাভ করেন—তাহার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। অনেকের ধারণা, নীতির সম্মান রক্ষা করিয়া চলিলেই ধর্ম্মের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য পালিত হইল। তাঁহারা ভক্তির চর্চ্চা করেন না; সুতরাং তাঁহারা ভগবদ্ভক্তির রসাস্বাদনে বঞ্চিত। তাঁহাদের অনেকে চণ্ডীদাসের পদ-কীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসেন, মিষ্ট লাগে বলিয়াই ভালবাসেন, কিন্তু ইহাতে যে পরমার্থভাব পরিস্ফুট হইয়াছে—তাহা ধারণা করিতে পারেন না। এই জন্য এই রসের আস্বাদনও তাঁহারা লাভ করিতে পারেন না। স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কীর্ত্তন-ভক্ত ছিলেন, চণ্ডীদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইতেন; তাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রু ফুটিয়া উঠিত। ভাবুক ভক্ত চিত্তরঞ্জন ছিলেন বঙ্গীয় যুবকদলের আদর্শ। তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্য ভালবাসিতেন—সুতরাং তাহা অগ্রাহ্য করিবার জিনিষ নহে; অতএব চণ্ডীদাসের পদাবলীতে কিছু বস্তু থাকিতেও পারে—এই ধারণায় অনেক যুবক দয়া করিয়া পদ-কীর্ত্তন শ্রবণ করেন; কিন্তু চণ্ডীদাসের বর্ণিত ব্রজগোপীদের অগাধ প্রেম, তাঁহাদের তন্ময়তা, তাহাদের আত্মনিবেদন—এ সকলের মর্ম্ম তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। বুঝিতে পারেন না বলিয়াই এক দিন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দ এ দেশের সেকালের তরুণ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রথমে এই কাঞ্চন, নাম, যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড় দেখি, তখনই কেবল তখনই তোমরা গোপী-প্রেম কি, তাহা বুঝিবে। উহা এত বিশুদ্ধ জিনিস যে, সর্ব্বত্যাগ না হইলে উহা বুঝিবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যত দিন পর্য্যন্ত না আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়, তত দিন উহা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। প্রতি মুহূর্ত্তে যাহাদের হৃদয়ে কাম-কাঞ্চন-যশোলিপ্সার বুদ্বুদ্ উঠিতেছে, তাহারাই আবার গোপীপ্রেম বুঝিতে ও উহার সমালোচনা করিতে যায়! কৃষ্ণ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই যে এই গোপী-প্রেম-শিক্ষা, এমন কি, দর্শনশাস্ত্রশিরোমণি গীতা পর্য্যন্ত সেই অপূর্ব্ব প্রেমোন্মত্ততার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। কারণ, গীতার সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তিসাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই গোপীপ্রেমে ঈশ্বর-রসাস্বাদের উন্মত্ততা—ঘোর প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান। এখানে গুরু, শিষ্য, শাস্ত্র, উপদেশ, ঈশ্বর, স্বর্গ, সব একাকার। ভয়ের ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র নাই; সব গিয়াছে, আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারে আর কিছু মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ—একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। তখন তিনি সর্ব্ব-প্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্য্যন্ত তখন কৃষ্ণের ন্যায় দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়। মহানুভব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা।"

এক দিকে স্বামী বিবেকানন্দের এই নির্ঘাত যুক্তি, অন্য দিকে স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও তাঁহার সহোদর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশের অপূর্ব্ব পদানুরক্তি এবং সর্ব্বোপরি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বৈষ্ণবপদাবলীর প্রতি অপার্থিব প্রীতিনিস্যন্দনই বাঙ্গালার তরুণ সমাজ সনাতন ধর্ম্মের প্রতি বীতস্পৃহ হইলেও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি, চণ্ডীদাসের প্রেমপূর্ণ রচনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই জন্যই চণ্ডীদাসের কবিত্বের বিশেষত্ব-প্রদর্শনের জন্য আমাদের এত আগ্রহ। আশা আছে, 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির'-সংগৃহীত চণ্ডীদাসের এই পদাবলী তাঁহাদের নিকট সমাদৃত হইবে, ইহা তাঁহাদের গৃহে গৃহে সংরক্ষিত হইবে, সে আশা না থাকিলে আমরা এই সংস্করণের ভূমিকায় এত কথার আলোচনা করিতাম না এবং 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির' হইতেও বিপুল অর্থব্যয়ে এই দুর্দ্দিনে চণ্ডীদাসের এই আশাতীত সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হইত না!

কিন্তু চণ্ডীদাসের কবিত্বের বিশেষত্ব সম্বন্ধে সকল আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই। বঙ্গের এই মহাকবি-বিরচিত পদাবলীর প্রসঙ্গে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' লেখক রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি চণ্ডীদাসের রচনার বিশেষত্ব পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষক-সুলভ মুরুব্বিয়ানা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহার মন্তব্যের কিয়দংশ ঐ কেতাব হইতে উদ্ধৃত করিলাম,—

"চণ্ডীদাসের গীতি-সমূহের ভিতর একটু (?) আধ্যাত্মিকতা আছে, তাহা এত স্পষ্ট যে, অস্বীকার করা যায় না।" যদি তিনি অস্বীকার করিতেন এবং তাঁহার হাতের হরিকেন লণ্ঠনের ধোঁয়াটে আলোকে শরতের পূর্ণচন্দ্রকে দেখাইবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের রচনার আধ্যাত্মিকতা তাঁহার প্রশংসা-পত্রের অভাবে লক্ষ লক্ষ ভাবুক ভক্তের নিকট অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত থাকিত, এরূপ আশঙ্কার কারণ আছে কি?

রায় বাহাদুর ডক্টর মহাশয় আরও লিখিয়াছেন —"সাধারণ প্রেম দ্বারা উহার সর্ব্বত্র ব্যাখ্যা করা সুকঠিন হয়। পূর্ব্বরাগের প্রথমই কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য-প্রচার—নাম মধুময়, * * * নাম শুনিয়া অনুরাগের দৃষ্টান্ত মানুষী-ভালবাসার সাহিত্যে বিরল। কিন্তু 'জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো।' এই নাম-জপের দৃষ্টান্ত সাধারণ সাহিত্যে একেবারে দুষ্প্রাপ্য,—মনে হয় যেন ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে ভক্ত-চিত্ত আপনা ভুলিয়া যায়, এই দৈহিক বন্ধন তখন থাকিয়াও থাকে না,— ইন্দ্রিয়-প্রশমিত মনে—নামের মধুভরা মোহ সর্ব্বাঙ্গ শিথিল ও অবসন্ন করিয়া ফেলে। এই পূর্ব্বরাগ সাধারণ প্রেমের পূর্ব্বরাগের উন্নততম আদর্শ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে, কিন্তু ইহা ঐশ্বরীয় প্রেমের স্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। * * * চণ্ডীদাসের মানুষী-প্রেম ক্ষণে ক্ষণে এক উন্নত অমানুষিক প্রেম-রাজ্যের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপন্যাস কি কাব্যের সাধারণ আদান-প্রদানময় প্রেমভাব তত উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।"

সাহিত্যের ডাক্তারের লেখনীপ্রসূত "উপন্যাস কি কাব্যের সাধারণ আদান-প্রদানময় প্রেমভাব তত উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।" —এই কয়েক ছত্র রায় যদি আমরা তাঁহার সাহিত্যের ডাক্তারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেতাব 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' পাঠ করিবার সুযোগ না পাইতাম, তাহা হইলে আমাদের ধারণা হইত—ইহা কোনও 'খৃষ্টীয় ট্র্যাক্ট সোসাইটী' হইতে প্রকাশিত 'মথিলিখিত সুসমাচার' হইতে আহরণ করা হইয়াছে। ডক্টর দীনেশ বাবু স্বর্গীয় বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার সার আশুতোষের গুণগ্রাহিতার আকর্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভারতীর মুরুব্বি হইয়াছিলেন, তিনি ছাত্রদের বিদ্যার বহর পরীক্ষা করেন; এখানেও তিনি চণ্ডীদাসের রচনা পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে 'সার্টিফিকেট' দিতেছেন! চণ্ডীদাস পরীক্ষার্থী, আর তিনি পরীক্ষক। চণ্ডীদাসের রচনা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, চলিতে পারে। উপন্যাস ও কাব্যের চেয়ে তোমার 'গীতিসমূহ' বেশী নম্বর পাইল, পাশ!' চণ্ডীদাসের সৌভাগ্য! কিন্তু ভক্তিহীন হৃদয় লইয়া নীরস গবেষণার ছুরী চালাইয়া চণ্ডীদাসের বর্ণিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বর্গীয় প্রেম বিশ্লেষণ করিতে যাওয়া প্রকৃত ভক্ত ও সাধকের চক্ষুতে কেবল নির্ম্মম পরিহাস নহে, অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ডক্টর যেখানেই চণ্ডীদাসের কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন—সেই স্থানেই এই প্রকার অসহ্য মুরুব্বিয়ানার নির্লজ্জ দম্ভ সুস্পষ্ট! তিনি চণ্ডীদাসের 'ভাব-সম্মিলন' প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"চণ্ডীদাসের ভাব-সম্মিলনের পদাবলী স্তোত্ররূপে পাঠ করা যায়।

ততোধিক প্রশংসা করিলেও বোধ হয় অন্যায় হইবে না, সেগুলির মত প্রেমের সুগভীর মন্ত্র ধর্ম্মপুস্তকেও বিরল।" যাঁহারা নিষ্ঠার সহিত বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন এবং চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের প্রকৃত মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, তাঁহারা বঙ্গভাষার মুরুব্বি কোন য়ুরোপীয় অধ্যাপকের মত চণ্ডীদাসকে এভাবের প্রশংসাপত্র প্রদান, উৎকট ধৃষ্টতার নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেন না কি? চণ্ডীদাস-বর্ণিত অলৌকিক প্রেমের পরীক্ষা কি এতই সহজ?

চণ্ডীদাস বঙ্গ-সাহিত্যের প্রথম কবি কি না, এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে এবং এ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন; তবে তিনি ভাবের কবি—এ বিষয়ে মতভেদ নাই। যখনই তাঁহার হৃদয়ে ভাবের মন্দাকিনী-প্রবাহ ছুটিয়াছে, তখনই তিনি সেই ভাব-প্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভাবের স্বাতন্ত্র্য পরবর্ত্তী অনেক কবি অনুকরণ করিলেও উহা তাঁহার নিজস্ব। চণ্ডীদাস প্রেমের কবি; তাঁহার কবিতার উদ্দেশ্যই যেন সরল ভাষায় মধুর ঝঙ্কারের ভিতর দিয়া প্রেমের বৈচিত্র্য পরিস্ফুট করা। দুঃখের সুর তাঁহার রচিত অধিকাংশ পদে ধ্বনিত হয়। প্রেম, বহু দুঃখ-কষ্ট ও কলঙ্ক লাঞ্ছনার ফল, ইহা তিনি স্বয়ং অনুভব করিয়াছেন এবং ভাবুক ভক্তগণকে তাহা অনুভব করাইতে পারিয়াছেন। যাহারা সুখের আশায় প্রেম চাহে—প্রেম তাহাদিগকে দুঃখের অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া দূরে চলিয়া যায়—চণ্ডীদাস ঠাকুর ইহা তাঁহার পদাবলীতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের মহিমা যে ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, ত্যাগের যে গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে—বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। চণ্ডীদাস প্রেমের কবি হইলেও দুঃখের কবি, তাঁহার বর্ণিত প্রেমে বাহ্যিক বৈভবের পরিচয় নাই। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের নিত্যকালব্যাপী দুঃখই তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, অথচ সেই দুঃখে আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষাই পরিতৃপ্ত। তাহাতে হৃদয়ের দৈন্যের পরিবর্ত্তে মহত্ত্বই পরিস্ফুট হইয়াছে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের সুলেখক স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর একটি তুলনামূলক সমালোচনা প্রকাশিত করিয়াছিলেন; ক্ষোভের সহিত বলিতে হইতেছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকে প্রেম বলিয়া স্বীকার করিতেও যেন কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই প্রেম রূপজ মোহ এবং তাহাতে অতীন্দ্রিয় ভাবের সম্পূর্ণ অভাব বলিয়াই তিনি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের প্রথম যৌবনে শ্রীভগবানের প্রেম সম্বন্ধে আমরাও হয় ত অসঙ্কোচে ঐরূপ মতই প্রকাশ করিতাম; কিন্তু যাঁহারা ভক্তিভরে এই সকল বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন এবং যাঁহারা আবাল্য হিন্দু আবেষ্টনের ভিতর প্রতিপালিত, তাঁহারা ভিন্ন মতই প্রকাশ করিবেন। বৈষ্ণব প্রেমিকের ভাববিরহিত সমালোচকের চক্ষুতে চণ্ডীদাসের পদাবলীর বিচার করিলে—কেহই কবির প্রকৃত হৃদয়-ভাবের উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, তাহা অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় অসম্পূর্ণ ধারণার পরিচয় প্রদান করিবে। এই জন্যই বলেন্দ্রনাথ অসঙ্কোচে বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ গুণের অথবা উচ্চ ভাবের ধার দিয়াও যান নাই। ভোগ-লালসা-পরিতৃপ্তি বৈ তাঁহার অপর কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় না।"—বঙ্গ-সাহিত্যের জহুরী ডক্টর দীনেশ বাবুও চণ্ডীদাসের আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এরূপ লাম্পট্যের অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারেন নাই; এবং কোন খৃষ্টান মিশনারীর লেখনী হইতে এই উক্তি প্রকাশিত হইলে আমরা ক্ষুব্ধ বা মর্ম্মাহত হইতাম না। কিন্তু ঠাকুরবাড়ী হইতে আমরা চিরদিন হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতিকূল সমালোচনা শুনিয়া আসিতেছি। এ কালেও যে সেরূপ কিছু শুনিতেছি না, অভিজ্ঞগণ এ কথা বলিতে পারিবেন না।

চণ্ডীদাসের রচনায় নাট্য-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং সেই রস আস্বাদন করিয়া সাহিত্য-রসজ্ঞমাত্রেই তৃপ্তি লাভ করেন। বস্তুতঃ, তাঁহার রচনায় তাঁহাকে চিনিতে কষ্ট হয় না। তাঁহার ভাষা যেমন সহজ, প্রকৃত ভাবুক ভক্তের নিকট ভাবও সেইরূপ সহজ। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের মধুর রচনা কবির হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহার অবতারণা করিলে আমরা মহাকবি চণ্ডীদাসকে আরও সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিব বলিয়া এখানে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

রবীন্দ্রনাথ বহু দিন পূর্ব্বে তাঁহার যৌবনকালে বিদ্যাপতির কবিত্বের সহিত চণ্ডীদাসের কবিত্বের যে তুলনা-মূলক সমালোচনা করিয়াছিলেন, সেই সমালোচনায় তিনি বলিয়াছিলেন,—চণ্ডীদাস যে সকল কবিতা লেখেন নাই, তাহারই জন্য তিনি কবি। অর্থাৎ তিনি এক ছত্র লিখিয়া যে ভাবটি

উহ্য রাখেন, তাহার রসাস্বাদনের জন্য পাঠককে অনেক কথাই কল্পনা করিতে হয়। কীর্ত্তনীয়ারা পদাবলী গাহিবার সময় আখর দিয়া তাঁহাদের ভাব পরিস্ফুট করেন, রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে আমাদের মনে সেই কথাটিই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সমালোচক মহাশয় ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছেন,—

"এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা,
কেমনে আইল বাটে?
আঙ্গিনার মাঝে ভিতিছে বঁধুয়া,
দেখিয়া পরাণ ফাটে।
সই, কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলিল মোরে।
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ,
বিলম্বে বাহির হৈনু,
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু।
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে,
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে।"

ইহার মধ্যে কতটা কথা রাধার মনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে; কতটা কথা একেবারে বলাই হয় নাই। প্রথমেই শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া দুঃখ, তাহার পরেই সখীদের ডাকিয়া তাহাদের কাছে সুখের উচ্ছ্বাস, ইহার মধ্যে শৃঙ্খলটি কোথায়? সে শৃঙ্খল পাঠকদিগকে গড়িয়া লইতে হয়। রাধা যা কহিলেন, তাহা ত সামান্য, কিন্তু রাধা যা কহিলেন না, তা কতখানি! যাহা বলা হইল না, তাহাই পাঠকগণকে শুনিতে হইবে। শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া রাধার দুঃখ ও শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়াই রাধার সুখ, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতেছে। রাধার হৃদয়ের এই তরঙ্গ ভঙ্গ, এই উত্থান-পতন, কত অল্প কথায় কত সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম দুই ছত্রে শ্যামকে দেখিয়া দুঃখ, দ্বিতীয় দুই ছত্রে সুখ, তৃতীয় দুই ছত্রে আবার দুঃখ, চতুর্থ দুই ছত্রে আবার সুখ। রাধা হাসিবেন কি কাঁদিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না। তিনি সুখে দুঃখে আকুল। শেষে তাঁহার মীমাংসা হইল, শ্যাম আমার জন্য যত কষ্ট পাইয়াছেন, আমি শ্যামের জন্য ততোধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্যামের সে ঋণ পরিশোধ করিব।

সমালোচক মহাশয়ের এই মন্তব্য শুনিয়া মনে এই প্রশ্ন জাগিয়া উঠে—প্রকৃতই কি তাই? রাধা শ্যামপ্রেমের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন, শ্রীরাধিকা কখন কি এরূপ ধারণা মনেও স্থান দিতে পারিয়াছেন? চণ্ডীদাস যে শ্রীরাধিকাকে শ্যামময়প্রাণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যেখানে আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন অন্য আকাঙ্ক্ষা মনে স্থান পায় না, সেখানে ঋণপরিশোধের ইচ্ছা কি কখন স্বাভাবিক হইতে পারে? সমালোচক যদি শ্রীরাধিকার প্রেমকে সাধারণ মানবী-প্রেম বলিয়া ধারণা না করিতেন, তাহা হইলে তিনি ঐ প্রকার মত প্রকাশ করিতেন না। মহাকবি চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলীতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম যে ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন, বিজ্ঞ সমালোচক কেন যে তাহার সমর্থন করিলেন না, তাহা পাঠক-সাধারণের বুঝিবার শক্তি নাই। তিনি এই প্রেমের পরমার্থতা স্বীকার করেন না।

সমালোচক শ্রীরাধিকার হৃদয়ভাব বিশ্লেষণের জন্য চণ্ডীদাসের আর একটি সুন্দর পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"সই, কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ যেমন করিছে
তেমতি হউক সে॥"

"আমার পরাণ যেমতি করিছে, তেমতি হউক সে।"—এই কথাটার মধ্যে কতটা কথা আছে! রাধা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্য কোন অভিশাপ খুঁজিয়া পাইলেন না। শত সহস্র অভিশাপের পরিবর্ত্তে তিনি কেবল কহিলেন, "আমার পরাণ যেমন করিছে, তেমনি হউক সে।"—ইহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি, রাধার পরাণ কেমন করিতেছে! ঐ এক 'যেমন করিছে' শব্দের মধ্যে নিদারুণ কষ্ট প্রচ্ছন্ন আছে; সে কষ্ট বর্ণনা না করিলে যতটা বর্ণিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ইহাতে রাধার সমস্ত হৃদয় দেখিতে পাইলাম।—কিন্তু যাঁহারা ভক্তের হৃদয় দিয়া এবং চণ্ডীদাসের হৃদয়ভাবের অনুসরণ করিয়া শ্রীরাধিকার এই আক্ষেপোক্তির মর্ম্ম অনুধাবন করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, প্রেমিকা 'যোগীর আরাধ্য ধন' শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে তনু-

মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াও যখন দেখিলেন, তাঁহার চির-আকাঙ্ক্ষার ধন অন্য ভক্তের অনুরাগের অধীন; চির-নির্ভরশীলা প্রেমিকার হৃদয়ের সকল আগ্রহ, সকল প্রেম, তাঁহার মধুর সত্তার আত্মবিসর্জ্জনের সকল কামনা, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াও অন্যের হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিতে উদ্যত; তখন আদর্শ প্রেমিকার হৃদয়ের হাহাকার, শ্রীরাধিকার এই উক্তিতে যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, কথার পর কথা গাঁথিয়া সে ভাব ব্যক্ত করা কখন সম্ভবপর হইত না; এই অভিশাপ প্রেমিক ভক্তের অভিমানমাত্র, মানবী-প্রেম পরীক্ষার ওলন-দড়ী নামাইয়া এই অলৌকিক প্রেমের গভীরতার পরিমাণ স্থির করা অসাধ্য। যাঁহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া তাঁহার সামীপ্য কামনা করিতেছি, তিনি অন্যের প্রেমাধীন, এই ধারণায় শ্রীরাধিকার হৃদয় ভেদ করিয়া যে অভিসম্পাত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা কোন মানবী প্রেমিকার কণ্ঠ হইতে নিঃসারিত হইত না, চণ্ডীদাস ইহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা কৃষ্ণ-রাধিকার প্রেমের অপার্থিবতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, কেবল তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম ও রস উপভোগ করিয়া সাধারণের অনাস্বাদিত আনন্দ লাভ করিবেন।

বস্তুতঃ, চণ্ডীদাস শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমে মানবীয় প্রেমের ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা, দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া অপার্থিব পূর্ণপ্রেমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়াই তিনি সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার দুঃখের প্রতি এরূপ অনুরাগ এবং দুঃখের মধ্যেও আশঙ্কা বর্ত্তমান। এই জন্যই—

"কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তাঁর ঠাঁই।"

দুঃখ না থাকিলে সুখের অস্তিত্ব থাকে না। অথচ সুখেও কি তৃপ্তি আছে?—এ কোন্ প্রেম, যে প্রেমে মিলনেও তৃপ্তি নাই? যে প্রেমে—"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া?"

যে প্রেমে চির-জীবনের আকাঙ্ক্ষার ধন শ্যামসুন্দরকে হৃদয়ে পাইয়াও প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার—

"এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে॥

* * *

যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই।
চাঁদ-মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই॥"

তথাপি তিনি অতৃপ্ত হৃদয়ে বলিতেছেন,—

"কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের সেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

* * *

খাইতে সোয়াস্তি নাই, নাহি টুটে ভুক্।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ॥
অনুক্ষণ গৃহে মোর গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিও মুঞি ভখিব গরলে॥"

অথচ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে সম্বোধন করিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাও ইহার সহিত তুলনার যোগ্য,—

রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি সদা গীত আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে।

* * * *

তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি পান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥
কিশোরীর দাস আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে
বিফল ভজন তার॥
সাধন ভজন করে যেবা জন
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন তোঁহার চরণ
তুঁহি রসময়ী নিধি॥

নব সন্নিপাতি দারুণ বেয়াধি
পরাণে মরি হে আমি।
রসের সায়রে ডুবাহ আমারে
অমর করহ তুমি॥

* * * *

সে দেখি পাথার সকলি সাঁতার
শকতি নাহিক মোর।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
যে হয় উচিত তোঁর॥"

ইহা কি মানুষের প্রেমের নিদর্শন? মানব-প্রেম কি কখন এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে?

শ্রীরাধিকা কাতর কণ্ঠে প্রেমময়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"বড় শুভক্ষণে তোমা হেন নিধি
বিধি মিলায়ল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
অধিক করিয়া মানি॥
আনের আছয়ে আন জনা কত
আমার পরাণ তুমি।
তোমার চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লৈয়াছি আমি॥
গুরু গরবিত তারা বলে কত
সে সব গৌরব বাসি।
তোমার কারণে এত না সহিয়ে
দু' কুলে হইল হাসি॥"

এই সকল পদ পাঠ করিয়া স্বতঃই মনে প্রশ্নের উদয় হয়,—শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই প্রেম কি মানুষী-প্রেম? না যে প্রেমের মধুর রসাস্বাদন করিয়া বালক ধ্রুব 'পদ্মপলাশলোচন হরি'র সন্ধানে শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন কাননে প্রবেশ করিয়া জীবনের আরাধ্য দেবতাকে আকুল স্বরে ডাকিয়া বেড়াইয়াছিলেন; যে প্রেমামৃত পান করিয়া বালক প্রহ্লাদ গরল-ভক্ষণে, গিরিচূড়া হইতে পতনে, অকূল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াও বক্ষে পাষাণভার-বহনে—বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই, ইহা সেই পরম পুরুষের প্রতি সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা অপার্থিব প্রেম? আত্মীয়-স্বজন বিমুখ, আপন পর হইয়াছে, ঘর বাহির হইয়াছে, দিবস অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির ন্যায় ভয়াবহ, তথাপি দুঃখের পাষাণে ঘর্ষণ করিয়া প্রেমের স্বর্গীয় সৌরভ বাহির হইতেছে। কঠোর দুঃখের সাধনায় অপার্থিব প্রেমের অপরূপ মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া শ্রীরাধিকাকে কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় রক্ষা করিতেছে।

এই জন্যই সমালোচক কবি শ্রীরাধিকার প্রেমের তন্ময়তা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—"পরকে আপন করিতে হইলে যে সাধনা করিতে হয়, সে কি সাধারণ তপস্যা? যে তোমার অধীন নহে, তোমার নিজেকে তাহার অধীন করা, যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তোমার নিজেকে তাহার কাছে পরতন্ত্র করা, যাহার সকল বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তোমার নিজের ইচ্ছাকে তাহার আজ্ঞাকারী করা—সে কি কঠোর সাধনা!"

এই কঠোর সাধনা মানবী-প্রেমে আয়ত্ত করা যায় না, এই জন্যই মহাকবি চণ্ডীদাস বৃন্দাবন-বিলাসিনী শ্রীরাধিকাকে পার্থিব প্রেমের ঊর্দ্ধে লইয়া গিয়া তাঁহার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কেবল ভক্তের হৃদয়-বৃন্দাবনেই চিরদিন স্থায়িভাবে বিরাজিত থাকিবার যোগ্য। কেবল মহাকবি চণ্ডীদাসই এই চিত্র আঁকিতেছেন, কারণ, তিনি বিশ্বজগৎ অপেক্ষা প্রেমকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন; সেই প্রেমের তুলনায় সমগ্র পৃথিবী ক্ষুদ্র, তুচ্ছ। জগৎ এই প্রেমের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। মহাকবি হৃদয়ের তুলাদণ্ডে মাপিয়া দেখিয়াছেন,—প্রাণের অপেক্ষা এই প্রেম অনেক অধিক ভারী। ইহা নিত্য নূতন, ইহা তিল তিল করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে, বাড়িবার আর স্থান নাই, তথাপি বাড়িয়া যাইতেছে। তাহা কি মানবের রক্ত-মাংসের দেহ ধরিয়া রাখিতে পারে? প্রেমের বিরাটত্ব, বিশালত্ব, এই অতলস্পর্শ গভীরতা জগতের অন্য কোন কবির রচনায় পরিব্যক্ত হইয়াছে কি না, জানি না, কিন্তু তিনি যাহা দেখাইয়াছেন, মানবের দৃষ্টি তাহা অতিক্রম করিয়া অধিকতর দূরে প্রসারিত হইতে পারে না। কেবল ভক্তের অন্তর্দৃষ্টি সকল অন্তরেন্দ্রিয়কে তন্ময় করিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করে; তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, এবং রাধাভাবে ও শ্রীরাধারমণের অস্তিত্বে যে কোন পার্থক্য নাই, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি চরিতার্থতা লাভ করেন। ইহাই ভক্ত কবি চণ্ডীদাসের সাধনার সিদ্ধি। তাঁহার প্রেম বিশুদ্ধ ছিল বলিয়াই তিনি প্রেমকে উপভোগ হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অন্য কোন কবি এই স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বাসলী-সেবক 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে'র পদকর্ত্তা বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার সহিত এই স্থানেই তাঁহার

রচনার পার্থক্য। এই জন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন,—

"রজনী দিবসে হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা॥"

ইহাই ছিল মহাকবি চণ্ডীদাসের শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-প্রচারের মূলমন্ত্র। অন্য কোন কবি প্রেমের সাধনায় এই কঠিন মন্ত্রকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মহাকবি চণ্ডীদাসের ভণিতা দিয়া অন্য যে কোন কবি পদ রচনা করুন, যিনি এই আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, তাঁকেই আমরা 'মেকি' বলিয়া চণ্ডীদাসের বরণীয় আসন হইতে নামাইয়া দিতে দ্বিধা বোধ করিব না।

সমালোচক রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের কবিত্ব-রসাস্বাদন করিয়া তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

"কঠোর ব্রত-সাধনা-স্বরূপে প্রেম-সাধনা করা চণ্ডীদাসের ভাব, সে ভাব তাঁহার সময়কার লোকের মনোভাব নহে, সে ভাব এখনকার সময়ের ভাবও নহে, সে ভাবের কাল ভবিষ্যতে আসিবে। যখন প্রেমের জগৎ হবে, যখন প্রেমের বিতরণ করাই জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে, পূর্ব্বে যেমন যে যত বলিষ্ঠ ছিল, সে ততই গণ্য হইত, তেমনি এমন সময় যখন আসিবে, যখন যে যত প্রেমিক হইবে, সে ততই আদর্শস্থল হইবে, যাহার হৃদয়ে অধিক স্থান থাকিবে, যে যত অধিক লোককে হৃদয়ে প্রেমের প্রজা করিয়া রাখিতে পারিবে, সে ততই ধনী বলিয়া খ্যাত হইবে, যখন হৃদয়ের দ্বার দিবারাত্রি উদ্ঘাটিত থাকিবে ও কোন অতিথি রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যাইবে, তখন কবিরা গাইবেন,—

"পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনু সকলি পর॥"

বর্ত্তমান ভারতের মহাকবির—বিশ্বকবির—বিশ্ব-বিজয়ী গৌরবের রথচক্র পশ্চিমদিক্‌চক্রবাল-সীমায় প্রাচীর বিজয়-নির্ঘোষ ধ্বনিত করিবার বহু পূর্ব্বে তিনি বঙ্গের আদিকবি চণ্ডীদাসের কবিত্ব-বিশ্লেষণ উপলক্ষে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আমরা 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির' হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের ভূমিকায় তাহা আংশিক ভাবে উদ্ধৃত করিয়া সেকালের মহাকবির রচনা সম্বন্ধে এ কালের মহাকবির ধারণা কিরূপ ছিল—তাহা প্রদর্শন করিলাম। এই অর্দ্ধ শতাব্দী পরে জীবনের প্রান্তোপনীত মহাকবির পূর্ব্ব-ধারণার কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি; কিন্তু এই অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে দেশের সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে উদার বিশ্ব-জনীন প্রেমের—ধর্ম্মের উপদেশ দানে জগতে নব প্রাণের স্পন্দন অনুভব করাইয়াছেন, মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দ জগতে যে মানব-প্রেমের মহিমা প্রচার করিয়া আমেরিকার এক প্রান্ত হইতে কোথায় শুভ্র তুষার-মুকুটিত নগরাজ হিমাচলের পাদভূমি আর কোথায় চলোর্ম্মিমুখরা কন্যা কুমারিকার তটপ্রান্ত—আব্রহ্ম ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার গৈরিক পতাকার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছেন, সেই প্রেমের ধর্ম্ম আদিকবি চণ্ডীদাসের মোহন সঙ্গীতে এক দিন পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্তে প্রচারিত হইয়া গভীর নিদ্রাঘোরে সমাচ্ছন্ন বঙ্গবাসীর নিদ্রাভঙ্গের যে চেষ্টা করিয়াছিল, শতবর্ষ পরে শ্রীচৈতন্যদেব সেই নিদ্রাভঙ্গ করিয়া অর্দ্ধ ভারতে নব যুগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে ভাবের কাল ভবিষ্যতে আসিবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, এই অর্দ্ধযুগ পরে অগণ্য ভক্ত সাধকের হৃদয়ে আজ এই ভাবের কাল সমাগত, সুপ্রতিষ্ঠিত। এখন চণ্ডীদাসের পদাবলী বহু ভক্তকণ্ঠে গীত হইতেছে, বঙ্গবাসী বহু ভক্ত সেবক চণ্ডীদাসের পদাবলীর আলোচনায় জীবন ধন্য করিতেছেন। ইহা এখন মানবী-প্রেমের বহু ঊর্দ্ধে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমের প্রতীকরূপে বিরাজিত। ইহা এখনও সেই প্রেমের তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছে—কবি-কণ্ঠে এক দিন যাহা প্রশ্নে শুনিয়াছিলাম,—

"হায়, কোন্ প্রেম লাগি, নারদ বৈরাগী
মহাদেব যোগী কোন্ প্রেমে?
কি প্রেম কারণে ভগীরথ-জনে
ভাগীরথী আনে ভারত-ভূমে?
কোন্ প্রেমে হরি ব'ধে ব্রজনারী
গেল মধুপুরী ক'রে আনাথা?
কোন্ প্রেম-ফলে কালিন্দীর মূলে
কৃষ্ণপদ পেলে মাধবীলতা?"

জীবনের প্রান্তোপনীত, রোগে শোকে মুহ্যমান, পত্নী-পুত্র-বিয়োগ-বেদনায় অশ্রুভারে রুদ্ধ-নেত্র, মানসিক অবসাদে শিথিল-হৃদয়, এই মোহান্ধ বৃদ্ধ কোন দিন শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়া বা তাঁহার ধ্যান-ধারণায় জীবন সফল করিতে পারে নাই। মহাকবি চণ্ডীদাস তাঁহার বৃন্দাবন-লীলা কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে স্বর্গীয় প্রেমের মাধুর্য্যপূর্ণ পদাবলী রচনা করিয়া, কেবল সাহিত্য-জগতে নহে, প্রেম-ভক্তির জগতেও অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গ-ভারতীর এই অক্ষম, নগণ্য দীন সেবক কোন দিন তাহার রসাস্বাদনের সৌভাগ্যও লাভ করিতে পারে নাই। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের ধর্ম্মপ্রাণ সুযোগ্য পুরোহিত মহাশয় সাধন-ভক্তিহীন এই অধম সেবকের বৈষ্ণব-সাহিত্যে অজ্ঞতার এবং মহাকবি চণ্ডীদাসের পদাবলীর মাধুর্য্য-বিশ্লেষণ-শক্তির শোচনীয় দৈন্যের পরিচয় পাইয়াও, যোগ্য ব্যক্তির হস্তে এই ভার অর্পণ না করিয়া, তাহার ব্যর্থ জীবন-সন্ধ্যায় তাহারই দুর্ব্বল স্কন্ধে এই গুরু ভার ন্যস্ত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই; এ জন্য আমি স্বীয় অযোগ্যতায় কুণ্ঠিত হইলেও, শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া ও পূর্ব্বাগত বৈষ্ণব-সাহিত্যের লেখকগণের পদাঙ্ক অনুসরণে, আমার অনভ্যস্ত ও কম্পিত হস্ত হইতে অক্ষম লেখনী স্খলিত হইবার পূর্ব্বেই, দ্বিধাবিজড়িত শঙ্কাকুল-চিত্তে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিলাম এবং দুর্ব্বল স্কন্ধে ন্যস্ত এই গুরু ভার আজ তাঁহারই শ্রীচরণে নামাইয়া দিলাম। আমি জানি, আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেও যথাযোগ্য ভাবে আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারি নাই; অজ্ঞতা বশতঃ আমার রচনায় যে সকল ত্রুটি হইয়াছে, তাহা অমার্জ্জনীয় এবং আমার অনধিকারচর্চ্চাও সমর্থনের অযোগ্য; কিন্তু আমার একমাত্র ভরসা—

"মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে
পরমানন্দমাধবম্॥"

হে বৃন্দাবনচন্দ্র পুরুষোত্তম মাধব! এই অক্ষম, অসহায়, পঙ্গু আজ দুর্লঙ্ঘ্য গিরি লঙ্ঘন করিল—সে তোমারই কৃপা। এই দাসানুদাসকে অন্তিমে তোমার অভয়প্রদ শ্রীচরণে স্থান দান কর। সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিয়াছে; পার-পণ্যহীন, রিক্তহস্ত, সর্ব্বহারা পথিক একাকী এই অন্ধকারে ভবসমুদ্রের কূলে অশ্রুরুদ্ধ নেত্রে দাঁড়াইয়া কাতর-কণ্ঠে তোমাকে আহ্বান করিতেছে, অকূলের কাণ্ডারী তুমি—তাহাকে ভবসমুদ্রের পারে লইয়া যাও—যেমন করিয়া এক দিন তুমি ব্রজের গোপাঙ্গনাগণের কাণ্ডারী হইয়া অভয়দানে তাহাদিগকে যমুনা পার করিয়াছিলে।

কলিকাতা।	দীনাতিদীন সেবক
মহালয়া, আশ্বিন, ১৩৪০	শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

চণ্ডীদাস

নায়িকার পূর্ব্বরাগ

অনুরাগ

(ধানশ্রী)

বেলা অবসানে সখীর সহিতে
গেলুঁ যমুনার জলে।
নয়ন-হিলোলে কিরূপ দেখিলুঁ
পরাণ চঞ্চল হৈলে॥
সই এ কথা কহিব কারে।
সাপিনী দংশিলে বিষেতে ছাইলে
তনু জরজর করে॥
আপনার দুখ আপনা অন্তরে
কেবা পরতীত(১) যায়।
শাশুড়ী ননদী যদি কথা কহে
গরল লাগে হিয়ায়॥
অঙ্গের অঙ্গিনী(২) সঙ্গের সঙ্গিনী
সুখ দুখ সেহি জানে।
চণ্ডীদাসে কহে দুখ-জ্বালা যত
না যাবে কালিয়া বিনে॥

(কামোদ)

সই, কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে(৩) রয়॥

১। বিশ্বাস। ২। অঙ্গ-রূপিণী। ৩। কেমন করিয়া।

পাসরিতে করি মনে পাসরা(১) না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

চিত্রপট দর্শন

(সুহই)

সেহি সে কালিয়া বলিয়া বলিয়া
সদাযে ঝুরিছে আঁখি।
কি করি কি হয় নাহিক নিশ্চয়
শুন গো বিশখা সখি॥
সই মরম কহিলুঁ তোরে।
গরল ভখিয়া ছাড়িব পরাণ
মন যে এমন করে॥
যখন আমার সঙ্গে দেখা না আছিল
আমি ত তারে না জানি।
চিত্রপট— করিয়া বিশখা
তুমি যে দেখাল্যা(২) আনি॥
যাহার লাগিয়া তনু জরজর
দেখিতে করিয়ে আশ।
অতি অবিলম্বে তাহারে পাইবা
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

(তিরোতা)

হাম সে অবলা হৃদয় অখল(৩)
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশখা দেখাল আনি॥
হরি হরি! এমন কেন বা হলো!
বিষম বাড়ব অনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া(৪) দিল॥

১। বিস্মৃত হওয়া। ২। দেখাইলে। ৩। সরলা। ৪। সমর্পণ করিয়া।

বয়সে কিশোর বেশ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন-যুগল করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ ॥
নিজ পরিজন সে নহে আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি ॥
চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নহে চিতে
এখন করিব কি ?
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম-নবরসে
ঠেকিলা রাজার ঝি ॥

সাক্ষাদ্দর্শন

(কামোদ)

জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর পি'তে(১) করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ(২) নাহি সয় ॥
সখি, দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে নাগরী হয়েছে পাগলী
সকল লোকেতে বলে ॥
কিবা সে চাহনি ভুবন-ভুলনী
দোলনি গলে বনমাল(৩)।
মধুর লোভে ভ্রমরা বুলে
বেড়িয়া তহি রসাল ॥
দুইটি নয়ান মদনের বাণ
দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচায়া ধরমে
পরাণ সহিত টানে ॥
চণ্ডীদাস কয় ভুবনে না হয়
এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল সে জন ভুলিল
কি তার কুল-বিচার ॥

(কামোদ)

বরণ দেখিনু শ্যাম জিনিয়া ত কোটি কাম
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ ধনুভঙ্গি ঠাম নয়ান-কোণে পূরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি ॥
সই, এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সেই মূরতি সতী ছাড়ে নিজ পতি
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান ॥
এ বড় কারিকরে কুঁদিলে(১) তাহারে
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতী-ধরম ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম
দমন করিবার তরে ॥
অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার ॥
নাভির উপরে লোমলতাবলী
সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনী কামধনু জিনি
ইন্দ্র-ধনুকের আভা ॥
চরণ-নখরে বিধু বিরাজিত
মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাস-হিয়া সে রূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥

(যতিশ্রী)

যাইতে দেখিল শ্যামে কি করিবে কোটি কামে
ভাঙ ভঙ্গিম সুঠাম।
চাঁদ-বদনে চাহে যাহা পানে
সে ছাড়ে কুল অভিমান ॥
সই, এমন সুন্দর কান(২)।
হেরি কুলবতী ছাড়ে নিজ পতি
ত্যজি লাজ ভয় মান ॥
অতি সে শোভিত বক্ষঃ বিস্তারিত
দেখিয়ে দর্পণাকার।
তাহার উপরে মাল শোভিয়াছে ভাল
উপজে(৩) মদন-বিকার ॥
নাভির উপরে জনু তমাল জিনিয়া তনু
দলিত অঞ্জন জিনি আভা।
বড় কারিকর কুন্দিয়াছে ভাল
রামকদলীর শোভা ॥
চরণ-নখর কোণে রঞ্জিত শোভিত মনে
মণিময় নুপুর তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া ও রূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥

১। পান করিতে। ২। নিমেষ। ৩। আজানুলম্বিত মোটা মালা।

১। নিপুণ ভাবে নির্ম্মাণ করিল। ২। কৃষ্ণ। ৩। উপস্থিত হয়।

(ধানশী)

শ্যামের বরণ ছটার কিবা ছবি।
কোটি মদন জনু জিনিয়া শ্যামের তনু
উদয়িছে যেন শশী রবি ॥
কিবা সে শ্যামের রূপ সুধাময় রসকূপ
নয়ান জুড়ায় যাহা চেয়ে।
হেন মনে লয় (যদি) লোকভয় নয়
কোলে করি যেয়ে ধেয়ে ॥
তরুণ মুরলী করিল পাগলী
রহিতে নারিনু ঘরে।
সবারে বলিয়া বিদায় লইলাম
কি করিবে দোসর পরে ॥
ধরম করম দূরে তেয়াগিল
মনেতে লাগিল যে।
চণ্ডীদাস ভণে আপনার মনে
বুঝিয়া করিবে সে ॥

(কামোদ)*

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া (১) কেবা খঞ্জন (২) আনিল রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা (৩) ॥
সে থেহা নিঙাড়ি কেবা মুখ বনাইল রে
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়িল রে
ভুজ জিনিয়া করি-শুণ্ড ॥
কম্বু (৪) জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র (৫) মাখিয়া কেবা সারদ্র (৬) বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর ॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম-কুসুমে কেবা সুষমা করেছে রে
এমতি তনুর দেখি আভা ॥
আদলি (১) উপরে কেবা কদলী রোপল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ।
অঙ্গুলী উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ ॥

(কামোদ)

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজ-কুল-নন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরুমূলে ॥
গোকুল নগরমাঝে আর কত নারী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা ॥
মল্লিকা-চম্পক-দামে চূড়ার চালনী* বামে
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশেপাশে ধেয়ে ধেয়ে সুন্দর সৌরভ পেয়ে
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে ॥
সে কি রে চূড়ার ঠাম কেবল যেমন কাম
নানা ছাঁদে বাঁধে পাকমোড়া।
শির বেড়ল বৈলান জালে (২) নবগুঞ্জামণি মালে
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া ॥
পায়ের উপর থুয়ে পা কদম্বে হেলায়ে গা
গলে শোভে মালতীর মালা।
বড়ু (৩) চণ্ডীদাস কয় না হইল পরিচয়
রসের নাগর বড় কালা ॥
কাঞ্চন বরণ (৪) দেহের গঠন
তাহারে করিলুঁ কালা।
সে পরপুরুষ লাগি করি আশ
হয়্যা কুলবতী বালা ॥
সই কি আর বলিব তোরে।
পিরিতি করিয়া মরিলুঁ ঝুরিয়া
আনলে বেড়িল মোরে ॥

* এই পদটিতে কবি কতকগুলি চিরপ্রসিদ্ধ উপমার সাহায্যে রূপবর্ণনা করিয়াছেন।

১। লাঞ্ছিত করিয়া।

২। নীলকণ্ঠ পক্ষী।

৩। স্থির—অর্থাৎ চন্দ্রের স্নিগ্ধতাকে যেন জমাট বাঁধা হইল।

৪। শঙ্খ। ৫। হরিদ্রা। ৬। ঘন পীত।

১। আদলা।

* টালনি (পাঠান্তরে)।

২। চূড়াবন্ধন বেণী। ৩। ব্রাহ্মণতনয়।

৪। এই পদটির 'কাঞ্চন বরণ' শব্দটি লক্ষ্য করিবার বিষয়—মহাপ্রভুর উজ্জ্বল বর্ণের কোন ইঙ্গিত এখানে করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিলে এই পদটির রচয়িতা চৈতন্য-পরবর্তী যুগের চণ্ডীদাস কি না, সে বিষয় সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ জাগে।

মন যে পামর ভাবে নিরন্তর
কালা কানু লাগি ঝুরে।
কে আছে এমন করে নিবারণ
আনিয়া মিলাবে মোরে॥
চণ্ডীদাস কহে মনের আনন্দে
শুন অদভূত কথা।
সে বঁধু নাগর তোমা ছাড়া নহে
অন্তরে না ভাব বেথা॥

সখীর উক্তি

(ধানশী)

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥
রাই এমন কেনে বা হলো?
গুরু দুরজন (১) ভয় নাহি মন
কোথা বা কি দেব(২) পাইল॥
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সংবরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসিয়ে পড়ে॥
বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুলবধু বালা।
কিবা অভিলাষে বাড়ায় লালসে
না বুঝি তাহার ছলা(৩)॥
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে করি অনুমানে
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে॥

(সিন্ধুড়া).

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে(৪)
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥

১। দুর্জ্জন। ২। সম্ভবতঃ 'কুগ্রহ' অর্থে। ৩। ছলনা। ৪। একাকী।

এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত(১) বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দুহাত তুলি॥
একদিঠি(২) করি ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥

(সিন্ধুড়া)

কালিয়া বরণ আঁখিতে গরল
চাহিল যাহার পানে।
সেহি সে জানিল নিকটে মরণ
প্রাণ হানে পাঁচ-বাণে॥
সই, আর কিছু নাহি ভায়।
শয়ান ভোজন সকল ছাড়িয়া
কদম্ব-তলে মন ধায়॥
বসন ভূষণ অঙ্গের আভরণ
তাতে কিছু নাহি কাজ।
উনমত(৩) হৈয়া রতন মাণিক
তেজি কুল ভয় লাজ॥
অপযশ কথা লোকে যে কহিবে
তাহা কিছু নাহি মানে।
চণ্ডীদাসে কহে তাহার পরাণে
হানিল কালিয়া বাণে॥

(ধানশী)

কালিয়া বরণ হিরণ-পিঁধন(৪)
যখন পড়য়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া কাঁদয়ে ধরিয়া
সব সখি জনে জনে॥
কেহ কহে মাই ওঝা দে ঝাড়াই
রাইয়েরে পেয়েছে ভুতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে কহিলে না টুটে
সে যে বৃষভানুসুতা॥
রক্ষামন্ত্র পড়ে নিজ চুলে ঝাড়ে
কেহ বা কহয়ে ছলে।
নিশ্চয় কহি যে আনি দেও এবে
কালার গলার ফুলে॥

১। হাস্যযুক্ত। ২। এক দৃষ্টে। ৩। উন্মত্ত। ৪। বস্ত্র।

পাইলে সে ফুল চেতন পাইয়া
তবে উঠিবেক বালা।
ভূত-প্রেত আদি ঘুচিয়া যাইবে
যাইবে অঙ্গের জ্বালা ॥
কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে
কুলের বৈরী কালা।
দেখাও যতনে পাইবে চেতনে
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা ॥

(ধানশী)

ওঝা রোঝা আনি গিয়া পাইয়াছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে এই বৃষভানুসুতা ॥ ধ্রু ॥
কালিয়া কোঙর (১) হিরণ-পিঁধন যবে পড়ে মনে।
মুরছি পড়িয়া ধরি কান্দে ভূম থানে ॥
রক্ষা রক্ষা মন্ত্র পড়ে ধরি ধনীর চুলে।
কেহ বোলে আনি দেহ কালার গলার ফুলে ॥
কালিয়া কোঙর থাকে কদম্বের ডালে।
বালিকা দেখিয়া পাইয়াছে শিশুকালে ॥
চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাইবেক জ্বালা ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় যারে কহ ভূত।
শ্যাম চিকণিয়া সে নন্দের ঘরের পুত ॥

(ধানশী)

সোনার নাতিনী এমন যে কেনি (২)
হইলা বাউরী (৩) পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা ॥
যমুনা যাইতে কদম্বতলাতে
দেখিলা সে কোন জনে।
যুবতী জনার ধরম-নাশক
বসি থাকে সেইখানে ॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলি
চাহিয়া তাহার পানে ॥
একে কুলনারী কুল আছে বৈরী
তাহে বড়ুয়ার বধু।
কহে চণ্ডীদাসে কুল শীল নাশে
কালিয়া-প্রেমের মধু ॥

১। কুমার। ২। কেন। ৩। পাগলিনী।

(কামোদ)

সোনার নাতিনি কেন আইস যাও পুনঃ পুনঃ
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি অঝর ঝরয়ে আঁখি
জাতি কুল সকল পাছে যায় ॥
যমুনার জলে যাও কদমতলার পানে চাও
না জানি দেখিলা কোন্ জনে।
শ্যামলবরণ হিরণ-পিঁধন বসি থাকে যখন তখন
সে জন পড়েছে বুঝি মনে ॥
ঘরে আসি নাহি খাও সদাই তাহারে চাও
বুঝিলাম তোমার মনের কথা।
এখনি শুনিলে ঘরে কি বোল বলিবে তোরে
বাড়িয়া (১) ভাঙ্গিবে তোর মাথা ॥
একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোমার বৈরী
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে কুল শীল সব ভাসে
লাগিল কালিয়া-প্রেম-মধু ॥

(সুহই)

না যাইও যমুনার জলে তরুয়া কদম্বমূলে
চিকণকালা করিয়াছে থানা (২)
নব জলধর রূপ মুনির মন মোহে গো
তেঞি (৩) জলে যেতে করি মানা ॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা ভাতি রহিয়া মদন জিতি
চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে।
ভুবনবিজয়ী মালা মেঘে সৌদামিনী-কলা
শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে ॥
নয়নকটাক্ষ ছাঁদে হিয়ার ভিতরে হানে
আর তাহে মুরলীর তান।
শুনিয়া মুরলীর গান ধৈরয না ধরে প্রাণ
নিরখিলে হারাবি পরাণ।
কানড়া কুসুম জিনি শ্যামের বদনখানি
হেরিবে নয়ান কোণে যে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে চাহিয়া গোবিন্দপানে
পরাণে বাঁচিবে সখী কে ?

(ধানশী)

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইল বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
ধেয়ায় (৪) শ্যামরূপখানি ॥

১। আঘাত করিয়া। ২। আড্ডা গাড়িয়াছে।
৩। সেই কারণে। ৪। ধ্যান করে।

নিজ করোপরে রাখিয়া কপোল
মহাযোগিনীর পারা
ও দুটি নয়ানে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ-মেঘেরি ধারা ॥
হেন কালে তথা আইল ললিতা(১)
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া
তুলিয়া লইল কোরে(২) ॥
নিজ বাস দিয়া মুছিয়া পুছয়ে
মধুর মধুর বাণী।
আজু কেনে ধনি হয়েছ এমনি
কহ না কি লাগি শুনি ॥
আজনম সুখে হাসি বিধুমুখে
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেন বল কান্দিয়া ব্যাকুল
কেমন করিছে প্রাণ ॥
চাঁচর চিকুর(৩) কিছু না সংবর
কেনে হইলে অগেয়ান।
চণ্ডীদাস কহে বেজেছে হৃদয়ে
শ্যামের পিরীতি-বাণ ॥

(তুড়ি)

অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত
অঝরে নয়ন ঝরে।
বুঝি অনুমানি কালা রূপখানি
তোমারে করিয়া ভোরে(৪) ॥
দেখি নানা দশা অঙ্গ যে বিবশা
নাহত এ বড় ভারে।
সে বর নাগর গুণের সাগর
কিবা না করিতে পারে ॥
শুন শুন রাই কহি তুয়া ঠাঁই
ভাল না দেখি যে তোরে।
সতী-কুলবতী তুয়া যে খেয়াতি(৫)
আছয় গোকুলপুরে ॥

১। শ্রীরাধার অষ্টসখীর মধ্যে আদ্যা সখী। ২। কোলে। ৩। কুঞ্চিত কেশ। ৪। বিভোর। ৫। খ্যাতি।

ইহাতে এখন দেখি যে কেমন
নাহি লাজ গুরুতরে।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নব-রসে
বুঝিলে বুঝিতে নারে ॥

(শ্রীগান্ধার)

সই, কি আজু দেখিল রঙ্গ।
আজু গিয়াছিনু যমুনার জলে
দুই চারিজন সঙ্গ ॥
এক কালা দেহ বসন-ভূষণ
চূড়াটি টলিয়া বামে।
হেরম্ব-অনুজ(১) তাহে আরোপিত
বেড়িয়া কুসুম-দামে ॥
তার মাঝ দিয়া ময়ূরের পাখা
হেলিছে দুলিছে বায়(২)।
যেমন রবির সুতার তরঙ্গ(৩)
লহরী তেমতি প্রায় ॥
তাহে শশধর মলয়-চন্দন
তার মাঝে গোরোচনা।
তাহার সৌরভ পেয়ে অলিকুল
করে আসি আনাগোনা ॥
নাসা খগ জিনি কিবা কীর(৪) গণি
এই দুই নহিলে নয়।
আকর্ণপূরিত সে দুটি লোচন
চঞ্চল শোভিত তায় ॥
কটাক্ষ মিশালে হাসির হিল্লোলে
অমিয়া বরিখে(৫) রাশি।
দেখিয়া সে রূপ হেন মনে করি
সদা থাকি নিশিদিশি ॥
গলে বনমালা কিবা করে আলা
যমুনা দুকূল ভরি।
পীত বাস অতি কাঞ্চন-মূরতি
করেতে মুরলী ধরি ॥
এত দিন বসি গোকুল-নগরে
না দেখিলা শুনি কানে।
এমন মুরতি গড়ে কোন্ বিধি
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

১। কার্ত্তিক। ২। বাতাসে। ৩। সূত্রের ন্যায় কিরণ। ৪। শুক পাখী। ৫। বর্ষিত হয়।

নায়কের পূর্ব্বরাগ

(তুড়ি)

তড়িত-বরণী হরিণ-নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা-মাঝে।
কিবা বা দিঞা অমিয়া ছানিয়া
গড়িল কোন্ বা রাজে॥
সই, কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে
বড়ই রসের কূপ॥
সোনার কটোরি(১) কুচযুগ-গিরি
কনক-মন্দির লাগে।
তাহার উপরে চূড়াটি বনালে
সে আর অধিক ভাগে॥
কে এমন কারিগর বানাইলে ঘর
দেখিতে নারিনু তারে।
দেখিতে পাইতুঁ(২) শিরোপা(৩) করিতুঁ(৪)
এমতি মন যে করে॥
হৃদয়ে আছিল বেকত (৫) হইল
দেখিতে পাইনু সে।
ঐছন (৬) মন্দিরে শয়ন করে যে
সে মেনে (৭) নাগর কে॥
হিয়ার মালা যৌবনের ডালা
পসারি পসারল(৮) যেন।
চাকুতে কাটিয়া চাক যে করিয়া
তাহাতে বৈসাল হেন॥
অধর-সুধা পড়িছে জুদা (৯)
দশন-মুকুতা শশী।
মোর মনে হয় এমতি করয়
তাহাতে যাইয়া পশি॥
চণ্ডীদাসে কয় ও কথা কি হয়
মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে কহ যদি পাছে
তবে সে কুৎসা রটে॥

(তুড়ি)

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী
ততই উদয় ভেল (১০)॥
সই, (১) জনমিয়া দেখি নাই হে নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম ঘন যে চাহনি
গলে যে মোতিমহারি॥
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাওয়ে
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন ঘুচায় কখন
কখন ঝাঁপয়ে (২) তাই॥
মনের সহিতে মরম কৌতুকে
সখীর কান্ধেতে বাহু।
হাসির চাহনি দেখাল কামিনী
পরাণ হারানু তহু(৩)॥
চলন-ভঙ্গী অতি সুরঙ্গী
চাপটিল (৪) জীবন মোর।
অঙ্গুলীর আগে চাঁদ যে ঝলকে
পড়িছে উছলি জোর॥
চাহে যাহা পানে বধয়ে পরাণে
দারুণ চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে পাঁজর কাটিয়ে
বিঁধিলে বাণ যে মার(৫)॥
জরজর হিয়া রহিল পড়িয়া
চেতন নহিল মোর।
চণ্ডীদাসে কয় ব্যাধি, সমাধি নয়
দেখিয়া হইনু ভোর (৬)॥

(শ্রীগান্ধার)

বদন সুন্দর যেন শশধর
উদিত গগনে হয়।
ছটার ঝলকে পরাণ চমকে
তিমিরে লাগয়ে ভয়॥
নয়ান চাহনি বিভঙ্গী সে যনি*
তিখিণী তিখিণী (৭) শর।
দেখিয়া অন্তর উপজিল জ্বর
মদন পাইল ডর॥
সই, কে বলে কুচযুগ বেল।
সোনার গুলি শোভয়ে ভালি
যুবক বধিতে শেল॥

১। বাটী। ২। পাইতাম। ৩। পুরস্কার। ৪। করিতাম। ৫। ব্যক্ত। ৬। ঐরূপ। ৭। 'না জানি'। ৮। সাজাইল। ৯। 'শীঘ্র' অর্থে সম্ভবতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১০। হইল।

১। 'সখা' এই অর্থে। ২। আচ্ছাদিত করে ৩। তৎক্ষণাৎ। ৪। ব্যাকুল করিল। ৫। মদন ৬। বিহ্বল। ৭। তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ।
* বিষের ধায়নি—পাঠান্তর।

আজানুলম্বিত করিবর-শুণ্ডিত
কনক-ভুজ সে সাজে।
হেরিয়া মদন গেল সে সদন
মুখ না তুলিল লাজে ॥
মাজা যে ডম্বরু সিংহিনী আকার
নিতম্ব বিমান চাক।
চরণ-কমলে ভ্রমরা বুলয়ে(১)
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক ॥
অঙ্গুলীর মাঝে যাবক(২) সাজে
মিহির-শোভিত জনু।
চণ্ডীদাসে কয় কি জানি কি হয়
লখিতে(৩) নারিনু তনু ॥

(শ্রীগান্ধার)

একে যে সুন্দরী কনক-পুতুলী
খঞ্জনলোচন তার।
বদন-কমলে ভ্রমরা বুলয়ে
তিমির কেশের ধার ॥
সই, নবীন বালিকা সেহ।
দৈব উপজিল দেখিতে না পাইল
সুমতি না দিল সেহ ॥
নজরে নজরে পরাণে পরাণে
ধৈরয উঠাইল যে।
সঙ্গে কেহ নাই শুনহ ভাই
কাহারে শুধাবে কে ॥
দন্ত দ্বিজ(৪) দাড়িম্ব-বীজ
ওষ্ঠ বিম্বক-শোভা।
দেখিয়া যুবকে মদন কোপে
মন যে হইল লোভা ॥
গলায় মাল শোভিছে ভাল
তাম্বুল বদনে তার।
চর্ব্বিত চর্ব্বণে পড়িছে বদনে
শোভিত পিক্কন ধার ॥
চণ্ডীদাস বলে গিয়াছিল জলে
আইল পরাণ ঘরে।*
রাজার ঝিয়ারী সুন্দরী নারী
তুমি কি করিবে তারে ॥

(তুড়ি)

পথে জড়াজড়ি দেখিনু নাগরী
সখীর সহিত যায়।
সকল অঙ্গ মদন-তরঙ্গ
হসিত বদনে চায় ॥
সই। কেমন মোহিনী সেহ।
যদি সহায় পাই এমতি হয়
তা সঙ্গে করি যে লেহ(১) ॥
ললিত আকার মুকুতার হার
শোভিত দেখিনু ভাল।
যেন তারাগণ উদিত গগন
চাঁদেরে বেড়িয়া জাল ॥
কুচ যে মণ্ডলী কনক-কটোরি
বনালে কেমন ধাতা।
হাসির রাশি মনের খুসী
দান করে যদি দাতা ॥
চণ্ডীদাস কহে যদি না দানয়ে
কি জানি মাগিবা তায়।
যে ধন মাগয়ে (২) তাহা না পাইয়ে
অপযশ রহি যায় ॥

(তুড়ি)

বেলি অসকালে (৩) দেখিনু যে ভালে
পথেতে যাইতে সে।
জুড়ায় কেবল নয়ন-যুগল
চিনিতে নারিনু কে ॥
সই, সে রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা বসন-শোভা
পাসরিতে নারি তারে ॥
বাম অঙ্গুলীতে মুকুল সহিতে
কনক-কটোরি হাতে।
সীঁতায় সিন্দুর নয়ানে কাজর
মুকুতা শোভিত নথে ॥
সুনীল শাড়ী মোহনকারী
উছলিছে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে সোঁপিনু চরণে
দাস করি মনে আশ ॥

১। ঘুরিয়া বেড়ায়। ২। আলতা। ৩। লক্ষ্য করিতে। ৪। দাঁত দুইবার হয় এই অর্থে দ্বিজ।
* আপন ঘরে—পাঠান্তর।

১। 'স্নেহ' এখানে 'প্রেম' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
২। যদি ভিক্ষা করিয়াও অবশেষে পাওয়া না যায়।
৩। অবসানে।

কুচযুগ-গিরি কনক-কটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায় চমকিয়ে চায়
ঘন না চাহে লোকলাজে ॥
কিবা সে ভঙ্গিমা নাহিক উপমা
চলন মন্থর গতি।
কোন্ ভাগ্যবানে পাঞাছে কি দানে
ভঙ্গিয়া সে উমাপতি ॥
চণ্ডীদাসে কয় মুরতি এ নয়
বধিতে রসিক জনে।
অমিয়া ছানিয়া যতন করিয়া
গড়িল সে অনুমানে ॥

(তুড়ি)

চম্পকবরণী বয়সে তরুণী
হাসিতে অমিয়া ধারা।
সুচিত্র বেণী দুলিছে মণি *
কপিলা চামর পারা ॥
সখি, যাইতে দেখিনু ঘাটে।
জগত-মোহিনী হরিণনয়নী
ভানুর ঝিয়ারী বটে ॥ধ্রু॥
হিয়া জরজর খসিল পাঁজর
এমতি করিল বটে।
চঞ্চল কামিনী বঙ্কিম চাহনি
বিঁধিল পরাণ তটে ॥
না পাই সমাধি কি হইল ব্যাধি
মরম কহিব কারে।
চণ্ডীদাসে কয় ব্যাধি সমাধি(১) হয়
পাইবে যবে তারে ॥

স্নানকালে

(ধানশী)

সজনি, ও ধনী কে কহ বটে!
গোরোচনা-গৌরী(২) নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে ॥
শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি(৩)
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা ॥

---

* যনি পাঠান্তরে।

১। সমাপ্তি। ২ সোণার বরণ। ৩। সঙ্গী বা বন্ধু এই অর্থে।

অঙ্গের বসন কৈরাছে আসন
আলাঞা(১) দিয়াছে বেণী।
উচ কুচমূলে হেমহার দোলে
সুমেরু শিখর জিনি ॥
সিনিয়া(২) উঠিতে নিতম্বতটীতে
পড়েছে চিকুর-রাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার কনক চাঁদার
শরণ লইল আসি ॥
কিবা সে দুগুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা।
সাঁজেতে উদয় সুধু সুধাময়
দেখিয়ে হইনু ভোলা ॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হইতে মোর হিয়া নহে থির
মনোরথ-জ্বরে ভোর ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে
শুন হে নাগর চান্দা।
সে যে বৃষভানু- রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা ॥

(তুড়ি)

থির বিজুরী বরণ গৌরী
পেখনু ঘাটের মূলে।
কানাড়া ছাঁদে(৩) কবরী বাঁধে
নবমল্লিকার মালে ॥
সই, মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
আকুল করিল মোরে ॥
ফুলের গেড়ুয়া(৪) লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায়ে পাশ।
উঁচু কুচযুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকি মুচকি হাস ॥
চরণ-কমলে মল্ল-তোঁড়ল(৫)
সুন্দর যাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে হৃদয় উল্লাসে
পুন কি হইবে দেখা ॥

১। আলুলায়িত করিয়া। ২। স্নান করিয়া। ৩। কানাড়া সাপ যে প্রকার কুণ্ডলী করিয়া থাকে, সেইরূপ ভাবে। ৪। গুচ্ছ। ৫। তোড়া বা মল (পায়ের অলঙ্কার-বিশেষ)।

(কামোদ)

সখীগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে
যমুনা সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাবয়ে
ঝঙ্কার করয়ে ফিরি॥
নানা আভরণ মণির কিরণ
সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী বরণ বিজুরি
সদাই মনেতে জাগে॥
সই সে নব রমণী কে।
চকিতে হেরিয়া জ্বলত এ হিয়া
ধরিতে নারি এ দে(১)॥
পুন না হেরিলে না রহে জীবন
তোমারে কহিনু দড়(২)।
কহে চণ্ডীদাস পূরাহ লালস
নাগর আতুর (৩) বড়॥

(তুড়ি)

কাঞ্চন-বরণী কে বটে সে ধনী
ধীরে ধীরে চলি যায়।
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায়॥
দেখিতে বদন মোহিত মদন
নাসাতে দুলিছে দুল।
সুবিশাল আঁখি মানস ভাবিয়া
ছুটিছে মরাল-কুল॥
আঁখি-তারা দুটি বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীল পদ্ম ভাবি লুবধ(৪) ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি॥
কিবা দন্ত ভাতি মুকুতার পাঁতি
জিনিয়া কুন্দক(৫) কুড়ি।
সীঁতার সিন্দুর জিনিয়া অরুণ
কানে কর্ণবালা ঢেঁড়ি(৬)॥
শ্রীফল যুগল জিনি কুচযুগ
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপর মণিময় হার
উপমা কহিব কাহে॥

কেশরী জিনি কৃশ মাঝখানি
মুঠে করি যায় ধরা।
গজ কুম্ভ জিনি নিতম্ব বলনি
ঊরু করি-কর পারা॥
চরণ-যুগল জিনিয়া কমল
আলতা-রঞ্জিত তায়।
মঝু মন তাহে কাহে না ভুলব
মদন মুরছা পায়॥
কাহার নন্দিনী কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে।
কোন পুণ্যফলে বল বল সখা
সে রামা পাইল সে॥
চণ্ডীদাস বলে ভেব না ভেব না
ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি সে তাহার সরবস(১) ধন
তোমারি আছে সে ধনী॥

(আশাবরী)

রমণীর মণি পেখনু আপনি
ভূষণ সহিত গায়।
দেখিতে দেখিতে বিজুরি ঝলকে
ধৈরযে ধৈরয যায়॥
সই, চাহনী মোহনী থোর(২)।
মরমে বান্ধিনু হেরিয়া ভুলিনু
রূপের নাহিক ওর(৩)॥
বসন খসয়ে অঙ্গুলী চাপয়ে
কর করছে(৪) থুইয়া।
দেখিয়া লোভয়ে মদন ক্ষোভয়ে
কেমনে ধরিব হিয়া॥
বদন ছাঁদ কামের ফাঁদ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ চুম্বয়ে টাগ(৫)
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥
জলের কান্ধারে কেশের আন্ধারে
সাপিনী লাগয়ে(৬) থোয়।
কেমনে কামিনী আছয়ে আপনি
এমন সাপিনী যোয়॥

১। দেহ। ২। দৃঢ়নিশ্চয়। ৩। আর্ত্ত।
৪। লুব্ধ। ৫। কুন্দপুষ্পের।
৬। কর্ণের অলঙ্কারবিশেষ।

১। সর্ব্বস্ব। ২। অল্প।
৩। সীমা।
৪। কোলে।
৫। জঙ্ঘাদেশ।
৬। মনে হইল।

দশন কাঁতি মুকুতা পাঁতি
হাস উগারয়ে শশী।(১)
পরাণপুতলী হইনু পাগলী
মরমে রহিল পশি॥
শূন্য যে হিয়া রহিল পড়িয়া
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডীদাসে কয় পুন দেখা হয়
তবে সে পরাণ রয়।

(তুড়ি)

কনক বরণ কিয়ে দরপণ
নিছনি(২) লই যে তার।
কপালে ললিত চাঁদ শোভিত
সিন্দুর অরুণ আর॥
সই, কিবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়া
মরমে রহিল পশি॥
গলার উপর মণিময় হার
গগনমণ্ডল হেরু(৩)।
কুচযুগ গিরি কনক-গাগরী
উলটি পড়ল মেরু॥
গুরু সে উরুতে লম্বিত কেশ
হেরি যে সুন্দর ভার।
চরণের ফুল হেরিয়া দুকুল
জলদ শোভিত ধার॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
হেরিয়া নখের কোণে।
জনম সফলে যমুনার কূলে
মিলায়ল কোন জনে॥

সখার উক্তি

(সুহই)

হেদে লো সুন্দরি প্রেমের আগরি(৪)
শুনহ নাগর কথা।
নিকুঞ্জে আসিয়া তোহারি লাগিয়া
কাঁদিয়া আকুল তথা॥
রাই রাই করি ফুকরি ফুকরি
পড়ই ভূমির তলে।
ধরি মোর করে কহয়ে কাতরে
কেমনে সে ধনী মিলে॥
রাই, অতএ(১) আইনু আমি।
কানুর পিরীতি যতেক আরতি
যাইলে জানিবা তুমি॥
প্রেম অমিয়া বাঢ়াও উহারে
তোহারে কে করে বাধা।
চণ্ডীদাসে বলে রাখি কুলশীলে
পুরাহ মনের সাধা॥

নায়ক-বাক্য

(বিভাস)

সেই কোন বিধি আনি সুধানিধি
থুইল রাধিকা নামে।
শুনিতে সে বাণী অবশ তখনি
মুরছি পড়ল হামে(২)॥
কি আর বলিব আমি।
সে তিন আখর কৈল জরজর
হইল অন্তরগামী॥
সব কলেবর কাঁপে থর থর
ধরণ না যায় চিত।
কি করি কি করি বুঝিতে না পারি
শুনহ পরাণ-মিত(৩)॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে
সেই যে নবীন বালা।
তার দরশনে বাড়িল দ্বিগুণে
পরশে ঘুচব জ্বালা॥

(বরাড়ী)

একদিন গোচারণে সকল সখা সনে
বসি এক তরুয়ার(৪) ছায়।
নন্দের নন্দন হরি কহে কিছু মৌন ধরি
সুবল সখার পানে চায়॥
সখা হে, কহ দেখি কি করি উপায়।
হিয়া করে কেন মত(৫) সহিতে না পারি এত
নিরন্তর জ্বলিছে হিয়ায়॥
হৃদয়ের কথা জান আমার বচন শুন
কহ দেখি আমার মরম।

১। দন্তগুলি চন্দ্রের ন্যায় বাহির হয়। ২। বালাই লইতে ইচ্ছা জাগে। ৩। দেখ, শোভা পাইতেছে। ৪। আধার।

১। অতএব। ২। আমি। ৩। প্রাণ-সম মিত্র। ৪। তরুর। ৫। যেন কেমন করে।

মরম-ব্যথিত তুমি কি আর বলিব আমি
নয়ানে হইয়াছে এক ভ্রম ॥
অপূর্ব্ব সে অকস্মাতে দেখিলে নয়ান ভিতে(১)
পূর্ব্বাপরে যা দেখিল ভাই।
শুন সখা মন দিয়া যেমন করিছে হিয়া
শ্রবণ পরশে কিছু কই ॥
পূর্ব্বাপর যে দেখিল তাহা কিছু রাগ হৈল
সেইরূপ পূর্ব্বরাগ হ'ল।
পূর্ব্বরাগ আগ(২) হেন জ্বলিয়া উঠিছে যেন
ইহার উপায় কিছু বল ॥

* * * *

সেই হইতে তনু মোর মরমে হয়েছে ভোর
তনু মন সব হৈল চল ॥
আচম্বিতে পরদিনে ধবলী চলিল বনে
গেল বৃকভানুপুর দিয়া।
দেখিল ধবলী নাই খুঁজিল অনেক ঠাঁই
অনুসারে চলিল পাঁজিয়া(৩) ॥
দেখি সে খুরের চিহ্ন রহি যাই ভিন্ন ভিন্ন
পদ অনুসারে গেল চলি।
বৃকভানুপুর বনে আনের(৪) ধেনুর সনে
ধবলী মিলিয়া গেল ভালি(৫) ॥
তাঁহা যে দেখিল ভাই অকথ্য কথন এই
কহিতে উঠয়ে মনে রাগি(৬)।
ছায়া সম তা দেখিল বাহির হইয়া গেল
বৃকভানু মহলেতে উগি(৭) ॥
মহল ছাড়িয়া আসি সঙ্গে সহচরী দাসী
কনক গাগরি লই কাঁখে।
ধনীর রূপের ছটা কোটি চাঁদ জিনি ঘটা
কত সুধা বরিখয়ে মুখে ॥
স্বপ্ন সম দেখি তারে ছায়ার সম * * পুরে
মোর অঙ্গে আভা আসি বাজে।
চণ্ডীদাস কহে তাথে শুন প্রভু যদুনাথে
এ কথা বুঝি আন কাজে ॥

(কানাড়া)

মগন করিয়া গেল সে চলিয়া
সোনার পুতুলি কায়া।
তাথে নীল শাড়ী ভেদিয়া আঁচল
রূপ অনুপম ছায়া ॥

১। প্রান্তে। ২। অগ্নি।
৩। পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া।
৪। অন্যের। ৫। ভাগ্যে।
৬। রাগ বা অনুরাগ। ৭। উদিত হইয়া।

বসন ভেদিয়া রূপ উঠে গিয়া
যেমত তড়িত দেখি।
লখিতে নারিনু কেমন বন্ধন
লখিয়'(১) নাহিক লখি ॥
কি আর কহিব নয়ান চঞ্চল
নানা আভরণ গায়।
নানা পরিপাটী রসের সৌরভে
লাখ লাখ অলি ধায় ॥
চলিল যখন দেখিল তখন
গমন হংসিনী প্রায়।
আপন গেয়ানে না দেখি নয়ানে
এমত রূপের কায় ॥
সোনার নূপুর বাজয়ে মধুর
পঞ্চম শবদ করে।
চলিয়া যাইতে সে মন্দগামিনী
হেলিয়া হেলিয়া পড়ে ॥
যেমত কেশরী নিতম্ব মাঝারি
ঘটের মুটকে(২) পাই।
ঐছন দেখিনু মধুর মুরতি
আপন নয়ানে চাই ॥
হাসিতে অমিয়া পড়ে কত শত
দেখিলাম নয়ান-কোণে।
যেমত দেখিনু রাজার কুমারী
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

(সুহই)

দেখিয়া মুরতি রূপের আকৃতি
মরমে লাগিল তাই।
যেই সে দেখিল তৈখন হইতে
কিছু না সংবিত পাই(৩) ॥
ধবলী লইয়া আইনু চলিয়া
শুনত সুবল সখা।
সেই নব রামা আর পুন বেরি(৪)
কখন হইবে দেখা ॥
কহিল মরম তোমার গোচরে
শুন হে সুবল তুমি।
মরম-বেদন জানে কোন্ জন
বিকল হইল আমি ॥

১। দেখিয়া। ২। ঘটের যে অংশটিকে মুষ্টিতে ধরিতে পারা যায়, তাহাকেই সম্ভবতঃ বুঝাইতেছে। ৩। কিছু ধারণা করিতে পারি না। ৪। পুনর্ব্বার।

সেই কথা মোর মনে পড়ি গেল
কহিব কাহার আগে।
কালি হ'তে মন কেমন করিছে
হৃদয়-ভিতরে জাগে॥
শুইতে না হয় নিঁদের(১) আলিস(২)
ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল দূরে।
নিরবধি হৃদে সেই সে ভাবনা
থাকি থাকি মন ঝুরে॥
কি হ'ল অন্তরে হিয়া জর জর
বিন্ধল(৩) সন্ধান শরে।
জর-জর কৈল পরাণ-পুতলি
মনমত্ত হাতীবরে॥
চণ্ডীদাসে বলে শুনহ রসিক
নাগর চতুর কান(৪)।
হইবে দরশ(৫) করিবে পরশ
ইহাতে নাহিক আন॥

(সুহই)

এ বোল শুনিয়া সুবল সাঙ্গাত
কহেন উত্তর বোল।
ইহার বচন জানিয়ে সকলি
করিব এখন ওর(৬)॥
কহেন সুবল সখা।
তোমার চরিত করিব বেকত(৭)
তা সনে করাব দেখা॥
তোমার মরম বুঝিনু করম
শুন রসময় কান।
তা সনে মিলন করাব যতনে
ইহাতে নাহিক আন॥
তোমার মরম আমি ভালে জানি
শুনহ মরম সখা।
বুঝিব চরিত জানিব বেকত
তোমারে করাব দেখা॥
ভাল সে জানিল মনের গুমান(৭)
আমি সে করিব তাই।
সুবলের বোলে অতি কুতূহলে
আনন্দ হইল তাই॥

১। নিদ্রার। ২। আলস্য।
৩। বিঁধিল। ৪। কানু।
৫। দর্শন। ৬। সমাধান।
৭। ব্যক্ত। ৮। গুপ্ত ভাব।

মর্ম্ম-সখাগণ বসি পঞ্চজন
সুবল ত্রিবিট তথা।
এ মধুমঙ্গল বিদূষক দল
কহেন মরম কথা॥
এ পীঠ মদন* তেঁই সে সুজন
কহিতে লাগিল তায়।
সুবল বচন নর্ম্মভরে কথা †
কহন নাহিক যায়॥
কমল-নয়ন কহেন বচন
শুনহ বচন মোর।
চণ্ডীদাস যায় অতি সে ত্বরায়
বুকতাম্বুপুর ওর॥

——

(কানাড়া)

শুন প্রাণসখা আমি সে জানিয়ে
অনেক টৌনার (১) খেলা।
তাহাই খেলিতে যাইব ত্বরিতে
শুন পরাণের কালা॥
কহে তবে তায় সেই যদুরায়
কিবা সে খেলিবে ভাই।
দেখি তাহা আমি আপন নয়ানে
তবে সে প্রতীত যাই॥
সখা সে সুবল এইখানে খেল
কোন সে করিবে টৌনা।
যদি মনে লাগে এই হিয়া জাগে
তবে সে যাইবে জ্বালা॥
বৈঠহ আনন্দে তরু আশানন্দে
আমি সে ধরিব ছলা।
কানুর গোচরে সুবল সাঙ্গাত
করিতে লাগিল খেলা॥
আগে সে ধরিল আবেশ করিল
পূর্ব্ব অবতার-লীলা।
শ্রীরাম ধানুকী সহিতে জানকী
করিতে লাগিল খেলা॥
তাহাই ছাড়িয়া শিশুপাল হয়
দন্তবক্র আদি করি।
এই সব খেলা করেন সুবল
দেখেন প্রাণের হরি॥

* এপিচ মদন (পাঠান্তরে)।
† মর্ম্মত বেকতা (পাঠান্তরে)।
১। পাঠান্তরে 'টৌনার'। বশীকরণ মন্ত্রের এই অর্থে।

তাহা ছাড়ি পুন ধরেন তখন
নৃসিংহরূপের কায়া।
হাতে অস্ত্র টাঙ্গী প্রচণ্ড মুরতি
চণ্ডীদাস দেখে চেয়া(১)॥

(ধানশ্রী)

ছাড়িয়া সে তনু দেখাইল জনু
ধরি হলধর-রূপ।
কাঁধেতে লাঙ্গল দেখি তাহা ভাল
বড়ই রসের কূপ॥
তেজি সেই কায়া আর ধরে মায়া
ধরিলা মৎস্যের তনু।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বিরাজিত
মুরতি হইল জনু॥
তাহা ছাড়ি সখা আর দিল দেখা
কূর্ম্মের আকৃতি অতি।
বরাহ বামন আদি আর যত
* * অবতার তথি॥
তাহা দেখাইল ভাই সে সুবল
দেখহ কালিয়া শ্যাম।
এ সব মুরতি তাহার পিরীতি
কহত আমার ঠাম॥
বরাহ মুরতি দেখায়ে আকৃতি
দেখিতে সুবল সখা।
সকল মুরতি দেখি জনে জনে
আর কোন আছে দেখা॥
চণ্ডীদাস বলে মনেতে না লাগে
যতেক দেখিল খেলা।
চাহি সখা পানে কমল-নয়ানে
আর কোন আছে লীলা॥

(বরাড়ী)

পুন সে ধরিল অতি মনোহর
এ নব মুরতি বেশ।
পরিধান নীল বসন ভূষণ
অতি সুচাঁচর কেশ॥
নব সে নলিন ভুবন-মোহন
চিত্রের পুতলি যৈছে(২)।
কনক-মঞ্জীর সুচারু গঠন
বেকত(৩) দেখিল তৈছে(৪)॥

১। চাহিয়া। ২। যেমন। ৩। ব্যক্ত।
৪। তেমন।

সোনার প্রতিমা বিজুরি উজোর
নয়ান-ভঙ্গিমা তায়।
কনক-কটোরি বদরি(১) সমান
দেখি মন মুরছায়॥
নীল শাড়ী তাহে ওড়নী(২) ভঙ্গিমা
চাহনি কটাক্ষে বাঁকে।
মদন কম্পিত হইল বেকত
সেই সে মুরতি দেখে॥
মধুর মুরতি দেখি যদুপতি
হরষ পাইল তায়।
পুরবে দেখিল যেমন মুরতি
সেইমত অভিপ্রায়॥
মনমথ হাতী ধরিতে না পারি
মরমে লাগিল তাহা।
এই অনুমানে করি নিরীক্ষণে
পুলক মানিল দেহা॥
কহেন সুবল কেন দেখাইনু
মনেতে লাগিল তাহা।
কহ কহ ভাই প্রাণ-কানাই
এই সে কেমন দেহা॥
ছাড়িয়া মুরতি সুবল আকৃতি
হইল যেমত সখা।
নন্দের নন্দন মোহিত মানল*
চণ্ডীদাস দেখে একা॥

(জয়শ্রী)

শুন শুন ভেয়া(৩) নন্দ দুলালিয়া
যে দেখিল হেন খেলি।
দেখাইনু এত মনেতে লাগিল
কহ দেখি বনমালী॥
কহে নন্দসুত তায়ে আমার মরম ভেয়ে(৪)
যে দেখিনু বৃকভানুপুরে।
তাহাতে ইহাতে খেদ নাহি কিছু বর্ণভেদ
পশি পুন রহিল অন্তরে॥
সেই যেন কমলিনী দেখিল তেমতি খানি
শুন ভাই সুবল সাক্ষাত।
ও জন যতন করি দেখাও আমারে বেরি(৫)
কেমনে ইহারে দেখি সাত॥

১। কুল ফল। ২। ওড়নার ন্যায়।
* মানস (পাঠান্তরে)।
৩। ভাই। (প্রিয় সম্বোধন)। ৪। নর্ম্মসখা।
৫। আর বার।

শুন সখা মর্ম্ম বোল অন্তর হইল ভোল
এই সেই দেখিনু সাক্ষাত।
কেমন উপায় মিলি সেই সে চন্দ্রিকা বালি(১)
শুন শুন মরম সাঙ্গাত ॥
সুবল কহেন তাহে আমি মেলাওব(২) তোহে
ইহাতে অন্যথা নাহি কিছু।
গিয়া বৃকভানুপুরে খেলাইব কুতুহলে
মোহিত করিব তাহে পিছু ॥
যাব পঞ্চ শিশু সনে সবে হৈয়া এক মনে
খেলিব বিনোদ খেলা অতি।
মায়াছলে মুগ্ধ করি মোহন মুরতি ধরি
অনায়াসে দেখাব যুবতী ॥
এই যমুনার তটে বৈস ভাই সুনিকটে
চম্পকের বন অনুপম।
চণ্ডীদাস সুখ চিতে দেখে তাহা একভিতে
গণ্ডয়েত* বংশীগুণ গান ॥

(কানাড়া)

ধরি অনুপম বাজিকর যেন
খেলায় কতেক তানে।
সুবল ত্রিবিট এ পিঠ মদন
মধুমঙ্গলের সনে ॥
কহে বিদূষক শুন হে সুবল
নানা যন্ত্র লেহ সঙ্গে।
তবে সে খেলিব নানামত খেলা
গাইব নাচিব রঙ্গে ॥
নানা যন্ত্র নিলা নানা সে প্রতিমা
কাঠের পুতলি লৈয়া।
আর যত নিল মধুর মধুর
বাদিয়া বাদির ছায়া ॥
নানা বেশ ধরি যেন বাজিকর
নাচায় পুতুলি কায়া।
বহু মন্ত্র তন্ত্র যার নাহি অন্ত
কতেক জানায় মায়া ॥
চলে পঞ্চ জন হয়ে একমন
বৃকভানুপুর যায়।
পথে যায় তথি খেলে খেলা অতি
চণ্ডীদাস সুখী তায় ॥

১। বালিকা। ২। মিলন করিয়া দিব।
* সম্ভবতঃ 'গাওয়েত' হইবে।

(বরাড়ী)

বৃকভানুপুরে গিয়া কুতুহলে
সুবল এ চারি জনে।
বাজায় দুয়ারে এ গান বাজন
করেন আনন্দ মনে ॥
কেহ গায় অতি কেহ বায় তথি(১)
আনন্দ কৌতুক মনে।
বৃকভানু রাজা শুনি সুললিত
অতি সে মধুর গানে ॥
রাজা কহে কোন গুণীর গমন
জান এক জন দ্বারে।
নেহত(২) খবর আনত গোচর
ভেজিয়া(৩) দিল সে চরে ॥
গিয়া এক জন বুঝল কারণ
কেন বা আইলে তোরা।
কোন্ দেশে ঘর কহ ত সত্বর
কি বটে তোদের ধারা(৪) ॥
রাজা বৃকভানু পাঠাইল পুন
লইতে তোদের তরে।
কোন্ জন মোর দুয়ারে প্রবেশি
গায়ন বাজন করে ॥
কহে বাজিকর শুনহ উত্তর
বিদেশে মোদের ঘর।
গুণী জন হই আইনু হেথায়
লহ আমাদের সর(৫) ॥
এই সে লালসে(৬) হইল মানসে
আইল পঞ্চম বালা।
রাজার গোচর কহে বাজিকর
দেখাব বাজির খেলা ॥
কিছু গুণগ্রাম করিব সন্ধান
খেলিতে বাজির খেলা।
এই সে কারণে আইল যতনে
এ পঞ্চ করিয়া মেলা ॥
ভাল ভাল বলি আইল সে চর
কহিল রাজার পাশে।
চণ্ডীদাস কহে শুন মহারাজা
বড় গুণী জন সে ॥

১। তথায়। ২। লইয়া আইস।
৩। পাঠাইয়া।
৪। বৃত্তি অর্থাৎ তোমরা কি কাজ কর।
৫। 'কথা বা উত্তর' এই অর্থে স্বর, সর।
৬। অভিপ্রায় লইয়া।

(বরাড়ী)

চরকে পুছিল বৃকভানু রাজা
কোন্ গুণী এই বটে।
কেন বা আইল কোন্ প্রয়োজন
কহ ত বচন ফুটে(১) ॥
করযোড় করি কহে বরাবরি
শুনহ নৃপতি তুমি।
বিদেশ হইতে পঞ্চ বাজিকর
আইল বালক গুণী ॥
বাজির পুত্তলি অনেক আছয়ে
নানা যন্ত্র দেখি তথি।
বহুগুণ জানে গাওন বাজন
শুন মহা নরপতি ॥
কহে গুণী জন শুনহ রাজন্
খেলিব কিছুই খেলা।
ভাল ভাল বলি বৃকভানু রাজা
ত্বরায় বাহির হৈলা ॥
বাহির দুয়ারে বিচিত্র বিছানা
পাড়িল সকল জনে।
তাহে বৃকভানু বৈঠল হরষে
ডাকি আনি গুণী জনে।
নৃপে আজ্ঞা দিল মহল আটনে
রাণীবর্গ আদি করি।
ঝরকা(২) উপরে বসিল হরিষে
সব সহচরী মেলি ॥
রাজার জননী কৃত্তিকা মোহিনী
বৈঠল ঝরকাপরে।
বিনোদিনী রাধা সুন্দরী অগাধা
বৈঠল মায়ের কোরে(৩) ॥
ললিতা সুন্দরী অনঙ্গমঞ্জরী
বৈঠল রাধার পাশে।
শত সহচরী চামর ঢুলায়
পাখা ঝুলে প্রেতি আসে(৪) ॥
নানা সেবা করে নিজ সহচরী
আনন্দে কৌতুক বড়ি।
কনক ঝারিতে বারি পূরি করি(৫)
থরে থরে সব এড়ি ॥
তাম্বুল বাটাতে রেখেছে ত্বরিতে
কর্পূর মিশাল করি।

১। কথা খুলিয়া বল। ২। উচ্চ বাতায়ন। ৩। কোলে। ৪। 'আশে পাশে'। ৫। পূর্ণ করিয়া।

চণ্ডীদাস বলে নানা উপহার
আনি থোয়(১) সারি সারি ॥

(বিহাগড়া)

রাই কহে তবে কৃত্তিকার আগে
এ কি এ দেখিতে দেখি।
কহেন জননী শুন বিনোদিনী
বাজিকর উহ(২) পেখি(৩) ॥
কোন্ দেশ হইতে এই পঞ্চ শিশু
এই সে করিবে বাজি।
তোমার পিতার আবেশ(৪) হইল
বাজিয়ার(৫) দেখিতে বাজি ॥
তথির কারণে বাহির দুয়ারে
বসিল তোমার পিতা।
বাজিকর আগে দেখহ চাহিয়া
এমত না দেখি কোথা ॥
রাজা আজ্ঞা দিল শুনি পঞ্চজনে
কি গুণ জানহ তোরা।
খেলহ আনন্দে মনের কৌতুকে
কেমন বাজির ধারা ॥
শুন মহারাজা কি গুণ খেলিব
কহ না উত্তর বাণী।
এই পঞ্চজনে গুণ গুণ ভেদ(৬)
অনেক খেলিতে জানি ॥
অবধান কর বৃকভানু রাজা
খেলাতে করহ মন।
চণ্ডীদাস বলে রাজার গোচরে
খেলায় সে পঞ্চজন ॥

(ধানশী)

আগে খেলে গুণী দশ অবতার
দেখহ নয়ানে চাই।
খেলে নানা খেলা সেই পঞ্চবালা
এক দিঠে দেখে তাই ॥
মৎস্য অবতার চারি ভুজধর
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম।
তার পর আর দেখায়ে গোচর
কূর্ম্মরাজ অনুষঙ্গ ॥
তারপর আর হইল সত্বর
বরাহ আকৃতি কায়া।

১। স্থাপন করে। ২। উহারা। ৩। দেখিতেছি। ৪। ইচ্ছা। ৫। বাজিকরের। ৬। পৃথক্ পৃথক্ গুণ।

আনন্দে মগন অন্তর হইল
দেখিয়ে বাজির ছায়া ॥
নৃসিংহ-মুরতি হইল আকৃতি
প্রবল প্রতাপ বড়ি(১)।
হিরণ্যকশিপু জানুতে ধরিয়ে
বিদারিল নখে চিঁড়ি (২) ॥
নখেতে ছেদিল হৃদয় ভিতর
টানিল একুশ নাড়ী।
হুহু হুহু স্বরে কম্পিত ধরণী
দীঘল(৩) নিশ্বাস ছাড়ি ॥
তবে সে হইল বামন-মুরতি
ত্রিপদ হইল কায়া।
বলিরে লইল পাতাল-ভুবনে
দেখায়ে এ সব মায়া ॥
তার পর হয় শ্রীরাম-মুরতি
কাঁধেতে ধনুক শর।
সঙ্গেতে মৈথিলী জনক-নন্দিনী
দেখি অতি মনোহর ॥
তা দেখি রাজার মনে অতি সুখ
এ বড়ি মুরতি সুখ।
দেখিতে দেখিতে আন নহে চিতে
দূরে গেল অতি দুখ ॥
পুন তা ত্যজিল আবেশ হইল
ভৃগুরাম অবতার।
প্রবল প্রতাপে বসুমতী কাঁপে
মাথায় জটার ভার ॥
অতি খরশান টাঙ্গীর বাখান(৪)
নিঃক্ষেত্রি করিল যাতে।
চণ্ডীদাস বলে অতি কুতূহলে
দেখি সুখ লাগে তাতে ॥

——

(শ্রীনটরাগ)

পুন বলরাম রোহিণী-নন্দন
ধরিল ধবল কায়া।
হল কাঁধে করি আনন্দে মগন
করিল বাজির ছায়া ॥
পুন তা ত্যজিয়া বৌদ্ধ অবতার
হইল মুরতি তিন।
জগন্নাথ আর ভগ্নী সহোদর
সুভদ্রা তাহাতে চিহ্ন ॥

১। বড়ই প্রবল প্রতাপ। ২। চিরিয়া।
৩। দীর্ঘ। ৪। প্রশংসা।

বলরাম পুন হইলা তখন
দেখি বৃকভানু রাজে।
দেখিয়া মুরতি পরম পিরীতি
পাওল(১) সে সভামাঝে ॥
পুন তা ত্যজিয়া কল্কি অবতার
ধরেন মুরতি কায়া।
অশ্বের উপরে ধরি দুই করে
সংহার অনুপ(২) ছায়া ॥
নানা অবতার করিল সত্বর
দেখিয়া মোহিত মন।
দশ অবতার ভেদ দেখাইল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥

——

(কানাড়া)

আর খেলে খেলা বাজিকর-বালা
দেখায় পাণ্ডব-বংশ।
ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির ভীম সহোদর
অর্জ্জুন ধরিল অংশ ॥
নকুল আকৃতি ধরিলা মুরতি
সহদেবরূপ প্রায়।
দেখিতে রাজার চিত মনোহর
নয়নে দেখিল তায় ॥
ত্যজি আন রূপ ধরিল তখনি
শিশুপাল-রূপ হয়।
সূর্য্যবংশকুল ভগীরথগণ
অজ আদি করি নয় ॥
নানা রাজকুল নানা অবতার
দেখিলা অনেক খেলা।
কহেন রাজন্ আর কিবা জান
কহ বাজিকরবালা ॥
আর খেলা আছে বৃকভানু রাজে
কহি যে তোমার কাছে।
এক মন করি হেরহ রাজন্
খেলি এ সভার মাঝে ॥
চণ্ডীদাস বলে পুন সে ধরিল
নন্দ উপনন্দ যত।
যশোদা রোহিণী বরজ-রমণী(৩)
তাহা দেখাইল কত ॥

১। পাইল।
২। উপমা-রহিত
৩। ব্রজনারী।

(সিন্ধুড়া)

তবে সে হইল ছিদাম সুদাম
স্তোক-কৃষ্ণ বলরাম।
অর্জ্জুন সুবল অংশসেন কোকিল
বসন্ত প্রধান রাম॥
কিঙ্কিণী ঝঙ্কার অতি মনোহর
ধবল বালক-মূর্ত্তি।
করে কোন গুণ গুণের আখ্যান
করে হয়ে নানা শক্তি॥
দেখিয়া মুরতি বিলক্ষণ জ্যোতি
নানা সে বন্ধন বেশে।
অনুপ সুন্দর মুরতি কিশোর
বিনোদ বন্ধন কেশে॥
নানা যে কুসুম গাঁথিয়ে সুষম
বিনোদ বন্ধন চূড়া।
হেরম্ব অনুজ তলে আরোপিত
ভবজ অনুজ গাড়া॥
সে রূপ ছাড়িয়া মদনমোহন
মূরতি কৈশোর হয়।
চণ্ডীদাসে বলে বৃকভানু-বালা
দেখি পাছে মুরছায়॥

(সিন্ধুড়া)

তাহে অপরূপ কৃষ্ণ অবতার
হইল সুবল সখা।
অতি অনুপম যেন নবঘন
জলদ সমান দেখা॥
যেমত অঞ্জন দলিত রঞ্জন
কিবা অতসীর ফুল।
যেন কুবলয় দল সরোরুহ
যেমত কানড়(১) ফুল॥
কোন রূপ যেন নহে নিরুপম
দেখিয়াছে বহুরূপ।
বিবিধ বন্ধান(২) কুরিয়া সন্ধান
গঢ়ল(৩) রসের কূপ॥
চরণ যেমত যাবক নিন্দিয়া
হিঙ্গুল দলিয়া যৈছে।
তাহাতে অধিক বিম্ব ফল সম
লখিতে(৪) না পারে কৈছে॥

তাহাতে রঞ্জিত দশনখ-চাঁদ
চরণে শোভিত ভাল।
তাহার শোভাতে দশ দিক শোভা
সকল করেছে আলো॥
কনক-কিঙ্কিণী কলহংস জিনি
পীতের বসন সাজে।
এ চুয়া চন্দন অঙ্গে সুলেপন
মৃগমদ আদি রাজে॥
বনমালা গলে কিবা শোভা করে
শোভিত কৌস্তুভ তায়।
যমুনাতে যেন চাঁদ ঝলমল
দেখিয়ে তেমতি প্রায়॥
শিখী মনোহর অধিক সুন্দর
শিরে পুচ্ছ শোভে তায়।
শ্রবণে মকর কুণ্ডল দোলয়ে
যেমত রবির প্রায়॥
অধর বান্ধুলি সুন্দর উপমা
দশন দাড়িম-বীজে।
ভাল সে শোভিত চন্দনের চাঁদ
তাহে গোরোচনা সাজে॥
নয়ন-কমল অতি নিরমল
তাহে কাজরের(১) রেখা।
যমুনা-কিনারে মেঘের ধারাটি
অধিক দিয়াছে দেখা॥
নবগ্রহ বেড়ি তাহার উপরে
মুকুতা দোসারি সাজে।
প্রবাল মাণিক মণির মালায়ে
বেড়িয়া তাহার মাঝে॥
বিচিত্র চামর কেশের আটুনি
বান্ধিয়া বিনোদ চূড়া।
নানা সে কুসুম অতি সে সুষম
তাহে মালা দিয়া বেড়া॥
তাপরে ময়ূর শিখণ্ড(২) আরোপি
করেতে মোহন বাঁশী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কটাক্ষ চাহনি
অমিয়া মধুর হাসি॥
দেখিয়া সে রূপ মদন মুরছে
কুলের কামিনী হত।
মুনির মানস জপ-তপ ছাড়ি
ও রূপ দেখিয়া কত॥

১। কৃষ্ণকরবী। ২। গঠন-কৌশল
৩। গঠন করিল। ৪। লক্ষ্য করিতে।

১। কাজলের।
২। ময়ূরের পাখা।

বৃকভানুপুর নগর নাগরী
পড়িছে মুরছা খাই।
ঢলিয়া পড়িল বৃকভানু রাজা
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গাই॥

(সিন্ধুড়া)

রূপ দেখি মোহিত হইল কত জনা।
নগরে চাতরে(১) সব পড়িল ঘোষণা॥
রূপবতী কুলবতী ছাড়ে নিজ পতি।
জনমিয়া হেন রূপ নাহি দেখি কতি(২)॥
বৃকভানুপুর যত পুরবাসিগণ।
মুগধ হইয়া রহে দেখিয়া সুঠাম॥
এ বড় বিষম বাজি কখন না দেখি।
কি আনন্দ দেখিয়া মজিল যে আঁখি॥
লাগিল মোহনিগড়া(৩) রহে এক চিতে।
তটস্থ হইয়া রহে কেহ কোন ভিতে॥
মদন-মুরতি দেখি রাজা বৃকভানু।
গদগদ সর্ব্ব ভেল পুলকিত তনু॥
সংবিত পাইয়া রাজা বলে ধীরে ধীরে।
দেখিলা নয়ন ভরি রূপ সুমধুরে॥
প্রাণ কান্দে চাহিতে মধুর মুরতি দেখি।
চণ্ডীদাস রহে তথা সে রূপ উপেখি॥

(কানাড়া)

ঝরকা(৪) উপরে কৃত্তিকা সুন্দরী
তা সনে সুন্দরী রাধা।
দেখিতে সে খেলা মন ভেল ভোলা
সকলি মানিল বাধা॥
হৃদয়-ভিতরে পশি গেল রূপ
ধৈরয নাহি রয়ে।
এমন মুরতি এ মহীমণ্ডলে
কভু ত নাহিক হয়ে॥
হেন রূপ সখি কোথা না আছিল
কে হেন আনিল নিধি।
কেমন করিয়া এমন বরণ
বসিয়া গড়িল বিধি॥
হৃদয়-মাঝারে পশিল ও রূপ
* * বিদগধি(৫) রাই।

১। হাটে। ২। কোথাও। ৩। মোহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া। ৪। জানালা। ৫। বিলক্ষণ রসজ্ঞা।

মানস পূরিয়া সরল হৃদয়ে
মগন হইল তাই॥
কহিতে না পারে মরম-বেদন
মনের পোড়নি ভেল।
হৃদয়-ভিতর তরল অন্তর
জরজর হইয়া গেল॥
দেখিতে দেখিতে চলিল নাগরী
মুদল নয়ান দুটি।
রসের আবেশে ঠেকিলা সুন্দরী
কুলের ভরম(১) ছুটি॥
এই সে পুরুষ- রতন যতনে
যদি বা মিলয়ে মোরে।
তোমারে কি দিয়া তুষিব হরিষে
কিনিয়া লইবে মোরে॥
জনমে জনমে তোমারে তুষিব
ঘুষিব তোমার গুণে।
এ বোল বলিয়া পড়িল ঢলিয়া
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে॥

(কানাড়া)

এ কথা জননী কিছুই না জানে
সঙ্গের সঙ্গতি গুণে।
গোপত(২) আখ্যান ইহা কে জানিবে
কেহ সে নাহিক জানে॥
মূর্চ্ছিত কিশোরী আপনা পাসরি
পড়ল ধরণী-মাঝে।
যেমত সোনার পুতলি পড়ল
অবনীমণ্ডল-মাঝে॥
কাঞ্চন-বরণী ভুবনমোহিনী
দামিনী চমকে যেন।
অগেয়ান(৩) হৈয়া সুধি(৪) নাহি রহে
পড়িল কিশোরী তেন॥
বিস্মিত হইলা ললিতা সুন্দরী
অনঙ্গমঞ্জরী কহে।
অচকিতে হেন রাই অচেতন
কেন বা এমন হয়ে॥
এইমাত্র খেলা দেখিতে দেখিতে
এমন কেন বা হ'ল।
কি হেতু ইহার বুঝিতে নারিয়ে
সহি হইল ভোল॥

১। সম্ভ্রম। ২। গুপ্ত।
৩। অজ্ঞান। ৪। চৈতন্য।

কৃত্তিকা কহেন রাধা কেন হেন
মুদিয়া নয়ান দুই।
চেতন নাহিক কাঠের পুতুলি
পড়িয়া রহল রাই॥
কান্দিয়া বিকল মায়ের অন্তর
কহেন সবার আগে।
এ কি পরমাদ বিষম বিষাদ
বালিকা দেখিয়া লাগে॥
এক সহচরী আন ডাক দিয়া
কহত রাজার আগে।
আচম্বিতে রাই পড়িল অথাই(১)
চণ্ডীদাস যায় লগে(২)॥

(নটনারায়ণ)

গিয়া এক জনে কহে কানে কানে
বৃকভানু রাজা কাছে।
অপরূপ এক অন্তঃপুরে দেখ
অদভুত কথা আছে॥
আচম্বিতে হেদে ঝরকা উপরে
কৃত্তিকা বৈঠল তায়।
সঙ্গে সহচরী রাধিকা সুন্দরী
বসিলা মায়ের ঠায়(৩)॥
দেখিতে লাগিলা বাজিকর-ছায়া
তোমার নন্দিনী রাধা।
আচম্বিতে কেন মুরছা খাইয়া
সে তনু হয়েছে আধা॥
তুরিতে গমন করহ রাজন্
বিলম্বে নাহিক কাজ।
এ কথা শুনিয়া বৃকভানু-মাথে
পড়িল আকাশ-বাজ॥
যেমত আছিল সভাতে বসিয়া
তেমতি উঠিয়া গেলা।
বিয়োগ অন্তরে গেলা অন্তঃপুরে
দেখিতে আপন বালা॥
কি হৈল কি হৈল বলি বৃকভানু
আচম্বিতে কি বা শুনি।
আন কোন জন দেখাহ এখন
কে কহে কেমন বাণী॥

কোন দেবঘাত(১) দেবের নির্ম্মিত
কোন বা দেবের বায়।
আনহ চেতনী(২) কোন বা গোপিনী
দেখাহ তুরিত তায়॥
চণ্ডীদাস কহে শুন মহারাজা
আনিয়া চেতনী কেহ।
নাটিকা(৩) ধরিয়া দেখহ বুঝিয়া
নিবিষ্ট করিয়া দেহ॥

(কামোদ)

সহচরী ধায় আনিতে চেতনী
আনি আহীরিণী এক।
দেখিয়া নাটিকা করে কর ধরি
বুঝিলা যে পরতেক(৪)॥
নহে জ্বর-জ্বালা দেব-আঘাত
কোন বা বায়ুর জোর।
বুঝিতে নারিল কি হেতু ইহার
মনেতে হইল ভোর॥
বুঝিতে নারিল নাটিকা চঞ্চল
না হয় এ জ্বর-জ্বালা।
নহে দেবঘাত নহে সন্নিপাত
নহে উপদেব-খেলা॥
নাটিকা ভিতরে কিছু না পাওল
শুন বৃকভানু রাজে।
দেখি তন্ত্র মন্ত্র ঝাড়িয়ে সুতন্ত্র
বসিয়া ঘরের মাঝে॥
আনি স্বর্ণ-ঝারি তাহা করে ধরি
পড়ে মন্ত্র বারে বার।
ঝারি আনিবার ভন্ত্র করি সার
চৈতন্য না হয় তার॥
তার পরে গলে বান্ধি কুতুহলে
ঔষধি বান্ধিল বামা।
নহে নিবারণ দ্বিগুণ বাড়ল
তাহে কিছু নহে ক্ষমা(৫)॥
অনেক প্রকার প্রবন্ধ করিল
তাহাতে না হয় ভাল।
আর কোন মন্ত্র ঝাড়িয়ে সুতন্ত্র
কানে শুনাইল ভাল॥

১। অস্থির হইয়া।
২। সঙ্গে।
৩। নিকটে।

১। দেবতার দৃষ্টি। ২। চৈতন্য উৎপাদন করিতে সক্ষম এমন কোন নারী। ৩। নাড়ী। ৪। প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট। ৫। উপশম।

জ্বালিয়া অনল তাহে ধুনা দিল
মারের(১) নির্ম্মিত বাণ।
উপদেব হ'ত তখনি ছাড়িত
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান॥

(সুহই)

হেদে গো চেতনী বুড়া আহীরিণী
ঝাড়হ লতার(২) ছলে।
কি জানি দংশিল আসি কোন ঘাতে
জনি বিষা কারে বলে॥
দেহ পানীপড়া(৩) কর নাড়া ঝাড়া
যদি বা ছুঁইল অঙ্গ।
বান্ধহ ধরণী(৪) শুন গোয়ালিনী
তিলেক না কর ভঙ্গ॥
ঝাড়হ চৌসাপা(৫) বলি ধর্ম্ম বাপা(৬)
চন্দ্র সূর্য্য করি মেলা।
নিদান বিধান পনীসার(৭) আন
ঝাড়হ আমার বালা॥
তথাপি না হয়ে তিলেক চেতন
তৈছন রহল রাই।
পানীসার জলে নহে বিষ জ্বালে(৮)
নাহি সংবরণ পাই॥
নানা সে উপায় ঝাড়িল সবাই
না হয় কণ্ঠহি বোল।
মুদিত নয়ান বয়ান বচন
মরমে আছয়ে ভোর॥
কোন সহচরী চামর ঢুলায়া
শীতল বলিয়া গায়।
সরোরুহ দল আনি বিছাওল
রাই শুতাওল(৯) তায়॥
মলয় চন্দন করয়ে লেপন
শীতল হইবে বলি।
অঙ্গে উঠে জ্বালা শুকাইছে ত্বরা
গরল সমান ভেলি॥

১। মদনের। ২। সর্পের। ৩। জলপড়া। ৪। ডোর বন্ধন। ৫। চৌসাপা—সম্ভবতঃ তক্ষক জাতীয় চতুষ্পদ বিষধর সর্পকে বুঝাইতেছে। ৬। ধর্ম্মের বাপ—মিনতি বাক্যে। ৭। পানীসার—সর্পদংশনের চিকিৎসায় রোগীর মস্তকে জল দিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাকে পানীসার নিদান বলা হয়। ৮। যায়। ৯। শয়ন করাইল।

বহু তন্ত্র মন্ত্র করিল বন্ধন
চেতন নাহিক মানি।
এ কথা কেহ সে জানিতে না পারে
চণ্ডীদাস কিছু জানি॥

(ধানশী)

কহে বাজিকর খেলিল বিস্তর
রাজা গেল অন্তঃপুরে।
গুণীর সম্মান না করিল কেন
ত্বরিতে চলিলা ঘরে॥
এই সব কথা কহে বাজিকর
সভার মাঝারে বসি।
গুণীর গোচরে কহিল সত্বরে
এক সহচরী দাসী॥
শুন বাজিকর কহিল সত্বর
দেখিতে তোমার খেলা।
অন্তঃপুরে বড় বিষম হইল
এক বৃকভানু-বালা॥
তার নাম রাধা সুন্দরী অগাধা(১)
ভুবনমোহিনী রূপে।
তুলনা নাহিক তার সুবেশে
দেখিতে চলিলা ভূপে॥
দাসীর বচনে শুনিয়া শুধার
যত বাজিকর-বালা।
কিরূপ দেখিল নয়ান-গোচরে
কাহার হইল খেলা॥
কোন দেব বটে নিশাচর ফুটে
যোগিনী ডাকিনী হয়।
কাহার পরশ বুঝিলে কি হেতু
কেমনে দেখিল ভয়॥
আনিয়া চেতনী এক গোয়ালিনী
ধরিল নাটির(২) টান।
নহে দেবঘাত আনের নিঘাত
না পাইল কিছু জ্ঞান॥
চণ্ডীদাসে বলে দেখিল যেমত
বড়ই দেবের খেলা।
তেমতি দেখিল উঠিল তৈছন
অন্তর-ভিতরে(৩) জ্বালা॥

১। অত্যন্ত।
২। নাড়ীর।
৩। অন্তস্তলে।

(ধানশী)

এ কথা শুনিয়া সহচরী আগে
কহে বাজিকর রায়।
আমি কিছু জানি তন্ত্র মন্ত্র যত
দেবঘাত আছে গায়॥
সহচরী দাসী কহিতে লাগিল
শুন বাজিকর তোরা।
যদি বা পারহ ভাল করিবারে
পাবে খাসা জামাজোড়া॥
বহু রত্ন পাবে রাজার গোচরে
কনক রজত দান।
কহে বাজিকর অনেক জানিয়ে
সন্ধান বিধান আন॥
'ভাল ভাল' বলি দাসী গেলা চলি
কহিতে রাজার কাছে।
করযোড় করি কহিছে গোহারী(১)
এক নিবেদন আছে॥
যেই বাজিকর তোমার দুয়ারে
খেলায় নাটের ছায়া।
সেই জন কহে বহু মন্ত্র জানি
নাটিকা দেখিতে কায়া॥
সেই কোন দেব দেখিয়া অন্তরে
ভয় সে মানিল চিতে।
সেই সে নিঘাত দেব অপঘাত
পাইল ঝরকা হৈতে॥
তাহারে দেখিলে ভাল করি দিব
ইহাতে নাহিক আন।
রাজার গোচরে বোলাহ আমারে
কহি তোমার স্থান॥
শুনি বৃকভানু পুলকিত তনু
আনত সেই সে গুণী।
করুক গেয়ান যে হয় বিধান
তারে ডাক দিয়া আনি॥
গিয়া সেই দাসী বাহিরে প্রবেশি
ডাকিয়া আনিল তারে।
অতি কুতুহলে সুবল চলিল
লয়ে গেল অন্তঃপুরে॥
গিয়া সে সুবল রাধার গোচর
ধরিল তাহার নাড়ী।
নানা সেই তন্ত্র মন্ত্র আরোপিয়া
প্রকার প্রবন্ধে ঝাড়ি॥

১। উঁচু গলায়।

চণ্ডীদাসে কহে শুনহ সুবল
আর কিছু নাহি দোষ।
বীজ-মন্ত্র কহ শ্রবণ-ভিতরে
তবে হবে পরিতোষ॥

(ধানশী)

গিয়া সেই গুণী প্রকার করিল
সুমন্ত্র কহিল কানে।
কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ করিতে লাগিল
শুনায় রাধার স্থানে॥
সেই কৃষ্ণ দেহ দেখিল যে তেহ
হয়েন রসিকরাজ।
সে পহু(১) নাগর সুগড় মুরতি
বসতি গোকুল-মাঝ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেহ।
এই কুড়ি বর্ণ ভেদ জানাইল
পরম স্বরূপ সেহ॥
সেই কৃষ্ণ হয় পরম রতন
সেই কৃষ্ণ প্রাণপতি।
সেই কৃষ্ণ হয় ব্রজের জীবন
গোকুলে গোপীর পতি॥
সেই কৃষ্ণ হয় অখিল শকতি
এই কৃষ্ণ রূপে দেহা।
এই কৃষ্ণ হয় গোকুল-জীবন
যেই জন রাখে লেহা(২)॥
যবে প্রবেশিল কৃষ্ণ নাম কানে
তখনি হইল ভাল।
আঁখি দুই মেলি করেতে কচালি
দুঃখ অতি দূরে গেল॥
চণ্ডীদাস বলে চেতন হইল
সেই বৃকভানু-বালা।
অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠিল চাহিয়া
দূরে গেল যত জ্বালা॥

(সুহই)

চাহি চারি পানে কুরঙ্গ-নয়ানে
দেখিল সুবল সখা।
যেমত তড়িত দামিনী চমকে
তৈছন পাইল দেখা॥

১। প্রভু। ২। ভালবাসা।

সুবল মুদিল সে দুটি নয়ন
চাহিতে নাহিক পারে।
রূপের ছটায় নয়ন বারিল(১)
দেখি অতি মনোহরে ॥
দেখিয়া নয়ন ভাবিল তখন
সেই বাজিকর শিশু।
কহিতে লাগিলা বৃকভানু রাজা
গুণীরে ডাকিয়ে কিছু ॥
তুমি আসি মোর নন্দিনী জীয়ালে
কি দিব তোমারে দান।
আপন হৃদয় ভিতরে আনিয়া
যবে দিয়ে তোরে প্রাণ ॥
তবে কহে শিশু শুন মহারাজা
গুণীর এ কাজ হয়ে।
পর উপকার বড়ই দুর্লভ
সকল জনেতে কহে ॥
পর-হিংসা সম নাহিক পাতক
এ তিন ভুবন লোকে।
ধিক্ রহু তার জীবন অসার
কি আর বলিব তাকে ॥
যদি কোন ছলে করে উপকার
যেমত বন্ধুর প্রায়।
ইহলোক তরে উহ(২) লোক তরে
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

(কানাড়া)

এ বোল শুনিয়া বৃকভানু রাজা
মগন হইলা চিতে।
তোমারে কি দিয়া আমি সে তুষিব
কি তোর আছয়ে দিতে ॥
পরাণ কাড়িয়া দিই তোমা হাতে
তবে সে শোধন(৩) নয়।
কোন্ বস্তু দিয়া তোমা সুখী করি
হেন মোর মনে হয় ॥
করেতে ধরিয়া বাহির হইলা
সেই শিশু লই সঙ্গে।
নানা রত্ন আদি কনকের মালা
দিল হরষিত রঙ্গে ॥
মণি-মাণিকের মালা অতি শোভা
দিল সে এ পঞ্চ জনে।
মকর কুণ্ডল দোহারিয়া(১) দিল
অতি আনন্দিত মনে ॥
সোনার পদক অতি মনোহর
তাহে তাড়বালা শোভে।
বিচিত্র বসন সোনায় জড়িত
দিল মহারাজ তবে ॥
বহুত কাঞ্চন রজত পূরিয়া
যুতে যুতে(২) দিল যত।
হরষ বদনে তুষি পঞ্চ জনে
আদর করিল কত ॥
চণ্ডীদাস তাই দেখে দাঁড়াইয়া
বৃকভানু ধরি করে।
আদর করিয়া ভক্ষ্যের সামগ্রী
কত আনি দিল তারে ॥

(শ্রীনট)

কহে পঞ্চ জন শুনহ রাজন্
এক নিবেদন আছে।
তোমার নন্দিনী সঙ্গে এক জন
নিরবধি থাকে কাছে ॥
দেবের নির্ঘাত(৩) হৈয়াছিল অঙ্গে
এবে জানি কোন দোষ।
যমুনাতে স্নান করাহ যতনে
ঘুচুক দেবের রোষ ॥
এক তীর্থ হয় পতিত পাবনী
করিলে তাহাতে স্নান।
সব দোষ ঘুচে তবে অন্ন রুচে
ইহাতে নাহিক আন ॥
তবে সহচরী এক সঙ্গে দিল
যমুনা সিনান লাগি।
চলে সহচরী রসের নাগরী
রসময় ধনী আগি ॥(৪)
চলিতে গমন মন্থর সুচারু
ভুবন করেছে আলা।
সেই পঞ্চ শিশু বৃন্দাবন-বনে
আগে সে চলিয়া গেলা ॥

১। ঝলসাইয়া চোখে জল আসিল।
২। পরলোক।
৩। শোধ।

১। জোড়া জোড়া করিয়া
২। অগণিত।
৩। আবেশ।
৪। অগ্রে।

যথা নটবর নাগর-শেখর
চতুরের চূড়ামণি।
সেইখানে গিয়া বলিল দেখিয়া
রহিল সুবল জানি॥
চণ্ডীদাস বলে শুন হে সুবল
গমন করল রাই।
সহচরী সনে যমুনা-সিনানে
দেখিল পথেতে চাই॥

(বরাড়ী)

যমুনা নিকট যথা বংশীবট
অতি সে সুন্দর থল(১)।
নানা পক্ষীগণ তরুগণ তাতে
ধরে নানা ফুল ফল॥
নানা পুষ্প ফুটে পরিমল উঠে
কেতকী চামেলী কুন্দ।
নাগেশ্বর আদি নানা সে কুসুম
চাঁপা পারুলির গন্ধ॥
গুলাল(২) দুলাল(৩) ঝাঁটি গন্ধকুন্দ
কিংশুক আমলা কত।
কদম্ব দোসারি শোভা অতি বড়ি
লাখে লাখে ফুল যত॥
হংস-হংসী চক্রবাক অতি
চকোর-চকোরী ডাকে।
কতেক চামরী ভ্রমরা ভ্রমরী
গুঞ্জরিছে লাখে লাখে॥
তরু লতা আর লবঙ্গলতারে
বেষ্টিত মাধবী তরু।
সেইখানে নব নাগর কালিয়া
মোহন মুরতি ধরু॥
সে হেন মুরতি জলধর অতি
হেলিয়া মাধবীতলা।
চূড়ার টালনি(৪) বঙ্কিম চাহনি
ভুবন করেছে আলা॥
বিনোদিয়া চূড়া মাতলিয়া * বেড়া
ময়ূর শিখণ্ড উড়ে।
ভালে সে চন্দন চাঁদ বিরচিত
কে হেন বাঁধিল চুড়ে॥

১। স্থল। ২। সুগন্ধি তুলসী। ৩। টগর।
৪। হেলন।
* এইখানে মালতী শব্দটিই প্রযোজ্য।

নাসিকার আগে মাণিকের চুণি
গজমতি তাহে দোলে।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ভঙ্গিমা হইয়া
দাঁড়ায়ে মাধবীতলে॥
গলে বনমালা কিবা করে আলা
দোলই হিয়ার মাঝে।
অলিকুল মত্ত লাখে লাখে কত
সতত তাহে বিরাজে॥
পীত পরিধান বিনোদ বন্ধান
চরণে নুপুর বায়(১)।
পঞ্চধ্বনি শুনি মগন মেদিনী
মধুর মুরলী গায়॥
চণ্ডীদাস কহে অনুপ অপার
সুখের নাহিক ওর।
এবে সে এ বেশে যুবতী ভুলিল
মরমে হইল ভোর॥

(সিন্ধুড়া)

পথের মাঝেতে আছেন সুবল
হেনই সময়ে রাই।
সহচরী সনে ত্বরিতে মিলিল
যমুনা সিনানে যাই॥
কহেন সুবল অপরূপ আগে
স্থল জল সেই দিগে।
যে রূপ ছায়াতে দেখিয়ে মূর্চ্ছিত
সহজ মুরতি আগে॥
ও পথে গমন না কর বিলম্ব
আগে দেখ নটরায়।
হংস-গমনী রাজার নন্দিনী
প্রবেশ করল তায়॥
সহচরী রহে পথের মাঝারে
সুবল সাক্ষাত তথা।
দেখিয়া নাগরে নাগরীর মুখ
মুরছিত ভেল(২) ওথা॥
অবশ পরশ নয়ানে নয়ন
হেরিয়া নাগরী পানে।
নাগরী নাগরে হৃদয়ের পরে
বাঁধল সে দুই জনে॥

১। বাদ্য করে
২। হইল।

কেবল দরশ হইলা হরষ
নয়ানে নয়ানে খেলা।
বচনে মিলন হইল যতন
হৃদয় ভিতরে মেলা॥
বৃকভানুসুতা চরণ হইতে
নিরীক্ষণ করে চূড়া।
মনের মানসে আপনার চিতে
হৃদয়ে বাঁধল গাঢ়া(১)॥
মনে মনে বন- ফুল তুলি রাধে
পূজল চরণ দুই।
নহিল পরশ কেবল দরশ
মানস ভিতরে থুই॥

সূর্য্যপূজাছলে আনি মিলাইব
তবে সে পরশ হব।
ললিতা বিশাখা সব সখী সঙ্গে
আনিয়া মিলায়া দিব॥
এ কথা অনেক বিচার করিতে
রসের চাতুর্য্য বড়ি।
সুগড় হইলে এ সব জানিলে
বুঝিব চাতুরী তারি॥
চণ্ডীদাস বলে এ সব জানিলে
চাতুরী রসের সার।
রসিক হইলে জানিতে পারে
কিবা সে কি রসধার॥

গোষ্ঠবিহার

(কামোদ)

ব্রজরাজবালা রাজপথে আইলা
লইয়া ধেনুর পাল।
সঙ্গে সখাগণ ভায়(২) বলরাম
শ্রীদাম সুদাম ভাল॥
সুবল সাঙ্গাত তার কান্ধে হাত
আরপি(৩) নাগর-রায়।
হাসিতে হাসিতে সঙ্কেত বাঁশীতে
এই দুই আখর গায়॥
এ কথা আনেতে না পারে বুঝিতে
সুবল কিছু সে জানে।
হৈ হৈ বলি রাজপথে চলি
গমন করিছে বনে॥
গবাক্ষে বদন দিয়া প্রেমময়ী
রূপ নিরীক্ষণ করে।
দোঁহার নয়নে নয়ন মিলল
হৃদয়ে হৃদয় ধরে॥
দেখিতে শ্রীমুখ- মণ্ডল সুন্দর
ব্যথিত হইল রাধা।
এ হেন সম্পদ বনে পাঠাইতে
তিলেক না করে বাধা॥
কেমন যশোদা মায়ের পরাণ
পুতলি ছাড়িয়া দিয়া।
কেমনে রয়েছে গৃহমাঝে বসি
চণ্ডীদাসে কহে ইহা॥

গবাক্ষ হইতে শ্রীরাধিকার আক্ষেপোক্তি

(ধানশী)

কি আর বলিব মায়।
কিছু দয়া নাই তাহার হৃদয়ে
এ কথা বলিব কায়॥
মায়ের পরাণ এমনি ধরণ
তার দয়া নাহি চিতে।
এমন নবীন কুসুম বরণ
বনে নহে পাঠাইতে॥
কেমনে ধাইব ধেনু ফিরাইব
এ হেন নবীন তনু।
অতি খরতর বিষম উত্তাপ
প্রখর গগন-ভানু॥
বিপিনে বেকত ফণী কত শত
কুশের অঙ্কুর তায়।
ও রাঙ্গা চরণে ছেদিয়া ভেদিবে
মোর মনে হেন ভায়॥
আর এক আছে কংসের আরতি
জানি বা ধরিয়া লয়।
সঘনে সঘনে লয় মোর মনে
সদাই উঠিছে ভয়॥
চণ্ডীদাসে কয় না ভাবিহ ভয়
সে হরি জগতপতি।
তারে কোন জন করিব তাড়ন
এমন না দেখি কতি॥

১। লগ্ন। ২। ভাই। ৩। রাখিয়া।

(শ্রীরাগ)

ঘন-শ্যাম শরীর কেলিরস
যমুনাক তীর বিহার বনি(১)।
শ্রীদাম সুদাম ভায়া বলরাম
সঙ্গে বসুদাম রঙ্গে(২) কিঙ্কিণী ॥
ঘন চন্দন ভাল কানে ফুল ডাল
অঙ্গে গিরি লাল কিয়ে চলনি।
লুফিছে পাচনি(৩) বাজিছে কিঙ্কিণী
পদনূপুর ঝুমুরুণু শুনি ॥
কত যন্ত্র সুতান কলারস গান
বাজায়ত মান করি সুমেলে।
যব বেণু পূরে(১) মৃগ পাখী ঝুরে
পুলকে তরু পল্লব পুষ্পফলে ॥
কেহ রূপ চাহে কেহ গুণ গাহে
কেহ প্রেমক আনন্দে বোল কহে।
কহে চণ্ডীদাস মনে অভিলাষ
স্বরূপ অন্তরে জাগি রহে ॥

রাই রাখাল

(ধানশী)

বঁধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।
চূড়া বেন্ধে যাব চল যেথা কমল-আঁখি ॥
বিপিনে ভেটিব(৪) যেয়া(৫) শ্যাম জলধরে।
রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে ॥
চূড়াটি বান্ধহ শিরে যত সখীগণ।
পীত ধড়া পর সবে আনন্দিত মন ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।
নয়ানে দেখিব সেই শ্যাম গুণমণি ॥

(সুহই)

কেহ হও দাম শ্রীদাম সুদাম
সুবলাদি যত সখা।
চল যাব বনে নটবর সনে
কাননে করিব দেখা ॥
পর পীত ধড়া মাথে বান্ধ চূড়া
বেণু লও কেহ করে।
হারে রে রে বোল কর উচ্চ রোল
যাইব যমুনা-তীরে ॥
পর ফুল-মালা সাজহ অবলা
সবারে যাইতে হবে।
দাম বসুদাম সাজ বলরাম
যাইতে হইবে সবে ॥
যোগমায়া তখন কহিছে বচন
রাখাল সাজহ রাই।
চণ্ডীদাস ভণে দেখি গো নয়নে
আমি তব সঙ্গে যাই ॥

১। বন। ২। বাজে। ৩। পাচন বাড়ি—গরু তাড়াইবার লাঠি। ৪। মিলিত হইব। ৫। গিয়া।

(বরাড়ী)

আনন্দিত হৈয়া সবে পোরে শিঙ্গা বেণু।
পাতাল হইতে উঠে নব লক্ষ ধেনু ॥
চৌদিকে ধেনুর পাল হাম্বা হাম্বা করে।
তা দেখিয়া আনন্দিত সবার অন্তরে ॥
ইন্দ্র আইল ঐরাবতে দেখয়ে নয়নে।
হংসবাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে ॥
বৃষভবাহনে শিব বলে ভালি ভালি।
মুখবাদ্য ক'রে নাচে দিয়া করতালি ॥
চণ্ডীদাসের মনে আন নাহি ভায়(২)।
দেখিয়া সবার রূপ নয়ান জুড়ায় ॥

(বিভাস)

গায়ে রাঙ্গা মাটী কটিতটে ধটী
মাথায় শোভিত চূড়া।
চরণে নূপুর বাজে সবাকার
গলে গুঞ্জমালা বেড়া ॥
সবাকার কুচ হইয়াছে উচ
এ বড় বিষম জ্বালা।
কমলের ফুল গাঁথি শতদল
সবাই গাঁথিল মালা ॥
ঠারে ঠারে চূড়া গলে দিল মালা
নামিয়ে পড়েছে বুকে।
ফুলের চাপানে কুচ ঢাকা গেল
চলিল পরম সুখে ॥
কেহ পীত ধটী কেহ লয়ে লাঠি
গর্জ্জন শব্দে ধায়।
চণ্ডীদাসে ভণে গহন কাননে
শ্যাম ভেটিবারে যায় ॥

১। যখন বংশীরব করে। ২। হয়।

(ধানশী)

দেখি নটবর ধনী গৃহেতে আইলা।
গোষ্ঠের ভাবের কথা মনেতে পড়িলা ॥ ধ্রু ॥
তবে বিনোদিনী লইয়া সঙ্গিনী
আপন মন্দিরে গিয়া।
ললিতা বিশাখা তারা দিল দেখা
আনে সভে ডাক দিয়া ॥
বোলে বিনোদিনী শুনলো সঙ্গিনী
বচন রাখ গো তোরা।
সব সখী লয়্যা রাখাল সাজায়্যা
বৃন্দাবনে যাব মোরা ॥
ছিদাম সুদাম কেহ হব দাম
সুবলাদি যত সখা।
দেখি বৃন্দাবনে নটবর সনে
যাইয়া করিব দেখা ॥
যত সখীগণে আনয়ে তখনে
যতনে করয়ে সাজ।
যে হয় যেমন সাজয়ে তেমন
আপন অঙ্গন-মাঝ ॥
কারো রাঙ্গা ধটী(১) তাহে বেড়া(২) কটি
তুলিছে পাটের ডুরি।
করে নিরীক্ষণ মাখয়ে চন্দন
যেই সে যেমন গোরি(৩) ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
মজাইতে জাতি কুল।
বনে ফিরিতে মিলনে
বিপিনে পড়িবে তুল(৪) ॥

(ধানশী)

সুচিত্রায় ছিদাম করিয়া বিনোদিনী।
ললিতারে বলরাম কানাই আপনি ॥
প্রিয় বিশাখারে করে সুবল কিশোর।
বসুদাম চম্পকলতা সুচান্দ(৫) অধর ॥
যোগমায়া পূর্ণমাসী সাক্ষাত আনিয়া।
লইল হরের শিঙ্গা আপনে মাগিয়া ॥
বলরামের হৈল শিঙ্গা বলে রাই-কানু।
আমার না হইল ভাল কোথায় পাইব বেণু ॥

১। বসন।
২। বেষ্টিত।
৩। সকলেই যেন গৌরবর্ণ।
৪। মহা সমারোহ।
৫। সুছাঁদ—মনোজ্ঞ।

শিঙ্গা বেণু মুরলীহ বাজায় রাখাল।
বাঁশীটি নহিলে কেনে ফিরিবেক পাল(১) ॥
চণ্ডীদাসেতে বোলে হৈলে বনমালী।
সলিলে আনিয়া পদ্ম করহ মুরলী ॥

(ধানশী)

সুচিত্রা ছিদাম তখন পহু(২) পাঠাইল।
নবীন কুঁড়ির পদ্ম পহু আনি দিল ॥
মৃণালেতে সারি সারি রন্ধ্র বানাইয়া।
বাজাইল বিনোদিনী তাথে ফুক দিয়া ॥
সুন্দর বাঁশীর ধ্বনি সুস্বর উঠিল।
বৃকভানু পুর হৈতে ধেনু আনাইল ॥
ল[illegible]তা বিশাখা আদি যত সখী গিয়া।
নবীন নবীন বচ্ছ(৩) আনিল বাছিয়া ॥
চণ্ডীদাস কহে আইজ কানু হৈল রাই।
বিপিনে বিনোদ-শোভা দেখিবারে যাই ॥

(ধানশী)

রাখালে রাখালে দেই হৈ হৈ রব।
মাধব মন্দিরে যাই উতরিল সব ॥
ক্ষীর ননী দধি ছানা ধড়াতে বান্ধিয়া।
খাইবার তরে রাই লইল মাগিয়া ॥
যত সখীগণ সব হইল রাখাল।
শ্রীহরি বলিয়া সভে চালাইল পাল ॥
শিঙ্গা-বেণু কলরব গগনে উঠিল।
যমুনার তটে কৃষ্ণ বলি উতরিল ॥
গোকুলের মধ্যে মোরা গাভীর রাখাল।
আচম্বিতে শিঙ্গা বেণু বাহিরাইল পাল ॥
সুবলে ডাকিয়া তখন কহিছে কানাই।
হেন শিঙ্গা বেণু হে কখন শুনি নাই ॥
চণ্ডীদাস কহে আইজ পরমাদ হৈল।
আচম্বিতে বনে আজ রাখাল আইল ॥

(ভাটীয়ারী)

সারি সারি পাল পিছেতে রাখাল
সকলে সাজিয়া যায়।
যমুনার তীরে ফিরিয়া ফিরিয়া
দেখে নটবর-রায় ॥

১। গরুর পাল।
২। প্রভু।
৩। বাছুর।

এ কি আচম্বিতে দেখি বিপরীতে
গোকুল মজিল পারা।
এত দিন বাস ঘুচিল সে আশ
না দেখি এমন ধারা॥
এক শিঙ্গা মাতে(১) বলাইর হাতে
আমার আছয়ে বাঁশী।
এই দুই বিনে না শুনি কখনে
কোথা হইতে বাজে বাঁশী॥
জয় কলরব ঘন ঘন রব
দেখি বিপরীত পারা।
চণ্ডীদাস কহে রোহিণী-নন্দন
ভয়েতে হইল ভোরা (২)॥

(শ্রীরাগ)

বলরামের নিজ ধেনু বাছিয়া লইল।
ছিদাম বোলেন তবে মুঞি(৩) যাইতে হৈল॥
বসুদাম বলে ভাই শুন রে রাখাল।
ধেনু রাখ এক ভাই ঘরে যাই চল॥
শ্রীমতীর রাখাল ধায় যমুনার তীরে।
সুবলের সহিতে কানু যায় ধীরে ধীরে॥
শ্রীমতীর বলরাম ঘুরায় পাচনি।
ঘন ঘন গগনে গরজে শিঙ্গা-ধ্বনি॥
চণ্ডীদাস কহে তখন শুনহ কানাই।
ঠেকিলে দারুণ বনে যেতে পাবে নাই॥

(শ্রীরাগ)

কিবা নাম কোথায় থাকো কাহার রাখাল।
কাহার নন্দন তুমি রাখো কার পাল॥
নব বৃন্দাবনে থাকো না মানো দোহাই(৪)।
আমার সাক্ষাতে দিয়া কেন যাও নাই॥
আপনার মান রাখো নহে যাও ফিরি।
তোমার গৌরব আমি ভেদিতেহ(১) পারি॥
চণ্ডীদাস কহে শুন আমার বচন।
তোমার লাগিয়া ফিরি গহন কানন॥

(শ্রীরাগ)

যতহু মনের কথা সকল কহিল।
যতেক মনের সাধ সকল পুরাইল॥
ললিতা কহয়ে ধনি শুনহ বচনে।
রাখালের বেশে ধনি দাঁড়াও শ্যামের বামে॥
শুনিয়া ললিতার কথা হরষিত হিয়া।
শ্যামের বামে দাঁড়াইলা তিরিভঙ্গ(২) হৈয়া॥
যত সখীগণ হেরে আনন্দ অন্তর।
চণ্ডীদাস কহে হেন সুখের সায়র(৩)

(বিভাস)

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে।
শাঙলী(৪) ধবলী বলি আনন্দিত অঙ্গে॥
আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল।
রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল॥
কোন্ গ্রামে বসতি রে, কোন্ গ্রামে ঘর।
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর॥
কাহার নন্দন তোরা সত্য করি বল।
মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিভোল॥
রাধা-অঙ্গের গন্ধে কৃষ্ণের নাসিকা মাতায়।
আপাদমস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায়॥
ললিতা হাসিয়া বলে শুন শ্যাম-ধন।
রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন॥
চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি।
হের গো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাণী॥

১। মত্ত হয়—"সুন্দর বাজে" এই অর্থে। ২। বিহ্বল। ৩। আমার। ৪। নিবারণ।

১। খর্ব্ব করিতে। ২। ত্রিভঙ্গ। ৩। সাগর। ৪। 'ধবলী' যেমন গরুর গোপালক-কল্পিত নাম, 'শাঙলী'ও তদ্রূপ।

বলরামের রূপ

(সুহিনী)

দেখ বলরাম ভুবন-মাঝে।
রূপ দেখি কাম মরমে লাজে ॥
চাঁচর চিকুরে চামরী মজে।
নানা ফুল ডাল তাহাতে সাজে ॥
রজত মুকুরে মাজিয়ে মুখ।
তা দেখিয়া চাঁদের মরমে দুখ ॥
তিলক বলিত ললিত ভালে।
মুগ্ধ ভ্রমরা অলক জালে ॥
অরুণ দীঘল নয়ন দেখি।
বিকচ কমল কিসে বা লেখি(১) ॥
পাত সহিত কদম্ব ফুলে।
শ্রবণে মকর-কুণ্ডল দোলে ॥
তিলফুল জিনি সুন্দর নাসা।
নাগরী জনার মনের বাসা(২) ॥
অরুণ বরণ দশনবাস(৩)।
বাঁধুলি ফুলের গরবনাশ ॥
কুন্দ-কোরক জিনিয়া দ্বিজ(৪)।
কি ছার তাহাতে করক-বীজ(৫) ॥
চণ্ডীদাস কহে হাসির কাছে।
আর কি জগতে অমৃত আছে ॥

(গান্ধার)

ফটিক অঙ্গের জনু রজত-সুন্দর তনু
রসে ঢল ঢল বলরাম।
বিগত-কলঙ্ক চাঁদ কোটি গুঞ্জা মুখছাঁদ
মৃগমদ তিলক অনুপাম ॥
চাঁচর চিকুরে চূড়া বনফুল মালা বেড়া
টলমল শিখিদল তায়।
পরিমলে উনমত মধুকরে কত শত
মধু পিবি(৬) মধুরিম গায় ॥
পরিসর ভাল-স্থল বিলোল অলকমাল
মুখচন্দ্র অতি অপরূপ।
হেরিতে চকিত চিত চমকিত অতি ভীত
কত শত মনমথ ভূপ ॥
উন্নত বঙ্কিম চারু কন্দর্প কামান ভুরু
কমল পলাশ দুটি আঁখি।
বারুণী অলস ঘোরে মেলিতে না পারে জোরে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু যেন দেখি ॥
নাসাপুটে ঝলমল বিলাস মুকুতাফল
সুরঙ্গ(১) অধরে সদা হাসি।
হেরিয়া দশনপাঁতি সিন্দুর মুকুতা জাতি
অমিয়া উগারে রাশি রাশি ॥
বামকর্ণে ঝলমল মণিময় কুণ্ডল
দক্ষিণেতে নবীন মঞ্জরী।
কণ্ঠহার পরিপাটী দেখিতে সোনার কাঁঠি
উরে গুঞ্জা অতি মনোহারী ॥
রঙ্গণ(২) মালতী কুন্দ করবীর অরবিন্দ
থরে থরে লাগয়ে তাহাতে।
কুন্দ মল্লিকা জাতী কনক চম্পক যূথি
রমণক তুলসীর পাতে ॥
মন্দার অশোক ধূপ সেফালিকা সাঙলা(৩) ফুল
আর যত বনফুল ভালে।
ভ্রমিছে ভ্রমরা তায় মধুর মধুর গায়
উরুপর দোলে বনমালে ॥
করভ-শাবকশুণ্ড সুবলিত ভুজদণ্ড
কনক-কেয়ূর তায় সাজে।
অঙ্গদ বলয় মণি নীল পাটের থোপনি(৪)
মণিবন্ধ বাহুতে বিরাজে ॥
শ্রীদাম সুদাম সাথে চলিলা ভাণ্ডীর পথে
চণ্ডীদাস দেখে সকৌতুকে।
দেখ দেখ রাম রায় না ঠেলিও রাঙ্গা পায়
চরণেতে রেখহ আমাকে ॥

১। লজ্জা পায়। ২। অন্তর্নিহিত। ৩। দন্তের বেষ্টন—মাড়ি। ৪। দন্ত। ৫। বাঁশের ফোঁড়। ৬। পান করিয়া।

১। সুরঞ্জিত বক্কিক।
২। রঙ্গণ—লাল ফুল।
৩। শাফলা ফুল। ৪। গুচ্ছ।

প্রৌঢ়ার উক্তি

নীলরতন বাবুর পুস্তকে এই পদটি "বড়াইর উক্তি" বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে।

(গান্ধার)

নিতি নিতি এসে যায় রাধা সনে কথা কয়
শুনিয়াছিলাম পরের মুখে।
মনে করি কোন দিনে দেখা হবে তার সনে
ভাল হইল দেখিলাম তোকে ॥
চেট্টে নেট্টে(১) যায় জলে তারে তুমি ধর চুলে
এমত তোমার কোন্ রীত।
যার তুমি ধর চুলে সেই এসে মোরে বলে
নহিলে নহিতাম পরতীত(২) ॥
সুজন কখন নও পরনারী নিতে চাও
এমতি তোমার অভিলাষ।
আমি ত শুনিলাম ভালে যদি শুনে তার কুলে
শুনিলে হইবে অপভাষ(১) ॥
নিশ্বাস-প্রশ্বাস কর আছাড় খাইঞা পড়
বুঝিলাম তোমার মনের কথা।
নহে কেন ঘাটে মাঠে তোমার অপযশ রটে
শুনিবারে পাইব সব কথা ॥
আমার কথাটি শুন না করিহ ইহা পুন
না মজে নন্দের কুল গারি।
চণ্ডীদাসেতে কয় এ কথা কি মনে লয়
নাগরীর পতি(২) হৈল বৈরী ॥

কৃষ্ণের আপ্তদূতী

(তিরোতা ধানশী)

সে যে নাগর গুণধাম্।
জপয়ে তোহারি নাম ॥
শুনিতে তোহারি বাত।
পুলকে ভরয়ে গাত(৩) ॥
অবনত করি শির।
লোচনে ঝরয়ে নীর ॥
যদি বা পুছিয়ে বাণী।
উলট করয়ে পাণি ॥
কহিয়ে তাহারি রীতে।
আন না বুঝিবি চিতে ॥
ধৈরয নাহিক তায়।
বড়ু(৪) চণ্ডীদাসে গায় ॥

১। অল্পবয়স্ক বধূ (চেটো নেটো)।
২। প্রত্যয়—(বিশ্বাস) করিতাম না।
৩। গাত্র—দেহ পুলকিত হয়।
৪। বিপ্র।

(শ্রীরাগ)

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইনু পুন ॥
না বাঁধে চিকুর না পরে চীর।
না খায় আহার না পিয়ে নীর ॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি।
যত তত করি না হয়ে সুধি(৩) ॥
সোনার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম ॥
না চিনে মানুষ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি রহিছে চাই ॥
তুলাখানি দিলে নাসিকা-মাঝে।
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে ॥
আছয়ে শ্বাস না রহে জীব।
বিলম্ব না কর আমার দীব(৪) ॥
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা।
কেবল মরমে ঔষধ রাধা ॥

১। অপযশ। ২। নাতি নাকি (কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে)। ৩। বুদ্ধি স্থির।
৪। দিব্য।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য

(বরাড়ী)

বাদিয়ার বেশ ধরি বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী
আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাঁড়ি ঢাকনি বাহির করয়ে ফণী
তুলিয়া লইল এক গলে ॥
বিষহরী বলি দেয় কর।
শুনিয়া যতেক বালা দেখিতে আইল খেলা
খেলাইছে মাল(১) পুরন্দর ॥
সাপিনীরে দেয় খোব(২) সাপিনী বাড়ায় কোপ
দণ্ড(৩) করি উঠি ধরে ফণা।
অঙ্গুলী মুড়িয়া যায় সাপিনী ফিরিয়া চায
ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা(৪) ॥
খেলা দেখি গোপীগণ বড় আনন্দিত মন
কহে 'তুমি থাক কোন্ স্থানে ?'
"থাকি বনের ভিতরে নাগদমন বলে মোরে
নাম মোর জানে সব জনে ॥
বসন মাগিবার তরে আইনু তোমার ঘরে
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব ভাল একখানি পাব
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি ॥"
"বটের(৫) ভিখারী হও বহুমূল্য নিতে চাও
নহিলে শোভিত চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর তেনা(৬) পরিধান কর
সদাই বেড়াও নদীতটে ॥"
বেদে কহে ধীরে ধীরে "তোমার বস্ত্র নিব শিরে
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে অভিলাষ হয় চিতে
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥"
"চুপ করে থাক বেদে যা পাও তা নেও সেধে
ভরমে ভরমে(৭) যাও ঘরে।"
"চুরি-দারি নাহি করি ভিক্ষা করি পেট ভরি
আমি ভয় করিব কাহারে ?
তোমা লঞা করি ক্রীড়া তুমি কেন মান পীড়া
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় বাদিয়া যে এই নয়
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে ॥

১। সাপের ওঝা। ২। সামান্য আঘাত। ৩। দণ্ডের আকারে ফণা ধরিয়া উঠে। ৪। জঙ্ঘা দেশ। ৫। কড়ির। ৬। ছেঁড়া কাপড়। ৭। সম্ভ্রমে।

(বালা ধানশী)

গোকুল-নগরে ইন্দ্র-পূজা করে
দেখি আইল যত নারী।
নগর-ভিতর মহা কলরব
নাগর হইল পসারী ॥
দোকান দাকান(১) মেলিল তখন
দেখিয়া গাহকীগণ।
কহয়ে পসারী "বহু দ্রব্য আছে
যে নিতে চাহে যে ধন ॥
মুকুতা প্রবাল মণিময় হার
পোতিক(২) মাণিক যত।
বহু দিন মনে আনিনু যতনে
তোমাদের অভিমত ॥"
খন্তিক(৩) পুতিয়া মুকুতা বুলায়া
কহয়ে গাহকী আগে।
শুনি গাহকিনী আসিয়া আপনি
দোকান-নিকটে লাগে ॥
সুমধুর বাণী বলে সে দোকানী
"কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতা মাল লইলে ভাল
কড়ি যে লাগিবে বাড়া ॥"
শুনি নারীগণ বলয়ে বচন
"গাহকী নাহি যে মোরা।"
"কিবা ভাগ্য মেনে দেখ্যাছ জনমে
এমন ধন যে তোরা ॥"
যুবতী রসাল নিল এক মাল
দিল এক সখা-গলে।
পরিমাণ(৪) হলো আনন্দ বাড়িল
"কতেক লইবে" বলে ॥
আর এক জনে সাধ করি মনে
লইল সোনার সূচ।
লেই চলি যায় বেতন না দেয়
পসারী ধরিল কুচ ॥
ফেরাফেরি করে কুচ নাহি ছাড়ে
কহে "মূল্য দেহ মোর।"
সঘন বদনে করয়ে চুম্বন
"এমত কাজ যে তোর ॥"

১। দোকান-টোকান। ২। খনিজ। ৩। লৌহদণ্ড। ৪। মানানসই।

কাড়াকাড়ি ঘন না মানে বারণ
অরাজক হলো পারা।
যাহার যে ধন কাটে সেই জন
রক্ষক হইবে কারা॥
রজকী সঙ্গতি চণ্ডীদাস গতি
রচিল অনেক বটে।
দোকান দাকান হলো সমাধান
সকল গেল যে লুটে॥

(তুড়ি)

কানুর পিরীতি কুহকের রীতি
সকলি মিছাই রঙ্গ।
ডাদড়ি লৈঞা গ্রামেতে চড়িয়া
ফিরিয়ে করিয়ে সঙ্গ॥
সই, কানু বড় জানে বাজি।
বাঁশ বংশীধারী মদন সঙ্গে করি
ঢোলক ঢালক সাজি॥
মদন ঘুরিয়া বেঢ়ায় ফিরিয়া
যুবতী বাহির করে।
দুইটি গুটিয়া লুফিয়া ফেলাঞা
বুকের উপরে ধরে॥
ধীরি ধীরি যায় ভঙ্গী করি চায়।
রঙ্গ দেখে সব লোকে।
দাঁড়ায়ে পায়ে উঠয়ে তাহে
থাকি থাকি দেই ঝোঁকে॥
মুকুতা প্রবাল উগরে সকল
আর বহুমূল্য হীরা।
একবার আসি উগরে রাশি
নাচিয়ে বেড়ায় ফিরা॥
কতক্ষণ বই বাঁশ হাতে লই
যুবতী হিয়ার পাড়ে।
জঙ্ঘে জঙ্ঘ দিয়া পায়েতে ছান্দিয়া
বাঁশের উপরে চড়ে॥
চড়িয়া উপরে ঝুলিয়া পড়য়ে
চুম্বই যুবতী-মুখে।
মুখে মুখ দিয়া পান গুয়া নিয়া
ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে॥
লোক নহে রাজি কেমন সে বাজি
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডীদাস কয় বাজী মিছে নয়
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে॥

(কামোদ)

নামিল আসিয়া বসিল হাসিয়া
কহয়ে বেতন দাও।
বেতনের কালে হাত দিয়া গালে
যুবতী সকলে কয়॥
সই, বাজিকরে নিবে যে কি ?
যত কিছু দেই কিছুই না লয়
বলে আমারে জিজ্ঞাস কি ?
মনে এই করি দেহ কুচগিরি
আর তব মুখ-সুধা।
আর এক হয় মোর মনে লয়
তাহে মোরে দেহ জুদা॥
সুন্দরীগণে বুঝিল মনে
ইহার গ্রাহক তুমি।
ঢিটের ঢিটানি(১) খেতের মিঠানি
সকলি জানি যে আমি॥
চণ্ডীদাস কয় তবে কেন নয়
জানিয়া চতুরপণা।
বুঝিলে না বুঝে কহিলে না সুজে
তাহারে বলি যে কাণা॥

মানভঙ্গের পদ

(ধানশী)

না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর।
বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর॥
শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরী।
আমারে সাজায়ে দেহ নবীন এক নারী॥
চুড়া ধড়া তেয়াগিয়া কাঁচলি পরিল।
নাপিতিনী বেশ ধরি নাগর দাঁড়াইল॥
জয় রাধে শ্রীরাধে বলি করিল গমন।
রাইএর মন্দিরে আসি দিল দরশন॥
কি লাগিয়ে ধূলায় পড়ে বিনোদিনী রাই।
হের এস তুয়া পায়ে যাবক পরাই॥
চরণ মুকুরে শ্যাম নিজ মুখ দেখে।
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে॥
সচকিত হয়ে ধনী চরণ পানে চায়।
আচম্বিতে শ্যাম অঙ্গের গন্ধ কেন পায়॥
ইঙ্গিতে কহিল তখন বিশাখা সুন্দরী।
নাপিতিনী নহে তোমার নাগর বংশীধারী॥
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
আর না করিব মান চণ্ডীদাসে বলে॥

১। ধৃষ্টের ধৃষ্টতা

(ধানশী)

ধরি নাপিতিনী বেশ   মহলেতে পরবেশ
যেখানেতে বসিয়াছে রাই।
হাতে নিয়া দরপণী   খোলে নখরঞ্জিনী(১)
বোলে বৈস, দেই কামাই॥
বসিলা যে রসবতী নারী।
খুলিল কনক-বাটি   আনিয়া জলের ঘটি
ঢালিলেক সুবাসিত বারি॥
করে নখ-রঞ্জিনী   চাঁছয়ে নখের কণি
শোভিত করিল যেন চাঁদে।
আলসে অবশপ্রায়   ঘুম লাগে আধ গায়
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে॥
নাপিতিনী একে শ্যামা   ননীর অধিক ঝামা
বুলাইছে মনের আনন্দে।
ঘষি ঘষি রাঙ্গা পায়   আলতা লাগায় তায়
রচয়ে মনের হরষেতে॥
রচয়ে বিচিত্র করি   চরণ হৃদয়ে ধরি
তলে লিখে আপনার নাম।
কত রস পরকাশি   হাসয়ে ঈষৎ হাসি
নিরখি নিরখি অবিরাম॥
নাপিতিনী বলে "ধনি   দেখহ চরণখানি
ভাল মন্দ করহ বিচার।"
দেখি সুবদনী কহে   "কি নাম লিখিলা উহে
পরিচয় দেও আপনার॥"
নাপিতিনী কহে "ধনি   শ্যাম নাম ধরি আমি
বসতি যে তোমার নগরে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়   এই নাপিতিনী নয়
কামাইলা যাও নিজ ঘরে॥

(সুহিনী)

নাপিতিনী কহে "শুন লো সই।
অনাথিনী জনের বেতন কই?
কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে।
বেতন লাগিয়া বসিয়া আছে॥
যদি কহে তবে নিকটে যাই।
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই।"
শুনি সখী কহে রাইএর কাছে।
"নাপিতিনী বসি আছয়ে নাছে(২)॥"
রাই কহে, "তবে আনহ তায়।
কতেক বেতন আমায় চায়?"
সখী যাই তবে ডাকয়ে আইস।
আসিয়া রাইএর নিকটে বৈস॥
বসিল দুখিনী নাপিতিনী শ্যামা।
কহয়ে "বেতন দেহ যে রামা॥"
রাই কহে "কিবা হইবে তোর।"
সে কহে "বেতনে নাহিক ওর(১)॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই।
"হেন নাপিতিনী দেখি যে নাই॥
এমতে ধন যে করেছ কত?"
সে কহে "ভুবনে আছয়ে যত॥
এক ধন আছে তোমার ঠাঁই।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই॥
হৃদয়ে কনক-কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে॥
তাহার পরশ-রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গৌরী।
"ভাল নাপিতিনী পরাণ-চোরী(২)॥
পরশ-রতন পাইবা বনে।
এখনে চলহ নিজ ভবনে।"
চণ্ডীদাস কহে না কর লাজ।
নাপিতিনী নহে রসিক-রাজ॥

(সুহিনী)

এক দিন মনে রভস কাজ।
মালিনী হইল রসিক-রাজ॥
ফুলমালা গাঁথি বুলায়ে হাতে।
"কে নিবে, কে নিবে" ফুকারে পথে॥
তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
রাই কহে "কত লইবে কড়ি?"
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল(৩) করে ঈষৎ হাসি॥
মালিনী কহয়ে "সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে॥"
এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করিল ছলে॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে।
"এত ঢিটপনা(৪) আসিয়া ঘরে?"
নাগর কহয়ে "নহি যে পর।"
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর॥

---

১ নরুন।
২ বাহির-দুয়ারে।

১ সীমা—শেষ ২। প্রাণচোর ৩। দর করে। ৪।

(ভাটিয়ারী)

"গোকুল নগরে ফিরি ঘরে ঘরে
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যে রোগ যাহার দেখি একবার
ভাল যে করিতে পারি ॥
শিরে শিরঃশূল পিরীতির জ্বর
হয়ে থাকে যে রোগীর।
বচন না চলে আঁখি নাহি মেলে
তাহারে পিয়াই নীর ॥
কেবল একান্ত ধন্বন্তরি।
নাহি জানে বিধি এমন ঔষধি
পিয়াইলে যায় জ্বরি ॥
ঔষধ খেয়ে ভাল যে হয়ে
বট দিও তবে পাছে।"
এক জন তথা শুনিয়া সে কথা
কহিল রাধার কাছে ॥
"পরের মুখে শুনিয়া সুখে
হরষিত হলো মন।
বলে যে যাইয়া আনহ ডাকিয়া
দেখি সে কেমন জন ॥"
এ কথা শুনিয়া বাহির হইয়া
কহে এক সখী ধাই।
"মোদের ঘরে রোগী আছে জ্বরে
দেখ একবার যাই ॥"
"এই বাড়া হইতে আসিহ ত্বরিতে
এইখানে থাক বসি।"
সাজ সাজাইতে চলিল নিভৃতে
চণ্ডীদাস কহে হাসি ॥

(ভাটিয়ারী)

আপন বসন ঘুচায়ে তখন
লেপয়ে কেশেতে মাটি।
ভকল্লবি(১) ছাদে বসন পিঁধে
রঙ্গে যে চলয়ে হাঁটি ॥
মনোহর ঝুলি কাঁধে।
তাহার ভিতর শিকড়-নিকর
যতন করিয়া বাঁধে ॥
ঘুচাইয়া লাজে চিকিচ্ছার কাজে
বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুচায়ে বসন নিরখে বদন
বলে "রোগ যে ইহার আছে ॥"

১। ভদ্রতার রীতিসম্মত।

বাম হাত ধরি অঙ্গুলি মোড়ি
দেখে ধাতু(১) কিবা বয়।
"পিরীতির জ্বরে জ্বরেছে ইহারে
পরাণ রয় কি না রয় ॥"
হাসিয়া নাগরী উঠি অঙ্গ মোড়ি
"ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে হইবে সবল
বেয়াধি কেমনে ছুটে ॥"
"ঔষধ যে হয় মনে করি ভয়
এখনি খাওয়ায়ে যেতেম।
ভাল যে হইত জ্বর যে যাইত
যদি সে সময় পেতেম ॥"
তখন নাগরী বুঝিলা চাতুরী
চিটি সে নাগররাজ।
বাশুলী-নিকটে চণ্ডীদাস রটে
এমন কাহার কাজ।

(বরাড়ী)

দেয়াশিনী(২) বেশে সাজি বিনোদবর।
ধীরি ধীরি করি চলে হরষ অন্তর ॥
গোকুল নগরে এই শব্দ উঠিল।
একজন দেয়াশিনী ব্রজেতে আইল ॥
তাহারে দেখিবার তরে লোকের গহন(৩)।
সব ব্রজবাসী চলে হরষিত মন ॥
প্রণমিল দেয়াশিনীর চরণকমলে।
বয়ান ভাসিল প্রেমে নয়নের জলে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসের মনে আনন্দ বাড়িল।
কোথা হৈতে আইলা তুমি এ ব্রজমণ্ডল ॥

(শ্রীরাগ)

মথুরাপুরেতে ধাম কপটে বলয়ে শ্যাম
আইলাম এই বৃন্দাবনে।
মম মনে বাঞ্ছা এই সকল তোমারে কই
শুন শুন বলি তোমা স্থানে ॥
দেবী আরাধনা করি ভিক্ষার লাগিয়া ফিরি
আর করি তীর্থেতে ভ্রমণ।
হই আমি তীর্থবাসী সদাই আনন্দে ভাসি
এই সত্য বলি হে বচন ॥

১। নাড়ী।
২। তন্ত্র-মন্ত্রে চিকিৎসা-কারিণী নারী।
৩। ভিড়।

জিজ্ঞাসা করিলা যেই তাহাতে তোমারে কই
ব্রজমাঝে রব কিছু কাল।
ইহা বলি দেয়াশিনী চলে পুন একাকিনী
ঘন ঘন বাজাইয়া গাল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে আনন্দিত হয়ে মনে
জিজ্ঞাসিল কোথা ভানুপুর।
দেখিব তাহার ধাম কপটে বলয়ে শ্যাম
রস লাগি রসিক চতুর॥

(সিন্ধুড়া)

দেয়াশিনী-বেশে মহলে প্রবেশে
রাধিকায় দেখিবার তরে।
সুরক্ত চন্দন কপালে লেপন
কুণ্ডল কানেতে পরে॥
সাজি ধরল বাম করে।
পিঁধিয়া বিভুতি সাজল মুরতি
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে॥
কহে জয় দেবী ব্রজপুর সেবি
গোকুল-রক্ষক নীতি।
গোপ-গোয়ালিনী সুভাগ্য-দায়িনী
পূজ দেবী ভগবতী॥
আশীর্ব্বাদ শুনি গোপের রমণী
আইলা দেয়াশিনীর কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে যত মন লয়ে
বোলে "গোপ ভাল আছে॥
সবাকার জয় শত্রু হবে ক্ষয়
মনে ভয় না ভাবিবে।
তোমাদের পতি সুন্দর সুমতি
সবাকার ভাল হবে॥"
সঙ্গেতে কুটিলা আসিয়া জটিলা
পড়য়ে চরণ ধরি।
"আমার বধূর পতির মঙ্গল
বর দেহ কৃপা করি॥"
শুনি দেয়াশিনী হরষিত বাণী
জটিলা-সম্মুখে কয়।
"বর যে লইবে ভালই হইবে
নিকটে আনিতে হয়॥"
জটিলা যাইয়া আনিল ধরিয়া
আপন বধূর হাতে।
বসিলা হরষে দেয়াশিনী-পাশে
ঘুচায়ে বসন মাথে॥

দেখি দেয়াশিনী বলে শুভ বাণী
"সব সুলক্ষণযুতা।
গন্ধর্ব্বপাবনী জগততারিণী
রাধা নাম ভানুসুতা॥"
ধরি ধনির হাতে মনের আকুতে
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে আনন্দিত চিতে
মদন কৈল বিকার॥
সাজিটি খুলিয়া ফুলটি তুলিয়া
বাঁধেন নাগরী-চুলে।
"আনন্দে থাকিবে সকলি পাইবে
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥"
শুনিয়' সুন্দরী কহে ধীরি ধীরি
"এ কথা কহবি মোয়।
আমার হিয়ার ব্যথাটি ঘুচয়ে
তবে সে জানি যে তোয়॥"
"একটি শপথি রাখহ যুবতি
কহিতে বাসি যে ভয়।
পরপতি(১) সনে বেঁধেছে পরাণে
ইহাই দেবত কয়॥"
হাসিয়া নাগরী চাহে ফিরি ফিরি
"দেয়াশিনী, ঘর কোথা?"
"আমার ঘর হয় যে নগর
কহিব বিরলে কথা॥"
সঙ্কেতে বুঝিয়া নয়ন ফিরিয়া
তাক করে এক দিঠে(২)।
নিরখি বদন চিহ্নল(৩) তখন
শ্যাম নাগর চিটে॥
ধীরে ধীরে করি বসন সংবরি
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাস কয় সুবুদ্ধি যে হয়
বেকত করয়ে কাজে॥

(সিন্ধুড়া)

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন আমলকী-বর্ত্তন(৪)
যতন করিয়া আনে॥

১। পরপুরুষ।
২। এক দৃষ্টিতে। ৩। চিনিতে পারিল।
৪। বাটা—যাহা পেষন করা হইয়াছে।

কেশর যাবক কস্তুরী দ্রাবক(১)
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা (২) সুকুঙ্কুম কর্পূর চন্দন
আনিল মুথা(৩) শিকড়॥
থালিতে করিয়া আনিল ভরিয়া
উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি ফিরে বাড়ি বাড়ি
ভানুর দুয়ারে গিয়া॥
চুবক(৪) লইবে ফুকরি কহয়ে
আইল দাসী যে তবে।
"মোদের মহলে আসি দেহ বোলে
অনেক নিতে যে হবে॥"
থালিতে ধরিয়া আসিল লইয়া
যেখানে নাগরী বসি॥
চুয়া সুচন্দন করহ রচন
বেণ্যানী মনেতে খুশী॥
"চন্দন চুবক লইবে কতেক
জানিতে চাহি যে আমি।"
"সকলি লইব বেতন সে দিব
যতেক আনহ তুমি॥"
আমলকী হাতে দিলে যে মাথে
ঘষিতে লাগিল কেশ।
ঘষিতে ঘসিতে শ্রম যে হইল
নাগরী পাইল ক্লেশ॥
সুমধুর বাণী কহে সে বেণানী
"আমি যে মাথায় ভালে।
মোরে বল সখি খানিক আমলকী
মাথায়ে দিয়ে চুলে॥"
বলিয়া বেণানী বসিল আপনি
চুয়া মাখিবার তরে।
চুল যে ঝাড়িয়া হাত নামাইয়া
মাথায় হৃদয়-পরে॥
পরশে নাগরী হইলা আগরী(৫)
পড়িলা বেণ্যানী-কোরে।
নিন্দ(৬) সে আইল অতি সুখ হইল
সব শ্রম গেল দূরে॥
বেণ্যানী বলে "গেল সে বেলে
যাইতে চাহি যে ঘরে।"
উঠিলা নাগরী বসন সংবরি
কহে "কি লাগিবে মোরে॥"

১। নির্য্যাস। ২। সুগন্ধ। ৩। মুল।
৪। চুয়া। ৫। বিবশ। ৬ নিদ্রা।

বট(১) আনিবারে কহিলা সখীরে
শুনিয়া নাগররাজে।
কহে "না লইব আর ধন নিব
না কহি তোমারে লাজে॥"
"কহ না কেনে কি আছে মনে
শুনিতে চাহি যে আমি।
থাকিলে পাইবে নতুবা যাইবে
থির হইয়া কহ তুমি॥"
বেণ্যানী কহয়ে "হিয়ার ভিতরে
বড় ধন আছে সেহ।
কৃপা যে করিয়া বাস উঘারিয়া
সে ধন আমারে দেহ॥"
তখনে নাগরী, বুঝিলা চাতুরি
হাসিয়া আপন মনে।
"গন্ধের বেতন হইল এমন
জীবন যৌবন টানে॥
কর সমাধান বুঝিলাম কান
আর না বলিব মোরে।
এতেক গুণে মারহ পরাণে
কেবা শিখাইল তোরে॥
পরের নারী আশ যে করি
মরয়ে আপন মনে।
কোথা বা হইয়াছে কেবা পাইয়াছে
না দেখি যে কোন স্থানে॥"
চণ্ডীদাস কহে কত ঠাঁই হয়
যাহাতে যাহাতে বনে(২)।
যৌবন ধনে কিবা বা মানে
সঁপে সে প্রাণে প্রাণে॥

(ধানশী)

শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন।
গ্রহ-বিপ্রবেশে যান ভানুর ভবন॥
পাজি লয়ে কক্ষে করি ফিরি দ্বারে দ্বারে।
উপনীত রাই-পাশে ভানুরাজপুরে॥
বিশাখা দেখিয়া তবে নিবাস জিজ্ঞাসে।
শ্যামল সুন্দর লহু লহু করি হাসে॥
বিপ্র কহে ঘর মোর হস্তিনানগর।
বিদেশে বেড়ায়ে খাই শুন হে উত্তর॥
প্রশ্ন দেখাবার তরে যে ডাকে আমারে।
তাহার বাড়ীতে যাই হরষ অন্তরে॥

১। অর্থ—টাকাকড়ি। ২। মিল হয়।

দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে এই গ্রহাচার্য্য।
প্রশ্নেতে পারগ(১) বড় গণনাতে আর্য্য॥
তোমাদের মনেতে যে আছে সে বলিবে।
ইহারে জড়ায়ে ধর উত্তর পাইবে॥

(তুড়ি)

এক দিন বর নাগর শেখর
কদম্বতরুর তলে।
বৃকভানুসুতে সখীগণ সাথে
যাইতে যমুনা জলে॥
রসের শেখর নাগর-চতুর
উপনীত সে পথে।
শির পরশিয়া বচনের ছলে
সঙ্কেতে করল তাতে॥
গোধন চালায়ে শিশুগণ লয়ে
গমন করিলা ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে সখীগণ সঙ্গে
রাই আইলা গৃহ-মাঝে॥

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
শুন লো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত বঁধুর সঙ্কেত
না ছাড় আপন হিয়ে॥

(ধানশী)

যাইতে জলে কদম্বতলে
ছলিতে গোপের নারী।
কালিয়া বরণ হিরণ(১) পিধণ(২)
বাঁকিয়া রহিল ঠারি॥
মোহন মুরলী হাতে।
যে পথে যাইবে গোপের বালা
দাঁড়াইল সেই পথে॥
"যাও আন বাটে গেলে এ ঘাটে
বড়ই বাধিবে লেঠা।"
সখী কহে "নিতি এই পথে যাই
আজি ঠেকাইবে কেটা?"
হয় বোলাবুলি করে ঠেলাঠেলি
হৈল অরাজক পারা।
চণ্ডীদাস কহে কালিয়া নাগর
ছি ছি! লাজে মরি মোরা॥

প্রেমবৈচিত্ত্য

(সুহিনী)

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায়(২) তিতিল(৩) দে(৪)॥
সই, এ কথা কহন নহে।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন্ কি জানি কহে॥
পিয়ার পিরীতি প্রথম আরতি
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ॥

কপট পিরীতি আরতি বাঢ়ায়
মরণ অধিক বাজে।
লোক চরচায় কুলে(৩) রক্ষা দায়
জগত ভরিল লাজে॥
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মনু(৪)।
কহিতে কহিতে তনু জরজর
পাগলী হইয়া গেনু॥
এমতি পিরীতি না জানি এ রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম হয় দুঃখময়
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

১। উত্তর দানে সমর্থ।
২। বিষেতে—(পাঠান্তর)।
৩। তিক্ত হইল। ৪। দেহ।

১। স্বর্ণবর্ণ। ২। পরিধান—বসন
৩। কুলের খাচার (পাঠান্তর)।
৪। মনুঁ (পাঠান্তর)—মরিলাম।

(শ্রীরাগ)

পিরীতি সুখের(১) সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল প্রেম-সরোবর
নিরমিল তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন জ্বালা জলের শিহালা(২)
পড়সী জিয়ল(৩) মাছে।
কুল-পানিফল কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক-পানায় সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি,
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি(৪)॥

(শ্রীরাগ)

পিরীতি বলিয়া একটি কমল
রসের সাগর-মাঝে।
প্রেম-পরিমল লুবধ ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে॥
ভমরা জানয়ে কমল-মাধুরী
তেঁহ(৫) সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে কহে অপযশ॥
সই, এ কথা বুঝিবে কে?
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিবে দে॥
ধরম করম লোক চরচাতে(৬)
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর যাহার মরমে
সেই সে বলিতে পারে॥

চণ্ডীদাস কহে শুন লো সুন্দরি
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক হইলে
কি ছার পরাণ তার॥

(শ্রীরাগ)

পিরীতি পিরীতি কি রীতি মুরতি
হৃদয়ে লাগয়ে সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গড়ল কে॥
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটিল
পরাণপুতলি যথা॥
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল নিবাইল নহে(১)
হিয়ায় রহিল শেল॥
চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনী
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা॥

(শ্রীরাগ)

সই, পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি ভাবি নিরবধি
না জানিয়ে রাতি দিন॥
পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ পিরীতি মুরতি
কেবা করে পরতীত॥
পিরীতি মন্তর জপে যেই জন
নাহিক তার মূল।
বঁধুর পিরীতে আপনা বেচিনু
নিছি(২) দিনু জাতি কুল॥
সে রূপ-সাগরে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বান্ধল(৩) হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবল যে চিতে
নিবারিব কি বা দিয়া॥

১। রসের (পাঠান্তর)। ২। শেওলা। ৩। শিঙ্গী মাছ। ৪। ঠাঁই (পাঠান্তর)। ৫। তেঞি (পাঠান্তর)। ৬। চর্চাতে।

১। নিভালে না নিভায় (পাঠান্তর)। ২। নিঃশেষ করিয়া। ৩। বন্দী—(বাঁধিল)।

খাইতে খেয়েছি শুইতে শুয়েছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
অনল দিয়ে দুয়ারে(১) ॥

(ধানশী)

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
সিরজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে শুধাই কাহাতে
ঘুচাই মনের ব্যথা ॥
পিরীতি মূরতি পিরীতি রতন
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক জনমে জনমে
যজ্ঞ করিয়াছিল ॥
সই, পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা ॥
যে জন যা বিনে না রহে পরাণে
সে যে হইল কুলনাশী।
তবে কেন তারে কলঙ্কিনী বলে
অবোধ গোকুলবাসী ॥
গোকুল নগরে কেবা কি না করে
অবুধ মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডীদাস ভণে মরুক সে জনে
পরচরচায় থাকে ॥

(ধানশী)

সুখের লাগিয়া পিরীতি করিনু
শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত দুখ হবে ব'লে
কোন্ অভাগিনী জানে ॥
সই, পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত দুখ হবে ব'লে
স্বপনে নাহিক জানি ॥
কে হেন কালিয়া নিঠুর হইল
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আসে যে জন ফিরয়ে
সে এত নিঠুর কেন ॥

বল না কি বুদ্ধি করিব এখন
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি(১) পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল ॥
চণ্ডীদাদ কহে শুন বিনোদিনি
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ ॥

(শ্রীরাগ)

সুখের লাগিয়া রন্ধন করিনু
জ্বালাতে জ্বলিল দে।
স্বাদু নহিল জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কে ॥
সই, ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পিরীতি হেন রসবতী
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল ॥ ধ্রু ॥
পিরীতি রসের নাগর দেখিয়া
আরতি বাঢ়াইনু তাতে।
তবে সে সজনি দিবস রজনী
অনল উঠিল চিতে ॥
উঠিতে উঠিতে অধিক হইল
পিরীতে ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া একত্র করিয়া
ঐছন কানুর লেহ ॥
চণ্ডীদাস কয় হিয়ায় সহয়
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা বিষগুণা আধা
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল ॥

(শ্রীরাগ)

সুখের পিরীতি আনন্দ যে রীতি
দেখিতে সুন্দর হয়।
মধুর পীযূষে মদন সহিতে
মাখিবে সে রসময় ॥
সই, কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগে করি অনুরাগে
কেমনে গঠিল দে ॥ ধ্রু ॥
সাগর মাঝারে থাকয়ে অমিয়া
কেমনে পাইবে সেহ।

১। অনল দি ঘর দ্বারে (পাঠান্তর)

১। দগ্ধ।

মদন মাদন পাইল কোন স্থান
রসে নিরমিল দেহ ॥
তিন তিন গুণে বান্ধিলেক ঘুণে
পাঞ্জর ধসিয়া গেল।
যতন করিয়া অবলা বধিতে
আনিল এমতি শেল ॥
এমত অকাজ করে কোন্ রাজ
বুঝিতে নারিনু মোরা।
কুলের ধরমে ত্যজিনু মরমে
এমতি হউক তারা ॥
চণ্ডীদাস কয় মিছা গালি হয়
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপনি কলহ কাহিনী
আপন মনের সুখে ॥

(শ্রীরাগ)

আপনা খাইনু সোনা যে কিনিনু
ভূষণে ভূষিত দেহ।
সোনা যে নহিল পিতল হইল
এমতি কানুর লেহ ॥
সই, মদন সোনারে না চিনে সোনা।
সোনা যে বলিয়া পিতল আনিয়া
গড়ি দিল যে গহনা ॥ ধ্রু ॥
প্রতি(১)অঙ্গুলীতে ঝলক দেখিতে
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন যে গেল কাজ না হইল
শেল রহি গেল বুকে ॥
যেন মোর মতি তেমতি এ গতি
ভাবিয়া দেখিনু চিতে।
থলের কথায় পাথারে সাঁতারি
উঠিতে নারিনু ভিতে ॥
অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে
না পুরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহিক ঘরে সাধ বহু করে
বিহি(২) করে অনুবাদ(৩) ॥
চণ্ডীদাসে কহে বাশুলী-কৃপায়ে
আর নিবেদিব কায়।
তবু ত পিরীতি নাহি পায় যদি
পরাণে মরিয়া যায় ॥

১। পীরিতি ভাঙ্গিতে ও পরিতে অঙ্গেতে (পাঠান্তর)। ২। বিধি। ৩। অন্যথা—অন্য প্রকার।

(শ্রীরাগ)

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন(১) দ্বিগুণ হয় ॥
সই, কে বলে পিরীতি হীরা।
সোনায় জড়িয়া, হিয়ায় করিতে
দুখ উপজিল। ফিরা ॥ ধ্রু ॥
পরশ-পাথর বড়ই শীতল
কহয়ে সকল লোকে।
মুঞি অভাগিনী লাগিল আগুনি
পাইনু এতেক দুখে(২) ॥
সব কুলবতী করয়ে পিরীতি
এমত না হয় কারে।
এ পাড়া-পড়শী ডাকিনী সদৃশী
এমত না খায় তারে(৩) ॥
গৃহের গৃহিণী আর ননদিনী
বলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরাণে সহিবে কত ॥
নান্নুরের মাঠে গ্রামের হাটে
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ যে পাইব কোথা ॥

(শ্রীরাগ)

কানুর পিরীতি মরমে বেয়াধি(৪)
হইল এতেক দিনে।
মৈলে কি ছাড়িবে সঙ্গে না যাইবে
কি না করিব বিধানে ॥
সই, জীয়স্তে এমন জ্বালা।
জাতিকুলশীল সকলি ডুবিল
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা ॥ ধ্রু ॥
শয়নে স্বপনে না করিয়া মনে
ধরম গণিয়ে থাকি।
আসিয়া মদন দেয় কদর্থন(৫)
অন্তরের জ্বালায় উঁকি ॥

১। দ্বিগুণ জ্বালা যে হয় (পাঠান্তর)।
২। আমি অভাগিনী পিরীতি না জানি এতেক পাইনু শোকে (পাঠান্তর)।
৩। সকলি দোষয়ে মোরে। (পাঠান্তর)।
৪। মরণের সাথী (পাঠান্তর)।
৫। বিড়ম্বনা।

সরোবর মাঝে মীন যে থাকয়ে
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল হাতে লই জাল
তুরিতে ঝাঁপয়ে তারে॥
কানুর পিরীতি কালের বসতি
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে জারে(১) সেই জনে
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥
চণ্ডীদাস মন বাশুলী-চরণ
আদেশ রহুক নারি(২)।
সহিতে সহিতে কিছু না ভাবিয়ে
রহিবে একান্ত করি॥

(ধানশী)

আমরা সরল পিরীতি গরল
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ রতি বিছুরিনু(৩) পতি
কলঙ্ক সবাই কয়॥
সই দৈবে হৈল হেন মতি।
অন্তর জ্বলিল পরাণ পুড়িল
ঐছন পিরীতি-রীতি॥ ধ্রু॥
মাটি খোদাইয়া(৪) খাল বানাইয়া
উপরে দেওল চাপ।
আসে আহার দিয়া মারয়ে বান্ধিয়া
এমন করয়ে পাপ॥
নৌকাতে চড়াঞা দরিয়াতে লৈঞা
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করে ডুবিয়া না মরে
চলিল আপন ঘরে(৫)॥
চণ্ডীদাস কয় এমতি সে নয়
তুমি সে ভাবহ তারে।

(সুহিনী)

শুন সহচরি না কর চাতুরী
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মুরতি কানুর পিরীতি
কোথায় তাহার ঘর॥

১। জর্জ্জরিত করে। ২। রজকিনী। ৩। বিস্মৃত হইলাম। ৪। কাটাইয়া। ৫। উঠিতে না পারে কূলে (পাঠান্তর)॥

চলে কি বাহনে ঠিক(১) কোন স্থানে
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন্ অস্ত্র ধরে পারাবার করে
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে॥
পাইয়া সন্ধান হব সাবধান
না লব তাহার বা(২)।
নয়নে শ্রবণে বচনে ত্যজিব
সোঙরি তাহার পা॥
সখী কহে সার দেখি নরাকার
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরি বৈসে মনোপরি
জাতির বাহির সে॥
মন তার বাহন রক্ষক মদন
ভাবগণ তার সঙ্গে।
সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গে॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরীতি-নগরে বসতি করেছ
পরেছ পিরীতি-বাস॥

(শ্রীরাগ)

বিবিধ কুসুম যতনে আনিয়া
গাঁথিনু পিরীতি-মালা।
শীতল নহিল পরিমল গেল
জ্বালাতে জ্বলিল গলা॥
সেই মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া বিষ মিশাইয়া
হিয়ার মাঝারে দিল॥
জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল যে হিয়া
আপাদ-মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি কি করিব সখি
আগুন হইল ফুল॥
ফুলের উপর চন্দন লাগল
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া
পাঁজর ধসিয়া গেল॥

১। টিকে (পাঠান্তর)—অবস্থান করে। ২।। 'বাদ' বা বার্ত্তা। আবার বাতাস বা বায়ু এই অর্থেও প্রযুক্ত হইয়াছে ধরা যায়।

ধসিতে ধসিতে সকলি ধসিল
নির্ম্মল হইল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয় কহিলে না হয়
ঐছন কানুর লেহ॥

(শ্রীরাগ)

ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া
আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে গাছ সে হইল
সাধল মরণ নিজ॥
সই প্রেম-তনু কেন হৈল।
হায় অভাগিনী দিবস রজনী
সিঁচিতে জনম গেল॥
পিরীতি করিয়া সুখ যে পাইব
শুনিনু সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া
খাইনু আপন সুখে॥
অমিয়া হইত স্বাদু লাগিত
হইল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি শেষে হেন রীতি
জানিনু পুণ্যের বলে॥
যত মনে ছিল সকলি পূরিল
আর না চাহিব লেহা(১)।
চণ্ডীদাস কহে পরশন বিনে
কেমনে ধরিব দেহা॥

'রাসলীলা'

(ধানশী)

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজর(১) সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকসিত তথি
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল ডাল ফুল ভরি ভাল
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা জগমনোলোভা
ভুলিল নাগর রায়॥
নিধুবনে আছে রতন-বেদিকা
মণিমাণিক্যেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু শোভিয়াছে চারু
তাহাতে হীরার ছাদা(২)॥
চারিপাশে সাজে প্রবাল মুকুতা
গাঁথনি আঁটনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া কুঞ্জ-কুটীর
নিরমাণ শত শত॥
নেতের(৩) পতাকা উড়িছে উপরে
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্যস্থল দেব-অগোচর
কি কহিব তার আভা॥

১। উজ্জ্বল। ২। ছাদ—আচ্ছাদন।
৩। রেশমী বস্ত্রের।

মাণিকের ঘটা কিরণের ছটা
এ মতি মণ্ডপ-ঘর।
চণ্ডীদাস বলে অতি অপরূপ
নাহিক তাহার পর(২)॥

(কামোদ)

রমণী-মোহন বিলসিতে মন
হইলে মরমে পুনি(৩)।
গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা যতনে
রমিতে বরজ-ধনী(৪)॥
মধুর মুরলী পূরে বনমালী
রাধা রাধা বলি গান।
একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান॥
অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল(৫) রমণী সকল
শুনিয়া হর'ল(৬) চিত॥

১। 'চরণ' এই অর্থে। ২। তুলনা।
৩। পুনঃ ৪। ব্রজনারী।
৫। যে কুলে কুলটা নাই।
৬। হারাইল।

শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
বেকতে(১) বাজিছে বাঁশি।
আইস আইস বলি ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখরাশি॥
আনন্দ অবশ পুলক মানস
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহকর্ম্ম যত হৈল বিসরিত (২)
সকল করিল বাধে॥
রাইয়ের অগ্রেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন কিবা বাজে তান
কেমনে করিছে প্রাণী॥
সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ তরুণী (৩) হইল বাউরী(৪)
হরিল কুলের লাজে॥
কেহ পতি সনে আছিল শয়নে
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল সখার সহিত
কহিতে রভস-রঙ্গ॥
কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
চুলাতে রাখি বেসালি(৫)।
ত্যজি আবর্ত্তন হই আগুয়ান
ঐছন সে গেল চলি॥
কেহ শিশু লয়ে কোলেতে করিয়ে
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে
শুনি মুরলীর গান॥
কেহ বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়নে আছিল নিদ(৬)।
যেমন চোরাই হরণ করিল
মানসে কাটিল সিঁদ॥
কেহ বা আছিল রন্ধন করিতে
তেমনি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হইয়া মুরলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল॥

১। ব্যক্তে—স্পষ্ট ধ্বনিতে।
২। বিস্মৃত।
৩। ব্রজনারী।
৪। পাগলিনী (গ্রাম্য শব্দ)।
৫। দুধ জ্বাল দিবার পাত্র।
৬। নিদ্রা।

সকল রমণী ধাইল অমনি
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কুলে কদম্বের মূলে
মিলল শ্যামের সনে॥
ব্রজনারীগণে দেখিয়া তখন
হাসিয়া নাগররায়।
রাস-বিলসন করল রচন
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

(সুহই)

কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে মনে(১)॥
সখি রে! নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হাহা কুলাঙ্গনাগণ গ্রহিবারে(২) ধৈর্য্যগণ
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিত্ত ধরি থেহ(৩)॥
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
শীতল করিয়া মোর হিয়া॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায় আমার মতি
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর॥

রসোদ্গার

[রাইয়ের উক্তি]

(ললিত)

আজুক শয়নে ননদিনী সনে
শুতিয়া আছিনু সই।
যে ছিল মরমে বঁধুর ভরমে
মরম তোমারে কই॥

১। প্রাণে (পাঠান্তর)।
২। বিলুপ্ত করিতে।
৩। নিজের চিত্ত স্থির করিয়া থাক।

নিদের আলসে বঁধুয়া ধাধসে(১)
তাহারে করিনু কোরে।
ননদী উঠিয়া রুষিয়া বলিছে
বঁধুয়া পাইলি কারে॥
এত টীট পনা জানে কোন জনা
বুঝিনু তোমারি রীতি।
কুলবতী হইয়া পরপতি লৈয়া
এমতি করহ নিতি॥
যে শুনি শ্রবণে পরের বদনে
নয়ানে দেখিনু তাই।
দাদা ঘরে এলে করিব গোচরে
ক্ষণেক বিরাজ রাই॥
নিঠুর বচনে কাঁপিছে পরাণে
মরিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি গরবেতে(২)থাকি
সঘনে আমারে যজে (৩)॥
এক হাতে সখি কচালিয়া আখী
নয়ানে দেখি যে আর।
চণ্ডীদাস কয় কিবা কুল-ভয়
কানুর পিরীতি যার॥

পরাণ-বঁধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র-পাশে।
নাসার বেশর(১) পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিঙ্গল বরণ বসনখানি
মুখানি আমার মুছে।
শিথান(২) হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইনু বোলে॥
অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া হইনু হারা॥
কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে (৩) যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে
আর কি পরাণ রয়॥

(ললিত)

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিনু।
বঁধুয়ার ভরমে ননদী কোরে নিনু॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া?
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি (৪)।
আছিল আমার ভালে তোর বধভাগী॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণী।
কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি (৫)॥
কেমনে এড়াব সখি তাপিনীর (৬) হাতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাতে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥

১। বঁধুর ভ্রমে অর্থাৎ বঁধু মনে করিয়া।
২। গরবখাকি (পাঠান্তর) অর্থাৎ যে নারী আপনার গর্ব্ব খাইয়াছে—গৌরব নষ্ট করিয়াছে (গালাগালি বিশেষ)।
৩। গর্জ্জন করে (ভৎসনা করে)।
৪। আগুন। ৫।
৬। সাপিনীর (পাঠান্তর)।

(গান্ধার)

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে বসিয়াছিলাম রঙ্গে
হেন কালে পাপ ননদিনী।
দেখিয়া আমাকে তার কাছে ডাকে
আইসহ শ্যাম-সোহাগিনী॥
রাধা বিনোদিনী তোমারে বলিতে কি?
দুই চারি দিন আমিই(৪) ও কথা
কানেতে শুনিয়াছি॥
তুমি কোন দিনে যমুনা-সিনানে
গিয়াছিলে নাকি একা?
শ্যামের সহিতে কদম্বতলাতে
হৈয়াছিল না কি দেখা?
সেই দিন হৈতে সেই ত পথেতে
করে নিতি আনাগোনা।
রাধা রাধা বলি বাজায় মুরলী
তেঁই(৫) হইল জানা-শুনা॥

১। নাকের অলঙ্কার বিশেষ। ২। শিয়র।
৩। আঘাত করিলে।
৪। আমি নিজেও।
৫। তাহা হইতে।

যে দিন দেখিব　　আপন নয়নে
তাসনে কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি বেশ　　দূরে তেয়াগিব
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা॥
এ কি পরমাদ　　দেয় পরিবাদ
এ ছার পাড়ার লোকে।
পর-চরচায়　　যে থাকে সদায়
সাপে খাক তার বুকে॥
গোকুল নগরে　　গোপের মাঝারে
এত দিন বসি(১) মোরা।
কভু না জানিনু　　কভু না শুনিনু
শ্যাম কালো নাকি গোরা॥
বড়ুয়ার ঝিয়ারী　　বড় নাম ধরি
তাহে বড়ুয়ার বউ।
নিরমল কুলে　　এ কথা যে তুলে
সে নারী গরল খাউ॥
চিত দড় করি　　থাক লো সুন্দরি
যেন মন নাহি টলে।
কাহার কথায়　　কার কিবা হয়
বড়ু(২) চণ্ডীদাস বলে॥

(সুহই)

এক দিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বঁধুর কথা পড়ি গেল মনে॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু কাঁপে থরহরি॥
কি করিব সখি সে হইল বড় দায়।
ঠেকিনু বিপাকে আর না দেখি উপায়॥
ননদী বোলয়ে হেলো কি না তোর হইল?
চণ্ডীদাস বলে উহার কপালে যা ছিল॥

(শ্রীরাগ)

আমার পিয়ার কথা কি কইব সই।
যে হয়, তাহার চিতে স্বতন্তরী(৩) নই॥
তাহার গলার　　ফুলের মালা
আমার গলায় দিল।
তার মত　　মোরে করি
সে মোর মত হইল॥

১। বাস করি।
২। দ্বিজ (পাঠান্তর)
৩। ছাড়া, বিচ্ছিন্না।

তুমি সে আমার　　প্রাণের অধিক
তেঞি সে তোমারে কহি।
এ যে কাজ　　কহিতে লাজ
আপন মনেই রহি॥
তাহার প্রেমের　　বশ হৈয়া
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস　　কহয়ে ভাষ
বালাই লইয়া মরি॥

(সিন্ধুড়া)

[illegible]ন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে(১) মানয়ে যুগ কোরে(২) দূর মানি॥
সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥
এক তনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই(৩)।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনী সব পরমাণ॥

(সিন্ধুড়া)

"আমি যাই যাই" বলি বোলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল॥
পদ আধ যায় পিয়া চায় পালটিয়া।
বয়ান নিরখে(৪) কত কাতর হইয়া॥
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুনঃ দরশন লাগি কত চাটু বোলে॥
নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আরতি বহু।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহু॥

(মল্লার)

এ ঘোর রজনী　　মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে　　বঁধুয়া ভিজিছে(৫)
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

১। নিমেষে। ২। কোলে।
৩। যাপন করি। ৪। নিরীক্ষণ করে।
৫। পাঠান্তর—"আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া"

সই, কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলিল মোরে॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু॥
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই(১) ঘরে॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে বঁধুর পিরীতি
শুনিয়া জগৎ সুখী॥

(বিভাস)

* শ্যামলা বিমলা মঙ্গলা অবলা
আইল রাইয়ের পাশে।
যদি স্বতন্তরে তথাপি রাধারে
পরাণ অধিক বাসে(২)॥
দেখি সুবদনী উঠিলা অমনি
মিলিল গলায় ধরি।
কত না যতনে রতন আসনে
বসায় আদর করি॥
রাই মুখ দেখি হৈয়া মহাসুখী
কহয়ে কৌতুক কথা।
রজনী-বিলাস শুনিতে উল্লাস
অমিয় অধিক গাঁথা॥
হাস পরিহাসে রসের আবেশে
মগন হইল রাধা।
চণ্ডীদাস বাণী নিশির কাহিনী
শুনিতে লাগয়ে সাধা॥

১। পাঠাই—এখানে "অনল প্রদান করি" এই অর্থে।

* পদকল্পতরুতে এই পদটিকে জ্ঞানদাসের ভণিতায় আমরা পাই—
"জ্ঞানদাস কহে এ দোষ কাহার
দৈবে সে না ভেল সঙ্গ॥
এই পদটি সন্দেহজনক, সম্ভবতঃ চণ্ডীদাস ইহার রচয়িতা নহেন।

২। ভালবাসে।

(বিভাস)

একলি মন্দিরে আছিল সুন্দরী
কোরহি শ্যামচন্দ(১)।
তবহু তাহার পরশ না ভেল
এ বড়ি মরম ধন্দ॥
সজনি, পাওল পিরীতি ওর।
শ্যাম সুন্দর পিরীতি-শেখর
কঠিন হৃদয় তোর॥
কস্তুরী চন্দন অঙ্গের ভূষণ
দেখিতে অধিক জোর।
বিবিধ কুসুমে বাঁধিল কবরী
শিথিল না ভেল তোর॥
বয়ান কমল বিমল মধুর
না ভেল মধুপ সাথ।
পুছইতে ধনি হেরসি ধরণী
হাসি না কহসি বাত॥
কিয়ে রতিপতি বসতি বিষয়
তেজিয়া দেওলি(২) ভঙ্গ।
চণ্ডীদাস কহে এ দোষ কাহার
দৈবে সে না ভেল সঙ্গ॥

(সওয়ারী)

নিতুই নূতন পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাড়ায়
পরিণামে নাহি ক্ষয়॥
সখি হে অদ্ভুত দুহুঁ প্রেম।
এত দিন ঠাঞি অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম॥
উপমার গণ সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
এ কি অপরূপ তাহার স্বরূপ
সবারে করিল অন্ধ॥
চণ্ডীদাস কহে দুহুঁ সম নহে
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন কোন্ জনে
শুনি না দরবে(৩) চিত॥

১। কোলে শ্যামচাঁদ।
২। দেখলি।
৩। দ্রবীভূত হয়।

(সুহই)

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহু(১) না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি, সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি, সে নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

(সুহই)

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি এ কহন(২) নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি(৩) যায়
সোনার পুতুলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তোর হৃদয়ে জাগিয়া॥

(সুহই)*

রসেতে আবেশ হয়ে শ্যামচাঁদের মুখ চেয়ে
কহিছেন রসবতী রাধা।
ধর মোর বেসর ধর আপন আঁচরে(৪) ভর
করের মুরলী রাখ বান্ধা॥
হারিলে বেসর(১) দিব জিনিলে মুরলী নিব
আর নিব তোমার হাতের বাঁশী।
তোমারে জিনিয়া লব আপন হৃদয়ে থোব
নতুবা হইব তোমার দাসী॥
শ্যাম কহে হাসি হাসি আমার মোহন বাঁশী
পাষাণ বিদরে যার গানে।
কত গুণের বাঁশী মোর কত ধনের বেসর তোর
সমান করহ কোন্ গুণে॥
রাই কহে শুন শ্যাম বেসর যাহার নাম
দোলয়ে নাসিকা-মুখ মাঝে।
যার রূপে মুখ আলা(২) আপনি ভুলেছে কালা
হেন ধন নিন্দ কোন্ লাজে॥
তোমার বাঁশরী-গানে বধিলে অবলা প্রাণে
এবে সে ঠেকেছ রাধার হাতে।
চণ্ডীদাসেতে কয় বাঁশী গেলে প্রাণ রয়
খল বাঁশী না রাখিও হাতে॥

১। কখনও।
২। কহা (পাঠান্তর)।
৩। গড়াগড়ি।
* আমরা এই অধ্যায়ে এমন কতকগুলি পদ দেখিতে পাই, যাহাতে রাই-কানুর অপূর্ব্ব প্রেমবর্ণনা করা হইয়াছে, উহা সখীদের উক্তি বলিয়াই ধরিয়া লওয়া চলে।
৪। অঞ্চলে।

(কামোদ)*

রমণী-মোহন রমণী মোহিতে
সে দিনে করল বেশ।
চূড়ার টালনি কিবা সে বান্ধবী
বিচিত্র সুচারু কেশ॥
মণি-হেম-মালে বেড়িয়া দুধারে
তাহাতে মুকুতার মাল।
প্রবাল গাঁথিয়া তাহে থরি দিয়া
দেখ না শোভিছে ভাল॥
নব নব ফুলে মল্লিকার মালে
ভ্রমরা ধাওল কোটি।
পরিমল আশে উড়ি বৈসে তাহে
কিবা তাহে পরিপাটী॥
দু'কানে শোভিত কদম্বের ফুল
কি শোভা কহিব তায়।
ময়ুর-শিখণ্ড ঝালমল করে
তাহা সে উড়িছে বায়॥
নাগর চরণ যেন নবঘন
অঞ্জন গণিয়ে কিসে।
ভাঙ ধনুবাণে কামের কামানে
রমণী হানিয়ে জিসে॥

১। নাকের অলঙ্কার। ২। উজ্জ্বল।
* নীলরতন বাবুর "চণ্ডীদাস" পুস্তকে এই পদ্যটিকে "পাশা" খেলার পদপর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে।

মন্দ মন্দ হাসি করে লয়ে বাঁশী
মৃগমদ মাখা গায়।
সোনার বরণ নানা আভরণ
রতন-নূপুর পায়॥
রমণী-রমণ করিতে যতন
নাগর শেখর রায়।
এমন মুরতি সুখের আরতি
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

(কানাড়া)

মোহন মূরতি কান।
অবলা কি রহে প্রাণ॥
চূড়ায় ময়ূরের পাখা।
তাহে ইন্দ্রধনু দেখা॥
তা দেখি রমণী জিয়ে।
নব মধু যেন পিয়ে॥
হাসির হিল্লোলে তারা।
অমিয়া বরিখে ধারা॥
নবীন চাতক যেন।
ঘন রস পিয়ে ঘন॥
চাহনি চঞ্চল স্বরে।
তারা কি রহিব ঘরে॥
নব নব বেশ খানি।
রহিব কোন্ বা ধনী॥
মুরলী অপার গান।
পাষাণ গলিয়া যান॥
সে নব চলন গতি।
মদন মোহিত তথি॥
চণ্ডীদাস রূপ হেরি।
মূর্চ্ছিত ধরণী পড়ি॥

(সুহই)

বেশ সে সুবেশ অতি মনোহর
মোহিতে অবলাগণে।
নানা আভরণ করিল শোভন
জননী নাহিক জানে॥
নিভৃতে উঠিয়া নাগর শেখর
তেজিয়া আনহি কাজ।
চলিলা সত্বরে বাঁশী লয়ে করে
নানা বেশ ফুল সাজ॥
চলিতে গমন মদমত্ত হাতী
অঙ্কুশ নাহিক মানে।
মদন-বেদন উপজে তখন
আপন পর কি জানে॥
মনসিজ-শরে বিন্ধিল ধানুকী
আর কি চেতন রহে।
নিবারণ নহে মরম-বেদন
মনহি মাঝারে বহে॥
বরজ-রমণী রমণ কারণ
চলিলা গভীর বনে।
এই রসতত্ত্ব সঙ্কেত বেকত
কেহ ত নাহিক জানে॥
প্রবেশ করল বৃন্দাবন মাঝে
দেখিয়া নিভৃত স্থান।
রতন-বেদিকা অতি সুশোভিত
বৈঠল নাগর কান॥
চণ্ডীদাস কহে অপরূপ রাস
বিহার করল কানু।
রসসুখ-রতি করিতে পিরীতি
শুধুই রসের তনু॥

———

(জয়শ্রী)

যমুনার তট অতি রম্য স্থল
রতন-বেদিকা তায়।
নানা তরুবর পুষ্প বিকসিত
নানা পক্ষী গুণ গায়॥
তরুগণ যত ফুলভরে তারা
লম্বিত ধরণীতলে।
মধু ঝরে কত দেখহ বেকত
মধুকর ভ্রমে ডালে॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে ফিরি ফিরি
পেকম ধরিয়া তারা।
চাতক চাতকী ডাহুক ডাহুকী
হংস জোড়ে ডাকে তারা॥
যমুনার নীরে জলচরে
সফরী ফিরিছে তায়।
নানা পুষ্প ফুটে পঙ্কজ
মধুকর মধু খায়॥
চণ্ডীদাস কহে কিবা সুখময়
নিভৃত সুচারু বনে।
সেখানে একাকী বৈঠল নাগর
এ কথা কেহ না জানে॥

(কাফি)

নিভৃত নিকুঞ্জে
মণিমাণিকের স্তম্ভ।
রতন-জড়িত পরশ-পাথর
অতি অনুপম রঙ্গ ॥
উপরে জড়িত হেম-মরকত
মুকুর কিসে বা গণি।
চারি পাশে শোভে মুকুতা প্রবাল
গাঁথিয়া মাণিক মণি ॥
ঝালর ঝলকে অতি মনোহর
ঐছন কুটীর শোভে।
নেতের পতাকা উড়ে অনুপম
কুটীর উপরে দিয়া।
শত শত কোটি এ কুঞ্জ-কুটীর
সকল তাহার ছায়া ॥
বৈঠল নাগর চতুর-শেখর
চতুর নাগর কান।
এমন আনন্দ দেখিয়া সে কুঞ্জ
চণ্ডীদাস গুণ গান ॥

(কাফি)

টল টল টল অতি মনোহর
শরত পূর্ণিমার শশী।
নটবর কানু মুরলী বদনে
সদলে কুটীরে বসি ॥
কলরব করু যত পাখীগণ
ময়ূর ময়ূরী নাচে।
ভ্রমর ভ্রমরী ঝঙ্কার শবদে
ডাহুক ডাকিছে সাধে ॥
মদন-বেদন নন্দের নন্দন
করিতে রসের লীলা।
নিভৃতে বসিয়া নাগর রসিয়া
কামেতে হইয়া ভোলা ॥
বদনে ভূষণ মুরলী বদন
বাজয়ে কতেক তান।
সঙ্কেত নিশান বাজে আনতান
ছুটল পঞ্চম গান ॥
প্রিয় রাধা বলি ডাকিছে মুরলী
শুনিনু শ্রবণে যবে।
যত গোপনারী আন নহে কিছু
কাননে চলহ তবে ॥

বিহ্বল মরমে হিয়া আনচান
কহিতে কাহারে নারে।
মনের বেদন নহি জানে আন
শুনি মন হিয়া ঝুরে ॥
শুনিতে মুরলী যেমত পাগলী
বনের হরিণী প্রায়।
ব্যাধ-বাণ খেয়ে ধাওল(১) হইয়া
চারিদিকে যেন চায় ॥
চণ্ডীদাস বলে ব্রজজনা চিত
আকুল হইয়া গেল।
নাহি আন কথা পাই হিয়া ব্যথা
কি বুদ্ধি করিব বল ॥

(ধানশী)

শুন গো মরম সখী।
ঐ শুন শুন মধুর মুরলী
ডাকয়ে কমল-আঁখি ॥
ধৈরয না ধরে প্রাণ কেমন করে
ইহার উপায় বল।
আর কিয়ে জীব গোপের রমণী
বৃন্দাবনে যাব চল ॥
এই অনুমান করে গোপীগণ
শুনি সে বাঁশীর গীত।
শুধু তনু দেখ এই তনু মোর
তথায় আছয়ে চিত ॥
মুগধ রমণী কুলের কামিনী
না জানে আপন পথ।
যেমন চাঁদের রসের পরশ
চকোর অনুহি রথ ॥
সে জন পাইলে চাঁদের সুধাটি
সুখের নাহিক ওর।
কতক্ষণে মোরা ভেটব নাগর
পাবহ(২) তাকর(৩) কোর(৪) ॥
যেন মেঘরস(৫) তাহাতে আবেশ
চাতক না পায় বারি।
সে জন পিয়ারে না পায় আবেশে
সে জন হতাশে মরি ॥
জলের আবেশে চাতক ঝরয়ে
তেমনি আমরা হই।
তবে সে জীয়ই অধীর রমণী
জলদ গতিক সেই ॥

১। ঘাউল (পাঠান্তর)—ক্ষতাঙ্গ। ২। পাইব। ৩। তাহার। ৪। কোল। ৫। বারিবিন্দু।

চণ্ডীদাস বলে চলহ নিকুঞ্জে
ভেটিতে নাগর কান।
ঐ শুন বাঁশী বাজে এই নিশি
ত্বরিতে চলিয়া যান ॥

———

(শ্রীরাগ)

কি করিতে পারে গুরু দুরজন
হয় হউ অপযশ।
চল চল যাব শ্যাম দরশনে
ইথে কি আনের বশ ॥
যা বিনে না জীয়ে আঁখির পলক
তিলে কত যুগ মানি।
সে জন ডাকিতে মুরলী সঙ্কেতে
ত্বরিতে গমন মানি(১) ॥
কেহ বলে শুন আমার বচন
রহিতে উচিত নহে।
চল চল চল যাব বৃন্দাবনে
মোর মন হেন লয়ে ॥
কোন গোপী ছিল গৃহ পরিবারে
করিতে গৃহের কাজ।
গৃহ-কাজ ত্যজি চলিলা তখনি
যেমত আছিল সাজ ॥
কোন গোপী ছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
ত্যজিল দুগ্ধের খুরি।
আবেশে দুগ্ধেতে ঢালিয়া দিয়াছে
গাগরি ভরিয়া বারি ॥
চলিল ত্বরিতে সব তেয়াগিয়া
দুগ্ধ আবর্ত্তন ছাড়ি।
বৃন্দাবন-মুখে তখনি চলিলা
রহল তেমতি পড়ি ॥
কোন গোপী ছিল রন্ধন করিতে
শুধুই হাঁড়িতে জ্বাল।
আনহি(২) ব্যঞ্জনে আনহি দেওল
আনহি হাঁড়িতে ঝাল ॥
রন্ধন উপেখি(৩) চলে সেই সখী
শ্রবণে শুনিয়া বাঁশী।
চণ্ডীদাস কহে আবেশে গমন
হইবে উথল হাসি(৪) ॥

১। উচিত বলিয়া বিবেচনা করি।
২ অন্য।
৩। উপেক্ষা করিয়া।
৪। 'হয় হউ কুল হাসি' (পাঠান্তর)

(শ্রীরাগ)

কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি
পিয়াইতে আছিল স্তন।
দুগ্ধপোষ্য বালা ভূমে ফেলি গেলা
ঐছন তাহার মন ॥
চলিলা গমন সেই বৃন্দাবন
কান্দিতে লাগিল শিশু।
তেমতি চলিল সব পরিহরি
চেতনা নাহিক কিছু ॥
কোন জন ছিল পতির শয়নে
ঘুমে অচেতন হৈয়া।
হেন বোল শুনি মুরলীর ধ্বনি
উঠিল চেতনা পায়া ॥
বিচিত্র বসনে মু'খানি মুছিয়া
চলল পতিরে ত্যজি।
পতি-কোল সেই ত্যজিল তখনি
চলল বনেতে সাজি ॥
কোন গোপী ছিল কোন আরম্ভণে
ত্যজিয়া তখনি চলে।
রসের আবেশে কিছু নাহি জানে
কারে কিছু নাহি বলে ॥
কোন জন ছিল বেদনে দুঃখিত
অঙ্গেতে আছিল দোষ।
শুনি বংশী-গীত অঙ্গ পুলকিত
সব দূরে গেল শোষ(১) ॥
চণ্ডীদাস বলে কিবা না দেখল
অপার অখল রামা।
তেঁই তো প্রেমেতে বন্ধন সবাই
গোপের রমণী জনা।

(কানাড়া)

ঐছন রমণী মুরলী শুনিয়া
আকুল হইয়া চিতে।
নিজ বেশ করে মনের সহিত
শুনিয়া মুরলী-গীতে ॥
রসের আবেশে পদ-আভরণ
কেহ বা পরল গলে।
গল-আভরণ কোন ব্রজ-রামা
পরিছে চরণে ভালে ॥

১। শোক।

বাহুর ভূষণ কনক-কঙ্কণ
পরিল হৃদয়-মাঝে।
হিয়ার ভূষণ পরিছে যতন
কটিতে ভূষণ সাজে॥
কেহ বা পরল একই কুণ্ডল
শোভই একই কানে।
ঐছন চলিল বরজ-রমণী
ধৈরয নাহিক মানে॥
এক করে পরে কনক-কঙ্কণ
সিন্দুর পরল ভালে।
কোন জন পরে নয়নে অঞ্জন
একহিঁ নয়ন চালে (১)॥
নানা আভরণ পরে কোনখানে
তাহা সে নাহিক জানে।
আবেশে রমণী গমন করিল
সেই বৃন্দাবন পানে॥
কেহ নব রামা (২) বসন ভূষণ
উলট করিয়া পরে।
চণ্ডীদাস কহে আহীর-রমণী
চলিয়া যাইতে নারে॥

(শ্রীরাগ)

এইমত সব গোপেরি রমণী
চলিল নাগরী রামা।
রাই পাশে গিয়া চলিলা ধাইয়া
সঙ্কেত বনহিঁ ধামা(৩)॥
চল চল ধনি রাই প্রেমমণি
চল চল যাব বনে।
রসের আবেশে কহে নব রামা
কহিছে ধনীর স্থানে॥
ইথে ধ্বনি আসি রাধার শ্রবণে
পশিল যতনে তাই।
তরল কথন রমণী-অন্তর
কহেন সুন্দরী রাই॥
পুন শুন শুন ডাকে ঘন ঘন
মধুর মুরলী তান।
শুনিতে চমকে মুরলী ধমকে
চিতে নাহি কিছু আন॥

১। নয়ন-ভঙ্গী করে।
২। বালিকা রমণী।
৩। স্থানে।

রাধার আরতি সে নহে পিরীতি
তথায় আছয়ে মন।
বৃন্দাবন যেতে বেশের আবেশে
কহিছে সকল জন॥
সুখময়ী রাধা বেশ বানাইল
বন্ধন করিল জাল।
নানা ফুলদাম বেড়ি অনুপম
দিয়া মুকুতার মাল(১)॥
দুসারি মাণিক তার পাশে পাশে
প্রবাল গাঁথিয়া মাল।
কনক-চম্পক কবরী বেঢ়ল
ভ্রমরা গুঞ্জরে ভাল॥
সীঁথার সিন্দুর তার মাঝে মাঝে
দিয়েছে চন্দন-ফোঁটা।
যেন শশধর চৌদিকে বেঢ়ল
কি তার কহিব ঘটা॥
নাসায় বেসর অতি মনোহর
হাসিতে মুকুতা খসে।
কনক-কাঁচুলি তার পরিপাটি
মুকুতা গাঁথনি পাশে॥
ঘাঘর কিঙ্কিণী বাজে রিণি রিণি
পিঠেতে ঝুলিছে ঝাঁপা।
তাহার মাঝারে গাঁথি থরে থরে
সুবাস কনক-চাঁপা॥
নীল উরণী ভুবনমোহিনী
সোনার নূপুর পায়।
চলিতে চরণে পঞ্চম বাজই
হংস-গমনে যায়॥
চণ্ডীদাস বলে বিনোদিনী রাধা
রূপে করিয়াছে আলো।
দেখিতে নয়ন পিছলিয়া পড়ে
দেখিতে যাইবে চল॥

(কামোদ)

দেখি সখি অপরূপ মনোহর।
এ ভব-সংসার-মাঝে হেন কভু নাহি দেখি
বেশে যেন করে ঢল ঢল॥
মাঝে রসবতী রাধা ব্রজজন হয়ে বাঁধা
পাছে দেখি ধরিয়া রহায়।
ভয়েতে আকুল হৈয়া ত্বরিতে রাধারে লৈয়া
বৃন্দাবনমুখে সব ধায়॥

১। মালা।

মন্দ মন্দ গতি চলে রাই কহে কুতুহলে
আজ বড় আনন্দ অপার।
যার লাগি নিরবধি চিত মোর বেয়াকুল
সে রূপ আনন্দনিধি দেখিল চরণ দুটি তার ॥
ভাসিব আনন্দরসে পূরিবে যতেক আশে
তবে হয় কামনা পূর্ণিত(১)।
চণ্ডীদাস কহে তাথে একা হেথা যদুনাথে
রাধানামে বাঁশী গায় গীত ॥

কুঞ্জভঙ্গ

(কামোদ)

পদ উধ(১) কাক কোকিলের ডাক
জানাইল রজনীর শেষ(২)।
তুরিতে নাগর গেলা নিজ ঘরে
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥
অবশ আলিসে ঠেসনা বালিসে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
বসন ভূষণ হৈয়াছে বদল
তখন উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছা তোলে পরিবাদ।
জানিলে এখন(৩) হইবে কেমন
বড় দেখি পরমাদ ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন লো সুন্দরি(৪)
তুমি সে বড়ুয়ার বহু।
শ্যামের মোহন গুণের(৫) কারণ
লখিতে নারিবে কেহ ॥

(ধানশী *)

প্রভাতকালের কাক কোকিল ডাকিল
দেখিয়া রজনী শেষ।
উঠিয়া নাগর তুরিতে গেল যে
বান্ধিতে বান্ধিতে কেশ ॥
সই, তোরে সে বলিয়ে কথা।
সে বঁধু কালিয়া না গেল বলিয়া
মরমে রহল ব্যথা ॥
রহিয়া আলিসে ঠেসনা বালিসে
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি।

১। পদায়ুধ—কুক্কুট। ২। শুনিয়ে যামিনী শেষে (পাঠান্তর)। ৩। না জানি (পাঠান্তর)। ৪। চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী। (পাঠান্তর)। ৫। মায়ার (পাঠান্তর)।

* এই পদটি পূর্ব্ব পদের রূপান্তর মাত্র।

বসনে বসনে বদল হইয়াছে
এখন উঠিয়া দেখি ॥
ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছে করে পরীবাদ।
ইহাতে এমন করিব কেমন
কি হইল পরমাদ ॥
চণ্ডীদাস কহে মনের আহ্লাদে
শুন হে রসিক জন।
সদা জ্বালা যার তবে সে তাহার
মিলয়ে পিরীতি ধন ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

(সিন্ধুড়া)

আজুকার নিশি নিকুঞ্জে আসি
করিল বিবিধ রাস।
রসের সাগরে ডুবাইল মোরে
বিহানে চলিল বাস ॥
শুন হে সুবল সখা।
সে হেন সুন্দরী গুণের আগরি
পুন কি পাইব দেখা ?
মদনে আগুলি গলে গলে মিলি
চুম্বন করল যত।
কেশ বেশ যদি বিথার হইল
তাহা বা কহিব কত ?
অশেষ বিশেষ বচন কহিয়া
আবেশে লইয়া কোরে।
অঙ্গের পরশে হিয়া ডুবাইল
কেমনে পাসরি তারে ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন হে নাগর
এ বড় লাগল ধন্দ।
সে রাধা রমণী রস-শিরোমণি
তোমায়ে করল বন্ধ ॥

১। পরিপূর্ণ।

রসোদ্গার

(ধানশী)

রজনী বিলাস কহয়ে রাই।
সব সখীগণ-বদন চাই॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু অলসভরে।
ঢুলিয়া পড়িল সখীর কোরে॥
নয়নের জলে ভাসায় মুখ (১)।
দেখি সখী কহে কহ না দুখ॥
ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা।
কহে চণ্ডীদাস নাগর ধান্দা॥

(সিন্ধুড়া)

রাই আজু কেন হেন দেখি।
স্বরূপ করিয়া   কহ না আমারে
মনের মরম সখী॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু   ঘুমেতে আকুল
জাগিয়াছ বুঝি নিশি।
রসের ভরেতে   অঙ্গ নাহি ধরে
বসন পড়িছে খসি॥
এক কহিতে   আন কহিতেছ
বচন হইয়া হারা।
রসিয়ার সনে   কিবা রস রঙ্গে
সঙ্গ হয়েছে পারা॥
ঘন ঘন তুমি   মুড়িতেছ অঙ্গ
সঘন নিশ্বাস ছাড়।
স্বরূপ করিয়া   কহ না কহসি
কপট কেন বা কর॥
ভালের সিন্দুর   আধেক আছয়ে
নয়নে আধ কাজল।
চাঁদ নিঙাড়িয়া   এমন করিয়া
কেবা নিল এ সকল॥
চণ্ডীদাস কয়   যেবা সেই হয়
ভালে ভুলাইলে কাজ
সঙ্গের সঙ্গিনী   বঞ্চিতে নারিবে
কিবা কর আর লাজ॥

(ধানশী)

ঐছন শুনাইতে মুগধ রমণী(২)।
সখীগণ ইঙ্গিতে অবনতবয়নী(৩)॥
লাজে বচন নাহি করে পরকাশ (১)।
সখীগণে কহইতে প্রিয়তম ভাষ॥
কহইতে না কহয়সি রজনীকো কাজ (২)।
আমার শপথি তোয়ে যদি কর লাজ *॥
পহিল (৩) সমাগমে হইল যত সুখ।
পুনহি (৪) মিলন পাওব কত সুখ॥
ঐছন বচন শুনি কহে মৃদু ভাসি।
চণ্ডীদাস ইহ রস পরকাশি॥

(সুহই)

কহে সুবদনী   শুন গো সজনি
দুখ কি বলিব আর।
কি করি এখন   জুড়াই জীবন
বদন দেখিব তার॥
তাহার আরতি(৫)   কিবা দিবা-রাতি
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হ'লে মুখ   ফাটে মোর বুক
গুমরে গুমরে মরি॥
সহে নাক' আর   করি অভিসার(৬)
আজি হই বলরাম।
যশোদা'-মন্দিরে   যাইব সত্বরে
ভেটিব(৭) নাগর কান॥
শুনিয়া ললিতা   হাসি কহে কথা
বলাই সাজিলে পরে।
চণ্ডীদাস ভণে   যশোদা যতনে
সঁপিবে তোমার করে॥

(বিভাস)

প্রথম প্রহর নিশি   সুস্বপন রাশি (ক্র)
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে   কানু করিছে কোলে
চুম্ব দিছে বদন- কমলে॥

১। ভাসয়ে বুক (পাঠান্তর)।
২। সখীগণের এই প্রকার কথা শুনিয়া শ্রীরাধিকা মুগ্ধ হইলেন।
৩। অবনতবয়নী—মাথা হেঁট করিলেন।

১। প্রকাশ।
২। রজনীবিলাসের কথা বলিতে পারিতেছেন না। *। সখীগণের উক্তি।
৩। প্রথম।
৪। পুনরায়।
৫। আসক্তি, আদর।
৬। নায়ক-সহবাসার্থ সঙ্কেত-স্থানে গমন।
৭। সাক্ষাৎ করিব।

অঙ্গে দেই চন্দন বলে মধুর বচন
আরে বাঁশী বায় সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি না দিনু যে পাপমতি
দেখিনু কানু দোয়জ (১) পহরে ॥
তৃতীয় পহর নিশি শ্যামের কোলেতে বসি
নেহারিনু সে চাঁদবদনে।

ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
বেয়াকুলি(১) হইনু মদনে ॥
চতুর্থ পহরে কান করিল অধর পান
মোরে ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল মোহর(২) নিদে
বিরহ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

অভিসার*

অভিসার-অনুরাগ
নায়িকার প্রতি সখী
(বালা-ধানশী)

এ সখি সুন্দরী কহ কহ মোয়।
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয় ॥
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখি।
কাঁপিয়া উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি ॥
মৌন করিয়া তুমি কি ভাবিছ মনে।
একদিঠি করি রহ কিসের কারণে ॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কহে বুঝিলাম নিশ্চয়।
পশিল শ্রবণে বাঁশী অতত্ব সে হয় ॥

—

চন্দ্রের প্রতি আক্ষেপ
(সিন্ধুড়া)

চাঁদ গগনে যদি তেরে পাই লাগি।
লোহার মুষলে ভাঙ্গিয়ে তোমারে
করিমু শতেক ভাগি ॥
শিখি সব তন্ত্র রাহু-গ্রহ-মন্ত্র
সাধন করিব আগে।
উগারে না দিয়া চাঁদ ঘুচাইয়া
তবেই গরব ভাঙ্গে ॥
পুজি দেবরাজ সাধিব এ কাজ
ঢাকিয়া রাখিব মেঘে।
অমাবস্যা তিথি আঁধারিয়া রাতি
তেমতি সদাই লাগে ॥

পরাশর তাথে মৎস্যগন্ধা সাথে
কুহার সুরতরঙ্গ।
চণ্ডীদাসে ভণে রাধিকার সনে
ঐছন শ্যামের রঙ্গ ॥

(চন্দ্র)-উক্তি
(রাগ—যতি)

শুন গো রাধিকা চাঁপার কলিকা
অধিক উজর কে।
কত কোটি চাঁদ উদয় করেছ
একলা তোমার দে।
তুয়া এক পদ চাঁদ শত নিন্দে
দন্ত অধিক শোভা।
তোমার তরাসে উছলি আকাশে
দেখিয়া ও রূপ-আভা ॥
কেবা তোমার অধিক উজর
তোমার অঙ্গের মলা।
বিধি আগে আনি ভাঙ্গি খানি খানি
ধরে মোর ষোল কলা ॥
সিন্দুরের ফোঁটা অধরের ছটা
অরুণ কাঁপিতে থাকে।
অরুণ সাহসে লক্ষান্তরে থাকে
আমি পক্ষান্তর নাথে ॥
খঞ্জন-গঞ্জন ও যুগ নয়ন
নাসা যিনি তিলফুল।
হেরিয়া বদন আকুল মদন
কি আর দিব সে তুল ॥
গৃধিনী জিনিয়া শ্রবণ-যুগল
নয়ান-বয়ান ভূষা।
রূপের কথন নহে নিরীক্ষণ
চণ্ডীদাস করে আশা ॥

১। দ্বিতীয়।
* অভিসার-লক্ষণ—
প্রিয়ার মিলন-আশে কুঞ্জেতে গমন।
সঙ্কোচ পূর্ব্বক অভিসারের লক্ষণ ॥—ভক্তমাল।

১। ব্যাকুল। ২। আমার।

সখীর প্রতি উক্তি

(পঠমঞ্জরী)

কহিও বঁধুরে নতি কহিও বঁধুরে।
গমন বিরোধ হৈল পাপ শশধরে ॥
গুরুজন সম্ভাষিতে কৈল যত ভীতি।
নিজ পতি সম্ভাষিতে গেল আধ রাতি ॥
যদি চাঁদ ক্ষমা করে আজুকার রাতি।
তবে ত পাইব আমি বঁধুর সংহতি ॥
অমাবস্যা প্রতিপদে চাঁদের মরণ।
সে দিনে বঁধুর সনে হইবে মিলন ॥
চণ্ডীদাসে বলে তুমি না ভাবিহ চিতে।
সহজে এ কথা বটে কেন পাও ভিতে(১)

(ধানশী)

কহিও তাহার ঠাঁই যেতে অবসর নাই
আফুরান(২) হ'ল গৃহ-কাজে।
শাশুড়ী সদাই ডাকে ননদী লহরী থাকে(৩)
তাহার অধিক দ্বিজরাজে(৪) ॥
সজনি, কোপ করেন দুরন্ত।
গৃহকর্ম্ম করি ছলে বিপিনে যাইবার বেলে
আকাশে প্রকাশ ভেল চন্দ্র ॥
যে কুলে বিচ্ছেদের ভয় এ কুলে নহিলে নয়
সুসারিতে(৫) নিশি গেল আধা।
আসিয়া মদন সখা হেন বেলে দিলে দেখা
কহ দুতি কি করিবে রাধা ॥
লোহার পিঞ্জরে থাকি বের হ'তে চাহে পাখী
তার হৈল আকুল পরাণ।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় আর কি বিরহ সয়
তুরিতে মিলব বর কান ॥

অভিসার

(সুহই)

শ্যাম-মন্ত্র-মালা বিনোদিনী রাধা
জপিতে জপিতে যায়।
রসের আবেশে আনন্দ-হিল্লোলে
তরল নয়নে চায় ॥
অপার অপার বহু বিদগধ
সুন্দরী সে ধনী রাই।
শ্যাম-দরশনে চলিলা ধেয়ানে
শুধু শ্যাম-গুণ গাই ॥
মন্দ মন্দ গতি চলন মাধুরী
যেমন সোনার লতা।
কিবা সে তড়িত চলিল ত্বরিত
কি কব তাহার কথা ॥
চৌদিকে গোপিনী মাঝে বিনোদিনী
চলে সে আনন্দ রসে।
কেহ কোন যেন সম্পদ পাইয়া
সুখের সায়রে ভাসে ॥
পথে যেতে কহে রাধা শিরোমণি
কত দূরে বৃন্দাবন।
কহ কহ দেখি কোন্‌খানে আছে
রমণীজনার ধন ॥
আগে হেরি দেখ দু'আঁখি চাহিয়া
এই উপবন-মাঝে।
এখানে বসিয়া নাগর আছেন
দেখহ কোন্ বা কাজে ॥
চণ্ডীদাস কহে গোপিনীর বোলে
চাহিয়া দেখিলা রাই।
ঘন ঘন রব মুরলীর শব্দ
তাহাই শুনিতে পাই ॥

(কানাড়া)

রাধার আরতি পিরীতি দেখিয়া
কহেন কোন বা সখী।
আজি সে তোমার মিলিব সুদিন
কমল-নয়ন আঁখি ॥
প্রেম-অশ্রুজলে আঁখি ঢল ঢল
হৃদয় পুলক মানি।
প্রেমের হুতাশে কহিছে নিকসে
কহেন রমণী ধনী ॥
কেমনে এ বনে যাইব সঘনে
পাছে কোন দশা হয়।
এই দুঃখ উঠে মরম-বেদন
মোর মনে হেন লয় ॥
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
হৃদয়ে পড়িয়া আছি।
এ দেহ তাহারে মনের মানসে
যতনে লইয়া আছি ॥

১। ভয়। ২। অফুরন্ত—অশেষ। ৩। নদীর ঢেউর মত ক্ষণে ক্ষণে ডাকে। ৪। চন্দ্রে। ৫। গোছগাছ করিয়া বাহির হইতে।

শ্যাম-পরসঙ্গ　কহিতে কহিতে
চলে রসময়ী রাধা।
প্রেমের তরঙ্গে　আছে আন বোল
নিগড়(১) আছয়ে বান্ধা॥
গোপীগণ বলে　হাসি রস-রসে
চলিল ত্বরিত করি।
কাননে কালিয়া　নিভৃতে বসিয়া
করেতে মুরলী ধরি॥
ঐছন ঐছন　মধুর মুরলী
এস এস বলি ডাকে।
চণ্ডীদাস কহে　ত্বরিত গমনে
এস বৃন্দাবনমুখে॥

(শ্রীরাগ)

চলন গমন হংস যেমন,
বিজুলীতে যেন উয়ল(২) ভুবনে,
লাখ চাঁদ লাজে মলিন হইল,
ও চাঁদবদন হেরিয়া।
সরল ভালে সিন্দুর-বিন্দু,
তাহে বেড়ল কতেক ইন্দু,
কুসুম সুষম মুকুতা মাল,
নোটন(৩) ঘোটন বান্ধিয়া॥
বিম্ব অধর উপমা জোর,
হিঙ্গুল-মণ্ডিত অতি সে ঘোর,
দশনকুন্দ যেমন কলিকা,
কিবা সে তাহার পাঁতিয়া।
হাসিতে অমিয়া বরিখে ভাল,
নাসাকির(৪) পর বেসর আর,
মুকুতা নিশ্বাসে দুলিছে ভাল,
দেখহ রে কত(৫) ভাতিয়া॥
চণ্ডীদাস দেখি অথির চিত,
অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ রীত,
রসভরে ধনী সুন্দরী রাই,
চলল মরমে মাতিয়া॥

(কানাড়া)

রাধার আবেশে　গমন মন্থর
চলল আবেশ হৈয়া।

১। নিগূঢ় (পাঠান্তর)। ২। উদিত হইল। ৩। খোপা। ৪। নাসিকার। ৫। বেকত (পাঠান্তর)।

শ্যাম-মন্ত্র-মালা　জপিতে জপিতে
প্রবেশ করল গিয়া॥
উপবনমাঝে　প্রবেশ করিল
সুখময়ী ধনী রাই।
প্রেমরসভরে　আধ আধ বোলে
কহিছে সঘনে তাই॥
এক সখী গিয়া　সেখানে যাইয়া
কহিছে রাধার পাশে।
কি আর বিলম্ব　করিছ তোমরা
চলহ ত্বরিত বেশে॥
নাগর-শেখর　একলা আছয়ে
চলহ ত্বরিত করি।
গিয়া বৃন্দাবনে　দিল দরশন
চণ্ডীদাস কহে ভালি(১)॥

(কামোদ)

এক গোপী ছিল　পতির শয়নে
ত্যজিয়া যাইতে তারে।
তার পতি ইহা　জানিল শয়নে
তাহারে ধরিয়া বলে॥
এত নিশি বল　কোথারে(২) গমন
সরম নাহিক তোর।
লোকে অপযশ　কুযশ-কাহিনী
কুলেতে নাহিক ডর॥
বড় বিপরীত　দেখি তোর রীত
এ নিশি কোথাএ যাবে।
কুলটা হইলি　কলঙ্ক রাখিলি
মারি দুঃখ যায় তবে॥
ত্যজিয়া আমারে　যাই কোথাকারে
এ বড় বিষম দেখি।
বহুত গঞ্জনা　শুন নিশবদে(৩)

যখন তাহার　ঘুমাইল পতি
তখন ত্যজিয়া গেল।
রসের আবেশে　চলিল সুন্দরী
কিছুই নাহি শুনিল(৪)॥
ভয় পরিহরি　চলিল সুন্দরী
যেখানে নাগর কান(৫)।
চণ্ডীদাস ভণে　কিছুই না মানে
এমনি বাঁশীর তান॥

১। ভাল। ২। কোথায়। ৩। নিঃশব্দে। ৪। শুনিল (পাঠান্তর)। ৫। কানাই।

(কামোদ)

শুন হে কমল-আঁখি।
এ বড় সেখানে পরাণ এখানে
শুধু দেহ আছে সাথী ॥
সকল ত্যজিয়া শরণ লয়েছি
ও দু'টি কমল-পায়।
ঠেলিয়া না ফেল ওহে বংশীধর
যে তোর উচিত হয় ॥
তিলেক না দেখি ও মুখমণ্ডল
মরমে না শুনে আন(১)।
দেখিলে জুড়ায় এ পাপ পরাণ
ধড়ে আসি রহে প্রাণ ॥
যেমন ঘরের দীপ নিবাইলে
অন্ধকার হেন বাসি(২)।
তেন মত তুমি লোচন সভার
হেনক আমরা বাসি ॥
সকল ছাড়িয়া যে লয় শরণ
তাহারে এমতি কর।
তুমি সে পুরুষ ভুষণ-শকতি
বাঞ্ছাসিদ্ধি নাম ধর ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন গোপনারি
কি শুনি দারুণ বাণী।
সরস বচনে সিচহ যতনে
যতেক কুলের নারী ॥

(কামোদ)

শুন হে নাগর রায়।
কি বলিব রাঙ্গা পায় ॥
আমরা কুলের ঝি।
তোমারে বলিব কি ॥
যে ভজে তোমারে পায়।
সে জন তোমারে ধ্যায় ॥
আন কি জানিএ মোরা।
তুমি নয়নের তারা ॥
যে বল সে বল মোরে।
ছাড়িতে নারিব তোরে ॥
তোমার মুরলী শুনি।
ধাইয়া আইনু আমি ॥
শুন হে পুরুষ-ভূষণ।
তুয়া মুখে এমন বচন ॥
কি বলিব আমরা অবলা।
আমি হই দাসীগণ সারা ॥
চণ্ডীদাস কিছু গুণ গায়।
অদ্ভুত শুনি হে হেথায় ॥

(কামোদ)

শুন হে নাগর রায়।
তোমার উচিত এ নয় উচিত(১)
এ কথা কহিব কায় ॥
তোমার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলেতে দিয়েছি ডোর।
অবলা অখলে হেন করিবারে
এ নহে উচিত তোর ॥
আমরা স্বপনে আন নাহি জানি
কেবল দু'খানি পায়।
এতেক বেদন তোমার কারণ
শুন হে নাগর রায় ॥
সকল তেজিনু তবু না পাইনু
হৃদয় কঠিন বড়ি।
হাসিয়া হাসিয়া বঙ্কিম চাহিয়া
এবে কেনে কর ভেড়ি(২) ॥
তুমি প্রেমমণি পরম বাখানি
ছুঁইলে রতন হয়।
রাঙ্গের সমান ইথে নাহি আন
এমত গতিক নয় ॥
বহু রত্ন-ধন অমূল্য রতন
যাহার নাহিক মূল।
এ ধন লাগিয়া পাইয়ে আমরা
না পাইয়া কোন কুল ॥
চণ্ডীদাস বলে আমি জানি ভালে
কালার পিরীতি নেঠা।
যেমন জানিবে সরোরুহ-ফুল
তাহার অঙ্গের কাঁটা ॥

(কানাড়া)

তুমি বিদগধ সুখের সম্পদ
আমার সুখের ঘর।
যে জন শরণ লইল চরণে
তাহারে বাসহ পর ॥

১। অন্য। ২। মনে করি।

১। লএ চিত (পাঠান্তর)। ২। চাতুরী।

দেখি বল নাথ এ ভব-সংসারে
আর কি আছয়ে মোরা।
এ গোপী জনার হৃদয় মানস
কেবল আঁখির তারা॥
গৃহ পতি ত্যজে হা হা মরি লাজে
শুন হে নাগর রায়।
এ সব না জানি মনে নাহি গণি
সকলি গোচর পায়॥
শীতল চরণ যে লয় শরণ
তাহাতে এমনি রোষ।
অবলা বচনে কত খেণে খেণে(১)
কত শত হয় দোষ॥
প্রাণপতি তুমি কি বলিব আমি
আনের অনেক আছে।
আমার কেবল তুমি সে নয়ন
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন সুনাগর
ইহাতে নাহিক আন।
সব তেয়াগিয়া তোমার লাগিয়া
তুমি সে সভার প্রাণ॥

(শ্রীরাগ)

তুমি বিদগধ রায়।
বলিতে কি জানি কি আর বলিব
সকলি গোচর পায়॥
যে বল সে বল মোরে নাগর-শেখর
পর কৈল আপন আপন কৈল পর॥
মনের আগুন কত উঠে অনিবার।
কাহারে কহিব ইহা আচার বিচার॥
এমন ব্যথিত পাই আপনা বলিতে।
আন কথা কহিলে করএ অন্য চিতে॥
আকাশে পাতিয়া ফাঁদ পাপ ননদিনী।
মিছামিছি বলে সদা শ্যাম-কলঙ্কিনী॥
তোমার কলঙ্ক-হেমমালা করি গলে।
মিছাই ঘোষণা পাপ ননদিনী বলে॥
ঘরে হৈল পরীবাদ লোকের গঞ্জনা।
তাহাতে নিঠুর তুমি এবে গেল জানা॥
পরের পরাণ হরি হাসিতে হাসিতে।
বিলোকনে(২) প্রেম দিয়া করিলে পিরীতে।

১। খণে খণে অর্থাৎ প্রায় সকল সময়েই
২। দেখিবা মাত্র।

তোমার পিরীতি গোপী তেজিয়া সকল।
দণ্ডাইতে(১) নারি মোরা হইল বিকল॥
চণ্ডীদাস গোপীর দেখিয়া প্রিয় বাণী।
হরষে পরশমণি পরিবে এখনি॥

(কাফি)

নয়ন তরল বহে প্রেম-বারি
অথির কুলের বালা।
খেণে খেণে উঠে বিরহ-আগুন
দুগুণ হইল জ্বালা॥
মলয়-চন্দন মৃগমদ যত
অঙ্গেতে আছিল মাখা।
হৃদয় কাঁচুলি তিতিল(২) সকল
তাহা নাহি গেল রাখা॥
প্রেম ঢল ঢল যেমন বাউল
বনের হরিণী তারা।
ব্যাধ-বাণ খায়্যা ঘাইল হইয়া
চারিদিকে চাহি সারা॥
ক্ষীণ গোপীগণে চাহে তার পানে
বিরহ-বেদনা পায়্যা।
কাষ্ঠ সম যেন চিত্রের পুতলি
সারি সারি দাণ্ডাইয়া॥
কি শুনি কি শুনি বিষম সঙ্কট
হৃদয়ে হইল বেথা।
আর কি জীবন সঙ্কট হইল
কি আর দেখহ সেথা(৩)॥
যাহার লাগিয়া এত পরমাদ
এমত তাহার রীত।
চল গিয়া জলে পৈশ(৪) কুতূহলে
মরিব এ নহে চিত॥
কি আর পরাণ রাখিব আমরা
কি শুনি দারুণ বোল।
যার লাগি এত বিষম বিষাদ
নয়নে বহি এ লোর॥
এই অনুমান করে গোপীগণ
কহত ইহার বাণী।
নাগর বচন বিষের সমান
এবে সে ইহাই জানি॥

১। দাঁড়াইতে। ২। সিক্ত হইল।
৩। হেথা (পাঠান্তর)।
৪। প্রবেশ কর—পাঠান্তরে "প্রেমকুতুলে" দৃষ্ট হয়।

চণ্ডীদাস কহে শুনহ গোপিনী
এই মোর মনে লয় ।
ভকতি আদরে সরস বচনে
বিনতি করহ পায় ॥

(জয়শ্রী)

তুমি বঁধু ব্রজের জীবন ।
জাতিকুল করিয়া রোপণ ॥
তুমি নহ নিঠুরাই পণা ।
কেনে দেহ বিরহ-বেদনা ॥
যে ভজে তোমার দু'টি পায় ।
তারে নাথ হেন না জুয়ায়(১) ॥
গৃহ পরিবার পরিহরি ।
তোমারে ভজিল ব্রজনারী ॥
দেখ নাথ মনে বিচারিয়া ।
যত দুখ তোমার লাগিয়া ॥
শাশুড়ী-ক্ষুরের অতি ধার ।
খরতর তাহার বিচার ॥
কান্দিতে না পারি তব লাগি ।
তবু বলে শ্যামের সোহাগী ॥
ঘরে পরে তোমার বিবাদ ।
বাহির হইএ সাধে বাদ ॥
চণ্ডীদাস দেখিএ দুঃখিত ।
শ্যামে কহিছে অনুচিত ॥

(ধানশী)

তোমা হেন ধন পরম কারণ
পাইল অনেক সাধে ।
বিধি দিয়া পুনঃ করিল এমন
কি আর বলিবে রাধে ॥
যে দেখি তোমার আচার বিচার
কুটিল অন্তর বড়ি ।
সরল যে জন নাহি তার কোন
কুটিল কটক ছাড়ি ॥
ভুজঙ্গে আনিয়া কলসে পূরিয়া
যতনে তাহাকে পুষে ।
কোন কোন দিনে সেই বাদিয়ারে
দংশয়ে আপন রোষে ॥
ভুজঙ্গ সমান যেন তুয়া মন
তোঁহার চলন বাঁকা ।
তোমার অন্তর সেই সে সোসর
এ দুই তুলনা একা ॥
যেন মুখে আছে অমিয়া-কলসী
হৃদয়ে বিষের রাশি ।
অন্তর কুটিল মুখে মধু পর
আমরা এমন বাসি ॥
যে ছিল তা হল তাহাই করিল
নিরমল যেবা ছিল ।
তাহে দিয়া কালি ঠাকুরালি ভালি
কলঙ্ক উঠিল ভাল ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন বলি রাধা
ঐছন(১) কানুর লেহা (২) ।
অমিয়া সেচনে সরল বচনে
সঁপহ আপন দেহা ॥

(সুহই)

কানু কহে শুন আমার বচন
যতেক গোপের নারী ।
নিশি নিদারুণ কিসের কারণ
জগতে এ সব বৈরী ॥
অবলার কুল অতি নিরমল
ছুঁইতে কুলের নাশ ।
তাহার কারণে কহিল সঘনে
যাইতে আপন বাস ॥
রাধা কহে তাহে শুন যদুনাথে
আর কি কুলের ভরে ।
এক দিন জাতি কুলশীল পাঁতি
দিয়েছি ও দু'টি পায়ে ॥
আর কি কুলের গৌরবসূচনা
আর কি জেতের(৩) ডর ।
তোমার পিরীতে এ দেহ সঁপেছি
এখন কি কর ছল ॥
কেবল গোপীর নয়ন-অঞ্জন
হিয়ার পুতলী তুমি ।
তাহে কর হেন কেন তুয়া মন
এবে সে জানিনু আমি ॥
ভাল তুমি বট ব্রজের জীবন
এমতি তোমার কাজ ।
চণ্ডীদাস বলে এ নহে উচিত
শুন হে নাগররাজ ॥

---

১ । এরূপ করা শোভা পায় না

১ । ঐরূপ । ২ । স্বভাব ।
৩ । জাতির ।

(পূরবী)

বঁধুর আদর দেখি অনাদর
কহেন কাহিনী যতি।
তুমি সুনাগর গুণের সাগর
কি জানি তোমার রীতি॥
হাসি রসাইয়া কুল ভাসাইয়া(১)
নিদানে এমনি কর।
এ নহে উচিত তোর অনুচিত
কালিয়া বরণ ধর॥
কালিয়া বরণ ধরয়ে যে জন
বড়ই কঠিন সেহ।
তা সনে পিরীতি না জানি এ গতি
এবে হে জানিল এহ॥
তখন প্রথম পিরীতি করিলে
দেখি আকাশের চাঁদ।
কত মুখে হাসি বচন সেচন
ইবে(২) সে পাতিলে ফাঁদ॥
হৃদয়ে যা কর কালিয়া বরণ
সে মেনে কঠিন বড়ি।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিতে
এবে সে হইল গাঢ়ি॥
আমরা হইএ কুলের বৌহারি(৩)
কি বলিতে মোরা পারি।
তাহার উচিত করিব বেকত
শুন হে প্রাণের হরি॥
চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি
সকল স্বপন সম।
কানুর ঐছন পিরীতি কেবল
কেন বা করিছ ভ্রম॥

(পূরবী)

বঁধু তুমি বড় কঠিন পরাণ।
ইবে মোরা জানি অনুমান॥
কেনে তুমি বিরস-বদন।
কহে যত গোপ-সখীগণ॥
ওহে তুমি বিদগধ রায়।
মো সভারে হেন না জুয়ায়॥

১। ভাসাইয়া (পাঠান্তর)।
২। এখন।
৩। বধু।

স্ত্রীবধ পাতকী ভয় পাবে(১)।
মরিব তোমার নিজভাবে(২)॥
দাণ্ডাইয়া দেখহ আপনে।
হয় নয় বুঝ নিজ মনে॥
একে একে ব্রজের রমণী।
হেঁট মাথে খুটএ(৩) ধরণী॥
পাসরিলে সে সব পিরীতি।
পরিণামে হেন কর গতি॥
তুমা বিনে আর কেবা আছে।
আমরা দাঁড়াব কার কাছে॥
চণ্ডীদাস কহে হেন ভালি।
সুখে রসে কর রাসকেলি॥

(শ্রীরাগ)

কানুর বচন শুনি গোপীগণ
কহিতে লাগিয়া তাথে।
আমরা পরের রমণী হইয়া
বজর(৪) পড়িল মাথে॥
পরের পিরীতি আগে না গণিয়া
যে জন পিরীতি করে।
আপনার হাতে বিষ ধরি খায়্যা
পরিণামে হেন করে॥
ছায়ার আকার ছায়াতে মিলাএ
জলের বিম্বকি প্রায়।
যেন নিশিকালে নিশার স্বপন
তেমন পিরীতি ভায়॥
যেমন বাদিয়া কাঠের পুতল
নাচায় যতন করি।
দেখিতে মিছাই সকল ছায়াটি
বাজীকরে করে কেলি॥
তেমতি তোমার পিরীতি জানিল
শুনহে নাগর রায়।
পরের পরাণ হরিয়ে যতনে
ভাসাইলে দরিয়ায়(৫)॥
মুখে কত জন সরল বচন
হিয়াতে কুটিল সারা।
তখনি এমন না জানি কখন
এমত তোমার ধারা॥

১। লাগে (পাঠান্তর)। ২। আগে (পাঠান্তর)
৩। মাথা খুঁড়ে। ৪। বজ্র। ৫। গভীর জলে।

চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনি
কে বলে পিরীতি ভাল।
পিরীতি-গরলে এ দেহ জারল(১)
অন্তর হইল কাল॥

(সিন্ধুড়া)

সে নারী মরুক জলে ঝাঁপ দিয়া
যে করে পরের প্রেম।
পরিণামে পায় অতি পরাভব
যেমত পঙ্কজ হেম॥
তাহে কি বলিব সকল জানহ
যার লাগি যেবা জীয়ে(২)।
সে কেনে নিদয়া নিঠুর হইয়া
এতেক যাতনা দিয়ে॥
তোমার মুরলী ডাকিল সুস্বরে
আইল ধাইয়া বনে।
তাহে হেন কর ওহে বাঁশীধর
ফিরিয়া না চাহ কেনে॥
তোমা হেন নিধি মিলাইল বিধি
পুন তা হইল বাধা।
এ সব বচন কহিতে কহিতে
শোকেতে মরিবে রাধা॥
তোমার কারণ এ ঘর দুয়ার
বেঁধেছি অনেক দুখে।
তাহা ভাসাইতে এ নহে মহিমা
আর সে বলিব কাকে॥
চণ্ডীদাস দেখি বড়ই ব্যথিত
মুখে নাহি সরে বাণী।
চিত বেয়াকুল হইল আকুল
যতেক ব্রজের ধনী॥

(সিন্ধুড়া)

বঁধু আর কি ঘরের সাধ।
হাদে গো সজনি কহ মোরে বাণী
এ সুখে হইল বাদ।
* * * *
যে জন ব্যথিত সে জন নৈরাশ
মনে না পূরল সাধ॥

কাষ্ঠের পুতলী রহে সারি সারি
চাহিয়া নাগর পানে।
যেন সে চান্দের রসের লাগিয়া
চকোর থাকয়ে ধ্যানে॥
তেমত নাগরী রসের গাগরী
মুগধ তাহাতে করি(১)।
যেন বা কো আশে ধনের লালসে
তৈছন গোপের নারী॥
যেন মেঘবর চাতক অবশ
করিতে রসের পান।
সফরী(২) জীবন যে জল বিনা
সে জন কুলেতে যান॥
* * * *
সুধা মাখে যেন করি আনচান
চণ্ডীদাসে কহে তবে॥

(কানাড়া)

এ কথা শুনিয়া রাধা বিনোদিনী
বড়ই আকুল হৈয়া।
যা লাগি এতেক হ'ল পরমাদ
রহল বিয়োগ পেয়া(৩)॥
উপজল মান যেন বিষতূল
সে নব কিশোরী রাধা।
বিমুখ বিয়োগী হইলা কিশোরী
কম্পিত এ তনু আধা॥
নয়ন-কমলে যেন রতোপল(৪)
তেজিয়া আনের কাছ।
বৈঠল কিশোরী আপনা পাসরি
মাধবী লতার গাছ॥
মাধবী লতাতে(৫) বসি একভিতে
অতি সে বিরস ভাবে।
শ্রীমুখ-বিধুটি ধরণী-ধূসর
কছু না বচন লবে॥
বাম সে চরণে অঙ্গুলী সঘনে
ধরণী স্বভাবে খুঁটে।
নিশ্বাস হুতাশে তাহার বাতাসে
নানা আভরণ ছুটে॥
ঐছন মনের উঠিল আগুনি
সে ধনী কিশোরী রাই।
কাছে এক জন ছিল গোপীগণ
তাহারে উঠাল তাই॥

১। জর্জ্জরিত করিল।
২। জীবন ধারণ করে।

১। বড়ি (পাঠান্তর)। ২। পুঁটী মাছ। ৩। পাইয়া।
৪। রক্তোৎপল। ৫। তলাতে (সুসঙ্গত পাঠান্তর)।

তুমি হেথা কেন কোন অভিমান
তুমি যাহ শ্যামপাশে।
অতি সে বিমুখী রাধা চন্দ্রমুখী
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

নায়ক-সম্বোধনে

(ধানশী)

ভাদরে দেখিনু নটচাঁদে(১)
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরীবাদে॥
এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ি।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী॥
ননদিনী দেখয়ে চোখের বালি।
শ্যাম নাগর তোমায় পাড়ে গালি॥
এ দুখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুনঃ কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয়॥

(সিন্ধুড়া)

যখন পিরীতি কৈলা
আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনি করিতা(২) মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর
হিয়ার উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ(৩)॥
একে হাম পরাধীনী তাহে কুলকামিনী
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ না জানি তবু ত আন
আর কত কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা দেয় খোটা
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডীদাস কয় কিবা তুমি কর ভয়
বঁধু তোর নহে অকরুণ॥

১। নষ্টচন্দ্র।
২। করিতে।
৩। এখন তোমার সংবাদ পাওয়া।

(ধানশী)

যখন নাগর পিরীতি করিলা
সুখের না ছিল ওর(১)।
সোতের(২) সেওলা ভাসাইয়া কালা
কাটিলা প্রেমের ডোর॥
মুঞি ত অবলা, অথলা-হৃদয়
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া চিত্রেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি॥
পিরীত মুরতি কোথা তার স্থিতি
বিবরণ কহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এত পরমাদ করে॥
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
অমৃত বলিয়া গরল ভখিনু
বিষেতে জারিল দে(৩)॥
নদীর উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে রসিক বসতি
পিরীতি না জানে কেউ॥
চণ্ডীদাস কয় দুই এক হয়
ভাবে সে পিরীতি রয়।
(নতু)(৪) খলের পিরীতি তুষের অনল
ধিকি ধিকি যেন বয়॥

(পঠমঞ্জরী)

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম
শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে(৫) তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে(৬) নাম শুনি দরবয়ে(৭) হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিয়ে আমি হই যে বিকল॥
নিশি দিশি বঁধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়া রাখ স্থির করি॥

১। শেষ। ২। স্রোতের। ৩। দেহ।
৪। নতুবা। ৫। ভ্রমে। ৬। প্রসঙ্গে।
৭। দ্রব হয়—গলিয়া যায়।

(সুহই) •

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে(১) নাহি তোমা হেন ॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি ॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর ॥
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি রাধা বলি ॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
বাশুলী-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়(২) ॥

(তুড়ি) •

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই ॥
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিও মুঞি ভখিমু(৩) গরলে ॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদমুখ ॥
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে(৪) ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ ॥
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়।
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না জুয়ায় ॥

(সুহই)

হেদে(৫) হে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায় ॥
ভাবিতে গণিতে তনু হৈল ক্ষীণ।
জগভরি কলঙ্ক রহিল চিরদিন(৬) ॥
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিনু(৭)।
মৈলাম লাজে মিছা কাজে দগদগি(৮) হইনু ॥

না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি নানা দুঃখে আর নানা কথা(১) ॥
শয়নে স্বপনে বঁধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয় ॥
ঘায়ে না মরিয়ে বঁধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায় ॥

(শ্রীরাগ)

সকলি আমার দোষ হে বঁধু
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি কৈরাছি পিরীতি
কাহারে করিব রোষ ॥
সুধার সমুদ্র সম্মুখে দেখিয়া
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইবেক এতেক দুখে ॥
সো(২) যদি জনিতাম অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি অমন করি।
জাতি কুল শীল মজিল সকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥
অনেক আশার ভরসা মরুক
দেখিতে করয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি তাহার নাহিক
বিভাগের আধের আধ ॥
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সেই যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে এমন পিরীতি
করয়ে সুজন সনে ॥

(কামোদ)

বঁধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনী বৈঠয়ে জগতমাঝে
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ ॥
লোকমুখে জানিনু লখি আগে না দেখিনু
আমারে কুমতি দিল বিধি।
না বুঝিয়া করে কাজ তার মুণ্ডে পড়ে বাজ
দুখ রহে জনম অবধি ॥

১। হরণ করিতে বা মোহিত করিতে।
২। চণ্ডীদাস কহে হিয়া শুনিতে জুড়ায়।
এমন পিরীতি আর না দেখি কোথায় (পাঠান্তর)।
৩। ভখিব (পাঠান্তর)—ভক্ষণ করিব।
৪। ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না। ৫। আরে মোর (পাঠান্তর)
বিভিন্ন পাঠ—
৬। "জগ ভরি কলঙ্ক রহিল এই চিন।" (পাঠান্তর)।
৭। কিবা কাজ কৈনু (পাঠান্তর)। ৮। দগ্ধ।

১। "একে মরি মনোদুখে আর নানা কথা (পাঠান্তর)
২। মো (পাঠান্তর)।

কেন হেন বেশ ধর পরের পরাণ হর
স্ত্রীবধে ভয় নাহি কর।
গগন-ইন্দু আনিয়া করে কর দর্শাইয়া
এবে কেন এমতি আচর ?
পিরীতি পরশে যার হিয়া নাহি দরবয়ে
সে কেনে পিরীতি করে সাধ ?
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় মোর মনে হেন লয়
ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ ॥

(ভাটিয়ারি)

তুমি ত নাগর রসের সাগর
যেমত ভ্রমর-রীত।
আমি ত দুখিনী কুলকলঙ্কিনী
হইনু করিয়া প্রীত ॥
গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদন কহিলে কি যায়
পরাণ সহিছে যত ॥
অনেক সাধের পিরীতি বঁধু হে
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিব
এমনি সে মনে লয় ॥
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি বিষম
শুনহ বড়ুয়ার বহু।
পিরীতি বিষদ হইলে বিপদ
এমত না হউ কেহু(১) ॥

সখী-সম্বোধনে

(তুড়ি)

কানড়(২) কুসুম জিনি কালিয়া বরণখানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়িয়া সকল কাজ জাতি কুল শীল লাজ
মরিব(৩) কালিয়া অনুরাগে ॥
সই। আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন-কোণে না চাহিও তার পানে
কালিয়া বরণ যার দেখ ॥

১। কাহু (পাঠান্তর)।
২। নীলপদ্ম। ৩। মরয়ে (পাঠান্তর)।

পিরীতি আরতি মনে যে করে কালিয়া সনে
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণ কালা মনেতে গাঁথিয়া মালা
জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল ॥
নিশি দিন অনুক্ষণ প্রাণ করে উচাটন(২)
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণাম কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥
দারুণ মুরলী-স্বর না মানে আপন পর
মরমে ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে সেই পাকে (২) ॥

(শ্রীরাগ)

সজনি লো সই।
ক্ষণেক(৩) বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই ॥
শ্যামের বাঁশীটি দুপুরে ডাকাতি
সরবস হরি লৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কেন বা এমতি কৈল ॥
*খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি করিল বাউরী(৪)
মানয়ে যেমন দাসী ॥
কুলের করম ধৈরয ধরম
সরম মরম ফাঁসী।
চণ্ডীদাসে ভণে এই সে কারণে
কানুর সরবস বাঁশী ॥

১। আকুলি ব্যাকুলি।
২। পরিণামে।
৩। তিলেক দাঁড়াও খানিক শ্যামের
বাঁশীর কথাটি কই ॥ (পাঠান্তর)
এমতি বেভার না বুঝি তাহার
পীরিতি যাহার সনে।
গোপন করিয়া কেন না রাখিলে
বেকত করিলে কেনে ॥
দোষ পরিহর বাঁশীটি সম্বর
আমরা তোমার দাসী।
চণ্ডীদাস ভণে কহিনু কেমনে
কানু-সরবস বাঁশী ॥
৪। পাগলী (পাঠান্তর)।

(সুহই)

বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥
হা রে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহকাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান ॥
সতী ভুলে নিজপতি মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের(১) গুরু কালা ॥

(ধানশী)

কুলের বৈরী হইল
করিল সকল নাশে।
মদন কিরাতি(২) মধুর যুবতী
ধরিতে আইল দেশে
সই জীবন মন নেয় বাঁশী।
পিরীতি আঠা ননদী কাঁটা
পড়শী হইল ফাঁসী ॥
বৃন্দাবন-মাঝে বেড়ায় সে সেজে
ধরিতে যুবতী জনা।
যমুনার কূলে গাছের তলে
বসিয়া করিল থানা ॥
*এক পাশ হৈয়া থাকি লুকাইয়া
দেখি যে বসিল পাখী।
ধীরে ধীরে যাই তাহা পানে চাই
আনলা(৩) চালায় দেখি ॥
গাছের ডালে বসিয়া ভালে
তাক করে এক দিঠে।
জড়াল আটা লাগায় কাঁটা
লাগিল পাখীর পিঠে ॥
পড়িয়া ভুমেতে ধরফড়াইতে
কিরাতে ধরিল পাখে।
পাখে পাখা দিয়া বাঁধিল টানিয়া
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে ॥
চণ্ডীদাস কয় মহাজন হয়
কিনিয়া লয় সে পাখী।
ছাড়িয়া দেয় পাখায় ধোয়ায়
তবে সে এড়ান দেখি ॥

(তুড়ি)

মুরলীর স্বরে রহিবে কি ঘরে
গোকুল যুবতীগণে।
আকুল হইয়া বাহির হইবে
না চাবে কুলের পানে ॥
কি রঙ্গ-লীলা মিলায় শিলা
শুনিলে সে ধ্বনি কানে।
যমুনা-পবন স্থগিত গমন(১)
ভুবন মোহিত গানে।
আনন্দ উদয় শুধু সুধাময়
ভেদিয়া অন্তরে টানে।
মরমেতে জ্বালা জীয়ে কি অবলা
হানয়ে মদন-বাণে ॥
কুলবতী-কুল করে নিরমূল
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে রাখিও মরমে
কি মোহিনী কালা জানে ॥

(ধানশী)

কালা গরলের জ্বালা আর তাহে অবলা
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরম-ব্যথা কাহারে কহিব কথা
গুপতে সে গুমরিয়া মরি ॥
সখি হে বংশী দংশিল মোর কানে।
ডাকিয়া চেতন হরে পরাণ না রহে ধড়ে
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে ॥
মুরলী সরল হয়ে বাঁকার মুখেতে রয়ে
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় সঙ্গদোষে কি না হয়
রাহু মুখে শশী মসি লাভ ॥

১। অভিনয়ের।
২। ব্যাধ।
* এই পংক্তি দুইটি পদকল্পতরুতে নাই।
৩। নলজে (পাঠান্তর)।

(১) "থাকিত গগন।" (পাঠান্তর)।
"চৌদিকে গগন।" (পাঠান্তর)।

(ধানশী)*

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশিদিন কাঁদি, কিন্তু হাসি লোকলাজে
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥
হাঁরে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধা হৈল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর-সুধা উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥

(সিন্ধুড়া)

তোমরা মোরে ডাকিয়া সুধাও না
প্রাণ আনচান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম
আমি হইলাম দাসী॥
গোকুল-নগরে কেবা কি না করে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানু-কলঙ্কিনী রাধা॥
বাহির হইতে লোক-চরচায়
বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরীতি করিয়া জগতের বৈরী
আপনা বলিব কারে॥
তোমরা পরাণের ব্যথিত আছিলা
জীবন-মরণের সঙ্গ।
অনেক দোষের দোষিণী হইলে
কে ছাড়ে আপন সঙ্গ॥
নন্দের নন্দন গোকুল কানাই
সবাই আপনা বলে।
সোপনু ইছিয়(১) নিছিয়া(২) লইনু
অনাদি জনম ফলে॥

* এই পদটি আমরা পদকল্পতরুতে বা নীলরতন বাবুর পুস্তকে এই ভাবে দেখিতে পাই না।

১। ইচ্ছা করিয়া। ২। উৎসর্গ করিলাম।

রাধা বলি আর ডাকি না সুধাও
এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডীদাস কহে সকলি পাইবা
আপন হৈলে॥

(সিন্ধুড়া)

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব(১) যোগিনী হইয়া॥
কালমাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু-গুণ-যশ কানে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ-রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক-ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥
চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥

(তুড়ী)

আগুনি জ্বালিয়া মরিব পুড়িয়া
কত নিবারিব মন।
গরল ভখিয়া মো পুনি মরিব
নতুবা লউক যম(২)॥
সই! জ্বালহ অনল চিতা।
সীমন্তিনী লইয়া কেশ সাজাইয়া
সিন্দুর দেহ যে সীঁথায়॥ (ধ্রু)
তনু তেয়াগিয়া সিদ্ধ যে হইব
সাধিব মনের মত।
মরিলে সে পতি আসিবে সংহতি
আমারে সেবিবে কত॥
তখনি জানিবে বিরহ-বেদনা
পরের লাগয়ে যত।
তাপিত হইলে তবে যে জানয়ে
তাপ যে লাগয়ে কত॥
বিনা যে বেদন না হয় চেতন
দরদে দরদী নয়।
পর দরদের দরদ জানিবে
সেই সে সুজন হয়॥
আপনি সে মরে কিবা করে পরে
দোসর লহে বা কেনে।
কাহার কারণ কে সহে মরণ
চণ্ডীদাস বলে মনে॥

১। ভ্রমিব। ২। শমন (পাঠান্তর)।

(ধানশী)

সই, না কহ ও সব কথা।
কালার পিরীতি যাহার অন্তরে
জনম হইতে ব্যথা॥
কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
বয়ানে না বলি কালা।
তথাপি সে কালা অন্তরে জাগয়ে
কালা হইল জপমালা॥
বঁধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কানে।
সবার আগে বিদায় হইয়া
যাইব গহন বনে॥
গুরু পরিজন বলে কুবচন
না যাব লোকের পাড়'।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

—

(সুহই)

গৃহেতে বসিয়া মনেরে কহিলু
আর না বলিব কালা।
কবহু পরাণে আন নাহি জানে
কানু হইল জপমালা॥
সই, আর না বলিস মোরে।
কালিয়া বরণ মনেতে পড়িলে
যে বড়ি(১) প্রমাদ করে॥
কালিয়া কাজল নয়ানে পরিতে
মোর মনে নাহি লয়ে।
কালিয়া বরণে পরাণ পাগলি
না জানি আর কি হয়ে॥
যমুনার জল গাগরী ভরিতে
দেখিলুঁ কালিয়া চাঁদ।
চণ্ডীদাস কহে রহিতে নারিবা
অন্তরে কালার ফাঁদ॥

—

(সুহই)

কাল-জল ঢালি সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পরি॥
আলো সই মুঞি গণিলুঁ নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥

১। বড়ই।

মনের দুঃখের কথা মনে সে রহিল।
ফুটিয়া সে শ্যাম-শেল বাহির নহিল॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ॥

—

বরাড়ী

কাল কুসুম করে পরশ না করি ভরে
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঁই
কানাকানি শুনি এই কথা॥
সই! লোকে বলে কালা পরীবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ(১)॥
যমুনা-সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্বতলাপানে।
যথা তথা বসে থাকি বাঁশীটি শুনিয়ে যদি
দুটি হাত দিয়া থাকি কানে॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে
না চিনি যে কালা কিংবা গোরা(২)॥

—

তুড়ি

পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো॥
না দেখি তাহার রূপ মনে কেন টানে গো॥
পথে চলি যাই যদি চাহি লোক পানে গো।
তার কথায় না রয় মন তারে কেন টানে গো॥
খাইতে যদি বসি খাইতে কেন নারি গো।
কেশপানে চাহি যদি নয়ান কেন ঝুরে গো॥
বসন পরিয়া থাকি চাহি বসন পানে গো।
সমুখে তাহার রূপ সদা মনে জাগে গো॥
ঘরে মোর সাধ নাই কোথা আমি যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো॥
চণ্ডীদাস কহে মন নিবারিয়া থাক গো।
সে জনা তোমার চিতে সদা লাগি আছে গো॥

১। শ্রীকৃষ্ণের রূপ মেঘের মত, সেই জন্য লজ্জায় আমি মেঘের দিকে তাকাই না। কাজরও আর পরি না, কেন না, কাজর দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়ে।

২। জপিতে জপিতে হরি তনুমন করে চুরি
না চিনি যে কালা কিম্বা গোরা॥
(পাঠান্তর)

(সুহই)

এই ভয় মনে উঠে এই ভয় মনে উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই।
চাঁদমুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক॥

(শ্রীরাগ)

কানু পরীবাদ মনে ছিল সাধ
সফল করিল বিধি।
কুজন-বচনে ছাড়িতে নারিব
সে হেন গুণের নিধি॥
বঁধুর পিরীতি শেলের ঘা
পশিলে সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে ব্যথাটি বাড়িল
এ দুখ কহিব কাকে॥
হিয়া দগদগ করে নিরন্তর
যারে না দেখিলে মরি।
হিয়ার ভিতরে কি শেল সামাল(১)
বল না কি বুদ্ধি করি॥
অন্য ব্যথা নয় বোধে শোধে যায়
হিয়ার মাঝারে থুয়া।
কোন্ কুলবতী কুল মজাইয়া
কেমনে রৈয়াছে সইয়া(২)?
আমরা অখল হৃদয়ে সরল
কথায় ভুলিয়া গেনুঁ।
পরের কথায় পিরীতি করিয়া
জনম কাঁদিয়া মনুঁ॥
সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে
কি তার আপন পর।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
কেবল দুঃখের ঘর॥

১। প্রবেশ করিল
২। সহ্য করিয়া।

(ধানশী)*

সখীর রে, মনের বেদনা কাহারে কহিব
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতে বুঝি দিবা-রাতে
সদাই চমকে চিত॥
সই ছাড়িতে নারিব কালা।
কত তেয়াগিয়া ভরম ছাড়িয়া
লই কলঙ্কের ডালা॥
সে ডালি মাথায় করি দেশে দেশে ফিরি
মাগিয়া খাইব যবে।
সতী চরচার কুলের বিচার
তবে সে আমার যাবে॥
চণ্ডীদাস কয় কলঙ্কে কি ভয়
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া মরে সে ঝুরিয়া
কি তার আপন পরে॥

(ধানশী)

আগে সই কে জানে এমন রীত।
শ্যাম বঁধুর সনে পিরীতি করিয়া
কেবা যাবে পরতীত॥
খাইতে পিরীতি শুইতে পিরীতি
পিরীতি স্বপনে দেখি।
পিরীতি লহরে আকুল হইয়া
পরাণ-পিরীতি সাক্ষী॥
পিরীতি আখর জপি নিরন্তর
এক পণ তার মূল।
শ্যাম বঁধুর সনে পিরীতি করিয়া
নিছিয়া দিলাম কুল॥
চণ্ডিদাস কয় অসীম পিরীতি
কহিতে কহিব কত।
আদর করিয়া যতেক রাখিবে
পিরীতি পাইবা তত॥

(তুড়ি)

আমার মনের কথা শুন গো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস-রজনী॥
কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বান্ধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥

* এই পদটির রচয়িতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। পদটি বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্নরূপে এবং বিভিন্ন ভণিতায় আমরা পাই।

চিত্তের অনল কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি কহিব॥
চণ্ডীদাস বলে প্রেম কারে কি কহিব॥
কুলধর্ম্ম লোক-লজ্জা নাহি মানে চিত॥

(ধানশী)

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা॥
সই! ছাড়িতে নারিব তারে।
অন্তর সহিত সে প্রেম জড়িত
কে তারে ছাড়িতে পারে॥
সে দিন যেখানে সেই সব লীলা
করেন কালিয়া কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী হৈয়া রহিনু
শুনিতাম মধুর বেণু॥
এত রূপ নহে হিয়া পরতীত
যাইতাম কদম্বের তলা।
চণ্ডীদাস কহে এত প্রাণে সহে
বিষম বিষের জ্বালা॥

(সিন্ধুড়া)

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকণ ধন॥
সে রূপলাবণ্যা (১) মোর হৃদয়ে লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লইয়া যায় পাছে॥
সই এই ভয় মনে বড় বাসি॥
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবা-নিশি॥
অলস আইসে নিদ যদি দুটি আঁখে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া কাঁখে॥
এমত পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে॥
কালা রূপের নিছনি নিছিয়া দিনু কুলে।
এত দিনে বিধি মোহে(২) হৈল অনুকূলে॥
পুরুক মনের সাধ ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে।
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ(৩)॥

১। রূপলাবণি (পাঠান্তর)।
২। আমার প্রতি।
৩। চণ্ডীদাসে বলে রাই এমতি চাহ বটে।
সুঘরের পীরিতি হেলে কভু নাহি টুটে। (পাঠান্তর)

(দাসপাড়িয়া)

দূর দূর কলঙ্কিনী বলে সব লোকে গো।
না জানি কাহার ধন নিলাম আমি গো(১)॥
কার সনে না কহি কথা থাকি ভয় করি গো।
তবু ত দারুণ লোকে কহে সেই কথা গো॥
তার সনে দেখা নাহি রটে মিছে কথা গো।
দেখা হইলে কইত যদি তার বোল সইত গো॥
মিছা কথা ক'য়া পরের মন ভারি করে গো।
পরকুচ্ছা অধর্ম্ম বিনা কেমন ক'রে রহে গো॥
চণ্ডীদাস কয় লোকে মিছা কথা কয় গো।
আপন মনে বুঝে দেখ হয় কি না হয় গো॥

(তুড়ি)

সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে বলিব কি।
অন্তর বেদনা যে জন জানয়ে
পরাণ কাটিয়ে দি॥
সই কহিতে যে বাসি ডর।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
সে কেন বাসয়ে পর॥
কানুর পিরীতি বলিতে বলিতে
পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমতি
আসিতে যাইতে কাটে॥
সোনার গাগরী যেন বিষ ভরি
দুধেতে পূরিয়া মুখ।
বিচার করিয়া যে জন না খায়
পরিণামে পায় দুখ॥
চণ্ডীদাস কয় শুনহ সুন্দরি
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম বঁধু সনে করিয়া পিরীতি
কেবা কোথা ভাল আছে॥

(সিন্ধুড়া)

পিয়ার পিরীতি লাগি যোগিনী হৈনু।
তবু ত দারুণ চিতে সোয়াস্তি না পানু॥
কি হইল কলঙ্করব শুনি যথা তথা।
কেন বা পিরীতি কৈনু খাইয়া আপন মাথা॥
না বল না বল সই সে কানুর গুণ।
হাতের কালি গালে দিলাম মাখিলাম চূণ(২)॥

১। কিবা আমি নিলু গো (পাঠান্তর)।
২। মাথে কালি চূণ (পাঠান্তর)।

আর না করিব পাপ পিরীতের লেহা।
পোড়া করি সমান করিনু নিজ দেহা॥
বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা।
সুজনে করিনু প্রেম হইল কুজনা॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিলে কুজনে কুজনা॥

(তুড়ি)

এক জ্বালা গুরুজন আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল দে সারা হৈল তনু॥
কোথায় যাইব সই কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায়॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক হৈল কানুর পিরীত॥
জারিলেক তনু মন কি করে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু পরীবাদে॥
লোকমাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

(সিন্ধুড়া)

এ দেশে বসতি নৈল যাব কোন্ দেশে।
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে॥
বল না উপায় সই বল না উপায়।
জনম অবধি দুখ রহল হিয়ায়॥
তিতা কৈল দেহ মোর ননদী-বচনে।
কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে॥
বিষ খায়া দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলী' আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে(১)॥

(সিন্ধুড়া)

সই, এ কি সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া গেল ননদিনী
শুনিলা আপন কাণে॥
পরের কথায় এত কথা কহে
ইহাতে করিব কি।
কানু পরীবাদে ভুবন ভরিল
বৃথায় জীবনে জী(২)॥

১। কলঙ্ক ঘুষিবে লোকে, নিষেধিল চণ্ডীদাসে (পাঠান্তর) ২। জীবিত রহিয়াছি।

কানুরে পাইত এ সব কহিত
তবে বা সে বোলে ভাল।
মিছে পরীবাদে বাদিনী হইয়া
জরজর প্রাণ হৈল॥
কে আছে বুঝায়া শ্যামেরে কহিয়া
এ দুখে করিবে পার।
চণ্ডীদাস কহে ধৈর্য্য ধরি রহ
কে কিবা করিবে কার॥

(শ্রীরাগ)*

পর পুরুষে যৌবন সঁপিলে
আশা না পূরয়ে তায়।
আপন পতি বিছুরিলে কতি
দ্বিগুণ সুখ সে পায়॥
সই, বিধি করিল এমন রীতি।
কুলবতী হইয়া পতি তেয়াগিয়া
পরপতি সনে প্রীতি।
পড়শী সকল এবে সে জানিল
দুকুল ভাসিল জলে।
পিরীতি করিতে আসিবে চটাই(১)
দুই কুল ফাঁক হ'লে।
দুদিকে ভাসিতে উঠু-ডুবু করিতে
কিনারা হইল দেখি।
মহাজন ঘরে চোরে চুরি করে
পড়শী দেয় সে সাখী॥
তলাস করিয়া বেড়ায় ফিরিয়া
ধনের না পায় লেশ॥
মনে যে বুঝিয়া দেখিনু ভাবিয়া
তাহারি কপাল-দোষ॥
এমন ডাকাতি কানুর পিরীতি
হরি নিল মোর মন।
আপন পর যে দূষিল সব
তেজিল গৃহ গুরুজন॥
রাখ চিহ্ন পায় চণ্ডীদাস হিয়ায়
দোসর বোধিক(২) জনা।
সকলি পাইবে কুশলে রহিবে
আসিবে নন্দ-নন্দনা।

* এই পদটির অপর দুইটি পাঠান্তর দেওয়া হইল। মনে হয়, পাঠান্তরগুলির অর্থই অধিক সঙ্গত।

১। বিচ্ছেদ। ২। বুঝবার।

(সিন্ধুড়া)

গোকুল নগরে আমার বঁধুরে
সবাই আপনা ভালবাসে।
হাম অভাগিনী আপন বলিলে
দারুণ লোকেতে হাসে॥
সই কি জানি কি হইল মোরে।
আপন বলিয়া দুকুল চাহিয়া
না দেখি দোসর পরে॥
কুলের কামিনী হম্ অভাগিনী
নহিলে(১) দোসর জনা।
রসিক নাগরী গুরু জনা বৈরী
এ বড় মুরখপণা॥
বিধির বিধান এমন করল
বুঝিনু করমদোষে।
আগে পাছে বুঝি না কৈলে সমঝি(২)
কহে চণ্ডীদাসে॥

(গান্ধার)

পিরীতি লাগিয়া হম্ সব তেয়াগিনু।
তবু ত শ্যামের সঙ্গে গোঙাতে নারিনু॥
বিধিরে কি দিব দোষ আপন করম।
কি খেনে করিনু প্রেম না জানি মরম॥
ঘরে ঘরে চাতরে কুলটা বলি খ্যাতি।
কানু সঙ্গে প্রেম করি না পোহাল রাতি॥
চল চল আর দেখি ওঝা-বাড়ী যাই।
কালকূট বিষ আনি হাতে তুলি খাই॥
পিরীতে মরিতে লাগি যেবা করে আশ।
পিরীতি লাগিয়া মরে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

(পঠমঞ্জরী)

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
শুন শুন প্রাণ প্রিয় সই।
তুমি সে আমার আমি সে তোমার
তেই সে তোমারে কই॥
দিনি ছলে ছলয়ে সদাই ধরে চুরি।
হেন মনে করে জলে প্রবেশিয়ে মরি॥
সতী সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলকে ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
পোড়া লোক না জানে পিরীতি বোলে কারে
তুমি যদি বল সমাধান দেই ঘরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি(১)॥

(সিন্ধুড়া)

তাহারে সই বুঝাই পেলে তার লাগি।
ননদী-বচনে যেন বুকে উঠে আগি॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়শী॥
কাহারে কহিব দুখ যাবো আমি কোথা।
কার সনে কব আর কালা কানুর কথা॥
যত দূরে যায় মন তত দূরে যাব।
পিরীতি পরাণভাগী কোথা গেলে পাব॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া॥

(শ্রীরাগ)*

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি নয়ান-তারা।
হিয়ার মাঝারে পরাণ-পুতলি
নিমিখে নিমিখ হারা॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার মনে যেবা লয়।
ভাবিয়া দেখিলাম শ্যাম বঁধু বিনে
আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও ধরম করম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হইয়া পিরীতি আরতি
আর কার জানি হয়॥
যে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটাওল মোরে।
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
কুল লই থাক ঘরে॥

১। না হইল।
২। সমঝিয়া (বিশেষ বিবেচনা না করিয়া)।

১। অধিক যাতনা যার দ্বিগুণ পিরীতি! (পাঠান্তর)।
* পদকল্পতরুতে আমরা এই পদটি জ্ঞানদাসের ভনিতায় পাই।

ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম-অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল-তুলসী দিয়া॥
পড়শী দুর্জ্জন বলে কুবচন
না যাব সে লোক-পাড়া।
চণ্ডীদাস কয় কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

(ধানশী)

কে আছে বুঝিয়া শুঝিয়া বলিবে
আমার পিয়ার পাশে।
গোপত পিরীতি না করে বেকতি
শুনিয়া লোকেতে হাসে॥
গোপত বলিয়া কেন বা বলিলে
এমত করিল কেনে।
এমত ব্যাপার না বুঝি তাহার
পিরীতি যাহার সনে॥
সই, এমতি কেন বা হৈল।
পরের যে নারী নিল মন হরি
নিচয়(১) ছাড়িয়া গেল॥
আমি অভাগিনী দিবস রজনী
সোঙরি সোঙরি মরি।
কুলের কলঙ্ক করিনু সালঙ্ক(২)
তবু যে না পানু হরি॥
পুরুষ-পরশ হইল দুরস
বিছুরিলে আপন মতি।
জনম অবধি না পাই সোয়াতি
কাঁদিয়া মরি যে নিতি॥
চণ্ডীদাস কয় সুজন যে হয়
এমতি না করে সে।
তাহার পিরীতি পাষাণে লেখতি(৩)
মুছিলেও নাহি ঘুচে(৪)॥

(ধানশী)

সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥

১। নিশ্চয়। ২। অলঙ্কার। ৩। পাথরে লেখা। ৪। মুছিলে না মুছে সে (পাঠান্তর)

সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে ?
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমনি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কার হয়॥
আপনা আপনি মন বুঝাইতে
পরতীত(১) নাহি হয়।
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়॥
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙাইয়া
এমতি করিল কে।
আমার পরাণ যেমতি করিছে
তেমতি হউক সে॥
কহে চণ্ডীদাস করহ বিশাস
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরি
দিয়া পর-মনে দুখে॥

(গান্ধার)

দেখিব যে দিনে আপন নয়নে
কহিতে তা সনে কথা।
বেশ দূর করি কেশ ঘুচাইব(২)
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
এমত সাধের বঁধুয়া আমার
দেখিলে না চাহে ফিরিয়া॥
সে হেন কালিয়া যা বিনেক হিয়া
এ মত করিল কে।
হৃদি সীদতি(৩) আমার যে মতি
তেমতি পড়ুক সে॥
কহে চণ্ডীদাস কেন কর ত্রাস
সে ধন তোমার বটে।
তার মুখে ছাই দিয়া সে কানাই
আসিবে তোমা নিকটে॥

১। প্রত্যয়—বিশ্বাস।
২। মাথা মুড়াইব।
৩। হৃদয় শিহরিতেছে।

(ধানশী)

সই, তাহারে বলিব কি।
* যেমতি করিয়া শপথি করিল
বৃথায় জীবন জী॥
ধরম গুণে ভয় না মানে
এমন ডাকাতি সেহ।
বুঝিলাম মনে ডাকাতিয়া সনে
ঘুচিল ভাল যে লেহ॥
বিনি যে পরখি(১) রূপ যে দরখি(২)
ভুলিনু পরের বোলে।
পিরীতি করিয়া কলঙ্ক হইল
ডুবিনু অগাধ জলে॥
গুরুর গঞ্জন সহি সদাতন
না জানি কিসের বলে।
অমিঞা ঘুচিয়া গরল হইল
এমতি বুঝিলাম শেষে॥
আগে যদি জানিতুঁ সতর্কে থাকিতুঁ
এমত না করিতুঁ মনে।
সে হেন পিরীতি হবে বিপরীত
এমন মনে কে জানে॥
চণ্ডীদাস কহ ধৈর্য্য ধরি রহ
কাহারে না কহ কথা।
কথা যে কহিবে বৃথাই হইবে
মনেতে পাইবে ব্যথা॥

(ধানশী)

পিরীতি পসার লইয়া ব্যভার
দেখি যে জগৎময়।
যতেক নাগরী কুলের কুমারী
কলঙ্কী আমারে কয়॥
সই, জানি কি হইবে মোর।
সে শ্যাম নাগর গুণের সাগর
কেমনে বাসিব পর ?
সে গুণ সোঙরিতে(৩) হাহা করে চিতে
তাহা বা কহিব কত।
গুরুজনা-কুলে ডুবাইয়া মূলে
তাহাতে হইব রত॥

* এমতি করিয়া পীরিতি করিলে (পাঠান্তর)।
১। পরীক্ষা। ২। নিরখিয়া।
৩। স্মরিতে (পাঠান্তর)।

থাকিলে যে দেশে মোরে দেখি হাসে
কহিতে না পারি কথা।
অযোগ্য লোকে যত বলে মোকে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
কহে চণ্ডীদাস বাশুলীর পাশ
এমন যদি হয় মনোরীত।
কার সনে হয় পিরীতি করয়
কহিলে সে হয় পরতীত॥

(শ্রীরাগ)

সই, মরম কহিএ তোকে।
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
কভু না আনিব মুখে॥
পিরীতি মুরতি কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ন-কোণে।
পিরীতি বলিয়া নাম শুনাইতে
মুদিয়া রহিব কানে॥
পিরীতি নগরে বসতি তেজিয়া
থাকিব গহন বনে।
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
যেন না পড়য়ে মনে॥
পিরীতি পাবক পরশ করিয়া
পুড়িছে এ নিশি দিবা।
পিরীতি বিচ্ছেদ সহনে না যায়
কহে চণ্ডীদাস কিবা॥

(ধানশী)

শুন শুন সই কহি তোরে।
পিরীতি করিয়া কি হৈল মোরে॥
পিরীতি পাবক কে জানে এত।
সদাই পুড়িছে সহিব কত॥
পিরীতি দুরন্ত কে বলে ভাল।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল॥
অবিরত বহে নয়নে নীর।
নিলাজ পরাণে না বান্ধে থির॥
দোসর ধাতা(১) পিরীতি হইল।
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল॥
চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি।
এই অনুরাগে সকল সিধি॥

১। প্রেম আমার দ্বিতীয় বিধাতাস্বরূপ হইল।

(শ্রীরাগ)

ও সই, আর না বলিহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া দারুণ আখর
বলিতে নয়ন ঝুরে॥
পিরীতি আরতি কভু না স্মরিব
শয়ন স্বপন মনে।
পিরীতি নগরে বসতি ত্যজিব
রহিব গহন বনে॥
পিরীতি অবশ পরাণ লাগিয়া
তেজিব নিকুঞ্জ-বাস।
পিরীতি বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
ভাল জানে চণ্ডীদাস॥

—

(পঠমঞ্জরী)

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরীতের কথা॥
সই, কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কাঁদিতে জনম গেল।
কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে ধনী পিরীতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া মরে।
হায় অভাগিনী এ দুখে দুখিনী
প্রেমে ছল ছল আঁখি(১)।
চণ্ডীদাস কহে যেমতি হইল
পরাণে সংশয় দেখি(২)॥

(সিন্ধুড়া) *

এ দেশে না রব সই দূর দেশে যাব॥
এ পাপ পিরীতির কথা শুনিতে না পাব॥
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম চিতা জ্বালি দিলে সে॥
পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কহে তাহারে আর না হেরি বয়ানে॥

১। পাঠান্তর—সদাই ঝরয়ে আঁখি।
২। পাঠান্তর—"চণ্ডীদাস কহে যে দুখ উঠিল,
জীবন সংশয় দেখি।"
* কোন অধ্যাপকের মতে এই পদে রামীর উল্লেখ সহজিয়াদের কল্পনা-প্রসূত।

পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
চণ্ডীদাসে কহে রামি ইহার গুরু তুমি(১)॥

—

(শ্রীরাগ) *

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু(২)
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥
নাগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস শ্যামের পিরীতি
মরমে রহল শেল(৩)॥

—

(শ্রীরাগ)

যাবত জনমে কি হৈল মরমে
পিরীতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে পশিয়া রহিল
কেমতে হইবে ভাল॥
সই, বল না উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে নারি আর চিতে
মরম কহিনু তোরে॥

১। দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে ইহার গুরু তুমি। (পাঠান্তর)।
২। "উচল হইতে নিচলে চাপিয়া।" (পাঠান্তর)।
৩। এই পদটি জ্ঞানদাসের বলিয়া উল্লিখিত আছে, ভণিতা এইরূপ—
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কহে পিরীতি করিয়া
পাছে কর অনুতাপে॥

ননদী-বচনে জ্বলিছে পরাণে
আপাদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
পাথারে ভাসাব কুল ॥
ভাসিয়া যায় ঘুচয়ে দায়
এ বোল এ ছার লোকে(১)।
চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে
মরিব তাহার শোকে(২) ॥

(সুহই)

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা।
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা ॥
এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে সে পরিহরি।
ছেদন করিয়া দেও পিরীতের ডুরি(৩) ॥
তেমতি নহিলে যার এ মতি ব্যভার।
কলঙ্ক কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার ॥
চণ্ডীদাস কহে ইহা বাশুলী-কৃপায়।
পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায় ॥

(শ্রীরাগ)

শুন গো মরম-সই।
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিয়া রই ॥
দিতে ক্ষীর সর জননী আমার
নয়ন মুদিত দেখি।
জননী আমার করে হাহাকার
কহিল সকলে ডাকি ॥
শুনি সেই কথা জননী যশোদা
বঁধুরে লইয়া কোরে।
আমারে দেখিতে আইল তুরিতে
সূতিকা-মন্দির ঘরে ॥
দেখিয়া জননী কহিছেন বাণী
এই ছিল কি কপালে।
করিয়া সাধনা পেলেম অন্ধকন্যা
বিধি এত দুখ দিলে ॥
উঠ উঠ বলি করে ধরি তুলি
বসান যতন ক'রে।
হেনই সময়ে মায়ে তেয়াগিয়ে
বঁধু পরশিল মোরে ॥
গায়ে দিয়ে হাত মোর প্রাণনাথ
অন্তরে বাঢ়ল সুখ।
হাসিয়া কাঁদিয়া আঁখি প্রকাশিয়া
দেখিনু বঁধুর মুখ ॥
ঘুচিল অন্ধ বাঢ়িল আনন্দ
জননী যশোদার মনে।
আমার কল্যাণে আনন্দিত মনে
করিল বিবিধ দানে ॥
সুজন যে জন জানে সেই জন
কুজন নাহিক জানে।
অনুরাগে মন সদাই মগন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে ॥

(তুড়ি)

শুন কমলিনি চল কুল রাখি
আর না করিও নাম।
সে যে কালিয়া মূরতি কালিয়া প্রকৃতি
কালা খল নাম শ্যাম ॥
জনক জননী তেজিয়া আপনি
অন্যের হইয়া মজে।
রাম অবতারে জানকী সীতারে
বিনি অপরাধে ত্যজে ॥
উহার চরিত আছয়ে বিদিত
বালী বধিবার কালে।
বলিকে ছলিয়া পাতালে লইল
কি দোষ উহার পেলে।
উহার চরিত আছয়ে বিদিত
হৃদয় পাষাণময়।
উহার পরশে যে মত বারণে
যেই সে শরণ লয় ॥
চণ্ডীদাস ভণে মরুক সে জনে
সেবা পরচরচায় থাকে।
পিরীতি লাগিয়া মরে সে ঝুলিয়া
কুলেতে কি করে তাকে ॥

(শ্রীরাগ)

আপনা আপনি দিবস-রজনী
ভাবিয়ে কতক দুখ।
যদি পাখা পাই পাখী হয়ে যাই
না দেখাই পাপ মুখ ॥

১। না বলে ছাড় যে লোকে। (পাঠান্তর)।
২। কি করে অধম লোকে। (পাঠান্তর)।
৩। রজ্জু।

সই, বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া আশা না পূরল
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে॥
হায় অভাগিনী তাতে একাকিনী
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে যত বলে মোকে
তাহা যে না যায় শুনা॥
বিধি যদি শুনিত মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাস কয় এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ॥

(শ্রীরাগ)

পরের রমণী(১) ঘুচিবে কখনি
এমনি করিবে ধাতা।
গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
না শুনি পিরীতি কথা॥
সই যে বোল সে বোল মোরে।
শপতি(২) করিয়া বলি দাঁড়াইয়া
না রব এ পাপ ঘরে॥
গুরুর গঞ্জন মেঘের গর্জ্জন
কত না সহিব প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া যাইব চলিয়া
রহিব গহন বনে॥
বনে যে থাকিব শুনিতে না পাব
এ পাপ জনের কথা।
গঞ্জনা ঘুচিবে হিয়া জুড়াইবে
ঘুচিবে মনের ব্যথা॥
চণ্ডীদাস কয় স্বতন্তরী হয়
তবে সে এমন বটে।
যে সব কহিলে করিতে পারিলে
তবে সে এ পাপ ছুটে॥

(সুহই)

না জানে পিরীতি যারা নাহি পায় তাপ।
পরসে(৩) পিরীতি আঁধার ঘরে সাপ॥
সই পিরীতি বড়ই বিষম।
না পাই মরমী জনা কহিতে মরম॥
গৃহে গুরুগঞ্জন কুবচন-জ্বালা।
কত না সহিবে দুখ পরাধীনী বালা॥
পিরীতি বেয়াধি যদি অন্তরে শামাইল(১)।
ঔষধ খাইতে তবে পরাণ জারি(২) গেল॥
চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
জীয়ন্তে এমন করে, লউক শমন॥

(ধানশী)

দৈব সুকৃতি বিশেষ গতি(৩)
যাহারে লাগয়ে যেহ।
আন আন জনে করিয়া যতনে
প্রেমেতে গড়ায়ে দেহ॥
সই, এমনি কানুর রসে।
জনম অবধি রহিবে পিরীতি
বিচ্ছেদ না হবে শেষে॥
যেই মনে ছিল তাহা না হইল
সোঙরিতে প্রাণ কাঁদে।
লেহ(৪) দাবানলে মন(৫) যে জ্বলে
হরিণী পড়িল ফাঁদে॥
পলাইতে চায় পথ নাহি পায়
দেখে যেন আনন্দময়।
বনের মাঝারে ছুটফট করে
কত বা পরাণে সয়॥
বাহিরে আসিয়া বাণ যে খাইয়া
পশিতে তাহাতে পুন।
গরল আনলে শরীর বিবল(৬)
শামাইতে(৭) নারে যেন॥
করিবর আদি না পায় সমাধি
ফিরিয়া চীৎকার করে।
একে কুলনারী ফুকারিতে নারি
ননদী আছয়ে ঘরে॥
এমতি আকার পিরীতি তাহার
বহিয়া দহিছে মনে।
ননদী বচনে দগধে পরাণে
পাঁজর বিঁধিল ঘুণে॥
নয়নে নয়নে নয়ন পিঞ্জরে
রাখয়ে আপন কাছে।
জলে যাই যবে সঙ্গে চলে তবে
শ্যামেরে দেখি যে পাছে॥

১। অধীনী (পাঠান্তর) ২। শপথ—দিব্য। ৩। (পরসে—হিন্দী) পরের সঙ্গে অথবা পর হইতে।—পরবশ (পাঠান্তর)।

১। প্রবেশ করিল। ২। জর্জ্জরিত হইয়া। ৩। সুমতি (পাঠান্তর) ৪। স্নেহ। ৫। বন (পাঠান্তর)। ৬। বলশূন্য। ৭। প্রবেশ করিতে।

চণ্ডীদাস কয় বাশুলীর সহায়
মনেতে থাকয়ে যদি।
যে জন যা বিনে না জীয়ে পরাণে
তার কি করে ননদী॥

(ধানশী)

জনম অবধি পিরীতি বেয়াধি
অন্তরে রহিল মোর।
থেকে থেকে উঠে পরাণ যে ফাটে
জ্বালার নাহিক ওর(১)॥
সই! এ বড় বিষম কথা।
কানুর কলঙ্ক জগতে হইল
জুড়াইব আর কোথা॥
বেয়াধি অবধি করিয়ে সমাধি
পাই এবে যার লাগি।
এমতি ঔষধ হয় অল্প মূল্য লয়
হিয়ার ঘুচায় আগি॥
জনম অবধি কণ্টক ননদী
জ্বালাতে জ্বালাল মন(২)।
তাহার অধিক দ্বিগুণ জ্বালায়
খলের পিরীতি শুন(৩)॥
খলের সংহতি ছাড়িনু পিরীতি
ছাড়িনু সকল সুখ।
চণ্ডীদাস কয় যদি দেখা হয়
এবে কেন বাস দুখ?

(সিন্ধুড়া)

সখি! কেমনে জীব গো আর!
বুকে খেয়েছি শ্যামের শেল
পীঠে হৈল পার॥
মনু মনু মৈলাম গো সখি
কালিয়া বাঁশীর গানে।
সুজন দেখিয়া পিরীতি করিনু
এমতি হবে কে জানে॥
সকল গোকুল হইল আকুল
শুনিয়া বাঁশীর কথা।
খলের সহিত পিরীতি করিয়া
কি হৈল অন্তরে ব্যথা॥

১। শেষ।
২। মূল (পাঠান্তর)।
৩। শূল (পাঠান্তর)।

স্থির হইতে নারি প্রাণের সখি গো
বুকে খেয়েছি ঘা।
আঁখির জলে পথ নাহি দেখি
মুখে না নিঃসরে রা॥
পিরীতি রতন করিব যতন
পিরীতি গলার হার।
শ্যাম বঁধুয়ার নিদারুণ বাঁশী
পরাণ বধে আমার॥
কে জানে কেমন পিরীতি এমন
পিরীতি কৈল সব নাশ।
গঞ্জে গুরুজনে আনন্দিত মনে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

(ধানশী)

যতন করিয়া বেসালি(১) ধুইয়া
সাঁজে সাজাইনু দুধ।
দধি সে নহিল জল সে হইল
পাইনু বড়ই দুখ॥
সই, দধি কেন ছিঁড়ি গেল?
কানুর পিরীতি কুলের করাতি
পরাণ টানিয়া নিল॥
পিরীতি ঘুচিল আরতি না পূরিল
না ঘুচিল কলঙ্কজ্বালা।
তবু অভাগিনী না ঘুচায় কাহিনী
পরীবাদ হৈল কালা॥
বুঝিলাম যতনে প্রবোধিনু পরাণে
ছাড়িনু তাহার আশ।
চিতে আর কত ভাবি অবিরত
দৈব করিল নিরাশ॥
আর কেহ বলে ঝাঁপ দিব জলে
তেজিব এ পাপ দেহ।
চণ্ডীদাস কহে ছাড়িলে ছাড়ন নহে
শুধু সুধাময় লেহ॥

(ধানশী)*

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বঁধুর সনে॥
ত্যজি লো কুল শীল এ লোকলাজ।
কি গুরু গৌরব গৃহের কাজ॥

১। ভাণ্ড।
* গীতকল্পতরু এবং পদকল্পতরু গ্রন্থে এই পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

তেজিয়া সব লেহা(১) পিরীতি কৈনু।
যে হইবে বিরতি ভাবে ত্যজিয়া মৈনু॥
যে চিতে দাঁড়াইঞাছি সই সে হয়।
ক্ষেপিল(২) বাণ যে রাখিল নয়॥
ঠেকিল প্রেম-ফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে চণ্ডীদাস না করে আশা(৩)॥

(ধানশী)

ইক্ষু রোপিণু গাছ যে হইল
নিঙ্গাড়িতে রসময়।
কানুর পিরীতি বাহিরে সরল
অন্তরে গরল হয়॥
সই, কে বলে ইক্ষুরস গুড়।
পরের বচনে চাকিনু বদনে
খাইনু আপন মুড়(৪)॥
চাকিতে চাকিতে লাগিল জিহ্বাতে
পহিলে লাগিল মিঠ।
মোদক আনিয়া ভিয়ান করিয়া
এবে সে লাগিল সীঠ (৫)॥
মশল্লা আনিনু আগুনে চড়ানু
বিছুরিনু আপন ভাব।
কানুর পিরীতি বুঝিনু এমতি
কলঙ্ক হইল লাভ॥
আপন করমে বুঝিনু মরমে
বস্তুর নাহিক দোষ।
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি করিয়া
কেবা পাইল কোথা যশ?

(মল্লার)

দিবস রজনী গুণ গণি গণি
কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে
খাইনু আপন মাথা॥
কে বলে পিরীতি ভাল গো সখি
কে বলে পিরীতি ভাল।
সে ছার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
সোনার বরণ কাল॥

১। সাধ।
২। নিক্ষেপ করিল।
৩। "ভালে সে জ্ঞানদাস না করে আশা" (পদকল্পতরু)। ৪। মাথা। ৫। স্বাদবিহীন।

সোনার গাগরী(১) বিষজল ভরি
কেনা আনি দিল আগে।
করিনু আহার না করিনু বিচার
এ বধ কাহারে লাগে॥
নীর-লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী আহার করিতে
বঁড়শী লাগিল মুখে॥
নব ঘন হেরি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক(২) কারণ বহল পবন
কুলিশ মিলিল শেষে॥
ক্ষীর নাড়ু করি বিষে মিলাইয়া
অবলা বালাকে দিল।
সুস্বাদ পাইয়া খাইতে খাইতে
নিকটে মরণ ভেল॥
লাখ হেন পায়া যতনে বাঁধিতে
পড়ল অগাধ জলে।
হেম অনুচিত করে পাপ বিধি
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥

(নটনারায়ণ)

শুন ওগো সই আর তোমা বই
কহিব কাহার কাছে।
লোক-মুখে শুনি ইহা বলে নাকি
কানু সনে রাধা আছে॥
গোকুল নগরে গোপ সমাঝারে(৩)
এত দিনে আছি মোরা।
লোক-মুখে শুনি কখন না গুণি(৪)
কানু কালো কিবা গোরা॥
ঘরের ঘরণী আছে কালবাদিনী(৫)
পাপমতি ননদিনী।
শুনাইয়া মোকে আর কাকে ডাকে
এস শ্যাম-সোহাগিনী॥
কেবা সে শ্যাম কানু কার নাম
তাহা না বলিব কি।
শুনাইয়া মোকে আর কাকে ডাকে
আই মাইকে জানাই দেখি॥

১। কলস। ২। জলের নিমিত্ত।
৩। গোপগণমধ্যে ৪। চিন্তা করি না।
৫। মন্দভাষিণী।

একা প্রাণপতি সেই মোর গতি
তা বিনু আর নাহি জানি।
চণ্ডীদাস বলে ভাঁড়াইলা(১) ভালে
ধন্য রাধা ঠাকুরাণী॥

(বিভাস)

আমি ত অবলা তাহে এত জ্বালা
বিষম হইল বড়।
নিবারিতে নারি গুমরিয়া মরি
তোমারে কহিল দড়॥
সহজে আপন বয়স যেমন
আর নহে হাম জানি।
স্বপনে ভালিয়া সে রূপ কালিয়া
না রহে আপন প্রাণী॥
সই, মরণ ভাল।
সে বর নাগর মরমে পশিল
ভাবিতে হইল কাল॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
এই ত রসের কূপ।
এক কীট হয়ে আর দেহ পায়ে
ভাবিয়ে তাহার রূপ॥

(বিহাগড়া)

বাঁশীর নিশ্বাস কানে সান্ধাইল(২) বিষ-স্বরে
এ অঙ্গ জ্বলিয়া গেল মোর।
কেবা করে প্রাণ দান সেবয়ে বা কোন্ জন
তবে যায় এ দুঃখের ওর॥
সই, হিয়া কেনে মোর কাঁপে।
নয়ানে ঝরয়ে নীর পরাণী না রহে স্থির
এই বাঁশীর মধুর আলাপে॥
মিলাইছে শিলারাশি চকিত হইল শশী
মোর কাছে নাচিছে আসিয়া।
নারীর যৌবন ধন তাথে তার আছে মন
তেই পূরে হাসিয়া হাসিয়া॥
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে শব্দ যায় আকাশে
মুনীন্দ্র মুরছি পড়ে যাতে।
সে ধ্বনি নারীর কানে হানয়ে মরম-স্থানে
কেমনে সে ধরিবেক চিতে॥

১। প্রবঞ্চনা করিলে।
২। প্রবেশ করিল।

(সুহই)

সই, আর যে কহিব কত।
আপনা খাইনু ছাড়িতে নারিনু
হইতে নারিনু রত॥
ঝাঁপ যে দিয়া জলেতে পশিয়া
যমুনায় থাকিব মরি।
গোঠেতে যাইতে ধেনু চরাইতে
সেখানে দেখিবে হরি॥
*এখনি, তখনি বচন দু'খানি
পরিমাণ কিছু নয়।
কহিতে কহিতে সোনা যে বরিখে
রাঙ্গের তুলনা নয়॥
ধাঙর চতুর চোর যে ঢিট
সব যে মিছাই কয়।
তাহার অধিক দ্বিগুণ চাতুরী
ঢিট ঢঙ্গেতে কয়॥
এমতি নাগর গুণের সাগর
এমতি বচন তার।
এমতি বচনে করিয়া প্রমাণে
কেবা কোথা হৈল পার॥
চণ্ডীদাসে কয় ক্রোধী যেবা হয়
সেই না এতেক কয়।
আপনা বুঝি মনেতে সংবরি
মনের মনেতে রয়॥

—

(কর্ণাট)

সাঁজে নিবাইল বাতি কত পোহাইবে রাতি
গুণ গণি হৃদয় বিদরে।
না হয় মরণ না রহে জীবন
মরম কহিব কারে॥
সই, কি ছিল আমার করমে।
রোপিল কলপলতা না হ'ল তাহার পাতা
শুকাইয়া গেল এই ঠামে॥
জনম অবধি ক্ষীর নীরে করি
সিঞ্চিলাম(১) লতামূলে।
ক্ষীরের গরীমা নীরের সীমা
হরিয়া লইল অনলে॥

* তাহার বচনের কোন মূল্যই নাই। বলিবার সময় সোণার মত কিন্তু পরে রাংয়ের মত; চোর ছেচড় সকল মিথ্যা বলে, কিন্তু কানু ইহাদের অপেক্ষা দ্বিগুণ মিথ্যাবাদী।

১। সেচন করিলাম।

যাহার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
মন হইল বনবাসী।
চণ্ডীদাসে কয় তাহার কি ঘাটি হয়
পরশে করিবে খুসী॥

(বিহাগড়া)

সই, কি হৈল কালার জ্বালা।
রাত্রি দিন মন সদা উচাটন
স্বপনে দেখিয়ে কালা॥
মুদিত লোচনে যদি বা ঘুমাই
হৃদয়ে কানুরে দেখি।
মনের মরম তোমারে কহিল
শুন লো মরম-সখি॥
ঘরে নাহি মন মন উচাটন
কিবা হইল মোর ব্যাধি।
কি জানি জীবন বাঁচিতে সংশয়
কহ না ইহার বুধি॥
সদাই আমার পরাণ পুতলি
কানুর চরণে বাঁধা।
যে জন পিরীতি পাড়ার পড়শী
সদাই করয়ে বাধা॥
দূরে রহু তার আদর পিরীতি
সে জন আঁখির বালি।
না যাব সে ঘর পাড়ার পরশী
দেই দেউ(১) যত গালি॥
চণ্ডীদাসে কহে লোকের বচন
কিবা সে করিতে পারে।
আপন হৃদয়ে মনের মানসে
নিরবধি ভজ তারে॥

(কানাড়া)

না জানি পিরীতি এমন বলিয়া
তবে কি বাড়াথু(২) পা।
পিরীতি বিচ্ছেদে জীবন না রহে
এলায়ে পড়িছে গা॥
কহ কি বুদ্ধি করিব দেখি।
একে লোকলাজ এ পাপ পরাণ
ঘরে থির নাহি থাকি॥

১। দিবে দিক।
২। বাড়াইতাম।

আপনার বুড়া অঙ্গুলি বিনিয়া(১)
চলিতে নারিয়ে ধীরে।
আমার করমে বিধির লিখন
মিছা দোষ দিব কারে॥
ভাবিতে গণিতে কানুর পিরীতি
পরাণ হইল সারা।
সঘনে সঘনে সজল নয়ানে
নিরবধি বহে ধারা॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনি
দেখি এ অবোধ পারা।
মিছা লোক কথা চাঁদ সখা যার
কিবা করে লাখ তারা॥

(কামোদ)

শুন গো মরম-সখি।
কানুর পিরীতে পরাণ না রহে
বড় পরমাদ দেখি॥
কিবা সে কুদিন দেখিল সে জনে
নয়ান পসারি ছুটি।
সেই দিন হ'তে আন নাহি চিতে
পিরীতি আনলে ছুটি॥
আন সে আনলে বারি 'ঢালি দিলে
তখনি নিভায়ে যায়।
মনের আগুন নিবাইব কিসে
দ্বিগুণ জ্বলয়ে তায়॥
বন পোড়ে বলে বনের আগুনি
দেখয়ে জগৎলোকে।
এ বড় বিষম শুন লো সজনি
জ্বলে উঠে বিনি ফুঁকে॥
হের দেখ সখি অঙ্গে হাত দিয়ে
উঠিছে বিরহ আগি।
সে শ্যাম-বিচ্ছেদে ক্ষুধার বিষাদে
সদা কাঁদি তার লাগি॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনি
মিছাই ভাবনা কর।
শ্যামের কলঙ্ক যত পরীবাদ(২)
হৃদয়ে যতনে পর॥

১। বিন্যস্ত করিয়া অর্থাৎ খুব সতর্কতার সহিত।
২। চন্দন করিয়া (পাঠান্তর)।

(কামোদ)

সই, বড়ই প্রমাদ দেখি।
কানুর সনে পিরীতি করিয়া
নিরবধি ঝুরে আঁখি॥
কাহারে কহিব মনের আগুন
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে!
যেমন কুঞ্জর বাতুল(১) হইলে
অঙ্কুশ ভাঙ্গিয়া ছুটে॥
কিসে নিবারিব নিবারিতে নারি
বিষম হইল লেটা।
হেন মনে করি উচ্চস্বরে কাঁদি
তাহে গুরুজন কাঁটা॥
যাইয়া নিভৃতে বসি একভিতে
সদা ভাবি কালা কানু।
বিরলে বসিয়া ঝুরিতে ঝুরিতে
কবে হারাইব তনু॥
ধীরব দেখিয়া জলে যত মীন
যেমন তরাসে কাঁপে।
আমার তেমতি ঘরের বসতি
গরজি গরজি ঝাঁপে॥
ঘরে গুরুজন বলে কুচবন
যদি বা সহিতে পারি।
যাহার লাগিয়া এতেক সহিব
সে রহে ধৈরয ধরি॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনি
সকলি স্বপন মানি।
তুমি সে কালার কালিয়া তোমার
জগতে সবাই জানি॥

(কানাড়া)

সই, পশিল বিষম বাঁশী।
বাহির করিতে যতন করিয়ে
মরমে রহিল পশি॥
তেরছ(২) নয়নে বাণের সন্ধানে
না বাজে এমনি নয়।
বাজিলে অন্তরে আকুল করয়ে
যতনে পরাণ রয়॥
নাহি দিবানিশি যেমন করিছে
এ কথা কহিব কায়(৩)।
মনের আগুন জ্বলিছে দ্বিগুণ
কে না পরতীত(৪) যায়॥

১। উত্তম। ২। বাঁকা। ৩। কাহাকে। ৪। প্রত্যয়।

আন্ধুয়া পুকুরে যেন মীন থাকে
ঝাঁপয়ে ধীবর জালে।
তেন আছি হাম এ ঘর করণে
গুরুজন যত বলে॥
ক্ষুরের উপরে রাধার বসতি
নড়িতে কাটয়ে(১) দেহ।
আমার দুঃখের আবার বিচার
এ কথা বুঝিবে কেহ॥
বণিক(২) জনার করাত যেমন
দুদিক কাটিয়া যায়।
তেমন আমার গুরুজনা কাটে
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায়॥

(ধানশী)

হিয়ার মাঝারে যতনে রাখিব
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে ধরম বাখানে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যারে নাহি দেখি শয়নে স্বপনে
না দেখি নয়ানকোণে।
তবু সে সজনি দিবস রজনী
সদাই পড়িছে মনে॥
হাম অভাগিনী পরের অধীনী
সকলি পরের বশে।
সদাই এখনি পরাণ পোড়নি
ঠেকিনু পিরীতি রসে॥
অনুক্ষণ মন করে উচাটন
মুখে না নিঃসরে কথা।
চণ্ডীদাসের মন অরুণ নয়ন
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥

(গান্ধার)

কেন বা পিরীতি কৈনু কালা কানুর সনে(৩)।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে॥
কত ঘর বাহির হইল দিবারাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি॥
না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে।
বিষ মিশাইল মোর এ ঘর করণে॥
ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি।
দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে শ্যাম লাগি॥

১। কাটে। ২। শঙ্খবণিকের (পাঠান্তর)।
৩। কেনে বা পিরীতি কৈলাম শ্যাম বঁধুর সনে।

আকাশ ঘুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে হেথাই॥

(সুহই)

ধরম-করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরীত॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী।
বাহির হইতে নারি লোক-চরচাতে।
হেন মনে করে বিষ খাইয়া মরিতে(১)॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে।
কানু পরীবাদ হৈল পুড়িয়া মরি শোকে(২)॥
খাইতে নারি যে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সাঁধাইল অন্তরে॥
জারিলেক তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥

(তুড়ি)

কি হৈল কি হৈল কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবীন পানীর মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরয না মানে॥
এনা রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে রহিল মোর কানু-প্রেম শেল॥
নিগূঢ় পিরীতিখানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁপর॥

(ধানশী)

সেই হইতে মোর মন,
নাহি হয় সংবরণ,
নিরন্তর ঝুরে দুটি আঁখি,
একলা মন্দিরে থাকি,
কভু তারে নাহি দেখি,
সে কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী বামা,
সে কেমনে জানে আমা,
কোন্ ধনী কহি দিল তারে॥

১। "এমতি করয়ে মন বিষ খাই জীতে।"(পাঠান্তর)
২। "একে নারী কুলবতী পুড়ে মরি শোকে।
তাহে কানু পরীবাদ দেয় পাপ লোকে।" (পাঠান্তর)।

না দেখিয়া ছিনু ভাল,
দেখিয়া অকাজ হলো,
না দেখিলে প্রাণ কেন কান্দে।
চণ্ডীদাস কহে ধনি,
কানু সে পরশমণি,
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফান্দে॥

(গান্ধার)

জনম গোঙানু দুখে কত বা সহিব বুকে
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা কুলশীল গেল কোথা
কানু লাগি গরল ভখিব॥
কানু দিনু তিলাঞ্জলি(১) গুরু দিঠে দিনু বালি
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানু কৈল পরিবাদ
তাহার উচিত ফল পাইনু॥
অবলা না গণে কিছু এমতি হইবে পিছু
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে পরমুখে যেবা শুনে
তেঞি ত অনলে পুড়ি মরে॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি অনল হয়
শুধুই সে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

(ধানশী)

কাহারে কহিব মনের মরম
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা
সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সহিতে জলেরে(২) যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয়(৩)?

১। "অন্তিম বিদায়-সূচক অর্থ।" ২। জল আনিবার জন্য। ৩। এখানে যমুনার জলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রূপের তুলনা করা হইয়াছে এবং সেই জন্য শ্রীরাধিকা যমুনার জল ঝলমল করা দেখিয়া এত অস্থির।

কুলের ধরম রাখিতে নারিনু
কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সুনাগর
সদাই হিয়ায় জাগে॥

(সুহই)

আনিয়া অমিঞা পানা দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মীঠ তেয়াগিয়া॥
তিতায় তিতিল দেহ মীঠ হবে কেন।
জ্বলন্ত অনলে মোর পুড়িছে পরাণ॥
বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সর্ব্বলোকে।
অন্তর জ্বলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে॥
পাপ দেহের তাপ মোর ঘুচিবেক কিসে।
কানুর পরশে যাবে কহে চণ্ডীদাসে॥

(পঠমঞ্জরী)

একে কাল হৈল মোর নয়লি(১) যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বার বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব এক জন(২)॥

(সুহই)

কেন বা কানুর সনে পিরীতি করিনু।
না ঘুচে দারুণ লেহা ঝুরিয়া মরিনু॥
আর জ্বালা সৈতে নারি কত উঠে তাপ
বচন নিঃসৃত নহে বুকে খেলে সাপ॥
জন্ম হইতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল দূরে।
নিশি দিশি প্রাণ মোর কানু গুণে ঝুরে॥
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম-বিচার।
বুঝিনু পিরীতের হয় স্বতন্ত্র আচার॥
করমের দোষে এ জনমে কিবা করে।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলির বরে॥

১। নূতন।
২। শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিতেছেন।

(শ্রীরাগ)

যাহার সহিত - যাহার পিরীতি
সেই সে মরম জানে।
লোক-চরচায়(১) ফিরিয়া না চায়
সদাই অন্তরে টানে॥
গৃহকর্ম্মে থাকি সদাই চমকি
গুমরে গুমরে(২) মরি।
নাহি হেন জন করে নিবারণ
যেমন চোরের নারী॥
ঘরে গুরুজন গঞ্জয়ে নানা
তাহা বা কাহারে কই।
মরম সমান করে অপমান
বঁধুর লাগিয়া সই॥
কাহারে কহিব কেবা নিবারিবে
কে জানে মরমদুখ।
চণ্ডীদাস কহে করহ ঘোষণা(৩)
তবে সে পাইবে সুখ॥

(গান্ধার)

ধিক্ রহুঁ জীবনে যে পরাধীন জীয়ে(৪)।
তাঁহার অধিক ধিক্(৫) পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগরে মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে।
এ দেহ অনল-তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতাবনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তনু লতা-পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএব সে এ ছার পরাণ যাকে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু(৬) মুই এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নাহি জানে।
দারুণ পিরীতি মোর বধিল পরাণে॥

চর্চ্চায়।
অন্তরের বেদনা সহ্য করিয়া মৃতপ্রায় হই।
আশয় ছাড়হ। (পাঠান্তর)।
যেহ। (পাঠান্তর)।
দুঃখ পরাধীন লেহ। (পাঠান্তর)।
নিশ্চয় খাইব।

(শ্রীরাগ)*

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনম বিফল পাইনু।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
মনের অনলে মৈনু ॥
মরিনু মরিনু মরিয়া গেনু
ঠেকিনু পিরীতি রসে।
আর কেহ জানি এ রসে ভুলে না
ঠেকিলে জানিবে শেষে ॥
এ ঘর করণ বিহি নিদারুণ
বসতি পরের বশে।
মাগো এই বর মরণ সফল
কি আর এ সব আশে ॥
অনেক যতনে পেয়েছি সে ধনে
তাহা জানে চণ্ডীদাসে।
এখনি জানিলে আর কি জানিবে
জানিবে পিরীতি শেষে ॥

(সুহই)

পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনু দোসর দুকানে নাহি শুনি ॥
কানুরূপ নিরখিয়া রতি নাহি ছুটে।
কি বোল বলিব আমি কত চিতে উঠে ॥
মনোদুখে হৃদয়ে সদাই গোঙরিয়ে।
কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে ॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবারাতি।
নিছিয়া লৈয়াছি তারে কুল শীল জাতি ॥
আর যত অভিমান দিনু বঁধু পায়।
বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে ভায় ॥

(গান্ধার)

যদি বা পিরীতিখানি সুজনের হয়।
নয়ানে নয়ন মিলন হইলে
তবে সে ফিরিয়া লয় ॥
যে মোর পরাণের মরম ব্যথিত
তারে বা কিসের ভয় ?
অতি দুরান্তর বিষম পিরীতি
সকলি পরাণে সয় ॥

* অধ্যাপক মণিবাবুর 'চণ্ডীদাসের পদাবলি' গ্রন্থে এই পদটিতে চারি পংক্তি পর হইতে অন্যরূপ দৃষ্ট হয়।

অবলা হইয়া বিরলে বসিয়া
না ছিল দোসর(১) জনা।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
পরাণ উপরে হানা(২)(৩) ॥
যেন মলয়জ শিলায় ঘষিতে
অধিক সৌরভময়।
শ্যাম বঁধুয়ার পিরীতি ঐছন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

(সিন্ধুড়া)*

এমত ব্যভার(৪) না জানি তাহার
পিরীতি যাহার সনে।
গোপত(৫) করিয়া কেনে না রাখিলে
বেকত(৬) করিলে কেনে ॥
মনের মরম জানিবে কে।
সেই সে জানে মনের মরম
এ রসে মজিল যে ॥
চোরের মা যেন পোয়ের(৭) লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পিরীতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে ॥
কে আছে ব্যথিত যাবে পরতীত(৮)
এ দুঃখ কহিব কারে।
হয় দুঃখ-ভাগী পাই তার লাগি
তবে সে কহি যে তারে ॥
পর কি জানয়ে পরের বেদনা
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে বনের ভিতরে
কভু কি রোদন সাজে ॥

১। দ্বিতীয়।
২। হাসিতে হাসিতে গীতের ডমরু
এ বড় সুগড় পনা। (পাঠান্তর)।
৩। হাসিতে বাঁশিতে গীতের ঝামরু
এ বড় সুগড় পনা। (পাঠান্তর)।
* এই পুস্তকের অন্য পদে এই পদের ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। "শিশুকাল হৈতে শ্রবণে শুনিনু" পদটি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।
ব্যবহার।
গোপন।
ব্যক্ত।
পুত্রের।
প্রত্যয়।

(গান্ধার)* •

যত নিবারিয়ে তায় নিবার(১) না যায় রে।
আন(২) পথে যাই সে পথে কানু ধায় রে॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুই কত করু(৩) বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ(৪)॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কান(৫)॥
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কাহে জানি পুঁছ॥

(শ্রীরাগ)

কোন্ বিধি সিরজিল(৬) কুলবতী নারী।
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী॥
ধিক্ রহু হেন জন হয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে॥
বড় ডাকে(৭) কথাটি কহিতে যে না পারে
পরপুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে॥
এ ছার জীবনেয় মুই ঘুচাইনু আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন তাবহ উদাস॥

(বিহাগড়া)

ধাতা কাতা(৮) বিধাতার কপালে(৯)
দিয়াছি ছাই।
জনম হৈতে একা কৈল দোসর দিলেক নাই
না দিল রসিক মূঢ় পুরুষের সনে।
এ মতি আছয়ে ত তোর এ পাপ বিধানে॥

* এই ধরণের পদ চণ্ডীদাসের ভণিতায় আরও পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে মনে হয়, কবি চণ্ডীদাস বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন।

১। বারণ করা। ২। অন্য। ৩। করি।
৪। তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যামগন্ধ। (পাঠান্তর)।
৫। কর্ণ। ৬। সৃজন করিল। ৭। উচ্চ গলায়।
৮। জীর্ণ কন্থার (কাঁথার) ন্যায় তুচ্ছ। ৯। বিধানে।

যার লাগি প্রাণ কাঁদে তার নাই দেখা।
এ পাপ করমে মোর এমতি লেখা জোকা॥
ঘর-দুয়ারে আগুন দিয়া যাবো দূরদেশে(১)।
আরতি পুরিবে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

(শ্রীরাগ)

কাহারে করিব দুঃখ কে জানে অন্তর।
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপন বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দূরদেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

(ধানশী)

শিশুকাল হৈতে শ্রবণে শুনিনু
সহজে পিরীতি কথা।
সেই হৈতে মোর তনু জরজর
ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥
দৈবের ঘটিতে(২) বঁধুর সহিতে
মিলন হইবে যবে।
মান অভিমান বেদের বিধান
ধৈরয ভাঙ্গিবে তবে॥
জাতি কুল বলি দিলাম তিলাঞ্জলি
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম করম সরম ভরম
সকলি করিনু নাশ॥
কুলে কলঙ্কিনী বলি দেয় গালি
গুরু পরিজন মেলি।
কাতর হইয়ে আদর করিয়ে
লইনু কলঙ্কের ডালি॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়ে
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হয়ে পিরীতি করিলে
এমতি ঘটিবে তারে॥

১। বঁধুর পাশে। ঘটনায়।

মুঞি অভাগিনী কেবল দুখিনী
সকলি পরের আশে।
আপনা খাইয়া পিরীতি করিনু
লোকে শুনি কেন হাসে॥
চণ্ডীদাস বলে পিরীতি লক্ষণ
শুন গো বরজনারী।
পিরীতি ঝুলিটি কান্ধেতে করিয়া
পিরীতি নগরে ফিরি॥

(শ্রীরাগ)

কালার পিরীতি গরল সমান
না খাইলে থাকে সুখে।
পিরীতি-অনলে পুড়িয়া মরে যে
জনম যায় তার দুখে॥
আর বিষ খেলে তখনি মরণ
এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছটফট ঘুরুণি নিকট
লটপট তার বেশ॥
নয়নের কোণে চাহে যাহা পানে
সে ছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ পাথর ঠেকিয়া রহিল
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥

(সিন্ধুড়া)

যে জন না জানে পিরীতি মরম
সে কেন পিরীতি করে।
আপনি না বুঝে পরকে মজায়
পিরীতি রাখিতে নারে॥
যে দেশে না শুনি পিরীতি মরম
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত করিয়া যতন
মনকে প্রবোধ দিব॥
পিরীতি রতন করিয়া যতন
পিরীতি করিব তায়।
দুই মন এক করিতে পারিলে
তবে সে পিরীতি রয়॥
কহে চণ্ডীদাসে মনের উল্লাসে
এমতি হইবে যে।
সহজ ভজন পাইবে সে জন
সহজ মানুষ সে॥

(ধানশী)

পিরীতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণ মিলাইতে জানে
তবে সে পিরীতি ভাল॥
ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু ফুরাইলে উড়ি যায় চলি
এমতি তাদের রীত॥
হেন ভ্রমরার সাধ নহে কভু
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে পারয়ে কি কভু
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান॥
মনের সহিত যে করে পিরীতি
তারে প্রেম-কৃপা হয়।
সেই সে রসিক অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায়॥
মনের সহিত করিয়া পিরীতি
থাকিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে ওরূপ পাইব
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

(বরাড়ী)

কেনে কৈনু পিরীতের সাধ।
পিরীতি অঙ্কুর হৈতে যত দুখ পাইনু চিতে
শুনিলে গণিবে পরমাদ(১)॥
মুঞি যদি জানিতুঁ এত তবে কেন হব রত
না করিতুঁ হেন সব কাজ।
ভুলিনু পরের বোলে কুলটা হইনু কুলে
জগত ভরিয়া রহিল লাজ॥
যখন পিরীতি কৈল আনি চাঁদ হাতে দিল
পুন হাতে না পাই দেখিতে।
কি করিতে কি না করি ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
অবশেষে প্রাণ চায় নিতে॥
পিরীতি আখর(২) তিন যাহার হৃদয়ে চিন(৩)
কিবা তার লাজ-কুল-ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস যে করে পিরীতি আশ
তার বুঝি এই সব হয়(৪)॥

১। প্রমাদ—বিপদ্।
২। অক্ষর। ৩। চিহ্ন।
৪। "তার বুঝি এই দশা হয়।" (পাঠান্তর)।

(শ্রীরাগ)

পিরীতি বলিয়া   এ তিন আখর
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে   হয় রাতি-দিনে
ইহা বই নাহি আর॥
বিহি একচিতে   ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল "পি।"
রসের সাগর   মন্থন করিতে
তাহে উপজিল "রী॥"
পুনঃ যে মথিয়া   অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল(১) "তি।"
সকল সুখের   এ তিন আখর
তুলনা দিব যে কি?
যাহার মরমে   পশিল যতনে
এ তিন আখর সার।
ধরম করম   সরম ভরম
কিবা জাতি কুল তার॥
এ হেন পিরীতি   না জানি কি রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন   বড়ই বিষম
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

—

(শ্রীরাগ)

পিরীতি পিরীতি   মধুর পিরীতি
এ তিন ভুবনে কয়।
পিরীতি করিয়ে   দেখিলাম ভাবিয়ে
কেবল গরলময়॥
পিরীতেরি কথা   শুনিব হে যেথা
তাহাতে নাহিক যাব।
মনের সহিত   করিয়া পিরীতি
স্বরূপে চাহিয়া রব॥
এমতি করিয়া   সুমতি হইয়া
রহিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ-প্রভাবে   সে রূপ মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

(শ্রীরাগ)

পিরীতি বলিয়া   এ তিন আখর
আর না বলিব মুখে।
শ্যামের সঙ্গে   পিরীতি করিয়া
জনম গোঙানু দুখে॥
সখি এ বড়ি মরম ছিল।
আমি ত অবলা   কুলবতী বালা
তিন তার সঙ্গে গেল॥
আগে না জানিয়া   পাছে না গণিয়া
পিরীতি মনের সাধে।
মনের ভরমে   রতন হারালুঁ
বিধি সে লাগিল বাদে॥
পতি গুরুজন   বোলে কুবচন
ঘরে মন নাহি বাঁধে।
চণ্ডীদাস কহে   বিরহে আকুল
ঠেকিলা কালিয়া ফাঁদে॥

(শ্রীরাগ)

এ তিন আখর   নাম যাহার
আপনা বলিবে যে।
চাতকী হইয়া   চাহিয়া চাহিয়া
পরাণ হারাবে সে॥
সই পিরীতি জানিবে যারা।
পরাণ পুতলী   হইবে পাগলী
অশ্রু নয়ানে ধারা॥
দৈবের নির্ব্বন্ধে   যে‚তি হইল
বিধিরে বলিব কি।
কানুর পিরীতে   ঠেকিয়া রহিলা
শুন গো রাজার ঝি॥
কুলের খাঁখার(১)   না কৈনু বিচার
শুনলি বচন মোর।
চণ্ডীদাস কহে   পিরীতি রতন
যাহার নাহিক ওর॥

—

(সিন্ধুড়া)

মনের দুখেতে   বারটি আখর
সদাই ভাবয়ে চিত।
নিঠুর সঙ্গে   পিরীতি করিয়া
না বুঝি তাহার রীত॥
সই আর না বলিও মোরে।
শয়নে স্বপনে   পাশরিতে নারি
বান্ধ্যাছে(২) প্রেমের ডোরে॥
এমন না জানি   নবীন পিরীতে
মোরে হবে পরমাদ।
হেন গুণনিধি   আমারে বঞ্চিয়া
পূরিল বিধির সাধ॥

১। উপজিল। (পাঠান্তর)।

১। কলঙ্ক। ২। বাঁধিয়াছে।

পিরীতি বেয়াধি দ্বিগুণ বাড়িল
না জানি আপন হিত।
চণ্ডীদাস কহে বেকত না কর
ধৈরজ ধরাও চিত॥

(শ্রীরাগ)

শ্যামের পিরীতি মুরতি(১) হইলে
তবে কি পরাণ ফলে।
পরাণ পিরীতি সমান করিলে
কে তারে জীয়ন্ত বলে॥
যদি হাম শ্যাম বঁধু লাগি পাউ
তবে সে এ দুখ টুটে।
আন মত গুণি মনের আগুনি
ঝলকে ঝলকে উঠে॥
পরাণ রতন পিরীতি পরশ
জুকিনু(২) হৃদয়-তুলে।
পিরীতি-রতন অধিক হইল
পরাণ উঠিল চুলে॥
জাতি কুল বলি দিনু তিলাঞ্জলি
আর সতী চরচাতে।
তনু ধন জন জীবন যৌবন
নিছিনু কালা-পিরীতে॥
হিয়ায় রাখিব কারে না কহিব
পরাণে পরাণ যোড়া।
কি জানি কি ক্ষণে কি দিয়া কি কৈল
মরিলে না যায় ছাড়া॥
তিলেকে মরিয়ে যদি না দেখিয়ে
শয়নে স্বপনে বন্ধু।
কহে চণ্ডীদাস মরমে রহল
পিরীতি অমিয়া-সিন্ধু॥

(তিওট, বিহাগড়া)

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণ-বঁধু তার লাগি পাই॥
গুরু দুরজন যত বঁধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কালসাপিনী যেন তার বুকে খায়॥
আমার বঁধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপরে যেন পুড়ে তার ঘর॥
এতেক যুবতী আছে গোকুলনগরে।
কে না বঁধুরে দেখে বুক ফেটে মরে॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
তোমার বঁধু তোমার আছে
গালি পাড়িছ কেনে॥

(শ্রীরাগ)

ছার দেশে বসতি হৈল নাহি দোসর জনা।
মরমের মরমী নহিলে না জানে বেদনা॥
চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে।
ননদী বচনে মোর পাঁজর বিঁধে ঘুণে॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বঁধু হইল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্ক ভরিল দেশ কি করি উপায়?
বাশুলী-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসের গীত(১)
আপনা আপনি চিত রহ সম্বিত(২)॥

(শ্রীরাগ)

পিরীতি পিরীতি সব জন কহে
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের(৩) ফল নহে'ত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে(৪)
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান সে॥
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ॥

১। হইল পিরীতি। (পাঠান্তর)।
২। মাপিয়া দেখিলাম।

১। বাশুলী কহায় বলে চণ্ডীদাস গীত।
আপনার চিত ধনি করহ সম্বিত॥ (পাঠান্তর)।
২। শান্ত।
৩। বৃক্ষের।
৪। মন্ত্রে।

(শ্রীরাগ)

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
বিদিত ভুবন-মাঝে।
তাহে যে পশিল সেই সে জানিল
কি তার কুল ভয় লাজে ॥
বেদ বিধি পর সব অগোচর
ইহা কি জানে আনে।
রসে গর গর রসের অন্তর
সেই সে মরম জানে ॥
দুহুক(১) অধর সুধারস বাণী
তাহে উপজিল "পি।"
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহার তুলনা কি ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
পিরীতি রসেতে ভোর।
পিরীতি করিয়া ছাড়িতে নারিবে
আপনি হইয়ে চোর ॥

(শ্রীরাগ)

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী(২) করিব
তা বিনে সকল পর ॥
পিরীতি দ্বারের কবাট করিব
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আসকে(৩) সদাই থাকিব
পিরীতে গোঙাব কাল ॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি সিথান(৪) মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস(৫) ত্যজিব
থাকিব পিরীতি সাথে ॥
পিরীতি সরসে সিনান করিব
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরাণ দিব ॥
পিরীতি নাসার বেশর(৬) করিব
দুলিবে নয়ন-কোণে।
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পরিব
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে ॥

১। উভয়ের। ২। প্রতিবেশী।
৩। আসক্তিতে। ৪। মাথার বালিস।
৫। আলস্য। ৬। অলঙ্কার।

(সুহই)

জনম গেল পর-দুঃখে কত না সহিব।
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব ॥
অন্তরে রহিল ব্যথা কুলে কি করিবে।
অনুরাগে কোন্ দিন গরল ভখিবে ॥
মনেতে করেছি কুলে দিব তিলাঞ্জলি।
দেশান্তরি হব গুরু দিঠে(১) দিয়া বালি ॥
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানুর লাগিয়া।
পাইনু উচিত ফল আগে না বুঝিয়া ॥
অবলা কি জানে এমত হইবে পাছে।
তবে এমন প্রেম করিব কেন যেচে ॥
ভাল মন্দ না জানিয়া সপেছি হে মন।
তেঞি সে অনলে পুড়ি যায় দেহ প্রাণ ॥
চণ্ডীদাস কয় প্রেম হয় সুধাময়।
কপালক্রমে অমৃতেতে বিষ উপজয় ॥

(কামোদ)

আমার বাসনা না হলে তোষণা
আঁখের হইল আর(২)।
নিরবধি বিধি এমতি করিলে
কেমন ব্যাপার তার ॥
সায়র নিকটে চাঁদ মিলব
ঘুচিবে মনের দুখ।
সুধা যে ক্ষরিবে অঙ্গ জুড়াইবে
পাইবে পরম সুখ ॥
পাপ নারী করি জনমিলে হরি
পরের পতির আশে।
কহে চণ্ডীদাসে না মিলল শেষে
আপন করমদোষে ॥

(কর্ণাট)

মরি মরি যাই শ্যামের বাঁশিয়া নাগরে।
কুল ছাড়া বাঁশীটি কলঙ্ক কৈল মোরে ॥
নিতি নিতি ডাকে বাঁশী রহিতে নারি ঘরে
মরম সন্ধান দিয়ে হৃদয়ে বিদরে ॥
যদি বা বাজাবে বাঁশী না হও ত্রিভঙ্গ।
কুলবতীর কুল বর্ণ(৩) না করিও ভঙ্গ ॥
শাশুড়ী ক্ষুরের ধার ননদীর জ্বালা।
মরমের মরম ব্যথা নাহি জানে কালা ॥

১। চক্ষে। ২। অন্তরালে। ৩। জাতি।

কালা কালা বলিয়া আসএ জগতজন।
চরণে শরণ নিলাম না বাসিহ ভিন ॥
একেতে অবলা জাতি পরের অধীন।
*　　*　　*　　*
নিরমল কুল ছিল তাহে দিমু কালি।
হাতে তুলে মাথে দিমু কলঙ্কের ডালি ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে শুন রাজার ঝি।
বাঁশীয়া দংশিল তোমা আমি করি কি ॥

(সুহই)

সুখের সায়রে　　দুঃখ উপজিল
　　ভাগিল(১) যৌবন মোর।
আপনা জানিয়া　　পিরীতি করিলাম
　　বঁধুয়া হইল পর ॥
সুজন দেখিয়া　　পিরীতি করিলাম
　　কুজন বলিবে কে।
অমৃত বলিয়া　　গরল ভখিলাম
　　ঢলিয়া পড়িমু সে ॥
আপনা ভাবিয়া　　পিরীতি করিলাম
　　পর কি আপনা হয়।
মিছা প্রেম করি　　কান্দি কান্দি মরি
　　দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥

বাসকসজ্জা*

(গান্ধার)

রাধিকা আদেশে　　মনের হরষে
　　কুসুম রচনা করে।
মল্লিকা মালতী　　আর জাতি যুথী
　　সাজাইছে থরে থরে ॥
　　আজ রচয়ে বাসক-শেজ।
মুনিগণচিত　　হেরি মুরছিত
　　কন্দর্পের ঘুচে তেজ ॥
ফুলের আচির　　ফুলের প্রাচীর
　　ফুলেতে ছাইল ঘর।
ফুলের বালিস　　আলিস কারণ
　　প্রতি ফুলে(১) ফুলশর ॥
শুক পিক দ্বারী　　মদন প্রহরী
　　ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।
ছয় ঋতু মত্ত　　সহিত বসন্ত
　　মলয়-পবন বায় ॥
উজরোল(২) রাতি　　মণিময় বাতি
　　কর্পূর তাম্বুল বারি।
চণ্ডীদাস ভণে　　রাখি স্থানে স্থানে
　　শয়ন করল গোরী ॥

উৎকণ্ঠিতা*

(ধানশী)

কিশলয় শেজ(৩) করি কেন জাগি রাতি।
মদন দুরজন(৪) তাথে সঙ্গ হৈল ভাঁতি।
চন্দ্রকিরণ তাহে বৈরী মোর ভেল।
দক্ষিণ পবন মোর সমুহ দুখ দেল ॥
আবহুঁ এখন(৫) বঁধু না আইল ইহা।
কেমনে ধরিব প্রাণ এত দুখ সয়া ॥
কাল রাতি কাল মোর দংশিল শরীরে।
কি আর অসুখ আছে বল না আমারে ॥
ধন্বন্তরি কাছে গিয়া সাধিব সব তন্ত্র।
ঘুচাব সকল জ্বালা কাল যে ভুজঙ্গ ॥
মৃতমণি মন্ত্রে যেন মৃত হয়ে যায়।
তাহার অধিক যেন হৈল সব কায় ॥
চণ্ডীদাস বলে এই সময়ের দোষ।
বিরস না ভাব তুমি না করিহ রোষ ॥

১। অতীত হইল। ভাঙ্গিল—(পাঠান্তর)।
* বাসকসজ্জা লক্ষণ—
স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা ॥
　　(উজ্জ্বলনীলমণি ১৯৫-৬ পৃঃ)
"প্রিয়ার সহিত বিলাসের আশ করি।
গৃহশয্যা মালা তাম্বুল স্নিগ্ধ বারি ॥
চন্দনাদি মালা গন্ধ বসন ভূষণ।
সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ার কারণ।"
　　(ভক্তমাল)

১। প্রতিকূল। (পাঠান্তর)।
২। উজ্জ্বল।
* অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তুয়া ॥
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববদিভিঃ সা লমীচিতা ॥
　　(উজ্জ্বলনীলমণি .৯৭ পৃঃ)
৩। পদ্মফুলের বিছানা।
৪। দুর্জ্জন।
৫। এখন পর্য্যন্ত।

বিপ্রলব্ধা*

(ধানশী)

বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজিনু দীপ উজারিনু(১)
মন্দির হইল আলা॥
সই, পাছে এ সব হবে আন।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান?
শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া
আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ যৌবনে
মিলিব বঁধুর সনে॥
পথপানে চাহি কত না রহিব
কত প্রবোধিব মনে?
রস-শিরোমণি আসিবে এখনি
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে॥

(শ্রীরাগ)*

দ্বারের আগে ফুলের বাগ
কি সুখ লাগিয়া রুইনু।
মধু খাইতে খাইতে ভ্রমর মাতল
বিরহ-জ্বালাতে মৈনু॥
জাতী রুইনু যুথি রুইনু
রুইনু গন্ধ মালতী।
ফুলের বাসে নিদ্ নাহি আসে
পুরুষ নিঠুর জাতি॥

কুসুম তুলিয়া বোঁটা তেয়াগিয়া
শেজ বিছাইনু কেনে।
যদি শুই তায় কাঁটা ভুকে(১) গায়
রসিক নাগর বিনে॥
চান্দ ঝলমল দিক্ নিরমল
পিককুল তারা বোলে।
কোন গুণবতী অধিক গুণেতে
পিয়া ভুলাইয়া নিলে॥
রতন-মন্দিরে সখীর সহিতে
তা সনে করিনু প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
যেন দরিদ্রের হেম॥

(ধানশী)

দুকান পাতিয়া ছিল এতক্ষণ
বঁধু-পথপানে চাই।
পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি
চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির
সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া দেখ লো সজনি
বঁধুর শবদ শুনি॥
পুন কহে রাই না আসিল বঁধু
মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব পাষাণে ধরিয়া
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা ফুলের এ মালা
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি আর কেন সই
ভাসা গে যমুনা-জলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরী চুবক চন্দক
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুল বিরস ফুলহার ফণী
দংশিছে হৃদয়ে যেন(২)॥
সকল লইয়া যমুনায় ডার(৩)
আর ত না যায় দেখা।
ললাটের সিঁন্দুর মুছি কর দূর
নয়ানের কাজর-রেখা॥

* বিপ্রলব্ধা-লক্ষণ—
"সখীর আশ্বাসে ধনী স্থির করি মন।
প্রিয় আগমন-পথ করি নিরীক্ষণ॥
বৃক্ষের পত্রে পত্রে যদি শব্দ হয়।
এই আইসে প্রিয় বলে উঠিয়া বৈঠয়॥
দূতী পাঠাইয়া দিল প্রিয়ার কারণে।
ফিরিয়া আইল দূতী বজ্র হেন মানে॥
এইরূপ বিচ্ছেদ বিষাদে নিশি যায়।
* * *
(ভক্তমাল)

১। উজ্জ্বল করিয়া দিলাম।

* অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু এই পদটিকে "উৎকণ্ঠিতা" পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

১। ফুটে—বিন্ধে।
২। ফুলের হার সর্প হইয়া যেন হৃদয়কে দংশন করিতেছে। ৩। ফেলিয়া দাও।

আর না রাখিব এ ছার পরাণ
না যাব লোকের মাঝে।
থির হও রাই চলু চণ্ডীদাস
আনিতে নিঠুররাজে(১)॥

(সুহিনী)

সে যে বৃকভানু সুতা।
মরমে পাইয়া ব্যথা॥
সজল নয়ান হৈয়া।
রহে পথপানে চাহিয়া॥
ফুল শেজ বিছাইয়া।
রহয়ে ধেয়ানি হৈয়া॥
উজর(২) চাঁদনি রাতি।
মন্দিরে রতন বাতি॥
কহে সব ভেল আন।
কাহে না মিলিল কান॥
সকল বিফল হৈল।
আধ রজনী গেল॥
শ্যাম বঁধুয়ার পাশ।
চলু বড়ু চণ্ডীদাস॥

(পঠমঞ্জরী)

নিশি প্রভাত হৈল প্রিয়া না আইল ভবনে।
হেদে রে মালতীর মালা কেন গাঁথিলাম যতনে
অগুরু চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
জরজর হৈল তনু নিশি না পোহায়॥
কর্পূর চন্দন চুয়া দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব হাম কারে লয়ে সুখে॥
নাহ(৩) নিঠুর যদি না আইসে ইহা।
যমুনার জলে সব দিব ভাসাইয়া॥
কার লাগি রাখিব ইহা সংযোগ করিয়া।
চণ্ডীদাসে কহে তবে মিলিব আসিয়া॥

(পঠমঞ্জরী)

আর কি মিলিব মোরে প্রিয়া গুণনিধি।
কি রাতি সুরাতি হবে অনুকূল বিধি॥
গগনে আছিল চাঁদ সেহ অতি মন্দ।
হিয়া জরজর হৈল খসিল পাঁজরের বন্ধ॥
এখানে না আইল প্রিয়া কে কৈল আটকে।
নিজ ঘরে রহিল কিবা পড়িয়া বিপাকে॥
শরীরে না রহে প্রাণ বাহিরায় এখনে।
পরাণ গেলে কি করিবে প্রিয়া দরশনে॥
চণ্ডীদাসে কহে প্রাণ যাইবেক কেনে।
চিত স্থির করি রহ মিলিব এখনে॥

(কামোদ)

নাহ নিঠুর চিত ভেল কাহার চিত
তাহি রহল আজু রাতি।
প্রাণ গুণি গুণি খোয়ানু পরাণী
সহজে অবলা নারী জাতি॥
চণ্ডীদাস ভণে মরম সমানে
না মিলিল আর কান।
জীবন যৌবন বৃথা অকারণ
কেমনে ধরিব প্রাণ॥

খণ্ডিতা*

চন্দ্রাবলীর উক্তি

(কামোদ)

এই পথে নিতি কর গতায়তি
নূপুরের ধ্বনি শুনি।
রাধা সঙ্গে বাস আমারে নৈরাশ
আমি বঞ্চি একাকিনী॥
বঁধু হে! ছাড়িয়া নাহিক দিব।
হিয়ার মাঝারে রাখিব তোমারে
সদাই দেখিতে পাব॥
শুন সখীগণ করিয়া যতন
লয়ে চল নিকেতনে।
আজিকার নিশি রাধিকা রূপসী
বঞ্চুক নাগর বিনে॥
এতেক শুনিয়া করেতে ধরিয়া
লইয়া চলিল বাস।
রাধা-ভয়ে হরি কাঁপে থরহরি
ভণে দ্বিজ চণ্ডীদাস।

১। নিঠুর রাজা—শ্রীকৃষ্ণ।
২। উজ্জ্বল।
৩। নাথ।

* খণ্ডিতা-লক্ষণ—
"অন্য নায়িকা ভোগ করিয়া নায়ক।
আইসে অঙ্গেতে নখ-চিহ্নাদি যাবক॥
দেখিয়া কুপিত মনে ভর্ৎসনাদি করি।
উপেক্ষা করয়ে খণ্ডিতাবনত নারী॥—(ভক্তমাল)

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

(শ্রীরাগ)

চন্দ্রাবলী (১) আজি ছাড়ি দেহ মোরে।
শ্রীদাম ডাকিছে যাব তার কাছে
এই নিবেদন তোরে ॥
কা'ল আসি হাম পুরাইব কাম
ইথে নাহি কর রোষ।
চন্দ্রাবলী-নাথ ভুবনে বিদিত
জগতে ঘোষয়ে দোষ ॥
তুমি যে আমার আমি যে তোমার
বিবাদে কি ফল আছে ?
লোক জানাজানি কেন কর ধনি
পিরীতি ভাঙ্গিবে পাছে ॥
দাদা বলরাম করে অন্বেষণ
ভ্রময়ে নগর-মাঝে।
চণ্ডীদাসে কয় সে যদি জানয়
সবাই পড়িবে লাজে ॥

চন্দ্রাবলীর উক্তি

(বিহাগড়া)

কে বলে আমার তুমি সে রাধার
তাহার দুখের দুখী।
করিয়া চাতুরি যাবে বুঝি হরি
রাধায় করিতে সুখী ॥
বঁধু হে, তুমি ত রাধার নাথ।
তব ভারিভুরি(২) ভাঙ্গিব মুরারি
রাখিব আপন সাথ ॥
এতেক বলিয়া করেতে ধরিয়া
চুম্বয়ে বদন-চাঁদে।
রসিক নাগর হইয়া ফাঁপর(৩)
পড়িল বিষম ফাঁদে ॥
হেথা সুবদনী সখী সঙে বাণী
কহয়ে কাতর ভাষে।
নিশি পোহাইল পিয়া না আইল
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

১। বৃকভানু রাজার ভ্রাতা রত্নভানু রাজার কন্যা।
২। সম্ভ্রম।
৩। অস্থির।

(ধানশী)

চন্দ্রাবলী সনে কুসুম শয়নে
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া ভয়ভীত হইয়া
আসিলা রাধার ধাম ॥
গলে পীতবাস করিয়া সাহস
দাঁড়াইল রাইয়ের আগে।
দেখে ফুলমালা তাম্বুলের ডালা
ফেলিয়াছে রাই রাগে ॥
নাগরে দেখিয়া মানিনী না চান
আছেন আপন কোপে।
নয়ে যে ভুরুর ভঙ্গিম দেখিয়া
নাগর তরাসে কাঁপে ॥
রোষেতে নাগরী থাকিতে না পারি
নাগরেরে পাড়ে গালি।
চণ্ডীদাস ভণে লম্পটের সনে
কথা কৈলে তবু ভালি ॥

(ললিত)

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥
বঁধু তোমায় বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই ॥
আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনির মনোলোভা ॥
খর-নখ-দশনে অঙ্গ জরজর।
ভালে সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর ॥
নীল পাটের শাটী কোচার বলনী।
রমণীরমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী ॥
সুরঙ্গ যাবক(১) রঙ্গ উরে(২) ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে ॥
চারিদিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥

(রামকেলি)

ছুঁইও না ছুঁইও না বঁধু ঐখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদমুখখানি দেখ ॥ ধ্রু ॥
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিলাম
দিন যাবে আজ ভাল ॥

১। আলতা। ২। বক্ষঃস্থল।

অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুল ঢুল আঁখি।
আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি॥
চাঁচর কেশের চিকণ চূড়া
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দুরের দাগ আছে সর্ব্বগায়
মোরা হ'লে মরি লাজে॥
নীলকমল ঝামরু (৩) হইয়াছে
মলিন হইয়াছে দেহ।
কোন্ রসবতী পেয়ে সুধানিধি
নিঙড়ে লয়েছে সেহ॥
কুটিল নয়ানে কহিছে সুন্দরী
অধিক করিয়া ত্বরা।
কহে চণ্ডীদাস আপন স্বভাব
ছাড়িতে না পারে চোরা॥

(বিভাস)

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে (২) পরের বাড়ী কোন লাজে আস॥
বুকমাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী (৩) আজি পেয়েছিল লাগ?
নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভায় করিল ভূষিত॥
কপালে সিন্দুর-রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি॥

(সিন্ধুড়া)

বঁধু কহ না রসের কথা শুনি।
কেমন কামিনী সঙ্গে যাপিলা যামিনী রঙ্গে
কত সুখে পোহালে রজনী॥
নীল নলিনী আভা কে নিলে অঙ্গের শোভা
কাজরে মলিন অঙ্গখানি।
চিকণ চূড়ার চাঁদ কে নিলে বরিহা (৪) ফাঁদ
আজি কেন পীঠে দোলে বেণী?

ধন্য সে বরজবধূ যে পিয়ে অধর-মধু
পাষাণে নিশান তার সাখী।
রক্ত-উৎপল ফুলে যৈছে ভ্রমর বুলে
ঐছন ফিরিয়ে তুন আঁখি॥
রচিয়া সিন্দুরের বিন্দু কে নিল চন্দন ইন্দু
নাসার ছলে নাকের মুকুতা।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় এ কথা অন্যথা নয়
ভালে জানে বৃকভানুসুতা॥

(রামকেলি)

এস এস বঁধু করুণার সিন্ধু
রজনী গোঙালে ভালে।
রসিকা রমণী পেয়ে গুণমণি
ভাল ত সুখেতে ছিলে?
নয়নে কাজর কপালে সিন্দুর
ক্ষত-বিক্ষত হে হিয়া।
আঁখি ঢর ঢর পরি নীলাম্বর
হরি এল হর সাজিয়া॥
ধিক্ ধিক্ নারী পর আশাধারী
কি বলিব বিধি তোয়(১)।
এমন কপট ধৃষ্ট লম্পট শঠ
হাতেতে সোঁপিলি মোয়॥
কাঁদিয়া যামিনী পোহালাম আমি
তুমি ত সুখেতে ছিলে।
রতিচিহ্ন সব লইয়া মাধব
প্রভাতে দেখাতে এলে?
এই মিনতি রাখ ঐখানেতে থাক
আঙ্গিনাতে না আইস।
ছুঁইলে তোমারে ধরমে আমারে
না করিবে পরশ॥
লোকমুখে কত শুনিলাম যত
প্রতীত আজি হ'ল সব।
চণ্ডীদাস কয় নাগর দয়াময়
এত দয়ার স্বভাব॥

(ললিত)

আরে মোর আরে মোর সোনার বঁধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দুর॥
বদন-কমলে কিবা তাম্বুল শোভিত।
পায়ের নখর-ঘায় হিয়া বিদারিত॥

১। মলিন।
২। প্রাতে।
৩। রসিকা।
৪। উৎকৃষ্ট।

১। তোমার।

না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে(১) মোর ধরম যাবে পাছে ॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত ॥
সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি।
দূরে রহ দূরে রহু(২) প্রণাম হামারি ॥
চণ্ডীদাস বলে ইহা বলিয়া কেমনে।
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে(৩) ॥

(ললিত)

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজাল হেন সাজে হেরে বাসি দুখ ॥
কপালে কলঙ্ক-দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঁয়ারী ॥
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নালসর মাঝে ॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখাল তারে এ হেন পিরীতি ॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে ব'সে আঁচলেতে মুখানি মুছাই ॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

(রামকেলি)

শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত।
কহিতে প্রতীত নহে জগতে বিদিত ॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি।
এতেক না কহ ধনি অসম্ভব বাণী ॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ ॥ (৪)
মিছা কথায় কত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যে সেই ত পাপিনী ॥
পরে পরীবাদ দিলে ধরমে সবে(৫) কেনে।
তাহার এমত বাদ হইবে তখনে ॥
চণ্ডীদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কি যাবে ॥

শ্রীরাধিকার প্রত্যুত্তর

(রামকেলি)

ভাল ভাল ভাল কালিয়া নাগর
শুনালে ধরম কথা।
পরের রমণী মজালে যখন
ধরম আছিল কোথা ?
চোরার মুখেতে ধরম কাহিনী
শুনিয়া পায় যে হাসি।
পাপ পুণ্য জ্ঞান তোমার যতেক
জানয়ে বরজবাসী ॥
চলিবার তরে দেও উপদেশ
পাথর চাপিয়া পীঠে।
বুকেতে মারিয়া চাকুর ঘা
তাহাতে লুণের ছিটে ॥
আর না দেখিব ও কাল মুখ
এখানে রহিলে কেনে।
যাও চলি তথা মনের মানুষ
যেখানে মন যে টানে ॥
কেন দাঁড়াইয়া পাপিনীর কাছে
পাপেতে ডুবিবা পাছে।
কহে চণ্ডীদাস যাও চলি যথা
ধরমের থলি আছে ॥

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

(ধানশী)

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন ॥
বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনু দিবা-নিশি কিছু না জানিয়ে ॥
ফাগু-বিন্দু দেখি সিন্দুর-বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ-দাগ মিছাই ভাবহ ॥
এত কহি বিনোদ নাগর চলি যায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর ॥

সখীর উক্তি

(ধানশী)

ললিতা কহয়ে শুন হে হরি।
দেখে শুনে আর রহিতে নারি ॥
শুন শুন ওহে রসিকরাজ।
এই কি তোমার উচিত কাজ ॥

১। ছুঁইলে (পাঠান্তর)। ২। দূরে দূরে রহ বঁধু (পাঠান্তর)। ৩। চোর ধরিলে কেবা ছাড়য়ে এমন—(পাঠান্তর)। ৪। অসঙ্গত কৈলে কি লাভ শুনিতে না হয় সুখ (পাঠান্তর)। ৫। সহিবে।

উচিত কহিতে কাহার ডর।
কিবা সে আপন কিবা সে পর ॥
শিশুকাল হইতে স্বভাব চুরি।
সে কি পারে রহিতে ধৈর্য্য ধরি ?
এক ঘরে যদি না পোষে তায়।
ঘরে ঘরে ফিরে পায় কি না পায় ॥
সোনা লোহা তামা পিতল কি বাছে।
চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে ?
এ রস দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
চোরের কখন মন শুদ্ধ নয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা

(ধানশী)

কনক বরণ করিয়া মনে।
ভ্রমই(১) মাধব গহন বনে ॥
হিমকর হেরি মুরছি পড়ি।
ধূলায় ধূসর যাওত গড়ি ॥
অপরাধী আমি কোথায় যাব।
রাই সুধামুখী কেমনে পাব ॥
এতেক কহিতে মিললি রাই।
চণ্ডীদাস তব জীবন পায় ॥

১। ভ্রমণ করিয়া বেড়ান।

মান

সখীর উক্তি

(ভাটিয়ারী)

রামা হে কি আর বলিব আন।
তোহারি চরণে শরণ সো হরি
অবহুঁ(১) না মিটে মান ॥
গোবর্দ্ধন গিরি বাম করে ধরি
যে কৈল গোকুল পার।
বিরহে সে ক্ষীণ করের কঙ্কণ
মানয়ে গুরুয়া ভার ॥
কালিয়া দমন কয়লে যেমন
চরণ-যুগলবরে।
এবে সে ভুজঙ্গ ভরমে ভুলল
হৃদয় না ধরে হারে ॥
সহজে চাতক না ছাড়য়ে প্রীত
না বৈসে নদীর তীরে।
নব জলধর বরিষণ বিনু
না পিয়ে তাহার নীরে ॥
যদি দৈবদোষে অধিক পিয়াসে
পিবয়ে হেরিয়ে থোর(২)।
তবহুঁ(৩) তাহারি নাম সোঙরিয়া(৪)
গলয়ে শতগুণ লোর ॥
চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনি
কি আর করহুঁ মান।
তুয়া অনুগত শ্যাম মরকত
তো বিনু ভাবে না আন ॥

১। এখন পর্য্যন্ত।
২। অল্প—কিঞ্চিৎ পরিমাণ।
৩। তবুও।
৪। স্মরণ করিয়া।

(সুহই)

শুন লো	রাজার	ঝি।
লোকে না	বলিবে	কি ?
মিছই	করিস	মান।
তো বিনু	জাগল	কান।
আনত	সঙ্কেত	করি।
তাহা	জাগাইয়া	হরি ॥
উলটি	করিস	মান।
বড়ু	চণ্ডীদাস	গান ॥

(বসন্ত)*

এ ধনি মানিনি মান নিবার।
আবীরে অরুণ শ্যাম-অঙ্গ মুকুর পর
নিজ প্রতিবিম্ব নেহার ॥
তুহু এক রমণী শিরোমণি রসবতী
কোন্ ঐছে জগমাহ ? (২)
তাহারি সমুখে শ্যাম সহ বিলসব(৩)
কৈছন রস নিরবাহ (৪) ॥

* এই পদটি সম্ভবতঃ "হোলি" উৎসবের পর্য্যায়ভুক্ত।
২। তুমি রসিক-শিরোমণি, তোমার তুল্য জগতে কে আছে। ৩। বিলাস করিবে। ৪। নির্ব্বাহ।

ঐছন সহচরী বচন হৃদয়ে ধরি
সরমে ভরমে মুখ ফেরি।
ঈষৎ হাসি সনে মান তেয়াগল
উলসিত ছুহেঁ দোঁহা হেরি॥
পুন সব জন মেলি করয়ে বিনোদ কেলি
পিচকারী করি হাতে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস আবীর যোগাওত
সকল সখাগণ সাথে॥

কলহান্তরিতা

(ধানশী)

আপন শির হাম আপন হাতে কাটিনু
কাহে করিনু হেন মান।
শ্যাম সুনাগর নটবর-শেখর
কাঁহা(১) সখি করল পয়াণ॥
তপ(২) বরত(৩) কত করি দিন-যামিনী
যো কানু কো নাহি পায়।
হেন অমূল ধন মঝু(৪) পদে গড়ায়ল
কোপে মুঞি ঠেলিনু পায়॥
আরে সই কি হবে উপায়।
কহিতে বিদরে হিয়া ছাড়িনু সে হেন পিয়া
অতি ছার মানের দায়॥
জনম অবধি মোর এ শেল রহিবে বুকে
এ পরাণ কি কাজ রাখিয়া।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস কি ফল হইবে বল
গোড়া কেটে আগে জল দিয়া?

(শ্রীরাগ)

রাই-মুখে শুনল ঐছন বোল।
সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল(৫)॥
তুয়া মুখ দরশন পায়ল সেহ।
কৈছে আছল কছু সমুঝল এহ॥
তুহু কাহে(৬) এত উৎকণ্ঠিত ভেল।
তোহে হেরি সো আকুল ভৈ(৭) গেল
ঐছে বিচার করত যাহা রাই।
তুরতহি(৮) এক সখী মিলল তাই॥

১। কোথায়। ২। তপস্যা। ৩। ব্রত।
৪। আমার। ৫। ব্যাকুল। ৬। কেন।
৭। হইয়া। ৮। সত্বর।

এ ধনি পদ্মিনি কর অবধান।
তোহারি নিয়ড়ে(১) মুঝে(২) ভেজল(৩) কান॥
চণ্ডীদাস কহে বিধুমুখী রাই।
অতিশয় ব্যাকুল ভেল কানাই॥

(ধানশী)

রাইক ঐছন সকরুণ ভাষ।
শুনি সখী আয়ল কানুক পাশ॥
কহইতে ঐছন সকল সংবাদ।
গদগদ কহইতে করই বিষাদ॥
চল চল নাগর রস-শিরোমণি।
তুয়া বিনু রাধিকা অধিক তাপিনী॥
চণ্ডীদাস কহে বিনোদ রায়।
ঝাট চল রাইক মাঝ হৃদয়॥

(শ্রীরাগ)

আসি সহচরী কহে ধীরি ধীরি
শুনহ নাগর রায়।
অনেক যতনে ঘুচাইলাম মানে
ধরিয়া রাইয়ের পায়॥
তবে যদি আর মান থাকে তার
মানবি(৪) আপন দোষ।
তোমার বদন মলিন দেখিলে
ঘুচিবে এখন রোষ॥
তুরিত গমনে এস আমা সনে
গলেতে ধরিয়া বাস(৫)।
সো হেন নাগর হইয়া কাতর
দাঁড়াইল রাইয়ের পাশ॥
রাই কমলিনী হেরি গুণমণি
বঁধুয়া লইয়া কোলে।
দুহুঁক হৃদয় আনন্দ বাঢ়িল
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥

(ধানশী)

ললিতার বাণী শুনি বিনোদিনী
প্রসন্নবদনে কয়।
আমি ত কেবল তোদের অধীন
যা বল শুনিতে হয়॥

১। নিকটে। ২। আমাকে। ৩। পাঠাইল।
৪। মানিয়া লইবে। ৫। গলবস্ত্র হইয়া।

সখি, তোরা মোর কর এই হিতে।
আর যেন কখন না করে এমন
পুছ(১) উহায় ভালমতে ॥
উহার প্রণতি শ্রবণ গোচরে
না করিব এ জনমে।
পুন যদি আর এমত ব্যভার
করয়ে এ ব্রজভূমে ॥
এত শুনি হরি গলে বাস ধরি
কহয়ে কাতর বাণী।
শুন বিনোদিনি জনমে জনমে
আমি আছি প্রেমে ঋণী ॥
এত শুনি গৌরী(২) দু বাহু পসারি
বঁধুয়া করিল কোলে।
এই মনে হয় রসামৃতময়
চণ্ডীদাসে ইহা বলে ॥

(ধানশী)

ছি ছি মানের লাগি শ্যাম বঁধুরে
হারাইয়াছিলাম।
শ্যামল সুন্দর মধুর মুরতি
পরশে শীতল হৈলাম ॥
শ্রীমধুমঙ্গলে(৩) আন কুতূহলে
ভুঞ্জাও ওদন(৪) দধি।
হারাধন যেন পুনহি মিলন
সদয় হইল বিধি ॥
নিজ সুখরসে পাপিনী পরশে
না জানে পিয়াক সুখ।
কহে চণ্ডীদাসে এ লাগি আমার
মনেতে উঠয়ে দুখ ॥

(সুহই)

ছি ছি দারুণ মানের লাগিয়া
বঁধুরে হারাইয়াছিলাম।
শ্যাম সুন্দর রূপ মনোহর
দেখিয়া পরাণ পেলাম ॥

১। জিজ্ঞাসা কর। ২। শ্রীরাধিকা।
৩। বিশেষ রহস্যকারী বিদূষকদল।
তার মধ্যে বিশেষতঃ শ্রীমধুমঙ্গল ॥
শ্রীকৃষ্ণ থাকেন যবে প্রিয়গণ সনে।
তথায় যাইতে পারে নর্ম্ম সখীগণে ॥—ভক্তমাল।
৪। অন্ন।

সই, জুড়াইল মোর হিয়া।
শ্যাম-অঙ্গের শীতল পবন
তাহার পরশ পাইয়া ॥
তোরা সখীগণ করাহ সিনান
আনিয়া যমুনা-নীরে।
আমার বঁধুর যত অমঙ্গল
সকল যাউক দূরে ॥
শ্রীমধুমঙ্গলে আনহ সকলে
ভুঞ্জাহ পায়স দধি।
বঁধুর কল্যাণে দেহ নানা দানে
আমারে সদয় বিধি ॥
কহে চণ্ডীদাস শুনহ নাগর
এমন উচিত নয়।
না দেখিলে যুগ শতেক মানয়ে
ইথে কি পরাণ রয় ॥

(শ্রীরাগ)

রাইয়ের বচন শুনি সখীগণ
আনল যমুনা-বারি।
নাগর সুন্দর সিনান করল
উলসিত ভেল গৌরী ॥
ললিতা আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
পরায়ল পীতবাস।
পরিয়া বসন হরষিত মন
বসিলা রাইক পাশ ॥
রাই বিনোদিনী তেরছ(১) চাহনি
হানল বঁধুর চিতে।
নাগর সুন্দর প্রেমে গরগর
অঙ্গ চাহে পরশিতে ॥
মনে আছে ভয় মানের সঞ্চয়
সাহস নাহিক হয়।
অতি সে লালসে না পায় সাহসে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ॥

(সুহই)

রাধার চরিত দেখি সেই সখী
চলিলা রাধার কাছে।
সুধামুখী ধনী হয়েছে মানিনী
অতি কোপ মনে আছে ॥

১। বক্র কটাক্ষ।

কহে এক সখী শুন হে বচন
যদি বা মানেতে রাধা।
* * *
ভবে কিবা সুখ উঠে কিবা দুখ
সে ধনী তেজিয়া কিবা।
চল মোরা যাব রাধা মানাইব
করিয়া তাহার সেবা॥
দুই চারি সখী রাই-পাশে গিয়া
কহিতে লাগিল তায়।
কেন অভিমান কিসের কারণ
এ দুখী হয়্যাছ কায়॥
* শ্যাম সুনাগরে এ দেহ সঁপেছি
তার কিছু নাহি ভয়।
সে জন বচনে অভিমান কেন
এ তোর উচিত নয়॥
* * "শ্যাম পরসঙ্গ না কহ আরতি(১)
তোমরা তুরীতে গিয়া।
শ্যাম-সোহাগিনী যতেক গোপিনী
তোমরা সেবহ গিয়া॥
আমি না যাইব শ্যাম সাধ গেল
কিবা সে রহল তোরা।"
চণ্ডীদাস দেখি মনের বিপথ
ধাইয়া চলিল ত্বরা॥

(সুহই)

গেল যত সখী বচন না শুনি
যুকতি করিছে কতি।
রাই মানাইতে না পারিলে মোর
কি কব ইহার পতি॥
চলে ব্রজনারী যেখানে গোপিনী
কহিতে লাগিল তায়।
"রাই মানাইতে না পারি বেকত
এ কথা কহিবে কায়॥"

* আমরা সমস্ত ভয় ত্যাগ করিয়া শ্যাম-সুনাগরকে দেহ সমর্পণ করিয়াছি, সুতরাং তাঁহার কথায় মান করা উচিত নয়।

* * রাধা কহিতেছেন—শ্যামপ্রসঙ্গ বা তাঁহার অনুরাগের কথা আর আমাকে কহিও না—তোমরা যাহারা শ্যামসোহাগিনী, তাহারা সত্বর গিয়া শ্যামের সেবা কর, আমি যাইব না।

১। আর্ত্তি—অনুরাগ।

হেথা শ্যামরায় রাধা না দেখিয়া
পুছে রসময় কান(১)।
কহে এক সখী "শুন সুনাগর
রাধার হয়েছে মান॥
* * * *
অনেক যতনে বুঝাইল রাধা
কহেন বিষয় আন॥"
"কেন বা মানিনী হয়েছে সে ধনী
কিসের কারণে বল।"
"কহে সুনাগরী শুন প্রাণহরি
মানেতে হয়েছে টল॥
তোমার বচন কহিলে যখন
কেন বা আইলে বনে।
সেই সে কারণে অতি অভিমানে"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥

(ধানশী)

নিকুঞ্জে রসিয়া(২) নাগর বসিয়া
বড়ই হইলা দুখী।
রাধার পিরীতি মনে হয়ে তথি
হিয়াতে না হয় সুখী॥
বাঁশী মুখে দিয়া ব্যথিত হইয়া
পূরত সুস্বর বাণী।
রাধা রাধা বই আন নাহি কই
তুরিতে গমন ধনি॥
এই বাঁশী কয় মধুরস প্রায়
ঘনে ঘনে কহে রাই।
বাঁশীতে সকলি নিশানে ব্যাকত(৩)
ভাবিয়া অমৃত তাই॥
শুনি পশুপাখী পুলকিত মনে
বনের হরিণী যত।
বাউল হইয়া মিলাইয়াছে শিলা
শুনি সে মুরলী-গীত॥
মান ভাঙ্গাইতে পূরিল মুরলী
রাধার না ঘুচে মান।
অতি সো কোপিত না হয় সরল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান॥

১। কানাই।
২। রসিক।
৩। ব্যক্ত।

(সুহই)

রাই রাই নাম আর সব আন
চিবুকে মুরলী দিয়া।
রাধা নাম ছুটি আখর জাপিয়ে
কোথা সে রসের পিয়া॥
খেণে রাধারূপ ধেয়ান করয়ে
অন্তরে ওরূপ দেখি।
খেণেক নিশ্বাসে অতি সে হুতাশে
রাধা নাম তাহে লিখি॥
মুদিত নয়ন সদা রাধা নাম
গাইয়া আপন মনে।
তেজল সকল বেশ পরিপাটি
রহই একটি ধ্যানে॥
করের অঙ্গুলি ধরি কত বেরি(১)
জপয়ে রাধার নাম।
এই তন্ত্র মন্ত্র এই সুধারস
সঘনে কহই শ্যাম॥
মুগদ(২) মুরারি রসের চাতুরী
আকুল হৈয়া চিতে।
রাধা রাধা বিনে আন নাহি মনে
বসিল কুঞ্জের ভিতে(৩)॥
কোথা রসময়ি দেহ দরশন
তো(৪) বিনে সকলি আন।
তুমি কুঞ্জেশ্বরী তুমি সে মাধুরী
তোর সদা করি গান॥
তোমার কারণে বাঁশীটি বদনে
শুনি বা কেমন রতি।
* * *
এই সে বাঁশীতে সঙ্কেতে নিশান
বাজাই(৫) রসিক রায়।
তবু না ভাঙ্গল মান অভিমান
চণ্ডীদাস পুন গায়॥

—

(করুনা)

বাঁশী ঝাটপনা(৬) কতেক প্রকারে
বাজাল রসের তান।
তবু না আইল বৃকভানুসুতা
রহল নিভৃত মান॥

১। বার। ২। মুগ্ধ। ৩। ভিতরে।
৪। তুমি। ৫। বাদ্য করে। ৬। দূতীপনা (পাঠান্তর)।

বিনোদ নাগর হইল ফাঁফর
তেজিল সকল সুখ।
রাধা পথ পানে চাহি ঘনে ঘনে
বাড়ল বিরহ-দুখ॥
খেণে কত বেরি উঠল মুরারি
সঘনে নিশ্বাস নাসা।
আলসে কাতর রসিক নাগর
না করে একহি ভাষা॥
না জানি কোথারে পড়ল মাথার
পিচ্ছ(১) মুকুট চূড়া।
কোথা না পড়ল কটির ঘাগর
সে পীতবসন ধড়া॥
কোথা না পড়ল মণিময় হার
বলয়া বাহুর বালা।
কোথা না পড়ল চূড়ার বন্ধন
সে নব গুঞ্জার মালা॥
কোথা না পড়ল মধুর মুরলী
নূপুর পড়ল কতি।
নয়নে বহত বহুতর বারি
চণ্ডীদাস মুখমতি॥

(সুহই)

খেণে রাধা পথপানে চাই।
মুগধ সে লুবধ মাধাই॥
কুঞ্জে লুটত নহি ঠাম।
রাধা রাধা নাম করি গান॥
কোথা রাধা সুকুমারী গৌরী।
হেরত নয়ন পসারি॥
পুন মুদত দুই আঁখি।
ধনি মণি কতি(২) নাহি দেখি॥
এখনি কুঞ্জ নিকুঞ্জে।
গান করত কত পুঞ্জে॥
হা রাধা রাধা তনু আধ।
হেরইতে পুন ভেল সাধ॥
তো বিনু সব ভেল বাধা।
হৃদি পর যা তাত রাধা॥
ঐছন কাতর মুরারি।
গদগদ নয়নক বারি॥

১। ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত।
২। গৌরী—(পাঠান্তর)।

খেণে উঠে খেণে করে গান।
রাইক পথ পানে চান ॥
চণ্ডীদাস কহে পুন বেরি।
আমি মিলব পুন হরি(১) ॥

(শ্রীরাগ)

এই পরমাদ ব্যথিত হইলা
নাগর রসিক রায়।
রাই ভাবে তনু পূরিত হইয়া
তাম্বুল নাহিক খায় ॥
বিসরি সকল পূরব-পিরীতি
এবে হৈল অভিমান।
কহে সুনাগর চতুর-শেখর
দূতি যাহ রাধা ঠান(২) ॥
রাই মানাইয়া(৩) আনিবে যতনে
তবে সে জীয়ই(৪) কান।
ত্বরিত গমন করহ এখন
ইহাতে না হয় আন(৫) ॥
বড় অভিমানী রাই বিনোদিনী
বসিয়া মাধবীমাঝ।
সঙ্কেতে মুরলী ডাকিল সুস্বরে
অনেক মানের কাজ ॥
তাহে যে গোপিনী গেছিল সেখানে
না ভাঙে রাধার মান।
সেই গোপরামা পরাভব মানি
আয়ল আমার ঠান ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রসময়ি
রাধার বড়ই মান।
আন আনিবারে কেহ সে নারিব
পয়াণ(৬) করহ কান ॥

(কামোদ)

এ কথা শুনিয়া শ্যাম-মুখ চেয়্যা
দূতী কহে এক বাণী।
রাই মানাইয়া এখনি আনিব
শুন হে নাগর-মণি ॥

১। গোরী (পাঠান্তর)। ২। স্থান। ৩। সাধ্যসাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া। ৪। জীবিত থাকিবে। ৫। অন্যথা। ৬। প্রয়াণ কর।

কহিছে নাগর চতুর- শেখর
এখনি চলিয়া যাও।
* * * *
চলি একমন দূতীর গমন
যেখানে আছয়ে রাই।
সেইখানে গিয়া দিল দরশন
কহিতে লাগিল তাই ॥
দূর হতে দেখি দূতীর গমন
কহিল শ্রীমুখে বঙ্ক।
হেন কালে দূতী দাঁড়াই সম্মুখে
কহেন রসের রঙ্গ ॥
দূতি বলে ভাল তোমার চরিত
বুঝিতে নারিল এ।
সে হেন নাগরে পরিহর ধনি
যাহারে সঁপিলে দে(১) ॥
যার লাগি তুমি পথের মাঝারে
সঘনে সঘনে চাও।
সে হেন বঁধুরে তেজি বহু দূরে
কত যেনে(২) সুখ পাও ॥
যাহার কারণে বেণীর বন্ধনে
দিনে কতবার কর।
কালিমার সাধে কাল জাদখানি(৩)
ভাবে বেণীপর ধর ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন সুধামুখি
কুঞ্জেতে আকুল কান।
ত্বরিত গমন বিলম্ব না কর
তেজহ দারুণ মান ॥

(বিহাগড়া)

সে হেন রসিক কেনে রবি তথা
মলিন শ্রীমুখচাঁদ।
যেন সেই বিধু তাহে নাহি মধু
কেবল বিষের ফাঁদ ॥
বিষের কাছেতে অমিয়া চলকে
কেবল গরল সারা।
যে দেখি আমি তোমার চরিত
বিষম বিপাক ধারা ॥

১। দেহ।
২। না জানি (অর্থে)
৩। রমণীগণের খোঁপার উপর পরিহিত কাল জাল বিশেষ।

হেন লয় মন শুনহ বচন
এই সে বাসিএ ভাল।
সে হেন নাগরে তোমার হাবাশে (১)
বিরহে হয়্যাছে ঢল ॥
শীতল পঙ্কজ দল বিছাইয়া
শয়ন করিতে চায়।
বিরহ-হুতাশে সেই দল জ্বল
খেণে শুকাইছে গায় ॥
সে চুয়া চন্দন মৃগমদ আদি
লেপন করিতে অঙ্গে।
তাহা খেণে খেণে গরল সমান
শুকাইল দেখ রঙ্গে ॥
কমল নয়ন মলিন বয়ান
সঘনে তোঁহারি ধ্যান।
রাধা রাধা বই আন নাহি কই
কিছুই নাহিক জ্ঞান ॥
তেজল অঙ্গের নানা আভরণ
ও নব মুকুট চূড়া।
অতি প্রিয় বাঁশী তাহা পরে কতি
আর সে পীতের ধড়া ॥
শুনহ সুন্দরি করহ গমন
বিলম্ব না কর রাধা।
চণ্ডীদাস বলে তুমি নাহি গেলে
সকলি হইল বাধা ॥

(মালব)

কি আর দেখহ রাই।
কানু তুয়া গুণ গাই ॥
পরিয়া নিকুঞ্জঠাম।
কেবল তোমার নাম ॥
তুয়া পথ কত বেড়ি।
হেম রতন হার তোরি(২) ॥
ডারল(৩) অভরণভার।
তাম্বুল দূরে করি ভার।
হেম-নূপুর করি দূর।
না কহি বরণ পুর(৪) ॥

১। হুতাশে (পাঠান্তর)।
২। দূর করিয়া।
৩। ত্যাগ করিল।
৪। পূর্ণ বর্ণ উচ্চারণ করিতেছে না অর্থাৎ ভাল ভাবে কথা কহিতেছে না।

যে হেন নাগররাজে।
অতি মান কভু সাজে ॥
চণ্ডীদাস কহে ভালি।
তোমারে ধেয়ান বনমালী ॥

(কামোদ)

কি আর বিলম্বে কাজ।
তুরিতে গমন করহ যতন
ভেটহ নাগররাজ ॥
কিসের কারণে মানিনী হয়্যাছ
শুনহ কিশোরি গোরি।
সে শ্যাম নাগর তারে পরিহরি
এ তোর মহিমা বোড়ী(১) ॥
দেখিল যেমন শুনহ কারণ
নিদান দেখিল শ্যামে।
তোমার বেণীর পদ্ম পড়িছিল
তাহাই ধরিয়া বামে ॥
সেই পদ্ম ধরি নিজ করে করি
তাহা ত লইয়া কান্দে।
এমনি দেখিল দেখাইব চল
বড়ই নিদান ছান্দে ॥
তোমার ধেয়ানে যেন যোগী জনে
যেন মত(২) দেখিয়াছি।
তাহার কারণে আমি যে আসিয়ে
তোমা নিতে আসিয়াছি ॥
বাম করে ধরি করের অঙ্গুলি
জপই তোমার নাম।
মান তেয়াগিয়া তুরিতে যাইয়া
ভেটহ নাগর শ্যাম ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন শুন রাধে
বিলম্ব কেন বা কর।
শ্যাম সম্ভাষণে কানুর মালাটি
যতন করিয়া পর ॥

(কানাড়া)

এই দেখ ধনি চাঁদমুখ তুলি
কানুর সন্দেশ(৩) লহ।
তোমার লাগিয়া রজনী জাগিয়া
নিদান হইল সেহ ॥

১। বড় বেণী। ২। যে প্রকার। ৩। সংবাদ।

এই লহ রাধা শ্যামের কুসুম
অতুল তাম্বুল হার।
গলায় পরিলে মান দূরে যাবে
মুখ তোল একবার ॥
যে হেরি তিলেক দেখিতে না পায়্যা
হৃদয় ফাটিয়া মর।
সে জন কুঞ্জেতে একাকী বসিয়া
এখন এমত কর ॥
তুমি সুনাগরী প্রেমের আগরী(১)
সে রস ছাড়িয়ে কেনে।
এত অভিমান কিসের কারণ
তিলেক না কর মনে ॥
মুখ তুলি চাহ নিদারুণ নহ
শুন বিনোদিনী রাধা।
সে হেন নাগরে পরিহর কেনে
সে রসে করহ বাধা ॥
অতি নিদারুণ দেখি নিকরুণ
না দেখি না শুনি কভু।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
তোমার বিরহে প্রভু ॥
পুরুষ-ভূষণ কমল নয়ন
তুরিতে ভেটহ কানে।
রাধারে বিনয় বচন কহিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

(কানাড়া)

রাই তুরিতে শ্যামেরে দেখ গিয়া।
যেন মরকত মণি ধূলায় লোটায়্যা ॥
কোথা না পড়িল চূড়া মালতী মালা।
কোথা না পড়িল সেই বরিহার(২) জ্বালা ॥
কোথা না পড়িল পীত ধড়ার অঞ্চল।
কোথা না পড়িল নব মুঞ্জরির দল ॥
নিকুঞ্জে পড়িয়া অঙ্গ ধূলায় ধুসর।
রাধা রাধা বলি কান্দে করি উচ্চস্বর ॥
মধুর মুরলী যার অতি প্রিয় সুধা।
সে কোথা পড়ল তার নাহিক সংবাদা(৩) ॥
অচেতন মুদিত নয়ন কলেবর।
রাধা বিনু বিকল হইলা বংশীধর ॥

১। আধার।
২। নূপুর বলয়া (পাঠান্তর)
৩। সম্বোধা (পাঠান্তর)।

তোমার কারণে ধনি তেজি সুখোল্লাস।
খেণে খেণে উঠে যেন বিরহ-হুতাশ ॥
মুখ তুলি কহ কথা শুন প্রেমময়ি।
চণ্ডীদাস ব্যথিত শুনিয়া ইহা হই ॥

(শ্রীরাগ)

দূতীর বচন শুনি সুধামুখী
বয়ানে নাহিক বাণী।
হেঁট মাথে রহে ও চাঁদ বয়ান
তাহাতে অধিক মানী ॥
একে ছিল মান তাহাতে বাঢ়ল
শতগুণ করি উঠে।
বিরহ-আগুন নহে নিবারণ
সে যেন সঘনে ছুটে ॥
বিরহ আগুন নহে নিবারণ
নাহিক বচন ভাষা।
মনে অভিমানী রাই বিনোদিনী
সঘনে নিশ্বাস নাসা ॥
বিরস বদন আন ছলা করি
উত্তর না দেই কিছু।
মাধবী তলাতে বসি ধন্য রাধে
নখেতে ধরণী নিছু(১) ॥
বঙ্কিম কটাক্ষে চাহে দূতী পানে
খেণেকে মুদিত আঁখি।
তা দেখি ব্যথিত মনে গুণি আর
চণ্ডীদাস তাহে সাখী(২) ॥

(মালব)

তবে কহে রাই দূতীর গোচরে
কেন বা আইলে ইথে।
কিসের কারণে তোমার গমন
কহ কহ শুনি তাথে ॥
কহে সেই সখী শুন চন্দ্রমুখি
তোমারে আইল নিতে।
নিকুঞ্জে একলা বসিয়া নাগর
চাহিয়া তোমার পথে ॥
কেন বা তা সনে মান অভিমান
যারে না দেখিলে মর।
সে হেন পিরীতি তেজিয়া আরতি
তাহারে গুমান(৩) কর ॥

১। লিখিতেছেন এই অর্থে। ২। সাক্ষী।
৩। গুমর।

সে নব নাগর তেজিয়া বৈভব
তোমার ধেয়ান রাধা।
তুয়া গুণগান জপিতে জপিতে
সে শ্যাম হইল আধা॥
তুমি বিদগধ তুমি বৈদগধি
গুণের নাহিক সীমা।
চতুর নাগরী গুণের আগরী
মান-পথে দেহ ক্ষেমা॥
জগজনে কয় রাধা ধীরময়
সকল গোচর আছে।
সে বুঝে যে বুঝে কহি তার মাঝে
কহি এ তোঁহার কাছে॥
তুমি প্রেম সমা তুমি কুলরামা
তুমি সে রসের নদী।
যার সব গুণ নিগূঢ় মরম
পঞ্চতত্ত্ব যার সিদ্ধি॥
আট গুণ গুণ তার পহু গুণ
এ নব যাহার গতি।
চণ্ডীদাস কহে রস-তত্ত্ব লাগি
কুঞ্জেতে যাহার স্থিতি॥

(বিহাগড়া)

শুনহ সুন্দরী রাধা।
যে জন পরশে লাখ সুধানিধি
সেজনে কেন বা বাধা॥
তোমার লাগিয়া যেমন যোগিনী
ভজায় পরম পদ।
তেমত যে শ্যাম তোমাতে ধেয়ান
তারে কেন কর রদ(১)॥
রস রস পর আর রস পর
পাঁচ রস আট মিট(২)।
বেদ গুণ-গুণ গুণ রস পর
সায়র আসিয়া বিঠ॥
সে জন রসের সমুদ্র থাকিতে
পিয়াসে মরয়ে কেনে।
তুমি চাঁদ হয়া চকোর পাখীরে
রসটি না দেহ পানে(৩)॥

১। বধ (পাঠান্তর)।
২। মধুর।
৩। পান করিতে।

তুমি সে প্রেমের গাগরী থাকিতে
আন জন মরে শোষে(১)।
এ কোন চরিত আচার বিচার
সেহ সে আছয়ে আশে॥
চল চল রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী
নিকুঞ্জ-মন্দিরে চল।
চণ্ডীদাসে বলে তুরিতে ভেটহ
সে শ্যাম ভাবেতে ঢল॥

(শ্রীরাগ)

তুমি বড় নিদয় নিদান।
উহারি কেবল ধেয়ান॥
সে জন ছাড়িয়া এখনে।
একলা বসিয়া কুঞ্জবনে॥
শুনহ সুন্দরি ধনি রাই।
খেণে খেণে বিরহে লোটাই॥
এত কিবা সহই পরাণ।
ঝাট(২) করি দেখ গিয়া কান॥
তাহারে করহ ধনি রোষ।
সকল সে জন দোষ॥
তুমি সে নাগরী রামা।
চিতে দেহ ধনি ক্ষেমা॥
চলহ নিকুঞ্জমাঝ।
তেজহি আনহি কাজ॥
চণ্ডীদাসে ভাল জান।
কহে দূতী কত অনুমান॥

(সুহই)

কালার আলাটি বড় উপজল
বেশ কথা কিছু কয়।
তাহে কেন রাধা সেই সুখ বাধা
চলহ বিমুখ চায়॥
পরশ রতনে তেজহ সঘনে
রস-কথা কিছু কয়।
হেঁর(৩) দেখা দিয়া লহ না আসিয়া
এতন তাম্বুল লয়॥

১। আপ্ শোষে—দুঃখে।
২। সত্বর।
৩। হের—অর্থাৎ কেবল মাত্র দেহের
দেখা দিয়া (পাঠান্তর)

মুখরস মধু(১) কত শত বিধু
উলটা কহত বোল।
উত্তর না দেহ পরমাদ এহ
শ্যামে কর গিয়া কোল॥
মুখ তুলি বল মানে আছে ঢল
এ কোন্ বিচারি পণা।
একে নাম ধরি তরুণ ছায়াতে
আছে হরি মন মনা(২)?
আমি আহ্বানিতে কিবা তোর রীতে
কহ কহ চন্দ্রমুখি।
কিবা কহ শুনি শুন বিনোদিনি
কহত বচন লখি॥
এত পরমাদ মান পরিহর
সুন্দরী শ্যামের প্রিয়া।
চণ্ডীদাস দেখি বেথিত হইয়া
বিরস পাওল(৩) হিয়া॥

(শ্রীরাগ)

কহে ধনি রাধা কেন তুমি হেথা
কি হেতু ইহার বল।
কেন বা আইলে কিসের কারণে
কে তোমা পাঠায়ে দিল॥
তবে কহে দূতী শুনহ আরতি
মোরে পাঠাইল শ্যাম।
সে হেন নাগর আমি সে আইল
ভাঙ্গিতে দারুণ মান॥
সে হেন নাগরে পরিহর ধনি
আছহ মাধবী-তলে।
শ্যামের বিধাতা শুনি তার কথা
কহিতে পরাণ ঝুরে॥
কহে ধনি রাধা শুন মোর কথা
জানিল তাহার চিত।
তা সনে কিসের মান অভিমান
জানিল তাহার রীত॥
পরের বেদনা পর কি জানয়ে
পর কি আনের বশ।
পরের পিরীতি আন্ধারে বসতি
কিবা সে জানয়ে রস॥

১। মুখামৃত।
২। অন্তরে হরিময় ভাব।
৩। পাইল।

রসিক হইলে রস কি ছাড়য়ে
সুদৃঢ়(১) চতুর জন।
যত বড় তেঁহো রসের রসিক
সে সব গেলই জানা॥
কহে চণ্ডীদাস শুন হে সুন্দরি
তুরিতে গমন কর।
শ্যামের সন্দেশ(২) হৃদয়ের মাল
যতন করিয়া পর॥

(কামোদ)

দূতি, না কহ শ্যামের কথা।
কালা নাম দুটি আখর শুনিতে
হৃদয়ে বাড়য়ে ব্যথা॥
আমি না যাইব সে শ্যাম দেখিতে
পরশ কিসের লাগি।
শ্রবণে শুনিতে শ্যাম পরসঙ্গ(৩)
অন্তরে উঠয়ে আগি( )॥
কিসের কারণে তা সনে মিলন
চলিয়া তুরিতে যাও।
তাহার মরম জাগিল এখন
রহিল মাধবী-ছাও॥
তাহার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলে জলাঞ্জলি দিয়া।
তভু না পাইল সে নব নাগর
কেমন রসের পিয়া॥
কুল শীল ছিল সকলি মজিল
নিদানে কলঙ্ক সারা।
সুখের লাগিয়া পিরীতি করল
তাহার এমতি ধারা॥
সুখের আরতি করিল পিরীতি
সুখ গেল অতি দূরে।
সুখের সাগরে করহ পয়াণ
মনোরথ পরিপূরে॥
পাড়ার পড়সী কবে লোক হাসি
শুনিয়ে এ সব কথা।
অন্তর-বেদন বুঝে কোন্ জন
কে জন বুঝিব হেথা॥

১। মুখর (পাঠান্তর)
২। সংবাদ।
৩। প্রসঙ্গ।
৪। অগ্নি।

কানুর পিরীতি দিল সমাধান
না বহু আমার কাছে।
কেবল বিষের রাশির সমান
হেন কে বা আর আছে॥
তুমি যাহ সখি কানুর সমাজে
আমি সে নাহিক যাব।
চণ্ডীদাস বলে বড় অভিমান
আমি শ্যামে যেয়ে কব॥

(কানাড়া)

বেরি বেরি দূতি বচন সরস
কত সে আর শুনব।
যথা না শুনব শ্যাম নাম-সুধা
সেখানে চলিয়া যাব॥
তবে ত দারুণ ব্যথা উপজল
তবে সে ভালই হব।
বেরি বেরি দূতি বচন সরস
এ কথা না শুনি তব॥
শ্রবণে না শুনি কহে আন বাণী
কথা যে মনে না বাসি।

শুন গো সজনি যে জন গরল
খায়(১) সে বিষের লাগি।
জানিয়া শুনিয়া বিষ হাতে লয়া
খাইল করম ভাগি॥
যে খায়ে গরল বিষে ঢল ঢল
তখনি মরিয়া যায়।
আমি সে ভুখিল কাল কালবিষ
ঝাড়িলে রহে সে গায়॥
কারে কি বলিব বলিতে না পারি
গুপতে গুমরি গেহা(২)।
কালিয়া বরণ দেখিতে সুজন
করিতে রসের লেহা॥
ভাবিতে শুনিতে মরি এ ঝুরিয়ে
শুন গো সজনি সখি।
হেন মনে লয় পরাণ সংশয়
নিদানে মরণ দেখি॥

১। যায় (পাঠান্তর)।
২। গেলাম—(নীলরতন বাবু)।

যেন সে জলের বিম্বুক(১) উপজে
তেমতি কানুর প্রীত।
এবে সে জানল সে জন লালস(২)
চণ্ডীদাস কহে হিত॥

(কানাড়া)

কালা হৈল ঘর আন কৈল পর
কালা সে করিল সারা।
কালার ধেয়ান আন নাহি মন
কালিয়া আঁখির তারা॥
পরাণ অধিক হিয়ার মানস
কালিয়া স্বপনে দেখি।
গমনে কালিয়া জপেতে কালিয়া
নয়নে কালিয়া দেখি॥
গগনে চাহিতে সেখানে কালিয়া
ভোজনে কালিয়া কানু।
ভ্রূদ্বয় মুদিলে সেখানে কালিয়া
কালিয়া হইল তনু॥
শুন হে সজনি কহিতে আগুনি
উঠয়ে কালার জ্বালা।
সে জন বিমুখ বিরাগ বচনে
পরাণ হইল সারা॥
তা সনে কিসের আরতি পিরীতি
সুচারু রসের লেহা।
যাহার কারণে সব তেয়াগিনু
পরিহরি নিজ গেহা॥
কুজন সুজন তায় কিবা হয়
গরল অমিয়া নয়।
কুটিল না হয় সরল না হয়
কাজেতে বুঝিলে হয়॥
কহে চণ্ডীদাসে এই অভিলাষে
আশ পাশ তুয়া কাছে।
তুমি সে তাহার সে জন তোমার
কোথা বা খুঁজিলে আছে॥

(মালব)

দূতী কহে শুন আমার বচন
করিয়ে আদরপণা।
সে হেন নাগর গুণের সাগর
অতি সে সুজন জনা॥

১। বিম্ব—ক্ষণস্থায়ী অর্থ। ২। লম্পট

তোমার লাগিয়া রজনী জাগিয়া
সে হরি কাতর হয়।
দিয়া দরশন কর পরশন
আমার মনেতে লয়॥
এখনে ছাড়িয়া যাহত চলিয়া
দুগুণ উঠয়ে দুখ।
তাহার সনেতে কিবা পরিচয়
এ লেহা রসের সুখ॥
জানিল তাহার যত বড় তেঁহো
কালিয়া বিষের রাশি।
কুলের ধরম সরম ভরম
সকল হইল হাসি॥
সে দেশে যাইব যথা না শুনিব
কালিয়াবরণ নাম।
সেই দেশে যাব শুনহ সজনি
রহব সেই সে ঠাম॥
অনেক যতন করিল সঘন
রাধার না ঘুচে মান।
কাষ্ঠের পুতুলি রহে দাণ্ডাইয়া
মনেতে ভাবয়ে আন॥
মান না ভাঙ্গিতে, পারল সজনি
চলিল শ্যামের পাশে।
দূতী গেল যথা নাগরশেখর
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

(সোয়ারি)

মাধবীতলাতে রহে এক ভিতে
সে হেন সুন্দরী রাই।
মানে মনরিত(১) এ তার চরিত
অনেক বুঝাল তাই॥
তোমার কুসুম হার মনোহর
দূরেতে ডারিয়া দিল।
এ তিন তাম্বূল কিছু না ছোঁয়ল
ক্রোধেতে কুপিত ভেল॥
অনেক প্রবন্ধ প্রকার করিয়া
বুঝাইল রাই-পাশ।
হেঁট মাথে রহে বচন না কহে
মুখেতে নাহিক ভাষ॥

১। মানে মান মরা।

যে দেখি দারুণ মান উপজল
এ মান ভাঙ্গিতে গাঢ়া।
আপনে যাইতে মান ভাঙ্গাইতে
বুঝল এ সব ধারা॥
আপনি গমন করহ এখন
তবে সে আসিবে রাধা।
নহে যা এ মান আন কোন জন
তাহারে করিব বাধা(১)॥
দূতীর বচন শুনি সুনাগর
বড়ই হইল দুখী।
এ কথা উচিত জানিল বেকত
চণ্ডীদাস আছে সাখী॥

(মালব)

মাধবীতলাতে, দূতী পাঠাইয়া
বসিয়া চিবুকে হাত।
আকুল সঘনে নিশ্বাস হুতাশ
কাঁহা না বোলই বাত॥
এক নব রামা আছে রাধা কাছে
তা সনে না কহে বোল।
মাধবী-ডালেতে এক পিক বসি
কহত পঞ্চম বোল॥
চাহিয়া দেখিল মাধবী উপরে
রসময়ী ধনী রাই।
কালার বরণ দেখি সুনাগরী
হেরিয়া দেখিল তাই॥
করতালি দিয়া দিল উড়াইয়া
পিকেরে কহিছে কিছু।
কি কারণে বসি ডাকহ সুস্বরে
তেঁই সে দিলাউ নিছু॥
যাহ শ্যাম-পাশ নিকুঞ্জ-বিলাস
এখানে কিসের বাণী।
এই অনুরাগ রাগে আর্ত্তিক (২)
কহেন কিশোরী ধনী॥
উড়ি যাহ ঝাট ছাড়িয়া নিকট
এড়ান ছাড়িয়া যা।
চণ্ডীদাসে কহে পিক চলি গেল
কহিতে বলিতে রা॥

১। নারিবে করিতে বাধা (পাঠান্তর)।
২। অনুরাগে পীড়াযুক্তা।

(জয়শ্রী)

ময়ূর ময়ূরী নাচে ফিরি ফিরি
আসিয়া মাধবীতলে।
দেখিয়া কুপিত হইল বেকত
তারে ধনী কিছু বলে ॥
হেথা কেন তোরা নাচ হয়া ভোরা
দিতে সে শোচনা সারা।
ঝাট করি যাও যেখানে রসিক
নাগর শেখর তারা ॥
নিকুঞ্জ-ভবনে যাহ সেইখানে
এখানে নাচহ কেনে।
হেথা কিবা সুখ সুখের বিচার
ভাবিয়া দেখহ মনে ॥
তুমি না ধরিতে শ্যামল বরণ
তবে সে হইত ভাল।
কালিয়া বরণ দেখি মোর মন
অনল উঠিয়া গেল ॥
কালা আছে যথা তোরা যাহ তথা
এখানে কিসের কাজ।
কালিয়াবরণে বরণ মিশাহ
যেখানে রসিকরাজ ॥
কোপে সুধামুখী করতালি দিয়া
ময়ূর উড়ায়ে দিল।
চণ্ডীদাস বলে অপর মানেতে
সে ধনী হইল ঢল ॥

(কাফি)

মাধবীলতায় ফুলের সৌরভে
যতেক ভ্রমরা তারা।
মকরন্দ পানে মুগধ হইয়া
মালতী সে রসে ভোরা ॥
তা দেখি কিশোরী বিধুমুখী গৌরী
কহিতে লাগিল তায়।
তুমি সে কালার বরণ ধরিয়া
কেন বা ধরিলে কায় ॥
এখানেহ তুমি ফুলে ভ্রমি ভ্রমি
ভ্রমহ কিসের লাগি।
মোরে দিতে চাহ বিরহ-বেদনা
উঠাইতে দারুণ আগি ॥

তোমার চরিত্র আছে বেয়াপিত(১)
সে শ্যাম অঙ্গের মালে।
মধু খেয়্যা খেয়্যা রসেতে পূরিয়া
আইলে মাধবী-ডালে ॥
একে মরি জ্বালা আছিএ একলা
তাহে দেখা দিলে ভালে।
অতি সে বিষাদ বাড়য়ে দ্বিগুণ
চণ্ডীদাস কিছু বলে ॥

(তুড়ি)

শুন হে ভ্রমর কেন বা ঝঙ্কার
তোমার কালিয়া তনু।
তোমারে দেখিএ বাঢ়ল বিষাদ
বিয়োগ উঠল দুনু(২) ॥
ঝাট চলি যাও কেন দুখ দাও
চমকে আমার হিয়া।
যাহ বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ-ভবনে
যথায় রসের পিয়া ॥
সেইখানে গিয়া ফুল-মধু খেয়্যা
থাকহ যেখানে কানু।
হেথা কেনে তুমি মধুর লালসে
তোমার কালিয়া তনু ॥
কালিয়াবরণ দেখি মোর মন
দ্বিগুণ জ্বলিয়া যায়।
মনের বেদনা বুঝে কোন্ জনা
এ কথা কহিব কায় ॥
এ কথা শ্রবণে শুনি মধুকর
তখনি চলিয়া গেল।
কোথাও না দেখি মেলি দুটি আঁখি
তবে সে ধৈরয ভেল ॥
নীল কাল জাদ(৩) ফেলিল ছিনিয়া(৪)
কিছু না রাখল ভালে।
অঙ্গের কাঁচলি ফেলি দূর করি
নীলের উড়নী দূরে ॥
কাল আভরণ ফেলিয়া তখন
পরল ধবল বাস।
হিয়ার কাঁচলি পরল ধবল
কহেন এ চণ্ডীদাস ॥

১। ব্যাপ্ত। ২। দ্বিগুণ।
৩। জাল। ৪। ছিঁড়িয়া।

(তুড়ি)

নয়ন-কাজল মুছিয়া ডারল
কাল আভরণ যত।
সখী এক সঙ্গে কহে কিছু রঙ্গে
কহিছে রাধার মত ॥
শুন সুধামুখি আমার বচন
তেজহ দারুণ মান।
যে দেখি তোমার অভিমান অতি
পাছেতে তেজহ মান ॥
ধৈরয ধরহ শুনহ সুন্দরি
এতেক কেন বা মান।
সরম ভরম দূরে তেয়াগিয়া
কোপিত কহত আন ॥
যদি আছ তুমি বিরস-বদনে
শুনহ সুন্দরী রাই।
কেন বা অঙ্গের ভূষণ সকল
তেজিয়া ফেলিলে ভাই ॥
তুমি সুনাগরী রসের আগরী
তেজহ দারুণ মান।
সখীর বচনে কমল-নয়নী
ঈষৎ কটাক্ষে চান ॥
শুন গো সজনি কালিয়াবরণ
দেখিএ উঠএ তাপ।
চণ্ডীদাস কহে হেন মনে হয়
মানসে দারুণ পাপ

(শ্রীরাগ)

কহে যদুমণি শুনহ সজনি
রাধা আনিবারে গেলে।
কি শুনি বচন কহ কহ দেখি
সঘনে সঘনে বলে ॥
সখী কহে তায় শুন শ্যামরায়
রাধার বড়ই রোষ।
তুমি গেলে যদি তার মান ঘুচে
আমার কি আছে দোষ ॥
সখীর বচনে কমল-নয়ন
আপনি সাজত যান।
বেশ সে সুবেশ অতি মনোহর
ভাঙ্গিতে রাধার মান ॥
বাঁধল কুন্তল লোটন(১) সুন্দর
বেড়িয়া মালতীদাম।
তাহার পাশেতে মুকুতার মালা
শোভে অতি অনুপাম ॥
নানা আভরণ কঙ্কণ ভূষণ
নিবিড় কিঙ্কিণীজাল।
নীল বসনের ওড়নী সুন্দর
করে বীণাযন্ত্র ভাল ॥
এক সখী সঙ্গে চলে বেশ ধরি
কেবল একহি রামা।
চলত নাগর বেশ মনোহর
সে সেই মাধুরীধামা(২) ॥
নারী বেশ ধরি চতুর মুরারি
মাধবীতলাতে যায়।
কিবা অদভুত দেখিয়া বেকত
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

(তুড়ি)

মন্দ মন্দ গতি চলন চাতুরী
কুঞ্জর-গমনে চলি।
যেমন কুঞ্জর চলন সুন্দর
এ দুই চলন ভালি ॥
মদনমোহন নব-ঘন-শ্যাম
কিবা এ আপন বেশ।
কান্ধে লই বীণা নব-ঘন-শ্যাম
পরিমলে ভুলে দেশ ॥
চলিতে চরণে বাজএ সুতানে
বাজল নূপুর পায়।
ফুলের সৌরভে অলিকুল যত
যুথে যুথে সব ধায় ॥
দূর হতে রাই দেখি নব রামা
বিস্মিত হইলা চিতে।
কোন্ নব রামা কাঁধে যন্ত্র করি
আমারে আইল নিতে ॥
এই অনুমান করে দুই জন
রাধা বলে হের দেখ।
রাধার বচনে দেখে মুখ তুলি
চন্দ্রবদনী মুখ ॥

১। খোপা।
২। মাধুর্য্যের আকর।

হেনই সময় আসিয়ে মিলল
সেই সে মাধবীতলে।
নব পরিচয় চণ্ডীদাস তথা
হাসিয়া হাসিয়া বলে ॥

(সুহই)

দেখি নব রামা তুমি কোন্ জনা
কহ কহ দেখি মোরে।
কেনে বা এখানে তোমার গমন
কহ কহ বলে তারে ॥
সখী কহে তাথে শুনহ সুন্দরি
গেছিল কানন-কুঞ্জে।
যথা রসময় ব্রজরামাগণ
আছয়ে কতেক পুঞ্জে(১) ॥
মোরে বোলাইয়া গেছিল লইয়া
আমি সে বটিয়ে যতি।
কিছু তাল মান করিয়াছি গান
যে ছিল আপন শক্তি ॥
গৌরী নট আর কেদার সুন্দর
পূরবী সিন্ধুড়া আড়া কো(২)।
শ্যাম-নট আর মাধবী-মঙ্গল
হিল্লোল মঙ্গলা দো(৩) ॥
পাহিড়া দীপক আর বেলাবলি
সুরট মল্লার রাগ।
গাইতে প্রবন্ধে প্রকার করুণে
তাহার মরমে লাগ ॥
এ রাগ শুনিতে বিনোদ নাগর
মোহিত হইলা গীতে।
পুনঃ পুনঃ কহ ইহার উপর
আর কিছু শুনি চিতে ॥
তবে কৈল গান যে ছিল সুতান
তাহাই করিলা গান।
রাধাকৃষ্ণ নাম অতি অনুপাম
বীণাতে উঠিল তান ॥
এ তান শুনিয়া নাগর রসিয়া
হরষ হইল বড়ি।
এই সে গানের মধুর শুনিয়া
আমারে না দিল ছাড়ি ॥

১। দলবদ্ধ ভাবে। ২। আঢ়া কৌ (পাঠান্তর)
৩। দৌ (পাঠান্তর)

রহ রহ ধনি আর গান শুনি
কহত প্রথম নাম।
শুনিতে মধুর ও দুটি আখর
রাধা নাম অনুপাম ॥
কানুর পিরীতি যে দেখিল রীতি
এ কথা কহিব কত।
রাধা নামে কত অমিয়া আওল
রস উপজিল যত ॥
গাও গাও ধনি কহে গুণমণি
রাধা নাম কর গান।
ঐ রস বই আন না শুনিব
এ বড় মধুর তান ॥
আলাপে রাগিণী রাগের উরণি
রাধা বলি যেন বাজ।
তোমার ও গানে মোর মনে হানে
যেমতি হৃদয়ে বাজ ॥
চণ্ডীদাসে বলে এই গীতে মোহ
রসে ভেল অতি ভোর।
মুগধ মাধব বহু বিদগধ
সুখের নাহিক ওর ॥

(সুহই)

শুন ধনি রাই তান কিছু গাই
রাগেতে রাগিণী মেলা।
গাইতে গাইতে মুগধ হইলা
নন্দের নন্দন কালা ॥
পুন কহে শ্যাম অতি অনুপাম
শুনিতে মধুর ধ্বনি।
রাধা রাধা বলি ডাকিছে বীণাটি
মুগধ হইলা শুনি ॥
এই রস তান অনেক সন্ধান
শুনিল রসিক শ্যাম।
অতি বড় সুখী সুখেতে মোহিত
গাহিতে রাধার নাম ॥
ভাবে গদগদ অতি সে আমোদ
সে হেন রসিক কান।
রাধা নাম বিনে আন নাহি জানে
শ্রবণে শুনল গান ॥
নয়ন-কমল যেন ঢল-ঢল
লোরেতে কমল আঁখি।
যেমন ঘনের বরিখে শ্রাবণে
তেমতি ধরণ দেখি ॥

রাধা রাধা রাধা আন সব বাধা
কেবল রাধার ধ্যান।
রাধা নাম গানে কমল-নয়নে
কিছুই নাহিক আন॥
এই সব রস শুনিয়া অবশ
রসিক নাগর কান।
যখন বাজায় রাই নাম-সুধা
কান্দিয়া আকুল শ্যাম॥
হইয়া মুগধ অতি সে আমোদ
দিল মুকুতার দাম॥
দেখ দেখ ধনি আমার উরসে
এই মুকুতার মালা।
সে নব নাগর গুণের সাগর
রাধা নামে বড় ভোলা॥
এই সব রসে তার মন তোষে
বীণাতে করিল গান।
বিকল কিসে বা না জানি কেন বা
কিসের কারণে ধ্যান॥
কুঞ্জে একাকিনী করেতে বাঁশীটি
ধরিয়া নাগর রায়।
তোমারে কিছুই তান শুনাইতে
আইল মাধবীছায়॥
চণ্ডীদাস দেখি অতি অপরূপ
অপার দোঁহার লীলা।
কে ইহা জানিবে নিগূঢ় মরম
দোঁহে দুহুঁ রস মেলা॥

(কেদারা)

শুন শুন রাধা কহে সেই ধনি(১)
শুনহ রসের গান।
তোমারে এ গান শ্রবণ করাতে
আইল মাধবী-স্থান॥
মুখ তুলি চাহ রসের প্রেয়সী
গাই এ একটি রাগ।
শ্রবণ পরশি এ গান শুনিতে
কতি যাব অনুরাগ॥
এ কথা শুনিয়া কহে সুধামুখী
শুনহ সুন্দরী রামা।
কর কিছু গান শুনি কিছু তান
নবীন নাগরী শ্যামা॥

১। গুণী (পাঠান্তর)।

বীণাতে কেদার রাগ আলাপন
গাওই মুগধ রসে।
রাধা কৃষ্ণ নাম উঠে অনুপাম
শুনিতে শ্রবণ পাশে॥
এ চারি আখর বাজন মধুর
বীণাতে কহত রাই।
কেন বা মানিনী হয়াছ সে শ্যামে
মধুর মধুর গাই॥
সে হেন নাগরে পরিহরি রাধে
কি সুখে আছয়ে বসি।
মলিন হইল সে মুখমণ্ডল
ঝলকে সে মুখশশী॥
শানে মন দুখ দেখি ক্ষীণ তনু
ত্যজি আভরণ-ভার।
বচন কহিছ তাথে নাহি রস
এত বা কিসের ভার॥
সে হেন নাগরে বিরস-বদনে
আছয়ে মাধবীতলে।
বীণা গীত তালে বুঝায়ে সঘনে
দীন চণ্ডীদাসে বলে॥

(কেদারা)

মোরে বোলাইয়া গেছিল লইয়া
নন্দের নন্দন কান।
সেখানে এ গুণ কিছু সে গাইল
কিছুই রসের তান॥
সেখান হইতে আইল হেথায়
দেখিয়া দুঃখিত কান।
সে হেন নাগরে ভেটহ সুন্দরী
ত্যজিয়া বিষম মান॥
চণ্ডীদাস কহে অতি বড় মোহে
সুন্দরী কিশোরী রাই।
ইহার কোপের বিপাক বিষম
ভাঙ্গিতে নারিল সেই॥

(কাফি)

গুণী না কহ কানুর কথা।
শুনিতে মরমে সেইখানে হানে
উঠত দারুণ ব্যথা॥

মনের আগুন বাঢ়ল দ্বিগুণ
নিভাইতে যদি সাধ।
যে জানে বেদনা মরমে পশিনু
তনুখানি হইল আধ॥
এ বড়ি বিষম বাঁশীটি বেঁধল
বুকে বাজী পিঠে পার।
টানিলে যতনে বাহির না হয়
এ দুখে জীব কি আর॥
দারুণ শেল যে নহে নিবারণ
আর সে বিরহ-আগি।
এ দুই যাহার অন্তরে পেশল
কি ছার জীবার(১) লাগি॥
কাননে অনল কেন না নিভায়
আপনি নিভায় সেই।
হৃদয়-অনল কেবা নিভাইব
বিষম আগুন এই॥
কাহারে কহিব এ সব বিচার
মরম জানয়ে কে।
চণ্ডীদাস কহে যে জানে মরম
সে জন বেথিত দে॥

(শ্রীরাগ)

শুন নব রামা ওই পরসঙ্গ
যা কহ আমার কাছে।
আন কথা কহ এ যন্ত্র বাজাহ
ও বোল কি বোল আছে॥
যে জন কুজন সে নহে সরল
গাও গাও কিছু শুনি।
এ কথা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
বীণা কাঁধে নিল গুণী॥
গাইতে লাগিল হিল্লোল নায়ক
রাগিণী ভুঞ্জায় তায়।
মধুর মধুর তান মান রাগ
সে স্বর মধুর প্রায়॥
প্রথম রাগেতে রাগিণী ডুবায়ে
গাওল প্রিয়ার নাম।
দুইটি আঁখরে রাধা নাম ওটে
শুনিতে মধুর তান॥
এই দুটি নাম বাজে অনুপাম
মুগধ হইল রাধা।

১। জীবিত থাকিবার।

*কটাক্ষে মিলনে অমিয়া বরিখে
কত কত বহে সুধা॥
"শুন শ্যামা সখি গাও আর দেখি
শুনিয়ে শ্রবণ ভরি।
গাও গাও পুনঃ রসাল বচন
শুনহ শ্যামরু গৌরী(১)॥
রাধা কানু বলি বীণাটি বাজয়ে
শুনিতে আনন্দ বড়ি।
হার মনোহর মুকুতার মাল
দিছেন হিয়ার তোড়ি॥
আগে আসি লহ গাইলে মধুর
তুরিতে দিয়াছি হার।
চণ্ডীদাস কহে কিবা সে অদ্ভুত
সুখের নাহিক পার॥"
* * * * * সুধা
শুন শ্যামা সখী * *
বচন শুনহ * * *
* * * * * *
কে জানে এমন তোমার ধরণ
কপট আগুন ইগে।
বহুবিধ মান কপট অন্তরে
ভাঙ্গল কপট চিতে॥
আর কিবা আছে মান অভিমান
চলহ নিকুঞ্জবনে।
করহ বেশের পরিপাটী যত
চলহ সখীর সনে॥
শ্যাম সুনাগর চতুর-শেখর
চলিল নিকুঞ্জধামে।
হেথা সুধামুখী বেশ পরিপাটী
কত যে মনের সনে॥
চলল কিশোরী শ্যাম-দরশনে
বদনে মধুর হাসি।
সঙ্গে সহচরী মন্থর গমন
চাতুরী বদন শশী॥
যেমন চিত্রের পুতলি চলিছে
ও চাঁদবদনী রাধা।
নীললোচনী আধেক ওড়নী
বচন কহত আধা॥

* অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুর ও নীলরতন বাবুর পুস্তকে ইহার পর হইতে পদটি এইরূপ আছে।

১। শ্যামের গৌরী—রাধা।

শ্রীঅঙ্গ চলিতে গদগদ ভেল
বচন চপল আধা।
চলিতে মধুর বাজয়ে পঞ্চম
মধুর মধুর নাদা(১)॥
সুগন্ধ মলয় চন্দন কস্তুরী
অগুরু সৌরভ প্রায়।
মত্ত অলিগণ কুসুম কোকিল
এ সব সঘনে ধায়॥

(শ্রী)

যে দিন হইতে তোমার সহিতে
পহিলে হয়েছে দেখা।
সে সব বচন রয়েছে ঘোষণ
যেমত শেলেরই রেখা॥
শপথি করিয়া পীরিতি করিলে
তাহা বা রাখিলে কই।
কে আছে ব্যথিত কাহারে কহিব
যে দুখে আমরা রই॥
আপনি বলিলে আপনি কহিলে
আবার এমত কর।
আমরা হইলে মরিয়া যাইতাম
পুরুষ বলিয়া সার॥
একটি বচন করি নিবেদন
শুন হে নাগর-রায়।
সে দিন যাইয়া কি কাজ লাগিয়া
ধরেছিলে দুটি পায়॥
দোসর বচন করি নিবেদন
শুন হে নন্দের সুত।
সে দিন যাইয়া কি কাজ লাগিয়া
দশনে ধরিলে কুট(২)॥
তেসর(৩) বচন করি নিবেদন
দাড়ায়ে শুন হে তুমি।
এ জনমের মত ফিরে চাও তুমি
বিদায় হয়ে যাই আমি॥
এ কথা শুনিয়া রসিক নাগর
ভাসিল নয়ানের জলে।
রসিক নাগর হইল কাতর
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে॥

১। ধ্বনি।
২। তৃণ। ৩। তৃতীয়।

(কামোদ)

হেরয়ে রসিকবর রাইক চরিত।
কি হেতু দেখিয়ে মান অতি অনুচিত॥
তোমা বিনে নাহি জানি মরম কি বাত।
কেন বা মলিন মুখ অবনত মাথ (১)॥
স্বপনক বাত নাহি কর পরতীত।
নয়নে দেখিলে কর যে হয় উচিত॥
কোন রমণী দেখ রহল ছাপাই(২)।
চণ্ডীদাস কহে বঁধুর কোন দোষ নাই॥

(কানাড়া)*

রাই বড় সে দেখিল বিপরীত।
ও নব নাগর কান তোমারে কেবল মন
দেখিল সদয় অতিচিত॥
বিরহ-বেদনশরে ভেল তনু জরজরে
আন কহিতে নাহি আন।
শুনিতে তোমার রীত পুলক মানয়ে চিত
লোরে আঁখি হরল গেয়ান॥
শ্রবণ পরশি শুনে তোমার মাধুরী গুণে
মোহিত হইল কলেবর।
কেবল তোমার নাম নিরবধি জপে শ্যাম
কাঁপে দুটি অধর সুন্দর॥
শুনিয়া সখীর বাণী অতি ভেল বিরহিণী
কহ কহ শুনি পিয়া-গুণে।
সোনার পুতলী ঐছে অবনীতে লোটাইছে
ধারা বহে এ দুই নয়নে॥
কেমন মথুরাপুরী কেমন নাগরী নারী
কহ দেখি মরম-সজনি।
শুনিব শ্রবণ ভরি কেমন কুবজা নারী
কত রূপ সে জন মালিনী॥
তা সনে পিরীতি করে মুগধ রসিকবরে
শুনিয়াছি পর লোকমুখে।
এত কি সহিতে পারি মনে সে গুমরি মরি
জনম গোঙানু এই দুখে॥
এই অতি ভেল মান উঠিল দারুণ মান
পিয়া কি গিয়াছে এত দূর।
চণ্ডীদাস কহে ধনি মিলব নাগর-মণি
হব তুয়া মনোরথ পুর॥

১। মস্তক।
২। ছাপাই—গোপন করিয়া,—লুকাইয়া।
* এই পদটি মথুরা-প্রত্যাগত সখীর উক্তি বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে।

সখীর উক্তি

(ধানশী)

তোদের দোঁহের দৈবের ঠাম।
নিতি নিতি তোরা কলহ করিবি
কত না সাধিব হাম॥
নিতি নিতি তোদের এমতি করিয়ে
কথাতে কথাতে দ্বন্দ্ব।
সে বলে রাই রসিক নহে
তু বলিস উহ মন্দ॥
সে হেন নাগর গুণের সাগর
জগৎ-দুর্লভ লেহা(১)।
তু হেন নাগরী প্রেমের আগরী(২)
কেন বাড়াইলি লেহা॥
নিতি নিতি তোরা এমতি করিবি
ইথে কি পরাণ রয়।
চণ্ডীদাস কহে অবলা-পরাণে
এত কি বেদনা সয়॥

রাধার মান

(সুহই)

ত্যজহ দারুণ মান।
চলহ নিকুঞ্জ-ধাম॥
সে হেন রসিক-রায়।
তাম্বুল নাহিক খায়॥
তুমি সে নিদয় বড়ি।
কেমনে আছহ ছাড়ি॥
এ রসে কেন বা ভঙ্গ।
মিলহ তাকর(১) সঙ্গ॥
কোপ পরিহর ধনি।
তুমি সে রমণী-মণি।
এ রন সুখের সার।
এ মতি অমিয়া-ভার॥
রসের নাগরী তোরা।
পিও(২) সুধাকর-ধারা॥
যাহার সমুখ বারি।
পিয়াসে (৩) কেন বা পুড়ি॥
যেমন চাতক পাখী।
সুধাকর তেন সাখী॥
যেমন সফরী মীনে।
নাহি জীয়ে জল বিনে॥
এমতি তুমি সে গতি।
তাহা কর হেন রীতি॥
ত্যজহ বিরস মান।
চণ্ডীদাস গুণ গান॥

(নটনারায়ণ)

শুন গো সজনি পরমাদ শুনি
রাধার ঐছন দশা।
বিরহে আকুল রসময় কান
সঘনে নিশ্বাস নাসা॥
করেতে আছিল মোহন মুরলী
তাহা না পড়িল কতি।
কমল নয়নে লোর বহি ঘনে(৩)
ভাসিয়া চলল তথি(৪)॥
অঙ্গের সৌরভ এ চুয়া চন্দন
ভূষণ কৌস্তুভমণি।
এ সব তিতিয়া(৫) চলল ভাসিয়া
বিরহে চতুরমণি॥
সে মোর প্রেয়সী প্রেমময়ী রাধা
শুধুই সুধার রাশি।
দাঁড়ায়ে দেখহ ও মুখমণ্ডল
হেনক(৬) মনেতে বাসি॥
যাহার লাগিয়া বনে ধেনু রাখি
তাহার দরশ আশে।
মধুর মুরলী গাই দিবানিশি
ধরি নটবরবেশে॥
ঐছন বিরহ নাগরশেখর
ক্ষণেক সম্বিত পায়।
তুরিত গমন চল বৃন্দাবন
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

১। তাহার।
২। পান কর।
৩। পিপাসায়।

১। লেহা—স্নেহ। ২। অগ্রগণ্যা।
৩। প্রবল ধারায়। ৪। তথায়।
৫। সিক্ত হইয়া। ৬। এইরূপ।

(বেলোয়ার)

শুনিয়ে রাধার বাণী সখী কহে ভালে জানি
সকল কহিয়ে ভালমতে।
শ্রবণ ভরিয়া শুন বিষাদ(১) ভাবিছ কেন
বুঝিয়ে করিবে যাহা চিতে ॥
মোরে সে ভেজল কান আইল তোমার স্থান
রাধারে তুষিবে ভালমতে।
পেয়ে দশমীর দশা পাছে হবে ফলভাষা(২)
তুরিতে চলিয়ে যাহ পথে ॥
পাছে ধনী তেজে প্রাণ পাইয়া বিরহ-বাণ
তেঁই আমি আসিল তুরিত।
কহিলা নাগররাজ যাইব গোকুল-মাঝ
দেখিব সে প্রেমময়ী রীত ॥
পশ্চাতে গমন সাধে শুন সুখময়ী রাধে
পুন পাবে তাহার মিলন।
বিষাদ করহ দূর হবে মনোরথ পূর
শুন শুন আমার বচন ॥
সঙ্গত করিয়া বাণী আসিব সে গুণমণি
হেন দশা কবে হবে মোর।
পেয়ে সে নাগররাজ সাধিব আপন কাজ
কবে সে করব নিজ কোড়(৩) ॥
সখীর বচন শুনি হরষ হইল ধনী
পরশ করিব আমি যবে।
তবে সে মনের সিদ্ধি যদি মিলায়ব বিধি
চণ্ডীদাস সুখী হবে তবে ॥

---

*ওহে বড়াই তাহার বিষম জরা(৪)।
কিছু নাহি খায় সে তেজয়ে কায়
পাঁজ(৫) হৈয়াছে সারা ॥
শুনি কি না শুনি যেন সরু বাণী
যেন রুধিরের ধারা(৫)।

১। বিপদ (পাঠান্তর)। ২। কথামাত্রে পর্য্যবসিত। ৩। কোল।

* এই পদটির অনুরূপ আর একটি পদ আমরা দেখিতে পাই। অনুরূপ পদটির ভাবধারা ও রচনাশৈলী এই পদটি হইতে নিম্ন স্তরের নহে; আমরা সমগ্র পদটি পাঠকের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

৪। জরা—জর অর্থাৎ বিরহ-জর। ৪। পাঁজর—কঙ্কালসার। ৫। রুধিরের ধারা দেহ হইতে বহির্গত হইলে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া তাহার বাক্য যেমন ক্ষীণ হয়, তদ্রূপ।

কনক-বদন হৈয়াছে মলিন
চকিত লোচন-তারা ॥
শ্রবণ নয়ন করে অনুক্ষণ
যেনক শায়ণ ধারা(১)।
নেতের বসনে মুছিবে কেমনে
এত বল আছে কারা ॥
এখন তখন তাহার জীবন
না চলে কণ্ঠের লালা।
চণ্ডীদাস কহে এ জ্বালা না সহে
তুরিতে চলহ বালা ॥

সখীর উক্তি

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি)

ওহে বড়াই বিষম বিরহ-নারা(২)।
কিছু নাহি খায় শিযেতে(৩) লুকায়
পাঁজর হৈয়াছে সারা ॥
শুনি কি না শুনি কহে সরু বাণী
যেন অরুন্ধতী(৪) তারা।
কনক রতন যেন জালিয়ান(৫)
চকিত লোচনতারা ॥
শ্রবণ নয়ন করে অনুক্ষণ
যেমন শায়ণ ধারা।
নেতের বসনে মুছিব কেমনে
এত বল আছে কারা ॥
এখন তখন তাহার জীবন
না চলে কণ্ঠের নালা।
চণ্ডীদাস কহে তুরিতে চলহে
বিলম্ব না সহে কালা ॥

(শ্রী)

আই সেই সখী ভেটে চন্দ্রমুখী
শুন সুখময়ী রাধা।
মুখ তুলি চাহ শুনহ সংবাদ
না কর তিলেক বাধা ॥

১। যেন শ্রাবণের ধারা।
২। বিরহে বিচলিত।
৩। শয্যার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।
৪। একটি তারকা—ইহাকে বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।
৫। জাজ্বল্যমান।

মুখ তুলি রাই সখীপানে চাই
কহত শ্যামের কথা।
শুনি কিবা রীতি তাহার পিরীতি
ঘুচুক হিয়ার ব্যথা॥
কহ কহ শুনি জুড়াক পরাণী
কেমনে আছয়ে পিয়া।
সুখের বারতা কহ দেখি হেথা
শুনিয়া জুড়াক হিয়া॥
কহে সেই সখী শুন চন্দ্রমুখি
শ্যামেরে দেখিয়ে আনু(১)।
কহিতে কহিতে শ্যামের কাহিনী
মনের হুতাশে মনু(২)॥
তোমার কাহিনী শুনি গুণমণি
কান্দিয়া আকুল বড়ি(৩)।
নয়নের লোরে বহি চলে কোড়ে
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি॥
মথুরানগরে বসি এক ভিতে
নিভৃত হইয়া কান।
মোরে বেরি বেরি পুছয়ে সে হরি
তোহারি গুণের খ্যান(৪)॥
কহ কহ আগে রাধার কাহিনী
সে অঙ্গ আছয়ে ভাল।
শুনিতে শুনিতে দশার কথন
কানু সে হইল ঢল॥
কত বা কহিব আদর পিরীতি
তুয়া পরসঙ্গ(৫) বিনে।
আন নাহি জানে সে বর নাগর
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

(সোয়ারী)

চল চল যাব রাই দরশনে
শুন গো মরম-সখি।
সে গোরী নাগরী কেমনে বিসরি(৬)
শয়নে স্বপনে দেখি॥

আইনু—আসিলাম।
মরিলাম।
বড়ই।
কাহিনী।
প্রসঙ্গ।
বিস্মৃত হই।

মধুপুরে যদি থাকয়ে একলা
সদাই ভাবিয়ে রাই।
নিশির স্বপনে দেখিয়ে সঘনে
সদাই সে গুণ গাই॥
বসিতে রাধিকা গাইতে রাধিকা
গুণেতে রাধিকা দেখি।
ভোজনে রাধিকা গমনে রাধিকা
সদাই রাধিকা সাথী॥
হাস-পরিহাসে রাধার মহিমা
সদাই পড়য়ে মনে।
কাহারে কহিব মনের বেদনা
আপন মরমে জানে॥
আন কি জানব হৃদয় পোড়ানি
সদা উচাটন(১) চিত।
মনে যবে পড়ে রাধার মুরতি
বাঁশীতে গাইয়ে গীত॥
কহিবে রাধারে তাহার অন্তরে
সদাই আছিয়ে বাঁধা।
করে করি কর জপিয়ে অন্তর
এই দুই অক্ষর রাধা॥
আগে যাহ সখি রাধার গোচর
কহিবে যতন করি।
আমি গিয়া পুনঃ দেখিব সে জন
চণ্ডীদাস কহে আলি॥

নাপিতানী বেশে মিলন

(ধানশী)

নাপিতানী করে ধরি রাই চন্দ্রমুখী।
কেমন নাপিতানী তুমি হের এক দেখি॥
অঙ্গের বসন ধরি পাড়িয়া ফেলে দূরে।
রমণীর বেশ গেও(২) রসিক-গোচরে॥
পড়িল কল্পিত কুচ ভ্রম গেল দূরে।
সখীগণ চমকিত হেরিয়া নাগরে॥
কি ছার মানের লাগি রমণী সাজিল।
এত বলি সুন্দরী বামে দাঁড়াইল॥
মান-জনিত দুখ দূরে পরিহরি।
চণ্ডীদাস বলে দোঁহার প্রেমের বলিহারি॥

১। চঞ্চল চিত্ত।
২। গেও—গেল।

মানান্তে মিলন

(সুহই—বেলোয়ার)

হেনক সময়ে এক সখী আসি
হাসি হাসি কহে কথা।
উঠ উঠ ধনি ও চাঁদ-বদনি
ঘুচাহ মনের ব্যথা ॥
তব দুরদিন সব দূরে গেল
উঠিয়া বৈসহ রাই।
তোমার মাধব নিকটে আওল(১)
দেখহ নয়ন চাই ॥
এ সব বারতা শুনি শুভ কথা
আনন্দে পূরল হিয়া।
চকিত নয়নে চাহিতে সঘনে
সম্মুখে দেখল প্রিয়া ॥
এস এস বলি দুটি বাহু তুলি
হাসিয়া কহয়ে কথা।
চিরদিনে বিধি মিলায়ল নিধি
ঘুচিল মনের ব্যথা ॥
সব সখী মেলি জয় হুলাহুলি(২)
দেওল দোঁহার পাশ।
আনন্দ-সাগর দেখিয়া বিভোর
গুণ গায় চণ্ডীদাস ॥

(বিহাগড়া)

কানুর পীরিতি পাইয়া পরশ
মানেতে মোহিত ছিল।
হাসি নাসাপর অঙ্গুলি ভেজায়ে
ও নব নাগরী দিল ॥
কে জানে এমন তোমার ধরণ
কপট আগুন ইথে।
বহুদিন মান কপট অন্তরে
ভাঙ্গল কপট চিতে ॥
আর কিবা আছে মান অভিমান
চলহ নিকুঞ্জ-বনে।
করহ বেশের পরিপাটী যত
চলহ সখীর সনে ॥

শ্যাম সুনাগর চতুর-শেখর
চলিল নিকুঞ্জধামে।
হেথা সুধামুখী বেশ পরিপাটী
করে সে মনের সনে ॥
চলল কিশোরী শ্যাম-দরশনে
বদনে মধুর হাসি।
সঙ্গে সহচরী মন্থর গমন
চাতুরী বদনশশী ॥
যেমন চিত্রের পুতলি চলিছে
ও চাঁদবদনী রাধা।
নীল-লোচনী আধেক ওড়নী
বচন কহত আধা ॥
শ্রীঅঙ্গ চলিতে গদগদ ভেল
বচন চপল আধ।
চলিতে নূপুর বাজয়ে পঞ্চম
মধুর মধুর নাদ ॥
সুগন্ধ মলয় চন্দন কস্তুরী
অগুরু সৌরভ পায়।
মত্ত অলিগণ কুসুম কোকিল
এ সব সঘনে ধায় ॥
বিচিত্র দুসারি সুগন্ধ কুসুম
বিছাই বনের পথে।
নবীন কিশোরী সুখে পদ দুটি
আরোপিয়া যায় তাতে ॥
চণ্ডীদাস কহে শ্যাম-দরশনে
চলিছেন ধনী রাধা।
কিন্ত গেল মান বিরস বদন
আন কাজে গেল বাধা ॥

(শ্রী)

রাই অভিসার করু।
বেশ ভূষা কর ধরু(১) ॥
হংস-গমনী রাধা।
চলে পদ আধা-আধা ॥
ঈষৎ হাসিয়া গোরী।
গমন করত ভোরি ॥

১। আসিল।
২। উলুধ্বনি বা হুলুধ্বনি (মঙ্গলসূচক ধ্বনি)

১। চারু (পাঠান্তর)।

প্রবেশ করল বনে।
জয় জয় গোপীগণে॥
বাম করে লই গন্ধ।
দক্ষিণ করে কুসুম সুগন্ধ॥
মিলল নিকুঞ্জ-মাঝ।
হেরয়ে নাগররাজ॥
শ্যাম-বামে বৈঠল রাই।
শোভা বর্ণনে না পাই॥
চন্দন সুগন্ধ সুবারি।
দেওল সুকুমারী গোরী॥
শ্রীঅঙ্গে লেপল ভাল।
গলে দিল মালতীর মাল॥
চণ্ডীদাস গুণ গান।
রাধাশ্যাম অনুপাম॥

(কানাড়া)

রাধা বলে শুন আমার বচন
করহ কিছুই গান।
তোমার বীণাটি অপরূপ বাজে
আর কিছু শুনি তান॥
গাও গাও রামা মধুর বচন
শুনিতে বড়ই সুখ।
কোথা না শুনিল হেনক বাজন
দূরে যায় অতি দুখ॥
নবরামা শুন কোথা তোর ঘর
কেমনে আইলা তুমি।
কিবা তব নাম বলহ আমারে
অতি মধুরস বাণী॥
বসতি গোকুলে আমরা গোয়ালে
মোর নাম বটে শ্যামা।
গুণী গুণী জানি সবাই আদরে
শুন রসবতী রামা॥
মোরে বোলাইয়া গেছিল লইয়া
নন্দের নন্দন কান।
সেখানে এ গুণ কিছু সে গাইল
কিছুই রসের তান॥
সেখান হইতে আইল হেথাতে
দেখিয়া দুঃখিত কান।
সে হেন নাগরে ভেটহ সুন্দরী
তেজিয়া বিষম মান॥

চণ্ডীদাস কহে অতি বড় মোহে
সুন্দরী কিশোরী রাই।
ইহার কোপের বিপাক বিষম
ভাঙ্গিতে নারিল কই॥

(শ্রী)

দেখ দুই রূপ অতি রসকূপ
সুখের নাহিক সীমা।
দেখিতে দেখিতে হইল মোহিত
যতেক ব্রজের রামা॥
শ্যাম মরকত রাই সে দামিনী
এ দুই লখিতে(১) নয়ে।
এ কি এ জলদ এ কিয়ে কাঞ্চন
মোর মনে হেন লয়ে॥
এ কি এ আতসী এ কিয়ে চম্পক
কি দেখ বরণ-শোভা।
যেমন জলদ সোণার বিজুরী
তেমতি দেখয়ে আভা॥
এই দুই বরণ নহে নিরূপণ
দেখিতে নয়ান দুটি।
আঁখি পিছলয়ে হেন রূপ হয়ে
কি ছার বিধুর কুটি(২)॥
অপরূপ রূপ রূপ মনোহর
দোঁহে দোঁহা ভাল মিলে।
বিহরত(৩) সোই মুখর চতুর
বিহরত দোঁহে ভালে॥
নবীন নাগরী এ রস-নাগর
রূপে করিয়াছে আলা।
চণ্ডীদাস কহে কিবা সে আনন্দ
কল্পতরুর তলা॥

(কামোদ)

রাধা-শ্যামরূপ দেখিয়া মোহিত
নব নব বরনারী।
কে হেন আনন্দ রস পরিপাটী
রূপ অপরূপ ভালি॥

১। লক্ষ্য করিতে।
২। অংশ এই অর্থে ; অথবা কোটিচন্দ্র অর্থে।
৩। বিহার করিতেছে।

বিহি(১) সে রসিয়া কেমনে পশিয়া
গড়ল কেমন ছাঁদে।
কত সুধা দিয়া গড়ল এ দেহা
মুখানি বন্ধন বাঁধে॥
দুঁহু রূপ দেখি নয়নিয়া পাখী
চঞ্চল তাহার মন।
হেন করে মন চাঁদের ভরমে
সুধারস পিতে কন॥
এ বর-নাগরী রসের গাগরী
নাগর রসের সিন্ধু।
দোঁহার রূপেতে আলো বৃন্দাবন
কৈল মুখ কোটি ইন্দু॥
দুঁহু রূপ হেরি বরজ-নাগরী
মোহিত হইল সবে।
চণ্ডীদাস কহে দোঁহার চরণ
শরণ মাগয়ে সবে॥

(কামোদ)

সই, হের আসি দেখসিয়া(২)।
নবীন নাগরী নাগরের কোলে
আছে আরোপিত হৈয়া॥
লখিতে লখিতে আঁখির পুতলি
সে অঙ্গে নাহিক থাকে।
বড় অপরূপ কিবা রসকূপ
অমিয়া বরিখে লাখে॥
দেখ না চাহিয়া দুঁহু রূপখানি
এমতি না দেখি কতি।
বহু দিন থাকি গোকুল নগরে
না শুনি না দেখি রতি॥
যেমন নাগর নাগরী তেমন
দুঁহো শোভিয়াছে ভালো।
নব বৃন্দাবন যত উপবন
সকলি করিল আলো॥
যত গোপনারী নাগর হেরিয়া
সুখের নাহিক ওর।
চণ্ডীদাস দেখি আনন্দে মোহিত
বিনোদিনী শ্যাম-কোড়॥

১। বিধি।
২। দেখ আসিয়া—এখানে চাহিয়া এই অর্থে।

(কল্যাণ)

যত গোপনারী চন্দন অগোর
লেপিছে দোঁহার গায়।
কোন কোন জন শ্রীঅঙ্গ চাহিয়া
করিছে পাখার বায়॥
কোন কোন জনে গাঁথি ফুলদামে
দিয়াছে শ্যামের গলে।
কোন কোন গোপী শ্রীঅঙ্গ নেহালে(১)
চামর ঢুলায় ভালে॥
কোন কোন গোপী নিজ সেবালকে(২)
সেবন করিছে গাঢ়া।
এ অষ্ট রমণী কুলের কামিনী
সকলি হইয়া ছাড়া॥
অষ্ট অষ্ট সখী গুণের আত্তিক(৩)
মোক্ষ লক্ষ অষ্ট লিখি।
এ কুঞ্জ-কুটীর কুটীর ভিতর
বেকত আছয়ে সখী॥
কোন কোন রস রসেতে বেকত
রসিক-নাগর রায়।
এ রস-চাতুরী কে জন বুঝিব
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

(সুহই)

মগন হইলা গীতের আলাপে
সে ধনী কিশোরী রাই।
আগে আইস শ্যামা হেদে নবরামা
তোমারে মরম কই॥
দু বাহু পসারি রাই সুনাগরী
গুণীরে করিল কোড়।
শ্যামের অঙ্গের পরশ পাইয়া
মনোরথ ভেল ভোর॥
অঙ্গের সৌরভ পরশ সুগন্ধ
পাইতে কিশোরী গোরী।
হাসি রসপর কটাক্ষ চাহিতে
জানিল সুরস প্যারী(৪)॥

১। দেখে।
২। সেবার সমস্ত আন্তরিকতা লইয়া—সম্ভবতঃ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
৩। প্রতীক?
৪। প্রিয়া।

কপট মুরারি করিয়া চাতুরী
মান লঙ্ঘা প্রিয়া মোর।
দূরে গেল মান সরল বচন
সুখের নাহিক ওর (১) ॥
জানিল কপট নারী-বেশ ধরি
ভাঙ্গিতে দারুণ মান।
অতি ভেল সুখ দূরে গেল দুখ
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান ॥

(করুণা-শ্রী)

রাধা কহে শুন শ্যাম সুনাগর
কহিতে বাসিয়ে(২) লাজ।
এক নিবেদন আছে রাঙ্গা পায়ে
অধিক আছয়ে কাজ ॥
কহেন চতুর নাগর-শেখর
কহ কহ ধনী রাধা।
যাহাই বলিবে তাহাই করিব
ইথে না করিব বাধা ॥

হাসি বিনোদিনী কহে আধবাণী
শুনিতে আছয়ে সাধ।
তোমার চূড়াটি মোরে বাঁধি দেহ
করহ বাঁশীর নাদ ॥
চূড়া বাঁশী দেহ মুরলী শিখাহ
এই মোর মনে হয়।
সাধ আছে মনে যদি পুর কামে(১)
হেন মোর মনে লয় ॥
হাসিয়া নাগর রসিয়া চাহিয়া
চাহিয়া রাধার পানে।
হের এস ধনি কুলের রমণী
শিখাব বাঁশীর গানে ॥
নাগর বসিলা তরুর তলাতে
বনাইতে রাধার চূড়া।
চণ্ডীদাস বলে অপরূপ দেখি
নাগরী আগরি বাড়া ॥

বাঁশরী-শিক্ষা

(সুহই)

এইরূপে নব নাগর রসিক
করিতে রসের লীলা।
গুপত পীরিতি করিতে আরতি
রচিল নাগর কালা ॥
নানা বৃক্ষগণ করে সুশোভন
বিকসি কুসুম তারা।
ফুলকুল তারা তরুকুলে যত
মকরন্দ ঝরে সারা ॥
ময়ূর-ময়ূরী চাতক-চাতকী
হংসিনী হংস যে জোড়ে(৩)।
বেড়িয়া রতন মন্দির সুন্দর
কলরব বড় রাজে ॥
ভ্রমরা-ভ্রমরী কুসুমে গুঞ্জরি
সুধাপানে ভেল ভোরা।
যমুনার যত জলচর কত
জোড়ে জোড়ে ফিরে তারা ॥

কমল-নলিনী বিকসিত যত
তা'পরে ভ্রমরা গান।
শুনিতে মধুর ঝঙ্কার শবদ
কি দেখি সুন্দর তান ॥
নানা জন্তু ফিরে উপবন-ধারে
আরোপি চামরু(২) যত।
হরিণী হরিণ দেখিতে শোভন
বানর বানরী কত ॥
দেখিতে দেখিতে ও নব-নাগরী
মোহিত হইলা চিতে।
চণ্ডীদাস কহে কি শোভা আনন্দে(৩)
দু আঁখি মজিল তাতে ॥

(শ্রী)

বেশ বনাইছে শ্যাম।
রাই বামকরে দিয়াছে মুকুরে
চূড়া বাঁধি অনুপাম ॥

১। সীমা।
২। বাসি যে (পাঠান্তর)।
৩। যুগলে।

১। কামনা পুরাও বা পূর্ণ কর।
২। এক প্রকার গাভী।
৩। সানন্দ (পাঠান্তর)।

মুকুতার মালে বেড়িয়া বসনে
মাঝারে প্রবাল-পাতি।
তাহার উপরে কুন্দের কলিকা
কি তার দেখিলা ভাতি॥
তার পরিমল পেয়ে অলিকুল
ধাইয়া পড়িছে তায়।
তাহার উপরে মাণিক গাঁথুনি
দেখি মন মুরছায়॥
নব নব নব বরিহ-শিখর(১)
দেওলি চূড়ার পরে।
নয়ন-অঞ্জন অতি সুশোভন
আকর্ণ পূরিত ধরে॥
সাঁথার সিন্দুর মুছিয়া তিলক
দিল সে রাধার ভালে।
মৃগ-মদ-বিন্দু চন্দনের বিন্দু
শোভিত সুন্দর সরে(২)॥
মলয়-চন্দন অঙ্গে সুলেপন
আগোর(৩) কস্তুরী সনে।
নীল সে নিচোলে পরিলা গোচরে
পীতধড়া পরিধানে॥
সোনার ঘাঘর ঝঙ্করি দেওলি
নূপুর দেয়ত পায়।
রসিক নাগর বেশ বনাইয়া
শ্রীমুখ নেহালে(৪) তায়॥
চণ্ডীদাস বলে দেখ কুতুহলে
কিরূপ সাজল রাই।
বসিয়া(৫) নাগরী দেখ মনোহারী
ওরূপ হেরয়ে তাই॥

(গড়া)

রাধারূপ অতি দেখিয়া মুরতি
বিকল হইল তারা।
কোথা হৈতে এত রূপ লয়েছিল
এমনি মাধুরী-ধারা॥

১। বর্হী,—ময়ূর, তাহার পুচ্ছ অর্থাৎ চূড়ার উপর ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিলেন।

২। সরোবরে—এই অর্থ অনেকে করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন যুক্তি দেখা যায় না।

৩। অগুরু—সুগন্ধ চন্দনবিশেষ।

৪। দেখে।

৫। রসিয়া—(পাঠান্তর)।

যেমন নাগরী তেমন নাগর
এ দুই একেক(১) প্রাণ।
আপনার চূড়া তেমতি বান্ধিল
ইথে সে নাহিক আন্॥
রাই বামকরে নাগর-শেখরে
ধরিয়া লইল কুঞ্জে।
বস ধনী রাধা মুরলী শিখাব
এই সে কুটির-কুঞ্জে॥
হরষ-বদনী ও মৃগ-নয়নী
কহেন হাসিয়া রসে।
দেহ করে বাঁশী ধনী কহে হাসি
বৈঠহ আমার পাশে॥
যেমত বাজাও মধুর মুরলী
তেমতি শিখাও মোরে।
শিখালে মুরলী যা চাহ তা দিব
অধীন হইব তোরে(২)॥
নহ খলপণা খলের স্বভাব
শিখাহ মুরলী গুণে।
হাসি রসপানে শিখাবে যতনে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

(গড়া)

হাসিয়া নাগর চতুর-শেখর
রাধারে কিছুই বলে।
কহিল সকল তোমার গোচর
বাঁশীর বচন ছলে॥
কখন কখন বাজায়ে কেমন
কখন মধুর সম।
কখন কখন গরল সমান
গাইতে হইয়ে ভ্রম॥
কোন অভিলাষে বাজয়ে কেমন
না জানি ইহার রীত।
মধুর মধুর বাজয়ে সুস্বর
কত আনন্দের গীত॥
বাঁশী পরবশ নহে নিজে বশ
কখন হয়নি ভাল।
বাঁশীর চরিত বুঝিতে না পারি
তুমি বা কি আর বল॥

১। একৈক (পাঠান্তর)

২। তোমার।

তুমি কি জানিবে মধুর মুরলী
নহে পরিচয় তায়।
বাঁশী আগে কর বশীভূত পনা
তবে কিবা রস হয় ॥
যখন না ছিল পরিচিত রাধা
এবে হ'ল জানাশুনা।
চণ্ডীদাস বলে আমি জানি ভালে
যে দেহ দুকুলে হানা(১) ॥

(কাফি)

শুন সুনাগরী রাই।
তোমার মহিমা এ রস-চাতুরী
সদা মুরলীতে গাই ॥
সদা লই নাম অতি অনুপাম
করে(২) নিশি দিশি জপি।
রাধানাম দুটি প্রেমের অঙ্কুর
আপন হৃদয়ে রোপি ॥
উঠিতে বসিতে আন নাহি চিতে
নিরন্তর তোমা দেখি।
যেন সে চাঁদের(৩) চকোর-লালসে
সদাই বসিয়া থাকি ॥
তেন মোর মন লুবধ(৪) চরিত
পরাণ তোমার পাশে।
মনমথ হাতী অঙ্কুশ না মানে
পিত(৫) চাহে রস রোষে(৬) ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন সুনাগর
আনে কি জানয়ে লেহা।
দুঁহু সে জানয়ে দোঁহার মহিমা
আনে কি জানিবে ইহা॥

১। স্বামিকুল ও পিতৃকুলে হানা পড়িল অর্থাৎ উভয় কুল লোকচক্ষুতে নিম্নগ হইল।

২। হাতে—জপের মালায় ও হাতের পর্ব্বে জপ হয়। মালায় জপই প্রায়শঃ হইয়া থাকে। অঙ্গুলীর যব-রেখার নাম কর। উভয় করের মধ্যস্থল পর্ব্ব। হাতের জপে পর্ব্বজপই কর্ত্তব্য, কররেখায় জপ কর্ত্তব্য নহে।

৩। চাঁদের লালসে যেমন চকোর তেমনি বসিয়া থাকি—(পাঠান্তর)।

৪। চকোর—(পাঠান্তর)।

৫। পান করিতে।

৬। পিরীতি রসের আশে।—(পাঠান্তর)।

(গড়া)

রসিক নাগর বলে শুন বিনোদিনি।
তোমারে শিখাব বাঁশী আমি ভালো জানি ॥
রাধা কহে কুটিল ছাড়িতে যদি পার।
তবে গুণ শিখাইবে শুন বংশীধর ॥
কানু বলে কুটিল সে জানিল কেমনে।
ধর বাঁশী কহে হাসি শিখাই যতনে ॥
রাই কহে বিনোদ নাগর রসময়।
ভালমতে শিখাইতে আমার মনে হয় ॥
করেতে মুরলী দিলা হাসিয়া হাসিয়া।
মনের হরিষে বাঁশী শিখায় বসিয়া ॥
কানু কহে শুন ধনি আমার বচন।
ত্রিভঙ্গ হইয়া থাক পদ আরোহণ ॥
চরণে চরণ বেড় দাণ্ডাহ(১) ভঙ্গিমে।
অঙ্গুলি ঘুরাহ রাধা বলে ঘনশ্যামে ॥
কহে চণ্ডীদাসে বড় অপরূপ বাণী।
চূড়া বাঁধি মুরলী শিখয়ে বিনোদিনী ॥

(কামোদ)

নাগর চতুর-মণি কহেন একটি বাণী
শুন শুন সুকুমারী রাধে।
দাণ্ডাইতে শিখ আগে তবে সে ভালই লাগে
তবে বাঁশী শিখাইব সাধে ॥
ধরহ আমার বেশ আরহ(২) চরণ শেষ
পদের উপরে দেহ পদ।
ত্রিভঙ্গ হইয়া রও বাঁশী সনে কথা কও
বাঁশী বাও(৩) হইয়া আমোদ ॥
শুনিয়া আনন্দ বড়ি সে নব কিশোরী গোরী
ত্রিভঙ্গিম ভঙ্গিম সুঠাম।
ধরিয়া রাধার করে নাগর রসিকবরে
অঙ্গুলি ঘুরাইতে শিখান ॥
রন্ধ্রে রন্ধ্রে অঙ্গুলি শিখাইতে বনমালী
দেহ ফুঁক সুকুমারী রাধা।
বাজাহ মধুর তান মন্দ মন্দ কর গান
তিলেক নাহিক কর বাধা ॥
হাসি কহে বিনোদিনী এবে কি শিখিতে জানি
অলপে অলপে যদি পারি।
কহেন রসিকরাজ ভালে সে পাইবে লাজ
চণ্ডীদাস যায় বলিহারি ॥

১। দাঁড়াও। ২। আরোপণ কর।
৩। বাজাও।

(গড়া)

হেদে হে মুরলীধর না বাস আপন পর
হাসিয়া কহ না এক বোল।
যে ছিল মনের সিন্ধি(১) তাহাই পুরাল বিধি
মুরলী শিখিল হাম(২) ভুর(৩) ॥
আর এক শুন কান আকুল রমণী-প্রাণ
আপনি বাজাহ নিজে বাঁশী।
শুনি গোপ সুনাগরী শুনিতে আনন্দ বড়ি
ঘুষে যেন হেন নিশি দিশি ॥
মধুর মধুর ধ্বনি গাও দেখি গুণমণি
নিজমুখে শুনিতে মধুর।
কি জানি কি গাও গুণে বিষ ভরি মুখ খনে(৪)
শুনিলে দংশয়ে হিয়া মোর ॥
যেই ভুজঙ্গগণ করিলেই দংশন
চেতন গেয়ান নাহি থাকে।
তেমতি তোমার বাঁশী কুল লেই হাসি হাসি
দংশন করয়ে আসি বুকে(৫) ॥
কভু বাঁশী প্রেমধারা কখন ভুজঙ্গপারা
গরল সমান কভু হয়।
কেন বা এমন হয় এ অবলা প্রাণে(৬) সয়
দীন চণ্ডীদাস ইহা কয় ॥

(আহীর)

শুন হে নাগর গুণমণি।
এক রন্ধে, দুজনাতে বাজাহ ভালই মতে
যেমন মধুর উঠে ধ্বনি ॥
শুনিয়া রাধার বাণী হাসিল সে গুণমণি
মধুর বাঁশীতে দিল ফুঁক।
রাধা-কৃষ্ণ দুটি নাম ধ্বনি উঠে অনুপাম
শুনিতে মধুর অতি সুখ ॥

১। সন্ধি—(অভিসন্ধি) অভিলাষ।

২। রাম (পাঠান্তর)—সম্ভবতঃ অধিক এই অর্থে।

৩। ভুর—ভুরি পরিমাণে—ভাল করিয়া।

৪। মুখে বিষ পুরিয়া কি করিয়া বাঁশী বাজাও যে, শুনিলেই সেই বাঁশী যেন সর্পের মত আসিয়া হৃদয়ে দংশন করে। খনে—তৎক্ষণাৎও হইতে পারে।

৫। তোমার বাঁশী হাসিয়া হাসিয়া দংশন করিয়া আমার কুল লইয়া থাকে, অর্থাৎ তোমার বাঁশী শুনিলে কুলে জলাঞ্জলি দিতে ইচ্ছা হয়।

৬। প্রাণ লয় (পাঠান্তর)—অবলার প্রাণ-মন হরণ করে।

এক রন্ধে, দুই জনে বায়ে(১) বাঁশী ঘনে ঘনে
মৃত তরু মুঞ্জরিতে চাহে।
যমুনায় যত নীর কূলে পড়ে সুধীর
গান শুনি পরাণ মিলায়ে ॥
রাই কহে শুন হরি এই যে বিনয় করি
ভালমতে মুরলী শিখাও।
কোন্ রন্ধে, কোন্ বায় ফুঁক দিলে কিবা হয়
কোন্ রন্ধে, কোন্ গান(২) গায় ॥
দশাঙ্গুলি করে হয় সপ্তাঙ্গুলি পরিচয়
কোন্ আঙ্গুলে কিবা বোল।
শ্যাম কহে শুন রাই যেহেতু শুনহ তাই
বাঁশী কিবা পরিচয় ছল ॥
কাননে মধুর বলে কোন্খানে কোন্ দিলে
আগে আছে ভাগবতে লেখা(৩)।
পূরবে সে এতকালে মধু করি আনে ছলে
তিনজনা আনি দিল দেখা ॥
সেই তিন বসি তথা কহিতে কানন-কথা
সেই মধু গাগরিতে ছিল।
তিন জন অভিপ্রায় ঢালে মধু তথায়
সকল ঢালিয়া তায় দিল ॥
মধুবনে সেই মধু ঢালি দিল কোন্ বিধু
সেই মধু উপজিল কায়।
হইয়া নারীর কায় দিব্যস্নিগ্ধ রূপ পায়
সেই রামা হইল রসছায় ॥
এবে তার শুন কথা কোন্ নর্ম্ম সখী হেথা
বড় পুণ্যবতী সেই নারী।
দিল তার পরিচয় মনে মনে কথা কয়
চণ্ডীদাস বলে বলিহারি ॥

(ধানশী)

পুনরপি রাই মুরলী বাজাই
উঠিল একটি ধ্বনি।
প্রথম সন্ধান উঠিল যখন
কৃষ্ণ কৃষ্ণ উঠে বাণী ॥

১। বাজায়।

২। রস—(পাঠান্তর)।

৩। সম্ভবতঃ পদকর্ত্তা এখানে ভাগবতের "বনঞ্চ তৎ কোমল-গোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্" ১০।২৯।৩ এই শ্লোকটির এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কহে শ্যাম পর   বাজে অপস্বর(১)
না উঠিল রাধা-নাম।
আগে গাহ ধনি   রাধা নাম শুনি
তবে সুধা অনুপাম॥
তবে হাসি ধনী   রাজার নন্দিনী
কহিছে কানুর কাছে।
মুরলী শিখিতে   বড় সাধ আছে
শিখাহ যে আর আছে॥
তুমি গুণমণি   গুণের সাগর
আমি যে অবলা জনে।
মুরলী শিখালে   যাহা চাহ দিব
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

(সুহই)

আট রন্ধ্রে আট   গুণের মহিমা
পাঁচ রস করে গান।
এ রাগ-রাগিণী   প্রথম আখর
কনিষ্ঠ অঙ্গুলি তান॥
তাথে মধু আছে   অঙ্গুলির কাছে
অতি সে সুস্বরে বটে।
রাই করে ধরি   রসিক মুরারি
গানের মাধুরী উঠে॥
গাও গাও কিছু   মধুর মধুর
কালিয়া আখর শুনি।
প্রেমরসে রাধা   আবেশ হইয়া
কহেন একটি বাণী॥
রাধা শ্যাম বলি   বাজয়ে মুরলী
যমুনা উজান ধরে।
খগ মৃগ পাখী   তুসারি কাননে
বঁশীটি শুনিয়া ঝুরে॥
একবার রাই   বাঁশী ফুঁক দিল
পুনঃ ফুঁক দেয় শ্যাম।
মধুর মধুর   ঐ রাগ-রাগিণী
বাজাই অনুহিপাম(২)॥
রাধা নাম ক্ষেণে   শ্যাম নাম ক্ষেণে
যেমন রসের বাঁশী।
চণ্ডীদাস কহে   দুঁহু সে রসিক
মরমে মরমে পশি॥

১। বে-সুরো।
২। অনুপম।

(কেদার)*

অঙ্গুলি ঘুরাইয়া রাই   মুরলী মধুর পুর(১)
শুনি যেন শ্রবণ পুরিয়া।
দেহ ফুঁক ধীরে ধীরে   অঙ্গুলি নাড়হ রাধে
তাহে শ্যাম দিছে দেখাইয়া॥
রাই, হের দেখ চেয়ে মোর পানে।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে 'ও' রা-ধ্বনি   করের অঙ্গুলি ঢাক
প্রথম রন্ধ্রেতে কর গানে॥
এ বোল শুনিয়া রাই   শ্যামমুখপানে চাই
ফুঁক দিল সব রসগান।
না উঠে কোনই গান   ফাঁক ফুঁক পড়ে যেন
হাসি কানু না যায় ধরণ॥
পুন কহে সুনাগর   শুনহ নাগরী গৌরী
নহিল নহিল এ না গান।
পুনঃ দেহ দৃঢ় ফুঁক   বাড়ুক অনেক সুখ
পুনঃ ধ্বনি পুরহ সন্ধান॥
কানুর বচন শুনি   বৃষভানুনন্দিনী
কহে রাই বিনয়-বচনে।
প্রথমে মুরলী শিক্ষা   কেবল লয়েছি দীক্ষা
দ্বিজ চণ্ডীদাস কিছু ভণে॥

(কামোদ)

দুঁহু কহে মধুর মুরলী।
অপরূপ দুঁহু রসকেলি॥
এক রন্ধ্রে দুজনে বাজায়।
রাধাকৃষ্ণ নাম উঠে তায়॥
রাই কহে শুন নাগর কান।
পূরল মনে অভিমান॥
সাধ ছিল শিখিতে মুরলী।
তাহাও শিখালে বনমালী॥
কানু কহে আর কি শিখিবে।
নিশ্চয় কহিবে তুমি এবে॥
হাসি ধনী ধরণে না যায়।
দীন চণ্ডীদাস গায়॥

* বাঁশরী-শিক্ষার পদগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, পদকর্তার বংশী-বাদন-কলায় যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। এই পদটি সম্বন্ধে অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু বলেন—ইহা বংশীবাদন ও রাসলীলার প্রকারভেদ মাত্র।

১। পূর্ণ।

কাকমাল্য মান

(সুহই)*

হলধর ভয়ে মালা নাহি পারে দিতে।
ফিরিয়া আইল সখী করিয়া সঙ্কেতে ॥
হেনকালে আইল কাক খাদ্যদ্রব্য ব'লে।
সেই হেতু নিল মালা ওষ্ঠে(১) করি তুলে ॥
আহার নাহিক হলো দিল ফেলাইয়া।
পবনে দিলেক তাহা বেগে উড়াইয়া ॥
আসিয়া পড়িল ঠোঙ্গা চন্দ্রাবলী-ঘরে।
খুলিয়া দেখিল মালা অতি মনোহরে ॥
সঙ্কেতে জানিয়া এথা খুঁজে শ্যামরায়।
দেখিতে না পায় পুনঃ সাতলা খেলায় ॥
এথা সেই মালা লয়ে আনন্দে পূরিল।
চন্দ্রা বেশ করি সেই মালা পরি এল ॥
রাইকে দেখিবার তরে এল তার পাশ।
প্রশ্নেতে জানিল ভাল কহে চণ্ডীদাস ॥

কলহান্তরিতা †

(ধানশী)

আসিয়া নাগর সম্মুখে দাঁড়াল
গলে পীতবাস লৈয়া।
সে চাঁদ-বদনে ফিরি না চাহিল
তো বড়ি কঠিন মায়া(২) ॥
সে শ্যাম নাগর জগৎ-দুর্লভ
কিসের অভাব তার।
তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দাসী হইয়াছে যার ॥
তার চূড়া মেনে সুখেতে থাকুক
তাহে ময়ূরের পাখা।
তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দুয়ারে পাইবে দেখা ॥
অভিমানী হৈয়া মোরে না কহিয়া
তেজিল আপন সুখে।
আপনার শেল যতনে আপনি
হানিলি আপন বুকে ॥
মনের আগুনে মরহ পুড়িয়া
নিবাইবে আর কিসে।
শ্যামজলধর আর না মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

(বিভাস)*

উহার নাম করো না নামে মোর নাহি কাজ।
উনি করেছেন ধর্ম্ম নষ্ট ভুবন ভরি লাজ ॥
উনি নাটের গুরু সই উনি নাটের গুরু।
উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু ॥
এনে চন্দ্র হাতে দিলে যখন ছিল উঁহার কাজ।
এখন উঁহার অনেক হলো আমরা পেলাম লাজ ॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশে।
উঁহার সনে লেহ করে তনু হইল শেষে ॥

---

* এই পদটি আমরা পদকল্পতরুতে দেখিতে পাই না।

† মান অন্তে প্রিয়ের বিচ্ছেদ যে সূচন।
অনুতাপে সেই কলহান্তরিতার লক্ষণ ॥ (ভক্তমাল)

১। ঠোঁটে। ২। মেয়ে।

* এই পদটির ভাষা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা হইতে একেবারেই ভিন্ন এবং আধুনিক বলিয়া মনে হয়।

প্রবাস*

(ধানশী)

ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী
কহিতে লাগিল ধনী রাই।
আমারে ছাড়িয়া শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
এ কথা ত কভু শুনি নাই॥
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দিরে গো
রতন পালঙ্ক বিছা(১) আছে।
অনুরাগের তুলিকায় (২) বিছান হয়েছে তায়
শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে॥
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন্ পথে বঁধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে শ্যাম মধুপুরে যাবে॥
শুনিয়া রাইয়ের কথা ললিতা চম্পকলতা
মনে মনে ভাবিল বিস্ময়।
চণ্ডীদাসের মনে হরষ হইল গো
ঘুচে গেল মাথুরের ভয়॥

———

(ধানশী)

সখি রে মথুরা-মণ্ডলে গিয়া।
আসি আসি বলি পুনঃ না আসিল
কুলিশ-পাষাণ হিয়া॥
আসিবার আশে লিখিনু দিবসে
খোয়াইনু নখের ছন্দ(৩)।
উঠিতে বসিতে পথে নিরখিতে
দু' আঁখি হইল অন্ধ॥
এ ব্রজমণ্ডলে কেহ কি না বলে
আসিবে কি নন্দলাল?
মিছা পরিহার ত্যজিয়ে বিহার
রহিব কতেক কাল?
চণ্ডীদাস কহে মিছা আসা আশে
থাকিব কতেক দিন?
যে থাকে কপালে করি এককালে
মিটাইব আখর তিন॥

(সুহই)*

কানু-অঙ্গ পরশে শীতল হবে কবে।
মদন-দহন-জ্বালা কবে সে ঘুচিবে॥
বয়ানে বয়ান হরি কবে সে ধরিবে?
বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া জুড়াইবে॥
করে ধরি পয়োধর কবে সে চাপিবে?
দুঃখ-দশা ঘুচি(১) তবে সুখ উপজিবে
বাশুলী এমন দশা কবে সে করিবে?
চণ্ডীদাসের মনোব্যথা কবে সে ঘুচিবে

(সিন্ধুড়া)

পিয়া গেল দূরদেশে হম অভাগিনী।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরাণী॥
পরশে সোঙরি মোর সদা মন ঝুরে।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে॥
কাহারে কহিব সই আনি দিবে মোরে।
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া পাথারে॥
গরল আনিয়া দেহ জিহ্বার উপরে।
ছাড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে॥
চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে।
কানু সে প্রাণের নিধি আপনি মিলিবে॥

(সুহই)

অগোর চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
পিয়া বিনু হিয়া মোর ফাটিয়া যে যায়॥
তাম্বূল কর্পূর আদি দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব আমি কারে লয়া সুখে॥
কার অঙ্গ পরশে শীতল হবে দেহা।
কান্দিয়া গোঙাব কত না ছুটিল লেহা॥
কোন্ দেশে গেল পিয়া মোরে পরিহরি।
তুমি যদি বল সই বিষ খাইয়া মরি॥
পিয়ার চূড়ার ফুল গলায় গাঁথিয়া।
জ্বালাহ অনল সই মরিব পুড়িয়া॥

---

* প্রবাস-লক্ষণ :—
"প্রেয়সী ছাড়িয়া প্রিয় দূরদেশে যায়।
তাহাকেই রীতি এই প্রবাস কহয়॥"
১। পাতা আছে। ২। তোষক।
৩। লিখে লিখে নখ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে।

* এই পদটি আমাদের নরোত্তম দাসের একটি পদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।
১। ঘুচিবে মনের দুঃখ—(পাঠান্তর)।

সে গুণ সোঙরি মোর পাঁজর খসি যায়।
দহনে দগধে মোর এ পাপ হিয়ায়॥
তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে।
মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে॥
চণ্ডীদাসে বলে কেন কহ হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কথা(১)॥

(তুড়ি)

অকথ্য বেদনা সই কহা নাহি(২) যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কান্দে তার চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতুলি যেন ধুলায় লুটায়॥
পুছয়ে পিয়ার কথা ছল ছল আঁখি।
তুমি কি দেখেছ কালা কহ না রে সখি॥
চণ্ডীদাস কহে কান্দ কিসের লাগিয়া।
সে কালা রয়েছে তোমার হৃদয়ে জাগিয়া(৩)॥

(ধানশী)

কালি বলি কালা গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকি?
যৌবন-সায়রে সরিতেছে ভাটা
তাহারে কেমনে রাখি?
জোয়ারের পানী নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার॥
যৌবনের গাছে না ফুটিতে ফুল
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন বিফলে গোঙানু
বঁধু ফিরে নাহি এল॥
যাও সহচরি জানিয়া আসহ
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশ আমি যাই চলি
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

(সিন্ধুড়া)

সখি রে বরষা বহিয়া গেল বসন্ত আওল
ফুটল মাধবী লতা।
কুহূ কুহূ করি কোকিল কুহরে
গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা(৪)॥

আমার মাথার কেশ সুচারু অঙ্গের বেশ
গিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহা নব যৌবন পরশ রতন ধন
কাচের সমান ভেল॥
কোন্ সে নগরে নাগর রহল
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন্ গুণবতী গুণেতে বেঁধেছে
লুবধ ভ্রমর মোর(১)॥
যাও সহচরি মথুরা মণ্ডলে
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে আসে বা না আসে
জানিয়া আইস হেথা॥
বিধুমুখী-বোলে সহচরী চলে
নিদয় নিঠুর-পাশ।
সহচরী সনে ভণয়ে ভৎসয়ে
কবি বড়ু চণ্ডীদাস॥

(কানাড়া)

সখি, কহিব কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
তিয়াসে(২) পরাণ যায়॥
সখি, ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিধি সে করিল বাদ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়।
বিরহ-আগুন হৃদয়ে দ্বিগুণ
সহন নাহিক যায়॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে(৩) কহিবে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥

(বড়ারা)

ও-পারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হয়ে উড়ে যেতে পাখা না দেয় বিধি

১। কোথা। ২। কহনে না (পাঠান্তর)।
৩। জুড়িয়া। ৪। যত।

১। আমার লোভী ভ্রমর—শ্রীকৃষ্ণ।
২। তৃষ্ণায়।
৩। আইসে সে জন (পাঠান্তর)।

যমুনাতে ঝাঁপ দিব না জানি সাঁতার।
কলসে কলসে ছিঁচ না ঘুচে পাথার॥
মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
সাধ করে বড়ই(১) গো কানু দেখিবারে॥
আর কি গোকুলচাঁদ না করিব কোলে।
হাতের পরশমণি হারাইনু হেলে॥
আগুনে দিই ঝাঁপ আগুন নিভায়।
পাষাণেতে দিই কোল পাষাণ নিলায়(২)॥
তরুতলে যাই যদি সেহ না দেয় ছায়া।
যার লাগি মুঁই সে হইল নিদয়া॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে।
ছট্‌ফট্‌ করে প্রাণ বঁধু নাহি ঘরে॥

(সুহই)

সখি কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিয়ে
সে মোরে দেখিয়ে হাসে॥
কার শিরে হাত দিয়া।
কদম্বতলাতে কি কথা কহিলে
যমুনার জল ছুঁয়া॥
মোর বৃন্দাবন আছে সাখী(৩)।
আর এক হয়, যদি মনে লয়
কপোত নামেতে পাখী॥
এ কথা কহিও তারে।
সে গুণ বুঝিয়া যে জন মরিবে
সে বধ লাগিবে তারে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে।
যাহার লাগিয়ে যে জন মরয়ে
সে তারে পাসরে(৪) কেনে॥

১। বড়াই (পাঠান্তর)
২। লীন হইয়া যায়। ৩। সাক্ষী।
৪। বিস্মৃত হয়।

(বড়ারী)*

নিরবধি শ্যাম-ভাবনা মোর মনে।
শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গম বিরলে চিন্তই
মরম-সখীর সনে॥
কদম্বতলায় বিনোদ নাগর
তাহে চিত গেল বাঁধা।
মনমথ-জ্বরে হিয়া জরজর
গুমরি কাঁদয়ে রাধা॥
কমল নয়নে কাজরে লেখা
কালার মুরতি দেখি।
ভালে সে সিন্দুর আঁখি নিরখিয়া
তাহার মুরতি পেখি॥
অসিত বরণ পরয়ে কখন
করে কুবলয় দাম।
মণি মরকত মালায় সতত
জপয়ে শ্যামের নাম॥
এমনি নিতি নিতি বঁধুর পিরীতি
অবলা কতেক সয়।
কহে চণ্ডীদাস এমন পিরীতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

(বড়ারী)

ধিক্ রহু কুলবতী কুল তেয়াগিয়া।
মরয়ে খলের সঙ্গে লেহ বাড়াইয়া॥
চিকণ চাঁচর কেশ বেশ খোয়াইয়া।
ধূলায় ধূসর কাঁদে নিশি পোহাইয়া॥
জাতি-কুলশীল দোষে আর গুরুজনা।
কাহারে না কহে সেই মরম-বেদনা॥
কে তোর মরমী আছে মরমে পশিয়া।
মরম-বেদনা তার লইবে বাঁটিয়া(১)॥
চণ্ডীদাসে কহে সেই বেদনা জানিয়া।
পিরীতি বেয়াধি রহে মরমে লাগিয়া॥

* এই পদটি পদকল্পতরু পুস্তকে দেখিতে পাই।
১। ভাগ করিয়া।

মাথুর

(কাফি)

প্রভাত হইল   সবাই জাগিল
গুরুবিত(১) জনা।
গৃহকাজ যত   সব সমাধিয়া
আনা পথে আনাগোনা॥
গৃহমাঝে গিয়া   দেখি এল ধেয়া(২)
শ্যামের চূড়ার মালা।
নীল অতসীর   ফুল তাহে ছিল
তা দেখি হইল জ্বালা॥
আর কাল জাদ(৩)   তা দেখি বিষাদ
উঠিল বিরহ-আগি(৪)।
নয়ন অঞ্জন   তখন(৫) মুছিল(৬)
হইয়া বিরহ রাগি(৭)॥
খেনে শ্যামরায়(৮)   পথ পানে চায়
গৃহ-কাজে নাহি মন।
কখন হরষ   কখন বিরস
কি বলিতে কিবা কন॥
সময় হইল   গোঠে যায় পাল
মনেতে পড়িয়া গেল।
পুরুষ রঙ্গেতে(৯)   করিতে বেকত
তাহার লাগিয়া ভেল॥
কলরব শুনি   রাই বিনোদিনী
গবাক্ষে বদন দিয়া।
চণ্ডীদাস কহে   কানু হেমমালা
তুরিতে দেখহ গিয়া॥

(ধানশী)

শ্যাম শুকপাখী   সুন্দর নিখরি
রাই ধরিল নয়ান-ফান্দে।
হৃদয়-পিঞ্জরে   রাখিল সাদরে
মনহি(১০) শিকলে বান্ধে॥
তারে প্রেম-সুধা-নিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি   ধরাইল বুলি
ডাকিত রাধা বলিয়ে॥
এখন হয়ে অবিশ্বাসী   কাটিয়া আকুসি(১)
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে   পাইনু শুনিতে
কুব্জা রেখেছে ধ'রে॥
আপনার ধন   করিতে প্রার্থন
রাই পাঠাইল মোরে।
চণ্ডীদাস দ্বিজে   তব তজবিজে(২)
পেতে পারে কি না পারে॥

(জয়শ্রী)

শুন শুন শুন   আমার বচন
কহিছে মরম-সখী।
আঁখি আর কভু   নাহও তাহার
শুনহ কমলমুখি॥
রাই বলে বড়   আছে ওই ভয়
পরাণ না হয় স্থির।
মনের বেদনা   বুঝে কোন্ জনা
এ বুক মেলয়ে চির(৩)॥
স্বতন্তর নই   গুরু পরিজনা
তাহারে আছয়ে ডর।
যেন বেড়াজালে   সফরী সলিলে
তেমনি আমার ঘর॥
নহে(৪) বা শ্যামের   অতি কুতূহলে
হেরি ও বদন সদা।
সবার মাঝারে   কুল-কলঙ্কিনী
সব জন বলে রাধা॥
সে সব কলঙ্ক   পরিবাদ যত
সৌরভ(৫) করিয়া নিনু(৬)।

গৌরবান্বিত। ২। ধাইয়া।
কাল জাদ—কালো রংএর গাত্রাবরণ বস্ত্র।
বিরহ-অগ্নি।
প্রবল বিরহ জন্য দুঃখে নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত হওয়ায় চোখের কজ্জল মুছিয়া গেল
৬ ঝুররে—(পাঠান্তর)।
৭ শ্যামের বিরহ লাগি—(পাঠান্তর)॥
৮ খেনে খেনে শ্যামপথ—(পাঠান্তর)।
৯ পুরুষ সঙ্কেতে—(পাঠান্তব)।
১০ মনোরূপ।

১। শিকলের কড়া যাহা দ্বারা পাখীর পা আবদ্ধ রাখা হয়। ২। তজবিজে—বিচারে। ৩। আমার মনোবেদনার আধিক্য হেতু এরূপ হয় যেন বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে।
৪। নহিলে শ্যামের—(পাঠান্তর)।
৫। আভরণ—(পাঠান্তর)।
৬। সকল কলঙ্ক ও নিন্দা অঙ্গের আভরণ করিয়া লইয়াছিলাম। সৌরভ যেমন লোক অঙ্গে সানন্দে লেপন করে তদ্রূপ।

এত দিন যত, পাড়ার পড়শী
তাতে তিলাঞ্জলি দিনু(১) ॥
চণ্ডীদাস কহে সে শ্যাম তোমার
তুমি সে তাহার প্রিয়া।
মিছাই(২) বচন লোকের শোচনা
আমি ভাল জানি ইহা ॥

(সুহই)

পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনে দোসর দু'কানে না শুনি ॥
রূপ নিরখিয়া আরতি নাহি ছুটে(৩)।
বোল কি বলিতে পারি যত উঠে চিতে ॥
মনোদুখে হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে।
কানু-পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে ॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবারাতি।
নিছিয়া লয়েছি(৪) তারে কুল-শীল জাতি(৫)
আর যত অভিমান(৬) দিনু বঁধুর পায়।
বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে ভায় ॥

(সুহই)

সই মনে মোর এই ভয় উঠে*।
শ্যাম বঁধুর পিরীতিখানি তিলে পাছে ছুটে ॥
গড়ন গড়িতে সই আছে কত জন।
ভাঙ্গিলে গড়িতে পারে সে বড় সুজন ॥
এমন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গাবে।
অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে ॥
চণ্ডীদাস বলে রাধে ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে না জীবে তিলেক ॥

১। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশেই তিলাঞ্জলি দেওয়া বিধি, সুতরাং পাড়া-প্রতিবেশী আমার নিকট মৃতের ন্যায়, অর্থাৎ আমি কাহাকেও গ্রহ্য করি না।

২। মিছাই রচন লোকের বচন—(পাঠান্তর)।

৩। কানুরূপ নিরখিয়া রতি নাহি ছুটে—(পাঠান্তর)।

৪। করিয়া যেমতি—(পাঠান্তর)।

৫। কুল-শীল-জাতি ত্যাগ করিয়া তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি।

৬। অভিলাষ—(পাঠান্তর)।

*। এই পদের অনুরূপ আর একটি পদ আমরা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে পাই—এই ভয় মনে উঠে।

(কামোদ)

বাঁশীর নিঃস্বনকালে(১) সান্ধাইল(২) বিষম্বরে
এ অঙ্গ জ্বলিয়া গেল মোর।
কেবা করে প্রাণদান সেচয়ে বা কোন্ জন
তবে যায় এ দুখের ওর ॥
সই, হিয়া মোর কেন কাঁপে।
নয়ানে ঝরয়ে নীর পরাণ না রহে স্থির
এই বাঁশীর মধুর আলাপে ॥
মিলাইছে শিলারাজি চকিত হইল শশী
মোর কাছে নাচিছে আসিয়া।
নারীর যৌবন-ধন ভাতে তার আছে মন
তেঁই পুরে হাসিয়া হাসিয়া ॥
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে শবদ যায় আকাশে
মুনীন্দ্র মুরছি পড়ে যাতে।
সে ধ্বনি নারীর কানে হানয়ে মরমস্থানে
কেমনে সে ধরিবেক চিতে ॥

(ধানশী)

কালার লাগিয়া আমি হব বনবাসী।
কালা নিলে জাতি-কুল প্রাণ নিলে বাঁশী ॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সংসারের সবার বাঁশী রাধার হৈল কাল ॥
মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশি দিশি কাঁদি আমি হাসি লোকলাজে ॥
হাঁ রে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী ॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর-সুধা উগারে গরল ॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তার লাগি(৩) পাও।
ডালে-মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে ॥

(তুড়ি)

একা হাম হব বনবাসী।
রামেরে ছাড়িয়া সীতা বনবাসী ভেল গো
তেহ হাম মনে করিয়াছি ॥

১। নিঃস্বান কালে—(পাঠান্তর)।

২। সান্ধাইল—ঢুকিল।

৩। নাগাল পাইলে অর্থাৎ ধরিতে পারিলে।

কাননে রহব একা   না হবে কাহারে দেখা
থাকি যেন যোগীর ধেয়ানে।
তুলিয়া মূল আর ফল   নবীন কুসুমদল
এইগুলি রাখিব যতনে॥
তুলিয়া সিন্দুর-ভার(১)   এ জটা ধরিব গায়
অনুরাগে ভ্রমিব কাননে।
তবে সে ঘুচিব তাপ   এ দেহের অনুরাগ
ইহা মেনে করিব যতনে॥
এ দুখে জীবাব নই(২)   শুন গো মরমসই(৩)
কি ছার গৃহের সাধ।
জানিল নিঠুর বড়ি   সবাই রহিল ছাড়ি
দিল পঁহু(৪) বহু বিসম্বাদ॥
শুনিয়া রাধার বাণী   হেট মাথে গোয়ালিনী
কহেন বচন কিছু ভাষ।
কহ কহ ধনী রাই   পূরব শুনিয়ে তাই
কহিতে লাগিলা চণ্ডীদাস॥

(জয়শ্রী)

শুন গো সজনী সই।
কেমনে রহিব   কানু না দেখিয়া
নিশি দিশি হেদে রোঁাই(৫)॥
হের দেখ রূপ   নয়ান ভরিয়া
করেতে মোহন বাঁশী।
হাসিছে ঝরিছে   মতিম মাণিক
সুধা ঝরে কত রাশি॥
হেন মনে করি   আঁচল চাপিয়া(৬)
যতন করিয়া রাখি।
পাছে কোন জনে   ডাকা-চুরী দিয়া(৭)
পাছে লয়ে যায় সখী॥
এ রূপ-লাবণ্য   কোথায় রাখিতে
মোর পরতীত নাই(৮)।
হৃদয় বিদারি   পরাণ যথায়
সেখানে করেছি ঠাঁই॥

১। কপালের সিন্দুর তুলিয়া দিয়া।
২। বাঁচিব না।
৩। প্রাণের সখী।
৪। প্রভু।
৫। রোদন করি।
৬। ঝাঁপিয়া—(পাঠান্তর)।
৭। চুরী বা ডাকাতী করিয়া।
৮। পরতীত—প্রত্যয়।

সবার গোচর   নাহি করে কত(১)
রাখিব যতন করি।
পাছে সিঁদ দিয়া   যবে যাই নিঁদ(২)
কেহ বা করয়ে চুরি॥
চণ্ডীদাস বলে   হেনক সম্পদ
গোপনে রাখিয়া বটে।
আছে কত চোর   তার নাহি ওর
জানি সিঁদ দিয়া কাটে॥

(কানাড়া)

হায় রে দারুণ বিধি।
ছাড়াইলে গুণনিধি॥
যে এত দিল তাপ।
তারে ধরু বহু পাপ॥
এত কি সহিতে পারি।
বিরহে এ তনু মরি॥
তিলেক দিবার সাধ।
এ সুখে দিলে কি বাদ॥
কবে পাব তার মেলি(৩)।
পুন সে করব রস-কেলি॥
আর কি হেরব মুখচন্দ্র।
ভাঙ্গব সকল দ্বন্দ্ব॥
পুন হরি মিলব মোর।
পিয়ারে করব নিজ কোড়(৪)
পুন কি করব রাস কেলি।
নব নব গোপী হব মেলি॥
বাঁশী কি শুনব কানে।
যাব বৃন্দাবন পানে॥
ঘসিয়া চন্দনমালা।
কারে দিব আর গলা॥
বড়ু চণ্ডীদাস কয়।
তিলেক না কর ভয়॥

(বালা ধানশী)

বিরহ-জ্বরের
রাইকে বেড়ি

১। নহে ত বেকত—(পাঠান্তর)।
২। পাছে দিয়া সিঁদ যবে যাই নিঁদ—(পাঠান্তর)।
৩। সঙ্গ।
৪। ক্রোড়

রাই মোর যেন কাঁচা সোনা।
ভূমে পড়ি গড়ি যাইছে যেন চাঁদের কণা॥
চমকি শ্যামের নামে রাই উঠে কত বেরি(১)
ধূলায় লোটায় যেন সুগন্ধি কবরী(২)॥
কহিতে কহিতে চিতে হৈলা অচেতন।
রাই মুরছিত কান্দে আর সখীগণ॥
কহে কবি চণ্ডীদাস বিরহ-বেদন।
এমন বিরহে কেমনে রহয়ে জীবন॥

(কামুট)

ক্ষেণেক দাঁড়ায়ে দেখ।
হয় নয় ইহা বুঝ পরতীত
কি আর রহায়ে রাখ(৩)॥
আনহ চন্দন কাষ্ঠ পরিমল
ভালে সে মিলাহ চিতা।
মনের আনন্দে এ দেহ পোড়াই
কি কহ তাহার কথা॥
এ কাজ যখন শ্রবণে শুনিল
বেথিত কোন হি জনা।
রাই গলে ধরি অপার রোদন
বেদন হানল রামা॥
তোমার এ অঙ্গ লাখ বাণ সোনা
শ্রীমুখমণ্ডল-বিধু।
যার হাসি-রসে মণি কত হয়ে
ঝরয়ে কতেক মধু॥
এ অঙ্গদাহন কিসের কারণ
শুনহ কিশোরী গোরী।
কোন শুভদিনে প্রসন্ন হইলে
সো বর নাগর হরি॥
এ তনু রহিলে তনু তনু মিলে
কোন দশা ফলে কত।
চেতন সমাধে শুন প্রিয় রাধে
নিকটে মিলব প্রিয়॥
সে হেন রসিয়া রহিলা বসিয়া
বিসম্বিয়ে(৪) সব লেহা।
রাধা বলি যদি কভু কোন সাধে
মনে পড়ে এই গেহা॥

অনেক আরতি করিলা পিরীতি
এ নব নায়রী(১) সনে।
নিকটে মিলব হেন মনে লয়ে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

(ধানশী)

শুনি ধনা মুরছিত ভেলি।
সোঙরি(২) সে সুখরস-কেলি॥
পিয়া-গুণ ঝুরিতে ঝুরিতে(৩)।
পুলকিত ভেল হিয়া চিতে॥
পড়ল ধরণীতলে গৌরী।
মুছল লোর অতি ভোরি॥
সো পহু বিদগধ রায়।
মধুপুর রহল ছাপায়(৪)॥
এত কি সহিব কুলবালা।
এ অতি বিরহকি জ্বালা॥
কো(৫) নব নাগর সুজান।
ছোড়ল মোহ অবিধান॥
যব ভেল কুব্জাক সঙ্গ।
তব ভেল সব সুখভঙ্গ॥
এ সখি তোরে বলি ব্যথা।
সাজাহ দারুণ অতি চিতা॥
এ দেহ করিব ছারখার।
কে এত সহিব জঞ্জাল॥
চণ্ডীদাস কহে পুন বোল।
নাগর মিলব আসি কোড়॥

(ধানশী)

সখীর বচন শুনল সুন্দরি
রাজার নন্দিনী ধনী।
মিলল নয়ান মুছল বয়ান
কহে আধ আধ বাণী॥
সবার বচন যেন লাগে আসি
গরল সমান মানি।
সেই সুনাগর বিনে নাহি আর
কিছুই নাহিক জানি॥

১। বার।
২। করবী—(পাঠান্তরে)।
৩। রেখে ঢেকে রাখ।
৪। বিস্মরিয়া।

১ নব-নাগরী (নায়িকা)।
২ সোঙরি—স্মরণ করিয়া।
৩ ঝুরিতে ঝুরিতে—স্মৃতিপথে উদয় হইতে হইতে
৪ ছাপায়—আত্মগোপন করিয়া।
৫ সো নব নাগর সনে—(পাঠান্তর)।

মুখে দিয়া জল রাই উঠায়ল
গৃহমাঝে নিল থুয়া।
সুচারু পালঙ্কে রাই শুতায়ল(১)
দুই চারি সখী লয়া॥
বসনের বায়ে(২) রাই-অঙ্গ তুষে
কহেন মধুর বাণী।
তুরিতে মিলব সে নব নাগর
আমি সে ভালই জানি॥
কেনে(৩) পরবাদ বিষম বিবাদ
সে শ্যাম কতেক দূর।
একজন গিয়া আনিব ডাকিয়া
চণ্ডীদাস মন পূর॥

(সুহই-নট)

সই কে যাবে মথুরাপুর।
এ হেন যাতনা তারে নিবেদিয়ে
তবে পরিহর(৪) দূর॥
কেনে বা অবলা করিয়া বিকলা
সেই সে আছয়ে ভাল।
বরজ-রমণী(৫) কুলের কামিনী
তাহার পরাণ গেল॥
কে যাবে যাহত কানুর সম্মুখে
তারে দিব এই হার।
গজমতি ছড়া গাঁথুনি সুসারি
গণনা নাহিক যার॥
এই হার তার গলায়ে পরাব
কে এত আছয়ে হিতু(৬)।
এক নবরামা কহে ধীরে ধীরে
তোরে নিবেদিয়ে কিছু॥
অল্প কটাক্ষে গুপতে(৭) যাইতে
কেহ সে লখিতে নারে।
দেখাই হইলে যাহাই কহিব
যেবা সে অন্তরে আছে॥
সেই নবরামা করিল পয়াণ
যেখানে রসিক-রায়।
চণ্ডীদাস বলে কানু অন্বেষণে
তুরিত গমনে যায়॥

১। শয়ন করাইল। ২। বাতাসে।
৩। কোন—(পাঠান্তর)।
৪। পরিহরি—(পাঠান্তর)।
৫। ব্রজরমণী। ৬। হিতকারী। ৭। গুপ্তভাবে।

(শ্রীরাগ)

বিরহ-কাতরা বিনোদিনী রাই
পরাণে বাঁচে না-বাঁচে।
নিদান(১) দেখিয়া আসিনু হেথায়
কহিনু তোহারি কাছে॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী(২)।
চল এইক্ষণে রাধার শপথ
আর না করি(৩) দেরি॥
কালিন্দী-পুলিনে কমলের শেযে
রাখিয়া রাইএর দেহ।
কোন সখী অঙ্গে লিখে শ্যামনাম
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ॥
কেহ কহে তোর বঁধুয়া আসিল
সে কথা শুনিয়া কানে।
মেলিয়া নয়ন চৌদিশ(৪) নেহারে
দেখিয়া না সহে প্রাণে॥
যখন হইনু যমুনা পার
দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে রাখে অন্তর্জ্জলে
রাই-দেহ হরি বলি॥
দেখিতে যত্তপি সাধ থাকে তব
ঝাট চল ব্রজে যাই।
বলে চণ্ডীদাসে বিলম্ব হইলে
আর না দেখিবে রাই॥

(সুহই-সিন্ধুড়া)

হেদে গো স্বজনি সই তোমারে কিছুই কই
এ দুখে জীবার নহে রাধা।
যে জন পরম বন্ধু সে দিল শোকের সিন্ধু
ভাবিতে গুণিতে সেই লেহা।
বুঝিল আপন চিতে মরণ আইল নিতে
আর কি রহিব পাপ দেহা॥
শুন গো সরম-সখি বড় পরমাদ দেখি
এ তনু ত্যজিব আমি যবে।
কৃষ্ণের মালতী তথা সেঁচি তাহে সর্ব্বথা
নিতি তাহা মার্জ্জন করিবে॥

১। শেষ অবস্থা।
২। প্রিয়-কারিকা—শ্রীরাধা
৩। করিহ—(পাঠান্তর)।
৪। চারি দিক্।

তেজিব পরাণ যবে　　তোমা বই কেবা রবে(১)
তোমরা ভাজহ রবির তাপে।
রাখিছ যতন করি　　জীতে না ভেটল হরি
যেন পিয়া রাখি কোনরূপে॥
যা সনে পিরীতি করি　　তারে না দেখিলে মরি
সে সকল দুখ বিসরিয়া।
কেমন ধরণ আর　　সে হিয়া পাষাণ সার
কেমনে বান্ধব সেই হিয়া॥
এই সব ধনী কহে　　কাতর বচন মোহে
লোহে আগরল(২) দুই আঁখি।
দারুণ কঠিন প্রাণ　　এমন করয়ে কেন
চণ্ডীদাস তাহে আছে সাখী(৩)॥

(নটনারায়ণ)

বন্ধু কানাই তোমার চরিত এত দূর।
সে হেন কিশোরী রাধা　　তো বিনু হইয়া আধা
তুমি কেনে এতেক নিঠুর॥
চম্পক-বরণী ধনী　　লাখ বাণ হেম গণি
সে রাধা মলিন মুখচাঁদে।
গিয়া নীপতরুমূলে　　লোটাইয়া ভূমিতলে
নিশি দিশি পিয়া বলি কান্দে॥
খলিত নয়নজলে　　সে অঙ্গ ভাসিয়া চলে
তিতে ভঙ্গ নীলের বসন।
খঞ্জন-নয়নী রাই　　কাঁদিয়া আকুল তাই
দেখি যেন অরুণ-বরণ(৪)॥
জীয়ে কি না জীয়ে রাই　　কহিল তোমার ঠাঁই
পরদশা আসি উপজিল।
বড়ই কঠিন দেখি　　শুনহ কমল-আঁখি
তুরিত গমনে তুমি চল॥
আছে যদি রাই-এ কাজ　　তুরিতে সেখানে সাজ
দেখ গিয়া ধনী বিরহিণী।
তুয়া দরশন আশে　　তেঁই সে পরাণ আছে
চণ্ডীদাস ভালমতে জানি॥

(কানাড়া)

তুমি হে নিদয়া বড়ি।
সে নব নাগরী　　প্রেমের লহরী
কেমনে রয়েছ ছাড়ি॥
নিশি দিশি রাধা　　কাঁদিয়া বিকল
নয়ানে নাহিক ঘুম।
কারে কিছু ধনী　　না কহে উত্তর
তিলেক হয়েছে ভ্রম॥
বদন উপর　　কর আচ্ছাদিয়া
লোরেতে ভরিয়া আঁখি।
অঙ্গের বসন　　তিতল সকল
আবেশে যে চন্দ্রমুখী॥
গিয়া তরুবরে　　কদম্ব কুহরে
বসিয়া নবীন রাই।
তা দেখি বিষাদ　　বাড়িল অন্তর
বিফলে কান্দিয়ে তাই॥
অন্ন জল কিছু　　না চলয়ে তার
সদাই তুহারি ধ্যান।
প্রিয়া প্রিয়া বলি　　কথা রসকেলি
ক্ষেণে ক্ষেণে হয় জ্ঞান॥
যদি বা তুরিত　　করহ গমন
তবে সে মানিয়ে ভাল।
এ কথা শুনিতে　　রসময় কান
বিরহে হইল ঢল॥
চণ্ডীদাস বলে　　শুন সুনাগর
ঐছন দেখিল রাধা।
তোমার বিরহ　　সে নব কিশোরী
সোনার বরণ আধা॥

(সুহিনী)

ওহে ও কুবুজার বন্ধু(১)।
পাসরেছ রাই-মুখ-ইন্দু॥
ওহে ও পাগধারী।
পাসরেছ নবীন কিশোরী॥
রাই পাঠাইল মোরে।
দাসখত দেখাবার তরে॥
যাতে মোরা আছি সাখী।
পদতলে নাম দিলে লেখি॥
তুমি ব্রজে যাবে যবে।
করতালি বাজাইব সবে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে॥

১। তোমাতেই বিনু রত—(পাঠান্তর)।
২। অর্গলিত করিল—রুদ্ধ করিল।
৩। সাক্ষী। ৪। ক্রন্দন করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে।

১। সখীরা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকার বঁধু ভিন্ন জানিতেন না, মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণ কুবুজাকে রাণী করিয়াছেন দেখিয়া সখী শ্লেষপূর্ব্বক কুবুজার বঁধু বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

(শ্রীরাগ)

ধিক্ ধিক্ ধিক   নিঠুর কালিয়া
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল   পিরীতি করিতে
মনে যদি এত ছিল ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্   নিঠুর কালিয়া
লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশে এলি   অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ ॥
জনম অবধি   কালিয়া বদন
না ধুলি লাজের ঘাটে হে।
ব্রজ-গোপী-হ'তে   মথুরা নাগরী
কত রূপে গুণে বটে হে ॥
কিংবা কুবুজা   নামে কুব্জিনী
তেঞি সে লেগেছে মনে।
আপনি যেমন   ত্রিভঙ্গ মুরারি
বিধি মিলাইছে জেনে ॥
কিংবা কুবুজা   গুণে গুণবতী
গুণেতে করেছে বশ।
পিরীতি সুখের   কি জানে মজিতে
কিবা সে রেখেছে যশ ॥
যতেক তোমার   পিরীতি করুক
তেমন পিরীতি হবে না।
রাধানাথ বিনে   কুবুজার নাথ
কেহ ত তোমারে কবে না ॥
কি আর কহিব   মনের বেদনা
কহিতে যে দুখ পায়।
চণ্ডীদাস কহে   কহিতে বেদনা
পরাণ ফাটিয়া যায় ॥

(শ্রীরাগ)

ধিক্ ধিক্ ধিক্   তোরে রে কালিয়া
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল   পিরীতি করিতে
মনে যদি এত ছিল ॥
ধিক্ ধিক্ বঁধু   লাজ নাহি বাস
না জান লেহের(১) লেশ।
এক দেশে এলি   অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ ॥

১। পিরীতির—স্নেহের।

অগাধ জলের   মকর যেমন
না জানে মিঠা কি তিত।
সুরস পায়স   চিনি পরিহরি
চিটাতে(১) আদর এত ॥
চণ্ডীদাস ভণে   মনের বেদনে
কহিতে পরাণ ফাটে।
(তোমার) সোনার প্রতিমা   ধুলায় গড়াগড়ি
কুবুজা বসিল খাটে ॥

(বেলাবলী)

রাইএর দশা সখীর মুখে।
শুনিয়া নাগর মনের দুখে ॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী।
চাহিতে চাহিতে হরল সুধী (২) ॥
অর(৩) যতনে ধৈরয ধরি।
বরজ(৪)গমন ইচ্ছিল হরি ॥
আগে আগুয়ান করিয়া তার।
সখী পাঠাওল কহিয়া সার ॥
এখনি আসিছি(৫) মথুরা হৈতে।
ইথে আন ভাব না ভাব চিতে ॥
অধিক উল্লাসে সখিনী ধায়।
বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায় ॥

(সুহা-বেলওয়ার)

সখীর বচন   শুনিতে নাগর
বিস্মিত হইলা বড়ি।
যেমন দারুণ   শেল পশি হৃদে
তেমনি নিশ্বাস ছাড়ি ॥
ব্যাকুল বিরহ   বচনস্বরূপ
চকিতে নয়ন চায়।
ব্যথাটি পাইয়া   সে নব নাগর
করুণ-নয়নে চায় ॥
সখীমুখপানে   চাহি কহে বাণী
রসিয়া নাগর কান।
পুন পুন কহ   রাধার সংবাদ
শুনিতে শুনিয়ে আন ॥

১। নিকৃষ্টশ্রেণীর গুড়—যাহাতে তামাক মাখা হয়।
২। হরল সুধী—সুধী, জ্ঞান, জ্ঞান হরল, মূর্চ্ছিত হইল।
৩। অনেক যতনে—(পাঠান্তর)।
৪। বরজ—ব্রজধাম।
৫। আসিছোঁ—(পাঠান্তর)।

সখী পুন কহে আঁখি ভরি লোহে
মোহেতে(১) আকুল হয়ে।
সে নব কিশোরী তোমার বিরহে
আছেন মূর্চ্ছিত হয়ে॥
তোমার সঙ্কেত মাধবী দেখিয়া
সেখানে নিদান রাই।
সম্বিত না হয়ে মুদিত নয়ানে
দেখিয়া আইনু তাই॥
মুখে বারি ঢারি(২) গাগরি গাগরি
নাহিক চেতনা রাধা।
দেখিয়ে বিষম বুঝিয়ে মরম
যে কর মেনেছে সাধা॥
তুরিত গমন করহ এখন
যদি বা দেখিবা এস।
চণ্ডীদাস পুন আইলা তুরিতে
শ্যাম সুনাগর পাশ॥

(শ্রী)

এ কথা শুনিয়া নাগর-শেখর
গদগদ ভেল তনু।
কমল-নয়ন ধারা বরিখয়ে
মুগধ হল কানু॥
পীত বসন ধরিয়া সঘন
মুছত নয়ন-লোর।
দশমী দশার শেষ রব শুনি
তাহাই হইল ভোর॥
শুনহ স্বজনি কহিতে কি হয়ে
যেমন(৩) দেখিলে রাধা।
নিশ্চয় কহিবে আছে কি বাঁচিয়া
আমার সে তনু আধা॥
সে নব কিশোরী তারে কি পাসরি
হৃদয়ে আছয়ে জাগি।
সে হেন পিরীতি করিতে না পেয়ে
সদাই উঠিছে আগি॥
যারে না দেখিলে তিলেক না জীয়ে
হিয়া বিদরিয়া মরি।
দেখিলে জুড়াই সে মুখ-মণ্ডল
কহিল মরম তোরি॥

রাধার কারণ গোঠে মাঠে ঘাটে
চরাই ধেনুর পাল।
পথের মাঝারে কদম্বতলাতে
দান সিরজিল ভাল॥
মধুর মুরলী করিয়া অঙ্গুলী
বদনে মিশায়ে ভালি।
আনের রসালে(১) ফুঁকিয়ে রসালে
সদা রাধা রাধা বলি॥
সে নব নাগরী কেমনে পাসরি
শুনহ বচন মোর।
চণ্ডীদাস কহে তুরিত গমন
নহে বা হইবে ভোর॥

(বেলাবলি)

দেখিয়া রাধার দশা উপজিল
উঠিল বিরহজ্বালা।
দশমী দশার এ সব লক্ষণ
দেখিয়ে বিষম বালা॥
কোন নবরামা কহে রাধা-পাশে
রথ আরোহণে শ্যাম।
গোকুল প্রবেশি আওল তুরিতে
শুনি কিছু হয়ে জ্ঞান॥
চমকি চমকি মিলিত নয়ন
চাহেন সদয় গোরী।
করে কর ধরি কোন নবরামা
মুখেতে ঢারয়ে বারি॥
ক্ষেণেক চেতন পাইল কিশোরী
চকিত নয়নে চায়।
সোনার পুতলি যেন গড়ি যায়
ঐছন দেখিয়ে প্রায়॥
ঐছন অবনী উপরে ফুটল
কনক-কমল প্রায়।
কানুর বিরহে সে গুণ সুন্দরী
ধুলাতে ধুসর কায়॥
শীতল চামর ঢারি কোন রামা
মলয়-চন্দন দিয়া।
শীতল পাখার বাতাস করয়ে
কোন নবরামা গিয়া॥

১। শোকেতে—(পাঠান্তর)।
২। ঢালিয়া।
৩। কেমন (পাঠান্তর)

১। মিশালে—(পাঠান্তর)

তাহে বাড়ে জ্বালা   বিরহ-বেদন
    হুতাশ উঠয়ে দুনু(১)।
অঙ্গের চন্দন   যে ছিল লেপন
    তাহা শুকাইল তনু ॥
বিরহ-আগুন   হিয়ার ভিতরে
    কি করে মলয়-রাজে।
চণ্ডীদাস বলে   কে এত জানব
    যে জন এ রসে মজে ॥

(ধানশী)

সই, জানি কু-দিন সু-দিন ভেল।
মাধব মন্দিরে   তুরিতে আওব
    কপাল কহিয়া গেল ॥ ধ্রু ॥
চিকুর ফুরিছে   বসন খসিছে
    পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি   সঘনে নাচিছে
    দুলিছে হিয়ার হার ॥
প্রভাত-সময়ে   কাক কোলাকুলি
    আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার   নাম সুধাইতে
    উড়িয়া বসিল তায় ॥
মুখের তাম্বুল   খসিয়া পড়িছে
    দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে   সব সুলক্ষণ
    বিধি ভেল অনুকূল ॥

(কামোদ)

বঁধু কি আর বলিব আমি।
তোমা হেন ধন   অমূল্য রতন
    তোমার তুলনা তুমি ॥
তুমি বিদগধ   গুণের সাগর
    রূপের নাহিক সীমা।
গুণে গুণবতী   বেঁধেছে পিরীতি
    অখল ব্রজের রামা ॥
জাতিকুল দিয়া   আপনা নিছিয়া
    শরণ লইয়াছি।
যে কর সে কর   তোমার বড়াই
    এ দেহ সঁপিয়াছি ॥

আনের অনেক   আছে কত জন
    রাধার কেবল তুমি।
ও দুটি চরণ   শীতল দেখিয়া
    শরণ লইনু আমি ॥
চণ্ডীদাস বলে   শুন সুনাগর
    রাধারে না হও বাম।
লোকমুখে শুনি   তোমার মহিমা
    সবল পঞ্চর নাম ॥

(গড়া)

বঁধু তুমি নিদারুণ নয়ে।
তোমার কারণে   এত পরমাদ
    নিশ্চয় কহিলাম কয়ে ॥
বেদন কহিব   কহিতে কহিতে
    দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ।
যেমন আমার   ফাটিয়া পড়য়ে
    এমতি করয়ে বুক ॥
যদি কোনখানে   কাঁদি লোকস্থানে
    শাশুড়ী ননদী তারা।
শ্যামনাম বলি   কান্দে কলঙ্কিনী
    এমতি তাহার ধারা ॥
হেন করে মন   শুনি কু-বচন
    গরল ভখিয়া মরি।
আর নাহি দায়   শুন শ্যামরায়
    তোমারে ছাড়িতে নারি ॥
তোমা হেন ধন   ছাড়িব কেমনে
    তোমা কারে দিয়া যাব।
চণ্ডীদাস কহে   শুন বিনোদিনি
    আর কোথা গেলে পাব ॥

(রামকেলি)

বঁধু ছাড়িয়া না দিব তোরে।
মরম যেখানে   রাখিব সেখানে
    হেন মোর মনে করে ॥
লোক হাসি হউ   যায় জাতি যাউ
    তবু না ছাড়িয়া দিব।
তুমি গেলে যদি   শুন গুণনিধি
    আর কোথা তুয়া পাব ॥
আঁখি পালটিতে   নাহি পরতীতে
    থুইতে সোয়াস্তি নাই।
এখন মরণ-   দশা
    জুড়াব কোন বা ঠাঁই ॥

১। দ্বিগুণ।

কাহারে কহিব কেবা পিত্যায়িব(১)
আমার যাতনা মত।
তোমার কারণে এতেক সহিয়ে
নহে পরমাদ হত॥
রাধার বচন শুনি সুনাগর
গদগদ ভেলা দেহা।
আমি সে তোমার প্রেমে আছি বশ
মরমে বেঁধেছি লেহা॥
চণ্ডীদাস কয় দুঁহু এক হয়
ইহার না হয় ভিন্ন(২)।
বিধি সে বসিয়া দুঁহু মিশাইয়া
গড়ল একই তনু॥

(কামোদ)

ঈষৎ হাসিয়ে রাই পানে চেয়ে
কহে বিনোদিয়া কান।
তোমার মহিমা চাতুরী ভঙ্গিমা
ইহা কে জানয়ে আন॥
পরম দুর্ল্লভ আনন্দ কৈশোর
নবীন কিশোরী রাধা।
হিয়ায়ে হিয়ায়ে মরমে মরমে
সদাই আছয়ে বাধা॥
তোমার কারণে নন্দের ভবনে
রাখিয়ে ধেনুর পাল।
গোলোক তেজিয়া গোকুলে বসতি
ইহাই জানিবে ভাল॥
তোমার নামের মধুর মাধুরী
নিরবধি করি গান।
রাধা বিনে সব সুখের বৈভব
মনেতে নাহিক আন॥
শ্যামের বচন শুনি চণ্ডীদাস
আনন্দে ভাসেন কতি(৩)।
এ রস-চাতুরী কি বা সে বুঝিব
কার আর আছে এত গতি॥

(সুহই)

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইয়া
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জালা॥

(সুহই)

অনেক সাধের পরাণ-বঁধুয়া
নয়ানে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণির শোভা গাঁথিয়া
হিয়ার মাঝারে লব॥
তুমি হেন ধন দিয়াছি যৌবন
কিনেছি বিশাখা জানে।
কিবা(১) ধনে আর অধিকার কার
এ বড গৌরব মনে॥
বাড়িতে বাড়িতে ফর্ম না বাড়িতে
গগনে চড়ালে মোরে।
গগন হইতে ভূমে না ফেলাও
এই নিবেদন তোরে॥
এই নিবেদন গলায় বসন
দিয়া কহি শ্যাম-পায়।
চণ্ডীদাস কয় জীবনে মরণে
না ঠেলিবে রাঙ্গা পায়॥

(ধানশী)

রাই কহে শুন কে জানে পিরীতি
আরতি রসের লেহ।
আন কেবা জানে রসের মাধুরী
বুঝিতে পারয়ে কেহ॥
পিরীতি আখরে যে জন পুরিত
কিছু কিছু জানে সেহ।
রসের রসিক রসে আরোপিত
সেই সে জানয়ে সেহ॥

১। প্রত্যয় করিবে।
২। ভিন্ন।
৩। তথি—(পাঠান্তর)।

১। কিনা—(পাঠান্তর)।

কোন কুলরামা পিরীতি না জানে
সে জন আছয়ে ভাল।
মুই সে পিরীতি করিয়া পশিনু
এ দেহ হইল কাল॥
কার(১) মন চিতে ও রাঙা চরণে
শরণ লয়েছে রাধা।
এ হেন সুখের ঘর বান্ধিয়াছি
তাহা কেন কর বাধা॥
অনেক যতনে পিরীতি রতন
ভাঙ্গিতে তিলেক পারি।
গড়িতে বিষম অতিশয় শ্রম
শুনহ প্রাণের হরি॥
চণ্ডীদাস বলে এমন পিরীতি
শুনিতে জগৎ বশ।
দোঁহে সে জানয়ে দোঁহার তত্ত্ব
আন কে জানয়ে রস॥

(সুহই)

পুছে পুন পুন কহত সঘন
সে বর-নাগর-গুণ।
পুলক হৃদয় দুখ দূরে গেল
কহে রসময় পুন॥
কেমন গোপের রমণী যতেক
কেমন বালক সখা।
কেমন আছেন সে নন্দ যশোদা
পুন সে নাহি দেখা॥
কেমন নগর চাতর(২) বাজার
কেমন আছয়ে রীতি।
সে হেন যমুনা- পুলিন কানন
পুরবাসিগণ যতি॥

১। কায়—(পাঠান্তর)।
২। চত্বর—গৃহের প্রাঙ্গণ—আঙ্গিনা, উঠান।

কহ সেই বলি বচন উত্তর
শুনিতে পিয়ার বাণী।
কি আর কহিব সুধাইয়া দেখ
চণ্ডীদাস ভালে জানি॥

(সুহই)

কেশপাশ দিয়া চরণ মুছায়ে
বিচিত্র পালঙ্কে লই।
শীতল সুবাসিত বারি ঢালি রাধা
ধোয়ল চরণ দুই॥
মৃগমদ ভরি চন্দন-কটোরি(১)
অগোর তিমির তায়।
মনের মানসে সুনাগরী রাধা
লেপিছে শ্যামের গায়॥
নানা ফুলদাম অতি সুশোভন
গলে পরাইল রাধা।
রূপ নিরীক্ষণ করে ঘন ঘন
তিলেক নাহিক বাধা॥
কানুর শ্রীমুখ যেন শশধর
যেমন পূর্ণিমার শশী।
রাই সে চকোর পাই নিরন্তর
পিবই অবশ রাশি॥
চণ্ডীদাস কহে হেন মনে করি
শুনহ কিশোরী রাধে।
মনের মানসে পাশ আস দিয়া
দুটি করে যেন বান্ধে॥

১। চন্দনের বাটি।

ভাব-সম্মিলন

(বেলাবেলি)

নন্দের নন্দন চতুর কান।
মিলিল আসিয়া হৃদয়ে জান॥
যাহার যেমত পিরীতি গাঢ়া।
তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়া॥
মথুরা হৈতে এখনি হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি॥
আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা॥
কোলেতে করিয়া নয়ন-জলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে॥
আর দূরদেশে না যাবে তুমি।
বাহির আর না করিব আমি॥
এত বলি কত দেওল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ॥
ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কত জন কে করু লেখা॥
খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াল ঘরে।
ঘুমাক বলিয়া যতন করে॥
তখন বুঝিয়া সময় পুন।
আওল যমুনা-তীরক বন॥
রাইয়ের নিকটে পাঠাইলা দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি॥

(মল্লার)

সই কি আর বলিব তোরে।
অনেক পুণ্যফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে॥
এ ঘোর রজনী মেঘঘটা বঁধু
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার কোণে বঁধুয়া তিতিছে(১)
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ(২)
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যন্ত্রণা দিনু॥
বঁধুর পিরীতি আদর দেখিতে
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি(১) মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখেতে দুখী।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরীতি
শুনিতে জগৎ সুখী॥

১। ভিজিতেছে।
২। নহি স্বতন্তর গুরুজনা ডর—(পাঠান্তর)

(বড়ারি)

সই হের না দেখহসিয় (২)।
আমার নাগর রসের সাগর
করেতে মুরলী লয়া॥
ঐ যায় কানু রাম-বামপাশে
সুবলের কর ধরি।
রাই সুনাগরী মরম সখীরে
দেখান অঙ্গুলী ঠারি॥
বিনোদ চূড়াটি ঝলমল করে
বেড়িয়া কুসুমদাম।
তার মাঝে মাঝে মুকুতা দু'সারি
সাজে অতি অনুপাম॥
ময়ূর-শিখণ্ড বিনি বায়ে(৩) হেদে(৪)
হেলন-দোলন করে।
তা দেখে মো মেনে(৫) নয়ান-চকোর
পিতে চাহে সুধাকরে॥
কিবা ভুরু দুই নয়ান নাচনি
কটাক্ষ ভঙ্গিম চায়।
চপল পরাণে স্থির নাহি মানে
সদা মন আছে তায়॥
চণ্ডীদাস হেরি মোহিত হইল
নটবর বেশ দেখি।
হেন মনে করি রূপের মাধুরী
সদাই দেখিয়া থাকি॥

১। ডালা।
২। আসিয়া দেখহ।
৩। বিনা বাতাসে।
৪। হেলে—(পাঠান্তর)।
৫। আমার মনে।

(কামোদ)

মল্লিকা মালতী আর জাতি যুথী
সাজাইছে থরে থরে।
আজ রচয়ে বাসক শেষ(১)।
মুনিগণ-চিত হেরি মুরছিত
কন্দর্পের ঘুচে তেজ ॥
ফুলের আবির ফুলের প্রাচীর
ফুলের হইল ঘর।
ফুলের বালিস আলিস কারণ
প্রতি ফুলে ফুলশর ॥
শুক পিক দ্বারী মদন প্রহরী
ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়।
ছয় ঋতু মত্ত সহিত বসন্ত
মলয় পবন বায় ॥
উজোরোল রাতি(২) মণিময় বাতি
কর্পূর তাম্বুল বারি।
চণ্ডীদাস ভণে রাখি স্থানে স্থানে
শয়ন করিল গোরী(৩) ॥

(সুহই)

বিরলে বসিয়া আছিল শুতিয়া
শুন গো পরাণ-সখি।
নিশিতে আসিয়া দিল দরশন
কমল নয়ান-আঁখি ॥
পেয়ে বহু ধন অমূল্য রতন
থুইতে নাহিক ঠাঁই।
কোন্‌খানে থোব সে হেন সম্পদ
মোর পরতীত(৪) নাই ॥
যত ছিল তাপ দূরে গেল পাপ
বিরহ-বেদনা যতি(৫)।
রাখে পেয়ে ধন আমার তেমন
ইহা না রাখিব কতি(৬) ॥
আজি নিশি দিন ভেল শুভক্ষণ
বঁধুয়া মিলল কোলে।
হাসি বিনোদিনী কহে আধ বাণী
হাসিয়া হাসিয়া বলে ॥

১। বাসর-শয্যা।
২। উজ্জ্বল রাত্রি।
৩। গোরী—রাধিকা।
৪। প্রতীত—বিশ্বাস।
৫। যতি—যথায়।
৬। কতি—কোথায়।

না পাই কহিতে বিরল হইয়া
মনে মোর যত আছে।
চণ্ডীদাস কহে আসি প্রিয়া মোরে
সে কথা কহিবে পাছে ॥

(সুহই)

কিয়ে শুভ দরশনে উলসিত লোচনে
দুঁহু দোঁহা হেরি মুখ-ছান্দে।
তৃষিত চাতক নব জলধরে মিলল
ভুখিল চকোর চান্দে ॥
আধ নয়ানে দুঁহু রূপ নিহারই
চাহনি আনহি ভাতি।
রসের আবেশে দুঁহু অঙ্গ হেলাহেলি
বিছুরল প্রেম-সাঙাতি(১) ॥
শ্যাম সুখময় দেহ গোরী-পরশে সেহ
মিলায়ল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে আলাইল আনন্দভরে
শিরীষ-কুসুম কমলিনী ॥
অতসী-কুসুম সম সম শ্যাম সুনাগর
নাগরী চম্পক-গোর।
নব জলধরে জনু চাঁদ আগোরল(২)
ঐছে রহল শ্যাম-কোর ॥
বিগলিত কেশ কুন্তল শিখি-চন্দ্রক
বিগলিত নিতল নিচোল।
দুঁহুক প্রেমরসে ভাসল নিধুবন
উছলল প্রেম-হিলোল ॥
চণ্ডীদাস কহে দুঁহু রূপ নিরখিতে
বিছুরিল ইহ পরকাল।
শ্যাম সুঘড়বর(৩) সুন্দর রসরাজ
সুন্দরী মিলই রসাল ॥

(সুহই)

শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।
হারানিধি পাইনু বলি লইয়া হৃদয়ে তুলি
রাখিতে না সহে অবকাশ ॥

১। বন্ধুযুগলের প্রেম যুগপৎ বিকাশিত হইল।
২। ঢাকিল।
৩। সুগঠন।

মিলল দুঁহু তনু কিবা অপরূপ।
চকোর পাইল চাঁদ   পাতিয়া পিরীতি-ফাঁদ
কমলিনী পাওল মধুপ॥
রসভরে দুঁহু তনু   থর থর কাঁপই
ঝাঁপই দুঁহু দোঁহা আবেশে ভোর।
দুঁহুক মিলনে আজি   নিভাওল আনল
পাওল বিরহক ওর॥
রতন-পালঙ্ক-পর   বৈঠল দুঁহু জন
দুঁহু মুখ হেরই দুঁহু আনন্দে।
হরষ-সলিল-ভরে   হেরই না পারই
অনিমিখে রহল ধন্দে॥
আজি মলয়ানিল   মৃদু মৃদু বহত
নিরমল চাঁদ প্রকাশ(১)।
ভাবভরে গদগদ   চামর ঢুলায়ত
পাশে রহি চণ্ডীদাস॥

(সুহই)

ভাবোল্লাসে ধনী   বঁধুরে পাইয়া
ভাবে গদগদ কয়।
ব্রজ পিরীতের   প্রদীপ জ্বালিয়ে
দীপ কি নিভাতে হয়॥
কালিয়া কুটিল   স্বভাব তোমার
কপট পিরীত যত।
ভুরু নাচাইয়ে   মুচকি হাসিয়ে
অবলা ভুলাইতে কত॥
পিরীতি-রসের   রসিক বোলাও
পিরীতি বুঝিতে নার।
মথুরা নগরের   যত নাগরীর
পিরীতের ধার ধার॥
শুন গিরিধারী   মথুরা-বিহারী
নারী-বধে নাহি ভয়।
পিরীতি করিয়ে   তোমারে ভজিলে
শেষে কি এই দশা হয়॥
পিরীতি করিলে   কেন দগধিলে
বিরহ-বেদনা দিয়ে।
কালিয়া কঠিন   দয়াহীন জন
তোর নিদারুণ হিয়ে॥

১। এত দিন শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন হেতু মলয়ানিল বহে নাই এবং নির্ম্মল চন্দ্র উদয় হয় নাই, আজ তাঁহার আগমনে যেন মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহিতেছে এবং নির্ম্মল চন্দ্র উদয় হইয়াছে।

সোই রসিকতা   পিরীতি মমতা
মমতা হইলে রাখে।
পিরীতি রতন   রসের গঠন
কুটিলাতে নাহি থাকে॥
পিরীতির দায়   প্রাণ ছাড়া যায়
পিরীতি ছাড়িতে নারে।
পিরীতি-রসের   পসরা তা নাকি
রাখালে বহিতে পারে॥
যে জনা রসিক   রসে ঢল ঢল
মরমী(১) যে জন হয়।
হেরে রে রে করে   ধবলী চরায়
সে জনা রসিক নয়॥
রসিকের রীতি   সহজ সরল
রাখালে তাই কি জানে।
চণ্ডীদাস কহে   রাধার গঞ্জনা
সুধা সম কানু মানে॥

(সুহই)

শুন শুন হে রসিক-রায়।
তোমারে ছাড়িয়া   যে সুখে আছিনু
নিবেদি যে তুয়া পায়॥
না জানি কি ক্ষণে   কুমতি হইল
গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু   হেলায় হারায়ে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু॥
জনম অবধি   মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয়সখীগণ   দেখে প্রাণসম
পরাণ-বঁধুয়া তুমি॥
সখীগণে কহে   শ্যাম-সোহাগিনী
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি গৌরব   তুঁহু বাঢ়ায়লি
অব টুটায়ব কে? (২)॥
তোহারি গরবে   গরবিণী হাম
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে   এমতি নহিলে
পিরীতি কিসের সুখ?

১। হৃদয়বান্।
২। আমার সম্মান তুমিই বাড়াইয়াছ, কে এখন ইহা লাঘব করিতে সমর্থ?

(সুহই)

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণবঁধু(১) হইও তুমি ॥
অনেক পুণ্যবলে(২) গৌরী আরাধিয়ে
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে
তেঞি সে পরাণে মরি ॥
বড় শুভক্ষণে তোমা হেন ধনে
বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
অধিক করিয়া মানি ॥
অনেক আছয়ে আন যত জন
আমার পরাণ তুমি।
তোমার চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লয়েছি আমি ॥
গুরু গরবেতে তারা বলে কত
সে সব গৌরব বাসি।
তোমার কারণে গোকুল নগরে
দুকুল হইল হাসি(৩) ॥
চণ্ডীদাস বলে শুনহ নাগর
রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি-রসের চূড়ামণি হয়ে
সদাই অন্তরে থাক(৪) ॥

(সুহই) ·

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিব প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী(৫) ॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥

১। প্রাণপতি—পাঠান্তর।
২। বহু পুণ্যফলে (পাঠান্তর) ৩। হাস্যাস্পদ।
৪। রসেতে রসিয়া রাখ—পাঠান্তর।
৫। জাতি কুলশীল, সকল মজাঞা, হইনু তোমার দাসী—পাঠান্তর।

এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায় ॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর(১)।
আঁখির নিমিষে যদি নাহি হেরি
গতি যে নাহিক মোর ॥
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি(২) ॥

(সুহই)

শুন হে চিকণ কালা।
বলিব কি আর চরণে তোমার
অবলার যত জ্বালা ॥
চরণ থাকিতে না পারি চলিতে
সদাই পরের বশ।
যদি কোন ছলে তব কাছে এলে
লোকে করে অপযশ ॥
বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঞি সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে সদা দরশন
না পেলেম নবীন শ্যাম ॥
অবলার যত দুখ প্রাণনাথ।
সব থাকে মনে মনে।
চণ্ডীদাস কয় রসিক যে হয়
সেই সে বেদনা জানে ॥

(সুহই)

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
যে মোর ভরম ধরম করম
সকলি জান হে তুমি ॥

১। বিভিন্ন পাঠ—
(ক) "অবলা অখলে, না ঠেল চরণে, ত্রুটির নাহিক ওর
(খ) "না ঠেল না ঠেল ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর ॥"
(গ) "অবলার ত্রুটি, যদি হয় কোটি,
ক্ষমিতে উচিত তোর।"
২। "গলায় বসন, করি নিবেদন, শুন হে রসিক রায়
চণ্ডীদাস কহে, অনুগত জনে,
ছাড়িতে উচিত নয়।" (পাঠান্তর)

যে তোর করুণা না জানি আপনা
আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে সবে স্নেহ করে
বুঝিতে না পারি রীতি ॥
মায়ের যেমন বাপার তেমন
তেমতি বরজপুরে।
ার আদরে পরাণ বিদরে
সে সব গোচর তোরে ॥
সতী বা অসতী তোহে মোর মতি
তোমারি আনন্দে ভাসি।
তোহারি বচন সালঙ্কার মোর
ভূষণে ভূষণ বাসি ॥
চণ্ডীদাস বলে শুনহ সকলে
বিনয়-বচন সার।
বিনয় করিয়া বচন কহিলে
তুলনা নাহিক তার ॥

(সুহই)

শুন সুনাগর করি যোড় কর
এক নিবেদিয়ে বাণী।
এই কর যেনে ভাঙ্গে নাহি যেনে
নবীন পিরীতিখানি ॥
কুল শীল জাতি ছাড়ি নিজ পতি
কালি দিয়ে দুই কুলে।
এ নব যৌবন পরশ-রতন
সঁপেছি চরণতলে ॥
তিনহি আখর করিয়ে আদর
শিরেতে লয়েছি আমি।
অবলার আশ না কর নৈরাশ
সদাই পূরিবে তুমি ॥
তুমি রসরাজ রসের সমাজ
কি আর বলিব আমি।
চণ্ডীদাস কহে জনমে জনমে
বিমুখ না হৈও তুমি ॥

(ধানশী)

নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর।
তোমারে ভজিয়া মোর কলঙ্ক অপার ॥
পর্ব্বত সমান কুল শীল তেয়াগিয়া।
ঘরের বাহির হইলাম তোমার লাগিয়া ॥
নব রে নব রে নব নব-ঘনশ্যাম।
তোমার পিরীতিখানি অতি অনুপাম ॥
কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥
তুমি আমার প্রাণবঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে শুন ঘনশ্যাম।
কৃপা করি এ দাসীরে দেহ শ্রীচরণ ॥

(সুহই)

বঁধু, তুমি সে পরশ-মণি হে,
বঁধু তুমি সে পরশ-মণি।
ও অঙ্গ-পরশে এ অঙ্গ আমার
সোনার বরণখানি ॥
তুমি রস-শিরোমণি হে
বঁধু তুমি রস-শিরোমণি।
(মোরা) অবলা অখলা আহীরিণী বালা
তো সেবা নাহি জানি ॥
তোঁহার লাগিয়া ধাই বনে বনে
(আমি) সুবল-বেশ ধরি হে।
(এক) তিলে শত যুগ দরশনে মানি
ছেড়ে কি রইতে পারি হে ॥
অঙ্গের বরণ কস্তুরী চন্দন
আমি হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি।
ও দুটি চরণ পরাণে ধরিয়া
নয়ান মুদিয়া থাকি ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতি
তুঁহু সে পিরীতি জান হে।
বঁধু সে তোমার এক-কলেবর
দুঁহু সে এক প্রাণ হে ॥

(সুহই) .

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ-গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন-পূজন ॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায় ॥

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমার(১) বিদিত
ভাল-মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণখানি॥

(বিভাস)

শ্যাম কহে "শুন রাই বিনোদিনি
তুলিয়া বদনে(২) চাহ।
সরস বদনে হাসি নিরখিয়া
আমাকে বিদায় দেহ॥"
এ বোল শুনিতে বৃকভানুসুতে
পুলক স্বেদ অঙ্গ(৩)।
আর কি সুজন শুনিব বচন
করিব রসের রঙ্গ॥
গদগদ বোলে অতি প্রেমছলে
কহে বিনোদিনী রাধা।
"কি বলিব আমি তোমার চরণে
সকলি হইল বাধা॥
মুখে না নিঃসরে তোমারে বলিতে
কি বলিব আমি বাণী।
বলহ আমারে কি বোল বলিব
কহিতে নাহিক জানি॥
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
সদাই বেড়িয়া(৪) থাকি।
তাহে যেতে চাহ নিজ বশ নহ
শুনহ কমল-আঁখি॥"
তুরিতে(৫) গমন করিলা তখন
শ্যাম সুনাগর রায়।
ঐছন(৬) পিরীতি করি গতাগতি
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

১। তোমাতে—(পাঠান্তর)।
২। মুখ তুলিয়া দেখ।
৩। শ্যামের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বৃষভানু-নন্দিনী রাধার দেহ আনন্দে ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল। ঘর্মাক্ত হইয়া উঠা সাত্ত্বিক ভাবের একটি লক্ষণ।
৪। বেষ্টন করিয়া।
৫। সত্বর। ৬। ঐরূপ।

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

(সুহই)

রাই। তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি সদা বসি আলাপনে(১)
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা-সিনানে তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে॥
তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্বতলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরি চারিদিকে হেরি
যেমন চাতক পাখী॥
তব রূপ-গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥
চণ্ডীদাস কয় ঐছন পিরীতি
জগতে আর কি হয়।
এমত পিরীতি না দেখি কখন
কখন হবার নয়॥

(সুহই)

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব॥
শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার॥
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি হয় শতকোটি
সকলি করিবে ক্ষমা॥
না ঠেলিও বলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিতে তোমা-বঁধু বিনে
আর কেহ নাহি মোর॥

১। নিশি দিশি বসি গীত আলাপনে—(পাঠান্তর)।

তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি
তবে যে মরি আমি।
চণ্ডীদাস ভণে অনুগত জনে
দয়া না ছাড়িও তুমি॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

(সুহই)

আর এক বাণী শুন বিনোদিনি
দয়া না ছাড়িও মোরে।
ভজন-সাধন কিছুই না জানি
সদাই ভাবি হে তোরে॥
ভজন-সাধন করে যেই জন
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন তোমার চরণ
তুমি রসময়ী নিধি॥
ধাওত পিরীতি মদন বেয়াধি
তনু মন হলো ভোর।
সকল ছাড়িয়া তোমারে ভজিযা
এ দশা হইল মোর॥
নব সন্নিপাতি দারুণ বেয়াধি
পরাণে মরিনু আমি।
রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে
অমর করহ তুমি॥
যেবা কিছু আমি সব জান তুমি
তোমার আদেশ সার।
তোমারে ভজিয়া নায়ে কড়ি দিয়া
ডুবে কি হইব পার॥
বিপদ-পাথার না জানি সাঁতার
সম্পত্তি নাহিক মোর।
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
যে হয় উচিত তোর॥

শ্রীরাধিকার উক্তি

(ভূপালী)

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরানগরে ছিলে ত ভাল॥
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এ সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোরে॥
(এখন) কোকিল আসিয়া করুক গান
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয়-পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
দুঃখ দূরে গেল সুখ-বিলাসে॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

(সুহই)

জপিতে তোমার নাম বংশীধারী অনুপাম
তোমার বরণের পরি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গোরি আইনু গোকুলপুরী
বরজমণ্ডলে পরকাশ॥
ধনি, তোমার মহিমা জানে কে?
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত
গাহিয়া করিতে নারি শেষ॥
গঞ্জন বচন তোর শুনি সুখে নাহি ওর(১)
সুধা সম লাগয়ে মরমে।
তরল-কমল আঁখি তেরছ নয়নে দেখি
বিকানু জনমে জনমে॥
তোমা বিনু যেবা যত পিরীতি করিনু কত
সে পিরীতে না পূরিল আশ!
তোমার পিরীতি বিনু স্বতন্ত্র না হৈল তনু
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস॥

শ্রীরাধিকার উক্তি

(সুহই)

শ্যাম-সুন্দর শরণ অপার(২)
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন শ্যাম প্রাণধন
শ্যাম সে গলার হার॥
শ্যাম সে বেসর শ্যাম বেশ মোর
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন ভজন-পূজন
শ্যাম-দাসী হলো রাধা॥

১। শেষ। ২। আমার—(পাঠান্তর)।

শ্যাম ধন বল শ্যাম জাতি কুল
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
ভাগ্যে মিলাইল বিধি ॥
কোকিল ভ্রমর করে পঞ্চস্বর
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।
হিয়ার মাঝারে রাখিহ শ্যামেরে
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

(সুহই)

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী হইল সারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী নয়নতারা ॥
গৃহমাঝে রাধা কাননেতে রাধা
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা
রাধাময় হলো আঁখি ॥
স্নেহেতে রাধিকা প্রেমেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম
পেয়েছি অনেক আশে ॥
শ্যামের বচন- মাধুরী শুনিয়া
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা।
চণ্ডীদাস কহে দোঁহার পিরীতি
পরাণে পরাণে বাঁধা ॥

(সুহই)

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী-চরণ সার ॥
শয়নে স্বপনে গমনে কিশোরী
ভোজনে কিশোরী আগে।
করে করে বাঁশী ফিরে দিবানিশি
কিশোরীর অনুরাগে ॥
কিশোরী-চরণে পরাণ সঁপেছি
ভাবেতে হৃদয় ভরা।
দেখ হে কিশোরী অনুগত জনে
করো না চরণ-ছাড়া ॥

কিশোরী-দাস(১) আমি পীতবাস
ইহাতে সন্দেহ যায়।
কোটি যুগ যদি আমারে ভজয়ে
বিফল ভজন তায় ॥
কহিতে কহিতে রসিক নাগর
তিতিল নয়ন-জলে।
চণ্ডীদাস কহে নবীন কিশোরী
বঁধুরে নিল কোলে ॥

(কল্যাণী)

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী নয়নতারা।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী গলার হারা ॥
রাধে! ভিন্ন না ভাবিহ তুমি।
সব তেয়াগিয়া ও রাঙ্গা চরণে
শরণ লইনু আমি ॥
শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত করিয়ে মিনতি
সকলি করিবা ক্ষমা ॥
গলায় বসন আর নিবেদন
বলি যে তুঁহারি ঠাঁই।
চণ্ডীদাস ভণে ও রাঙ্গা চরণে
দয়া না ছাড়িও রাই ॥

(সিন্ধুড়া)

তোমার পিরীতি কি জানি কি রীতি(২)
অবলা কুলের বালা।
সুজন দেখিয়া পিরীতি করিনু
পরিণামে পাছে হয় জ্বালা(৩) ॥
অবলা জনার দোষ না ধরিবে
তিলেকেতে হয় দোষ।
তুমি কৃপা করি দয়া না ছাড়িবে
মোরে না করিবে রোষ ॥
তুমি সে পুরুষ সবল শকতি
সকলি সহিতে হয়।
কুলকামিনীর লেহা বাড়াইয়া
ছাড়িতে উচিত নয় ॥

১। কিশোরীর দাস—(পাঠান্তর)। ২। কি জানি ভকতি—(পাঠান্তর)। ৩। পরিণামে হল জ্বালা—(পাঠান্তর)।

তিলেক না দেখি ও চাঁদ-বদন
মরমে মরিয়া থাকি।
হয় নয় ইহা দেখ সুধাইয়া
চণ্ডীদাস আছে সাখী ॥

(সুহই)

আর এক বাণী কহে কমলিনী
শুন হে বিনোদ রায়।
আহীরী রমণী তাহে পরাধীনী
নিবেদি তোমার পায় ॥
রস-চূড়ামণি শ্যাম গুণমণি
সকলি জানহ তুমি।
গেহে গুরুজন বলে কুবচন
সহিতে না পারি আমি ॥
ব্যাধের ভবনে হরিণী যেমন
সদাই করয়ে বাস।
সদা অবিশ্বাস ক্ষণে বাড়ে ত্রাস
অস্ত্র ধরি রহে পাশ ॥
প্রসন্ন হইবে চরণে রাখিবে
আমি হে চরণ-দাসী।
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী-আদেশে
শুন শুন কালশশী ॥

(শ্রী)

রাধা কহে "শুন রসিক-নাগর
পিরীতি বিষম বাড়ি।
পিরীতি করিয়ে মরিয়ে ঝুরিয়ে
কেমনে পিরীতি ছাড়ি ॥
নিশি পোহাইল দিবস হইল
মন্দিরে চলিয়া যাও।
শাশুড়ী ননদী উঠিয়া বৈঠব
ত্বরিতে তাম্বুল খাও ॥
চূড়ার বন্ধন এলায়ে পড়েছে
বাঁধহ যতন করি।
শ্রীমুখমণ্ডল মলিন হয়েছে
আহা মরি মরি ॥"
হাসিয়া নাগর মুখে দিয়া কর
মুছিতে মুছিতে কানু।
অতি প্রিয় তথা পড়েছিল সে যে
লইল মোহন বেণু ॥
নিজ পীতবাস পরিতে পরিতে
চলিল নাগর রায়।
হাসিয়া নাগর চতুর-শেখর
রাধার পানেতে চায় ॥
চণ্ডীদাস কহে শ্যাম চলি গেল
আর দশা উপজিল।
শুন সুনাগর কি হবে রাধার
ইহার উপায় বল ॥

রাগাত্মিক পদ*

নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি তাহা শুন তুমি
শুনহ চৌষট্টি সনে (১)॥
বস্তুতে গৃহেতে করিয়া একত্রে
ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে সদাই যুজিতে
সহজের এই রীতি॥
দক্ষিণ দেশেতে না যাবে কদাচিতে
যাইলে প্রমাদ হবে (২)।
এই কথা মনে ভাব রাত্রি-দিনে
আনন্দে থাকিবে তবে॥

রতি পরকীয়া যাহারে কহিয়া
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি রজক-ঝিয়ারী
রামিণী নাম যাহার॥
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
শুনহ দ্বিজের সুত।
এ কথা লবে না না জানে যে জনা
সেই সে কলির ভূত॥

শুন রজকিনী রামি।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি॥
তুমি বেদবাগিনী হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা॥
রজকিনী-রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥
এক নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ
শুন রজকিনী রামি।
যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি॥
রজকিনী-রূপ কিশোরী-স্বরূপ
কাম-গন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥
তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তুমি বাগ্‌বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে গলার হারা।
তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্ব্বত
তুমি সে নয়ানের তারা॥
তোমা বিনা মোর সকল আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
যে দিনে না দেখি ও চাঁদ-বদন
মরমে মরিয়া থাকি॥

* রসিক ভক্তগণের সাধন-প্রণালীর নাম "রাগাত্মিক।" রসিক ভক্তেরা "রাগানুগ" ভক্ত।

১। চৌষট্টি তত্ত্ব।

২। বস্তু শব্দে পৃথিবী কহি একুন আকার।
আছে সে গুহ্যদেশে প্রকৃতি সবার॥
গৃহ শব্দে আলয় কহি পুরুষের অঙ্গ।
বস্তুতে গৃহেতে যুক্তি করি পঞ্চবাণ সঙ্গ॥
* * * *
* * * *
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে ক্ষোদিবে
ভীমরুল বরুল উঠিবে ধন নাহি পাবে॥
* * * *
* * * *
দক্ষিণে ক্ষোদিবে যদি শুন মহাশয়।
কৃষ্ণ-অনুরাগ হীন নরক নিশ্চয়॥
দক্ষিণের নায়ক যেই স্বসুখ সহিতে।
ভীমরুলাদি পুত্রকন্যা উঠিবে তাহাতে॥
তাহার সহিত যদি কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়।
বিবাহ করিতে মানা বাশুলী কহয়॥
বিবর্ত্তবিলাস—চতুর্থ বিলাস।

ও রূপমাধুরী পাসরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ।
তুমি সে তন্ত্র তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনা-রস॥
ভেবে দেখ মনে এ তিন ভুবনে
কে আছে আমার আর।
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
ধোপানী-চরণ সার॥

পুন আরবার আসি ত্বরাতর
বাশুলী জগতমাতা।
ধরিয়া রামিণী কহিছেন বাণী
শুনহ আমার কথা॥
যাহা কহি বাণী শুনহ রামিণী
এ কথা ভুবন-পার।
পরকীয়া রতি করহ আরতি
সেই সে ভজন-সার॥
চণ্ডীদাস নামে আছে এক জন
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে নিত্যধাম পাবে
আমার বচন ধর॥
নেত্রে (১) বেদ দিয়া (২) সদাই ভজিবা
আনন্দে থাকিবা তবে।
সমুদ্র (৩) ছাড়িয়া নরকে যাইবা
ভজন নাহিক হবে॥
আর তিন (৪) দিয়া বেদে (৫) মিশাইয়া
সতত তাহাই যজ।
নিত্য একমনে ভাব রাত্রি-দিনে
মম পদ সদা ভজ॥
ব্যভিচারী হৈলে প্রাপ্তি নাহি মিলে
নরকে যাইবে তবে।
রতি স্থির মনে ভাব রাত্রি-দিনে
সহজে পাইবে তবে॥
আর এক বাণী শুনহ রামিণী
এ কথা রাখিও মনে।
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
এ কথা পাছে কেহ শুনে॥

১। নেত্র—(তিন) পিরীতি।
২। "বেদ"—(চারি) রাধাকৃষ্ণ।
৩। সমুদ্র—(সাত)
৪। "তিন"—রমণ। } শ্রীকৃষ্ণ
৫। "বেদ"—(চারি বৃন্দাবন) }

কহিছে রজকিনী রামি শুন চণ্ডীদাস তুমি
নিশ্চয় মরম কহি জানে।
বাশুলী কহিছে যাহা সত্য করি মান তাহা
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥
আমি ত আশ্রয় হই বিষয় তোমারে কই
রমণকালেতে গুরু তুমি।
আমার স্বভাব মন তোমার রতি ধ্যান
তেঞি সে তোমায় গুরু করি মানি॥
সহজ মানুষ হব রসিক নগরে যাব
থাকিব প্রণয়-রস-ঘরে।
শ্রীরাধিকা হবে রাজা হইব তাহার প্রজা
ডুবিব রসের সরোবরে॥
সেই সরোবরে গিয়া মন-পদ্ম প্রকাশিয়া
হংসপ্রায় হইয়া রহিব।
শ্রীরাধা-মাধবসঙ্গে আনন্দ-কৌতুক-রঙ্গে
জনমে মরণে তুয়া পাব॥
শুনি চণ্ডীদাস প্রভু ভজন না হয় কভু
মনের বিকার ধর্ম্ম জানে।
সাধন শৃঙ্গার-রস ইহাতে হইবে দশ
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥

চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কল্পতরু॥
যে প্রেম-রতন কহিলে মোরে।
কি ধন-রতনে তুষিব তোরে॥
ধন জন দারা সঁপিনু তোরে।
দয়া না ছাড়িও কখন মোরে॥
ধরম করম কিছু না জানি।
কেবল তোমার চরণ মানি॥
এক নিবেদন তোমারে কব।
মরিয়া দোঁহাতে কিরূপ হব॥
বাশুলী কহিছে কি হব কি।
মরিয়া হইবে রজক-ঝি॥
পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে।
একদেহ হয়ে নিত্যেতে যাবে॥
চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।
বাশুলী চলিয়া নিত্যেতে গেলা।

চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা।
কহিলে আমার সাধন-কথা॥

সাতাশী উপরে তিনের স্থিতি(১)।
সে তিন রহয়ে কাহার গতি ॥
এ তিন দুয়ারে কি বীজ হয়।
কি বীজ সাধিয়া সাধক কয় ॥
রতির আকৃতি বলিয়ে যারে।
রসের প্রকার কহিব মোরে ॥
কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি।
কি বীজ ভজিলে রসের গতি ॥
সামান্য রতিতে বিশেষ সাধে।
সামান্য সাধিতে বিশেষ বাধে ॥
সামান্য বিশেষ একতা রতি।
এ কথা শুনিয়া সন্দেহ মতি ॥
সামান্য রতিতে কি বীজ হয়।
বিশেষ রতিতে কি বীজ কয় ॥
সামান্য রসকে কি রস ভজে(২)।
কি বীজ প্রকারে বিশেষ যজে(৩) ॥
তিনটি দুয়ারে থাকয়ে যে।
সেই তিন জন নিত্যের কে ॥
চণ্ডীদাস কহে কহবে মোরে।
বাশুলী কহিছে কহিব তোরে ॥
এ দেহে সে দেহে একই রূপ।
তবে সে জানিবে রসেরই কূপ ॥
এ বীজে সে বীজে একতা হবে।
তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে ॥
সে বীজ যজিয়ে এ বীজ ভজে।
সেই সে প্রেমের সাগরে মজে ॥
রতিতে রসেতে একতা করি।
সাধিবে সাধক বিচার করি ॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ ॥
বিশুদ্ধ রতিতে করণ কি।
সাধহ সতত রজক-ঝি ॥
সাতাশী উপরে তাহার ঘর।
তিনটি দুয়ার তাহার পর ॥
বীজে মিশাইয়া রামিণী যজ।
রসিকমণ্ডলে সতত ভজ ॥
বিশুদ্ধ রতিতে বিকার পাবে।
সাধিতে নারিলে নরকে যাবে ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে হয়।
চণ্ডীদাস কহে অন্যথা নয়* ॥

বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ।
কহিব তোমারে সাধন-বীজ ॥
প্রথম(১) দুয়ারে মদের গতি।
দ্বিতীয়(২) দুয়ারে আসক স্থিতি ॥
তৃতীয়(৩) দুয়ারে কন্দর্প রয়।
কন্দর্পরূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয় ॥
আসকরূপেতে শ্রীরাধা কই।
মদরূপ ধরি আমি সে হই ॥

১। সাতাশী—পঞ্চবাণ অর্থাৎ মদন, মাদন, শোষণ, উন্মাদন ও স্তম্ভন। পঞ্চপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম। পঞ্চভাব অর্থাৎ শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ।

দশ ইন্দ্রিয়।

দশ দিক্।

দশ দশা যথা—

চিন্তাত্র জাগরুদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥

নবধাঙ্গ ভক্তি ও আত্মভাব এই দশা।

যথা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, বন্দন, পদসেবন, দাস্য, সখ্য, নিবেদন এবং স্বীয় ভাব।

অষ্টদিক্ যথা—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, নৈর্ঋত, বায়ু, অগ্নি ও ঈশান।

অষ্টকাল। যথা—প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, অপরাহ্ণ, প্রদোষ, মধ্যরাত্রি, নিশান্তক। ছয় রিপু

সাতাশী উপর তিন—রতিসামর্থা, সাধারণী ও সামঞ্জসা।

গতি—অধিকার।

সামর্থা—শ্রীরাধিকা ও গোপীগণ।

সাধারণী—কুব্জা ও কুব্জিকাগণ।

সামঞ্জসা—রুক্মি প্রভৃতি।

২। যাজে—(পাঠান্তর)।

৩। মজে—(পাঠান্তর)।

* চণ্ডীদাসের এ জাতীয় অনেকগুলি পদ আমরা পদাবলী-সাহিত্যে দেখিতে পাই। অনেকে মনে করেন, চণ্ডীদাস এক জন সহজিয়া মার্গের সাধক ছিলেন এবং নিজের জীবনে এই সহজিয়া সাধন দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন। এ বিষয়ে বর্ত্তমান সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১। প্রথম দুয়ারে—সামর্থা।

২। দ্বিতীয় দুয়ারে—সাধারাণী।

৩। তৃতীয় দুয়ারে—সামঞ্জসা।

সাতাশী আখরে সাধিবে তিনে(১)।
একত্র করিয়া আপন মনে॥
রতির আকৃতি আসকে রয়।
রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥
তিনটি(২) আখরে রতিকে যজি।
পঞ্চম আখরে(৩) বাণকে(৪) ভজি
দ্বিতীয়(৫) আখরে সামান্য রতি।
তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি॥
চতুর্থ(৬) আখর সামান্য রস।
তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে সার।
এ রসসমুদ্র বেদান্তপার* ॥

স্বরূপে আরোপ যার রসিক নাগর তার
প্রাপ্তি হবে মদনমোহন।
গ্রাম্য দেব বাশুলীরে জিজ্ঞাস গে করযোড়ে
রামী কহে শৃঙ্গার-সাধন॥
চণ্ডীদাস করযোড়ে বাশুলীর পায় ধরে
মিনতি করিয়া পুছে বাণী।
শুন মাতা ধর্ম্মমতি বাউল(৭) হইনু অতি
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী॥
হাসিয়ে বাশুলী কয় শুন চণ্ডী মহাশয়
আমি থাকি রসিক নগরে।
সে গ্রামদেবতা আমি ইহা জানে রজকিনী
জিজ্ঞাস গে(৮) যতনে তাহারে॥
সে দেশের রজকিনী হয় রসের অধিকারী
রাধিকা-স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমি ত রমণের গুরু সেহ রসের কল্পতরু
তার সনে দাস অভিমান॥
চণ্ডীদাস কহে মাতা কহিলে সাধন-কথা
রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হৈল।
নিশ্চয় সাধন-গুরু সেই রসের কল্পতরু
তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল॥

এই সে রস নিগূঢ় ধন্য।
ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য॥
দুই রসিক হইলে জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে॥
নয়নে নয়নে রাখিবে পিরীতি!
রাগের উদয় এই সে রীতি॥
রাগের উদয় বসতি কোথা।
মদন মাদন শোষণ যথা॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥
শোষণ বাণেতে উপানে চাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই॥
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাসে কহে রসের রতি॥

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ॥
তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে॥
সর্পের মস্তকে যদি রহে পঞ্চ মণি।
কীটের স্বভাব-দোষে তাহে নহে ধনী॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে॥
সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের(১) বিন্দু।
কৈতব হইলে হয় গরলের সিন্ধু॥
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে।
চিত্রপটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে॥
নিশিযোগে শুক-সারী যেই কথা কয়।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলী-কৃপায়॥

শৃঙ্গার-রস বুঝিবে কে?
সব রস-সার শৃঙ্গার এ॥
শৃঙ্গার-রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা॥

১। তিন—পিরীতি।
২। তিনটি আখর—কন্দর্প। কেহ কেহ কায়, মন, বাক্য, এই অর্থ করিয়াছেন।
৩। পঞ্চম আখর—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য।
৪। বাণ—মদন।
৫। দ্বিতীয় আখর—রাগাত্মিক ও রাগানুগতা।
৬। চতুর্থ আখর—রস ও রতি।
* এই পদটি আমরা দীন চণ্ডীদাস পদাবলী কিংবা পদকল্পতরু গ্রন্থে দেখিতে পাই না।
৭। ব্যাকুল। ৮। গিয়া।

১। কপটের

কিশোরা কিশোরী দুইটি জন।
শৃঙ্গার রসের মুরতি হন॥
গুরু বস্তু এ যে বলিব কায়।
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায়॥
কিশোরা কিশোরী যাহাকে ভজে।
গুরু বস্তু সেই সদা যজে॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥

রসিক রসিক সবাই কহয়ে
কেহ ত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক(১) হয়॥
সখি হে, রসিক বলিব কারে।
বিবিধ মশলা রসেতে মিশায়
রসিক বলি যে তারে॥
রস পরিপাটি সুবর্ণের খটি(২)
সম্মুখে পুরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে পেট না ভরিবে
তাহাতে ডুবিয়া থাকে(৩)॥
সেই রস পান রজনী-দিবসে
অঞ্জলি পুরিয়া খায়।
খরচ করিলে দ্বিগুণ বাড়ায়ে
উছলিয়া বহি যায়(৪)॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতি
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক জনা রসিক না পাইলে
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ॥

রসিকা নাগরী রসের মরা।
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা॥
অবলা মুরতি রসের বাণ।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে।
দরশ বাড়ায়া পরশ মাগে(৫)
দরশে পরশে রস প্রকাশ।
চণ্ডীদাস কহে রসবিলাস॥

রসের কারণ রসিকা রসিক
কায়াটি ঘটনে রস।
রসিক কারণ রসিকা হোয়ত
যাহাতে প্রেমবিলাস॥
স্থলত পুরুষে কাম সূক্ষ্ম গতি
স্থলত প্রকৃতি রতি।
দুঁহুক ঘটনে যে রস হোয়ত
এবে তাহে নাহি গতি॥
দুঁহুক যোটন বিনহি কখন
না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে যো কছু হোয়ত
রতি প্রেম পরচারি॥
পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ
অধিক রস যে পিয়ে।
রতিসুখকালে অধিক সুখহি
তা নাকি পুরুষে পায়ে॥
দুঁহুক নয়নে নিকষয়ে বাণ
বাণ যে কামের হয়।
রতির যে বাণ নাহিক কখন
তবে কৈছে নিকষয়॥
কাম দাবানল রতি সে শীতল
সলিল প্রণয়পাত্র।
কুল কাঠ খড় প্রেম যে আধেয়
পচনে পিরীতি মাত্র॥
পচনে পচনে লোভ উপজিয়া
যবে ভেল দ্রবময়।
সেই বস্তু এবে বিলাসে উপজে
তাহারে রস যে কয়॥
বাশুলী-আদেশে চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ(১) সঙ্গে।
দুঁহু আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেমতরঙ্গে॥

প্রেমের আকৃতি দেখিয়া মুরতি
মন যদি তাতে ধায়।
তবে ত সে জন রসিক কেমন
বুঝিতে বিষম তায়॥

১। দুই একটি। ২। সুবর্ণের সমবায়।
৩। সব সময় কামনার তীব্রতাকে জাগাইয়া রাখে, বাসনা পূর্ণ নিবৃত্তি করিয়া ফেলে না।
৪। কখনই শূন্য হইয়া যায় না বরং ব্যবহারের দ্বারা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।
৫। দর্শনের দ্বারা সম্ভোগের বাসনা জন্মায়।

১। এই পদটিতে আমরা 'রূপনারায়ণ' এই নামের উল্লেখ দেখিতে পাই, অনেকে এই নামটি হইতে চণ্ডীদাস যে বিদ্যাপতির সমসাময়িক ছিলেন, এই মত প্রকাশ করেন; এবং চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার সময়ে রাজা রূপনারায়ণ উপস্থিত ছিলেন মনে করেন।

আপন মাধুরী দেখিতে না পাই
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি করয়ে ভাবনি
কি হৈল কি হৈল বলে॥
মানুষ অভাবে মন মরীচিয়া
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া করে ছটফট
জীবন্তে মরিয়া যায়॥
তাহার মরণ জানে কোন জন
কেমন মরণ সেই।
যে জনা জনয়ে সেই সে জীয়য়ে
মরণ বাঁটিয়া লই॥
বাঁটিলে মরণ জীয়ে দুই জন
লোকে তাহা নাহি জানে॥
প্রেমের আকৃতি করে ছটফটি
চণ্ডীদাস ইহা ভণে॥

প্রেমের যজন শুন সর্ব্বজন
অতি সে নিগূঢ় রস।
যখন সাধন করিবা তখন
এড়ায় টানিবা শ্বাস।
তাহা হইলে মন-বায়ু সে
আপনি হইবে বশ।
তা হইলে কখন না হইবে পতন
জগৎ ঘোষিবে যশ॥
বেদবিধি পার এমন আচার
যাজন করিবে যে।
ব্রজের নিত্য ধন পায় সেই জন
তাহার উপরে কে॥
সদানন্দ হৃদয়ে নয়নে দেখয়ে
যুগলকিশোর রূপ।
প্রেমের আচার নয়ন-গোচর
জানয়ে রসের কূপ॥
চণ্ডীদাস কয় নিত্য বিলাসময়
হৃদয় আনন্দ-ভোরা।
নয়নে নয়নে থাকে দুই জনে
যেন জীয়ন্তে মরা(১)॥

১। এই পদগুলিতে সহজিয়া সাধন-রীতির যে সমস্ত অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ পাঠকের নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিলেই চলে। এই বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে জানিতে হইলে 'মাসিক বসুমতী' পৌষ (১৩৫০)-এ প্রকাশিত যোগানন্দ ব্রহ্মচারীর 'সহজিয়া সাধন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শুন শুন দিদি প্রেম-সুধানিধি
কেমন তাহার জল।
কেমন তাহার গভীর গম্ভীর
উপরে শেহালা-দল॥
কেমন ডবারু(১) ডুবেছে তাহাতে
না জানি কি লাগি ডুবে।
ডুবিয়া রতন চিনিতে নারিলাম
পড়িয়া রহিলাম ভবে॥
আমি মনে করি আছে কত ভারি
না জানি কি ধন আছে।
নন্দের নন্দন কিশোরা কিশোরী
চমকি চমকি হাসে॥
সখীগণ মেলি দেয় করতালি
স্বরূপে মিশায়ে রয়।
স্বরূপ জানিয়ে রূপে মিশাইয়ে
ভাবিয়ে দেখিলে হয়॥
ভাবের ভাবনা আশ্রয় যে জনা
ডুবিয়ে রহিল সে।
আপনি তরিয়ে জগত তরায়
তাহাকে তরাবে কে॥
চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্দা।
শ্রীরূপ করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা॥

আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পিরীতি করিব তায়।
পিরীতি-রতন করিব যতন
যদি সমানে সমানে হয়॥
সখি হে, পিরীতি বিষম বড়।
যদি পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে
তবে সে পিরীতি দড়॥
ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধুলোভে করে প্রীত।
মধু পান করি উড়িয়ে পলায়
এমতি তাহার রীত॥
বিধুর সহিত কুমুদ পিরীত
বসতি অনেক দূরে।
সুজনে কুজনে পিরীতি হইলে
এমতি পরাণ ঝুরে॥

১। ডুবুরী।

সুজনে কুজনে পিরীতি হইলে
সদাই দুখের ঘর।
আপন সুখেতে যে করে পিরীতি
তাহারে বাসিব পর ॥
মরমে মরমে জীবনে মরণে
জীয়ন্তে মরিল যারা(১)।
নিতুই নতুন পিরীতি-রতন
যতনে রাখিল তারা ॥
আপন পিরীতি সুজন বাঁধিতে
সুজনে পিরীতি আশ।
ও যেন মো বিনে মজল অমনি
এমতি দোঁহার ভাষ ॥
সুজনে সুজনে অনন্ত পিরীতি
শুনিতে বাড়ে যে আশ।
তাহার চরণে নিছনি লৈয়া
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

শুন গো সজনি আমার বাত।
পিরীতি করিব সুজন সাথ ॥
সুজন পিরীতি পাষাণ-রেখ।
পরিণামে কভু না হবে টোট ॥
ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার।
দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার ॥
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি-রীতি।
বুঝিয়া সজনি করহ প্রীতি ॥

নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে।
সহজ পিরীতি বলিব তারে ॥
সহজে রসিক করয়ে প্রীত।
রাগের ভজন এমত রীত ॥
এখানে সেখানে এক হইলে।(২)
সহজ পিরীতি না ছাড়ে মৈলে ॥
সহজ বুঝিয়ে যে হয় রত।
তাহার মহিমা কহিব কত ॥
চণ্ডীদাস কহে সহজ রীত।
বুঝিয়া নাগরী করহ প্রীত ॥

পিরীতি করিয়ে ভাঙ্গয়ে যে।
সাধন-অঙ্গ না পায় সে ॥

১। ইন্দ্রিয়গণ জীবদ্দশায়ই মৃতবৎ রহিল।
২। সকল রকমের বিভেদ দূরীভূত হইলে

প্রেমের পিরীতি মাধুরীময়।
নন্দের নন্দন কতেক কয় ॥
রাগ সাধনের এমতি রীত।
সে পথি জনার তেমনি চিত ॥
সকল ছাড়িল যাহার তরে।
তাহারে ছাড়িতে সাধ যে করে ॥
আদি চণ্ডীদাসে চারি সে বুঝান।
দাউ(১) উঠাইলে যেমন মান ॥

প্রেমের পিরীতি কিসে উপজিল
প্রেমাধারে নিব কারে।
কেবা কোথা হইল কেবা সে দেখিল
এ কথা কহিব কারে ॥
পাতের ফুলে ফুলের কিরণ
তাহার মাঝারে যেই(২)।
তাহারে অনেক যতনে নিঙ্গাড়ে
চতুর রসিক সেই ॥
প্রেমের চাতুরী চতুর হইয়া
তিনের কাছেতে থাকে।
চারিটি আখর হরিতে পুরিলে(৩)
তাহে যেবা বাকী থাকে ॥
তাহার বাকিতে প্রেমের আখর
পিরীতি আখর জড়।
সকল আখর এক করি দেখ
প্রেমের কথাটি দড় ॥
ছয়টি আখর মূল করি দেখ
তাহার ঘুচাই দুই।
চণ্ডীদাস কহে এ কথা বুঝয়
রসিক হইবে যেই ॥

পিরীতি উপরে পিরীতি বৈসয়ে
তাহার উপর ভাব।
ভাবের উপরে ভাবের(৪)বসতি
তাহার উপরে লাভ (৫) ॥
প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান
পুলক উপরে ধারা(৬)।
ধারার উপরে রসের বসতি
এ সুখ বুঝয়ে কারা ॥

১। দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠার মত সহসা মান হইল। ২। মধু। ৩। হরণ পূরণ করিলে।
৪। "ভাব"—মধুর (মাধুর্য্য)। ৫। "লাভ"—প্রেম
৬। "ধারা"—কারুণ্যামৃত, লাবণ্যামৃত।

ফুলের উপরে ফুলের বসতি
তাহার উপরে গন্ধ।
গন্ধ উপরে এ তিন আখর
এ বড় বুঝিতে ধন্ধ॥
কুলের উপরে কুলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
ঢেউর উপরে ঢেউর বসতি
ইহা জানে কেউ কেউ॥
দুয়ের উপরে দুয়ের বসতি
কেহ কিছু ইহা জানে।
তাহার উপরে পিরীতি বৈসয়ে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

——

সতের সঙ্গে পিরীতি করিলে
সতের বরণ হয়।
অসতের বাতাস অঙ্গেতে লাগিলে
সৎ... পলায়ে যায়॥
সোনার ভিতরে তামার বসতি
যেমন বরণ দেখি।
রাগের ঘরেতে বৈদিক থাকিলে
রসিক নাহিক দেখি॥
রসিকের প্রাণ যেমতি করয়ে
এমতি কহিব কারে।
টলিয়া না টলে এমতি বুঝায়া
মরম কহিব কারে॥
এমতি করণ যাহার দেখিব
তাহার নিকটে বসি।
চণ্ডীদাস কয় জনমে জনমে
হয়ে রব তার দাসী॥

——

সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলিয়ে কায়।
কেমন বরণ কিসের গঠন
বিবরিয়া কহ তায়॥
শুনি নন্দসুত কহিতে লাগিল
শুন বৃকভানু-ঝি।
সহজ পিরীতি কোথা তার স্থিতি
আমি না জেনেছি শুনেছি॥
আনন্দের আলস ক্ষীরোদ সায়র
প্রেমবিন্দু উপজিল।
গন্ধ পদ্ম হয়ে কামের সহিতে
বেগেতে ধাইয়া গেল॥

বিজুরী জিনিয়া বরণ যাহার
কুটিল স্বভাব যার।
যাহার হৃদয়ে করয়ে উদয়
সে অঙ্গ করয়ে ভার॥
এমতি আচার ভজন যে করে
শুনহ রসিক ভাই।
চণ্ডীদাস কহে ইহার উপরে
আর দেখি কিছু নাই*॥

——

সহজ(১) সহজ সবাই কহয়ে
সহজে জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে॥
চান্দের(২) কাছে অবলা(৩) আছে
সেই সে পিরীতি সার।
বিষে অমৃতেতে মিলন একত্রে
কে বুঝিবে মরম তার॥
বাহিরে তাহার একটি দুয়ার
ভিতরে তিনটি আছে।
চতুর হইয়া দুইকে ছাড়িয়া
থাকিবে একের কাছে॥
যেন আম্রফল অতি সে রসাল
বাহিরে কুশী ছাল কষা।
ইহার আস্বাদন বুঝে যেই জন
করহ তাহার আশা॥
অভাগিয়া কাকে স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চুত-মুকুলে॥
নবীন মদন আছে এক জন
গোকুলে তাহার থানা।
কামবীজ সহ ব্রজবধূগণ
করে তার উপাসনা॥
সহজ কথাটি মনে করি রাখ
শুন গো রজক-ঝি।
বাশুলী আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি॥

* এই পদের ভাষা অতি আধুনিক বলিয়া মনে হয়।

১। প্রণয়।
২। চান্দ—কৃষ্ণচন্দ্র।
৩। অবলা—গোপীগণ।

রূপ করুণাতে পারিবে মিলিতে
ঘুচিবে মনের ধান্দা।
কহে চণ্ডীদাস পূরিবেক আশ
তবে ত খাইবে সুধা॥

সই সহজ মানুষ নিত্যের দেশে।
মনের ভিতরে কেমনে আইসে॥
ব্যাসের আচার করিবে যেই।
বিরজা উপরে যাইবে সেই॥
রাগতত্ত্ব লইয়া যে জন ভজে।
সেই সে তাহার সন্ধান খুঁজে॥
সহজ ভজন বিষম হয়।
অনুগত বিনা কেহ না পায়॥
চণ্ডীদাস বলে এ সার কথা।
বুঝিলে যাইবে মনের ব্যথা।

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি যে জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে॥
পিরীতি পিরীতি তিনটি আখর
জানিবে ভজন সার।
রাগমার্গে যেই ভজন করয়ে
প্রাপ্তি হইবে তার॥
মৃত্তিকার উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে পিরীতি বসতি
তাহা কি জানয়ে কেউ॥
রসের পিরীতি রসিক জানয়ে
রস উদ্গারিল কে।
সকল ত্যজিয়া যুগল হইয়া
গোলোকে রহিল সে॥
পুত্র পরিজন সংসার আপন
সকল ত্যজিয়া লেখ।
পিরীতি করিলে তাহারে পাইবে
মনেতে ভাবিয়া দেখ॥
পিরীতি পিরীতি তিনটি আখর
পিরীতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে নিগূঢ় হইলে
হইবে একই মত॥

পরকীয়া ধন সকল প্রধান
যতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে
পদ্ধতি সাধক হই॥
পদ্ধতি হইয়া রস আস্বাদিয়া
নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়।
তাহার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

সাধন শরণ এ বড় কঠিন
বড়ই বিষম দায়।
নব-সাধু সঙ্গ যদি হয় ভঙ্গ
জীবের জনম তায়॥
অনর্থ নিবৃত্তি সভে দূর গতি
ভজন ক্রিয়াতে রতি।
প্রেম গাঢ় রতি হল দিবা-রাতি
হয় যে তাহাতে প্রীতি॥
আসক উকত (১) সবে দূরগত
সদ্গুরু আশ্রয়ে হবে।
রতি আস্বাদন করহ যতন
সখার সঙ্গিনী হবে॥
দেহ রতিক্ষয় কুপত রতি হয়
সাধক সাধন পাকে।
চণ্ডীদাস কয় বিনা দুঃখে নয়
কিশোরী চরণ দেখে॥

কাতরা অধিকা দেখিয়া রাধিকা
বিশাখা কহিল তায়।
চিতে এত ধনি ব্যাকুল হইলে
ধরম সরম যায়॥
ধনি, কহব তোমার ঠাঞি।
পরকীয়া রস করিতে হে বশ
অধিক চাতুরী চাঞি॥
যাইবি দক্ষিণে থাকিবি পশ্চিমে
বলিবি পূরবমুখে।
গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি
থাকিবি মনের সুখে॥
গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে ত রসিকরাজ॥

১। ভক্তিমদিরার আবির্ভাব।

যে জন চতুর সুমেরু-শিখর
সুতায় গাঁথিতে পারে।
মাকসার জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে
এ রস মিলয়ে তারে॥
পিরীতি যা সনে আদর সে ধনে
সতত না লবি ঘর।
অন্তরে পরাণ বাঁটিয়া(১) দেওবি
বাহিরে বাচিবি পর॥
বেদ-বেদান্তর না করবি বিচার
না লৈবি বেদে বিরস।
হইবি সতী না হইবি অসতী
না হইবি কাহার বশ॥
হইবি কুলটা কুল ত্যজিবি
ভাবিতে ভাবিতে দেহা।
হেরি পরপতি হেমকান্তি গতি
স্বপতি ভাবিবি লেহা॥
কলঙ্ক-সাগরে সিনান করিবি
এলাইয়া মাথার কেশ।
নীরে না ভিজিবি জল না ছুঁইবি
সম দুখ সুখ ক্লেশ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
বাশুলীচরণে পড়ি।
হইবি গিন্নী ব্যঞ্জন বাঁটিবি
না ছুঁইবি হাঁড়ি*॥

মরম কহিতে ধরম না রয়
নাহি বেদবিধি রস।
সতী যে হইবে আগুনি খাইবে(২)
না হবে অন্যের বশ॥
যে জন যুবতী কুলবতী সতী
সুশীল সুমতি যার।
হৃদয়-মাঝারে নায়ক লুকায়ে
ভবনদী হয় পার॥
কুলটা হইবে কুল না ছাড়িবে
কলঙ্কে ভাসিবে নিতি।
পাইয়া কাম রতি হবে অন্যপতি
তাহাতে বলাব সতী॥

১। বণ্টন করিয়া।

* এই পদটিতে সহজ-তত্ত্বের মূলনীতিগুলিকে উপমার সাহায্যে কবি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

২। সহমৃতা হইবে।

স্নান না করিব জল না ছুঁইব
আলাইয়া মাথার কেশ।
সমুদ্রে পশিব নীরে না তিতিব
নাহি সুখ দুখ ক্লেশ॥
রজনী-দিবসে হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্রে থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী পরের দেহা॥
অন্যের পরশে সিনান করিব
তবে সে রীতি সাজে।
কহে চণ্ডীদাস এ বড় উল্লাস
থাকিব যুবতী-মাঝে॥

হইলে সুজাতি পুরুষেরি রীতি
যে জাতি নায়িকা হয়।
আশ্রয় লইলে সিদ্ধ রতি মিলে
কখন বিফল নয়॥
তেমতি নায়িকা হইলে রসিকা
হীন জাতি পুরুষেরে।
স্বভাব লওয়ায় স্বজাতি ধরায়
যেমত কাচপোকা ধরে॥
সহজ করণ রতি নিরূপণ
যে জন পরীক্ষা জানে।
সেই ত রসিক হয় ব্যবসিক(১)
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।
নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন॥
পূর্ব্বরাগ হইতে সীমা সমৃদ্ধি মান আদি।
রসের ভঙ্গিত ক্রমে যতেক অবধি॥
পতি উপপতি ভাবে দ্বাদশ যে রস।
পুন যে দ্বিগুণ হইয়া করয়ে প্রকাশ॥
কন্যার বিবাহ আর অন্যের উপপতি।
ভাবভেদে এই হয় চব্বিশ রস-রীতি॥
পুন চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই।
অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠ তাই॥
এই সব নামভেদে নায়কের ভেদ।
পুন হয় তাহার লক্ষণ-বিভেদ॥
এই সব গুণ কৃষ্ণচন্দ্রে একা বর্ত্তে।
চণ্ডীদাস কহে রস-ভেদ এক পাত্রে॥

১। রসের মর্ম্মজ্ঞ।

প্রবর্ত্ত দেহের সাধনা করিলে
কোন্ বরণ হব।
কোন্ কর্ম্ম যাজন করিলে
কোন্ বৃন্দাবনে যাব ॥
কোন্ বৃন্দাবনে নব নাম হয়*
সকল আনন্দময়।
কোন্ বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে
মিলিত হইয়া রয় ॥
কোন্ বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে
তরুলতা চারিপাশে।
কোন্ বৃন্দাবনে কিশোর-কিশোরী
শ্রীরূপমঞ্জরী সাথে ॥
কোন্ বৃন্দাবনে রস উপজয়ে
সুধার জনম তায়।
কোন্ বৃন্দাবনে বিকসিত পদ্ম
ভ্রমরা পশিছে তায় ॥
গোপতের পথ না হয় বেকত
রসিক জনার সনে।
উপাসনা-ভেদ যাহার হয়েছে
সেই সে মরম জানে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস না জানিয়ে তত্ত্ব
কেমনে হইবে পার।
উত্তম কুলেতে লভিয়ে জনম
নীচ সহ ব্যবহার ॥

—

নায়িকা সাধন শুনহ লক্ষণ
যেরূপে সাধিতে হয়।
শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার
দেহ যে করিতে হয় ॥
সে কালে রমণ অতি নিত্য করণ
তাহাতে যে সাধন হবে।
মেঘের বরণ রতির গঠন
তখন দেখিতে পাবে ॥
সে রতি-সাধন করেন যে জন
সেই সে রসিক সার।
ভ্রমর হইয়া সন্ধান পুরিয়া
মরম বুঝয়ে তার ॥
তাহার উপর জলদ-বরণ
রতির বরণ হয়।
সাধিতে সে রতি কাহার শকতি
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

সজনি শুন গো মানুষের কাজ।
এ তিন ভুবনে সে সব বচনে
কহিতে বাসিবেক লাজ ॥
কমল-উপরে জলের বসতি
তাহাতে বসিল তারা।
তাহাদের তাহাদের রসিক মানুষ
পরাণে হানিছে হারা ॥
সুমেরু-উপরে ভ্রমর পশিল
পদ্মর ধরিল ফুল।
তাহাদের তাহাদের রসিক মানুষ
হারায়াছে জাতি-কুল ॥
হরিণ দেখিয়া বেয়াধ পলায়
কমলে গেল সে ভৃঙ্গ।
যমের ভিতরে আলসের বসতি
রাহুতে গিলিছে চন্দ্র ॥
সুমেরু-উপরে ভ্রমর পশিল
এ কথা বুঝিবে কে ?
চণ্ডীদাস কহে রসিক হইলে
বুঝিতে পরিবে সে ॥

সে কেমন যুবতী কুলবতী সতী
সুন্দর সুমতি সার।
হিয়ার মাঝারে নায়কে লুকাইয়া
ভবনদী হয় পার ॥
ব্যভিচারী নারী না হবে কাণ্ডারী
নায়কে বাচিয়া লবে।
তার আবছায়া পরশ করিলে
পুরুষ-ধরম যাবে ॥
সে কেমন পুরুষ পরশ-রতন
সেবা কোন্ গুণে হয়।
সাতের বাড়ীতে (১) পাষাণ পাড়িলে
পরশ পাষাণময় ॥
সাতের বাড়ীতে ক্ষীরোদ-নদী
নারায়ণ শুভ যোগ।
সেই যোগেতে স্থাপন করিলে
হয় রজনী মনহ যোগ ॥
রমণ ও রমণী তারা দুই জন
কাঁচা পাকা দুটি থাকে।
এক রজ্জু খসিয়া পড়িলে
রসিক মিলয়ে তাকে ॥

* নব বৃন্দাবন—(পাঠান্তর)।

১। প্রাণের মধ্যে।

মনের আগুন উঠিছে দ্বিগুণ
তোলা-পাড়া হবে সার।
চণ্ডীদাস কহে ধন্য সে নারী
তলাটে নাহিক আর॥

নারীর সৃজন অতি সে কঠিন
কেবা সে জানিবে তায়।
জানিতে অবধি নারিলেক বিধি
বিষামৃতে (১) একত্র রয়॥
যেমত দীপিকা উজরে অধিকা
ভিতরে অনলশিখা।
পতঙ্গ দেখিয়া পড়য়ে ঘুরিয়া
পুড়িয়া মরয়ে পাখা॥
জগৎ ঘুরিয়া তেমতি পড়িয়া
কামানলে পুড়ি মরে।
রসজ্ঞ যে জন সে করয়ে পান
বিষ ছাড়ি অমৃতেরে॥
হংস চক্রবাক ছাড়িয়া উদক
মৃণাল দুগ্ধ সদা খায়।
তেমতি নহিলে কোথা প্রেম মিলে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

এ তিন ভুবনে ঈশ্বর গতি।
ঈশ্বর ছাড়িতে পরে শকতি॥
ঈশ্বর ছাড়িলে দেহ না রয়।
মানুষ ভজন কেমনে হয়॥
সাক্ষাৎ নহিলে কিছুই নয়।
মনেতে ভাবিলে স্বরূপ হয়॥
কহয়ে চণ্ডীদাস বুঝয়ে কে।
ইহার অধিক পুছয়ে যে॥

রাগের ভজন শুনিয়া বিষম
বেদের আচার ছাড়ে।
রাগানুগামত লোভ বাড়ে চিতে
সে সব গ্রহণ করে॥
ছাড়িতে বিষম তাহার কারণ
আচার বিষম না পারে।
অতি অসম্ভব অলৌকিক সব
লৌকিকে কেমনে করে॥

১। কাম ও প্রেম

করিয়া গ্রহণ রূপের জনম
সে কেন সাধন করে।
বুঝিতে না পারে আনাগোনা করে
ফাঁপরে পড়িয়া মরে॥
তার এ কূল ও কূল দুকূল গেল
পাথারে পড়িল সে।
চণ্ডীদাস কয় সে দেব নয়
তাহারে তরাবে কে॥

এ রূপমাধুরী যাহার মনে।
তাহার মরম সে সেই জানে॥
তিনটি দুয়ারে যাহার আশ।
আনন্দ-নগরে তাহার বাস॥
প্রেম-সরোবরে দুইটি ধারা (১)।
আস্বাদন করে রসিক যারা॥
দুই ধারা যখন একত্রে থাকে।
তখন রসিক-যুগল দেখে॥
প্রেমে ভোর হয়ে করয়ে আন।
নিরবধি রসিক করয়ে পান॥
কহে চণ্ডীদাস ইহাই সাক্ষী।
এ রূপ-সাগরে ডুবিয়া থাকি॥

স্বরূপ বিহনে রূপের জনম
কখন নাহিক হয়।
অনুগত বিহনে কার্য্যসিদ্ধি
কেমনে সাধকে কয়॥
কেবা অনুগত কাহার সহিত
জানিব কেমনে শুনে।
মনে অনুগত মঞ্জরী সহিত
ভাবিয়া দেখহ মনে॥
দুই চারি করি আটটা আঁখর (২)
তিনের (৩) জনম তায়।
এগার আঁখরে (৪) মূল বস্তু (৫) জানিলে
একটি আঁখর (৬) হয়॥

১। স্বকীয়া ও পরকীয়া।
২। আটটা আঁখর—অষ্ট সখী। ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—এই অষ্টসখী।
৩। তিন—পিরীত।
৪। এগার আঁখর—দশ ইন্দ্রিয় ও মন।
৫। মূল বস্তু—সেবা।
৬। একটি আঁখর—ক (কৃষ্ণ)।

চণ্ডীদাস কহে শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই॥

প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।
নামাইতে বস্তু সাধক বিষম সঙ্কটে॥
নামান আনন্দ মন কহিয়ে(১) নির্দ্ধারি।
পৌষ মাঘ মাসের শিশির কুম্ভে ভরি॥
সেই পূর্ণ কুম্ভ যৈছে সবে পাতে ঢালি।
সর্ব্বাঙ্গে মস্তকে পাদ করয়ে শীতলি॥
তৈছে সাধকের সেই সন্ধানের কার্য্য।
তারুণ্যামৃতধারা তরে নাম কৈল ধার্য্য॥
লাবণ্যামৃতধারা কহি সিদ্ধে সঙ্কেতে।
কারুণ্যামৃত স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে॥
সংক্ষেপে কহিল তিন স্নানের বিধান।
সম্যক্ কহিতে নারি বিদরে পরাণ॥
অটল পরেতে এই পদ গুরু মর্ম্ম।
চণ্ডীদাস লেখে ব্যক্ত আপনার ধর্ম্ম॥

রতির করণ রবির কিরণ
যেমত জলেতে লাগে।
অন্তরে অন্তরে শুষ্ক করে তারে
আকর্ষয়ে উর্দ্ধভাগে॥
পুরুষ প্রকৃতি দোঁহে এক রীতি
সে রতি সাধিতে হয়।
পুরুষেরি যুতে নায়িকার রীতে
যে মতে সংযোগ পায়॥
পুরুষ-সিংহেতে পদ্মিনী নারীতে
সে সাধন উপজয়।
স্বজাতি-অনুগা সোনাতে সোহাগা
পাইলে গলিয়া যায়॥
সে জাতি যুবতী সাধিতে সে রতি
কুজাতি পুরুষে ধরে।
কণ্টকে যেমত পুষ্প হয় ক্ষত
হৃদয় ফাটিয়া মরে॥
পুরুষ তেমত নারী হীনজাতি
রতির আশ্রয় লয়।
ভূতে ধরে তারে মরে ঘুরে ফিরে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥
আমার পরাণ- পুতলি লইয়া
নাগর করয়ে পূজা।
নাগর পরাণ- পুতলি আমার
হৃদয়-মাঝারে রাজা॥
আনের পরাণ আনে করে চুরি
তিন আনে নাহি জানে।
আগম নিগম দুর্গম সুগম
শ্রবণ নয়ন মনে॥
এই সাত নদী অনন্ত অবধি
এ সাত যে দেশে নাই।
সে দেশে তাহার বসতি নগর
এ দেশে কি মতে পাই॥
এ সব করণ করে যেই জন
সে জন মাথার মণি।
মরিলে সে জন জিয়াতে পারে
অমৃত-রস আনি॥
হ্রীং সে অক্ষর তাহার উপর
নাচে এক বাজীকর
এক কুমুদিনী দুন্দুভি বাজায়
বাঁশী জিনি তার স্বর॥
দুন্দুভি বাঁশীটি যখন বাজিবে
তা শুনে মরিবে যে।
রসিক ভকত ভুবনে বেকত
সখীর সঙ্গিনী সে॥
এ সব ব্যবহার দেখিব যাহার
তাহার চরণ সার।
মন-সূতা দিয়া তাহার চরণ
গাঁথিয়া পরিব হার॥
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
কাঁচা পাকা দুই ফল।
যে ফল লইবে সে ফল পাইবে
তেমনি তাহা বিরল॥

সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন॥
পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ।
ষড়্‌রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ॥
দশ ইন্দ্র ক্ষত তারা হয়ত পৃথক্।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় বিবিধ নামাত্মক॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বা কর্ণ নাসা ত্বক্ চক্ষু।
কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বপু॥
মহাভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান।
এই ত হয় চব্বিশ তত্ত্ব নিরূপণ॥

১। করিয়ে—(পাঠান্তর)।

কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি ॥
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রেক দল।
তার তলে মণিপুর পরমশিবের স্থল ॥
নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি ॥
হৃৎ-পদ্ম নির্ম্মিত আছে শতদলে।
কুলকুণ্ডলিনী দশদল হয় নাভিমূলে ॥
নাভির নিম্নভাগে প্রেম-সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর ॥
তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি।
স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটী ॥
লিঙ্গমূলে ষড়্‌দলাম্বুজ নিয়োজিত।
গুহ্যমূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত ॥
এই অষ্ট পদ্ম দেহমধ্যেতে আছয়।
মতান্তরে হৃৎপদ্ম দ্বাদশদল কয় ॥
সহস্রদল অষ্টদল দেহমধ্যে নয়।
এই দুই পদ্ম নিত্য বস্তুর আধার হয় ॥
ষট্‌চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।
শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড ॥
দণ্ড দুই পার্শ্বে ইড়া পিঙ্গলা রহে।
মধ্যে স্থিত সুষুম্ণা সদা প্রবল বহে ॥
মূলচক্র হয় হংস যোগের আধার।
অষ্টদল চক্রে লীলার সঞ্চার ॥
দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর।
আর পঞ্চ চক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার ॥
প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান।
কণ্ঠাম্বুজাবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান ॥
কণ্ঠপরে উদান হৃদিতে বহে প্রাণ।
নাভির ভিতরে সমান করে সমাধান ॥
চতুর্দ্দলে অপান সর্ব্বভূতেতে ব্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান ॥
অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।
অনুলোম ঊর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক ॥
প্রবর্ত্ত সাধক হৃদ্ নাভিপদ্মের আশ্রয়।
সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয় ॥
রতি স্থির প্রেম-সরোবর অষ্টদলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাসে বলে ॥

মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়।
মস্তক-উপরে সহস্রদল পদ্ম কয় ॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদল কণ্ঠে ষোলদল।
হৃদিমধ্যে দ্বাদশ নাভিমূলে দশদল ॥
লিঙ্গমূলে ষড়্‌দল চতুর্দ্দশ গুহ্যমূলে।
বস্তুভেদ আছে তার চণ্ডীদাস বলে ॥
সাধন-তত্ত্বে তার যোগ নাহি হয়।
বৈধিযোগ এই তত্ত্বে হয় ত নিশ্চয় ॥

চৌদ্দ ভুবন তিন(১)।
সপ্ত আঁখর তাহার চিন ॥
দুইটি আঁখরে সদা পিরীতি।
তিনটি পরশে উপজে রতি ॥
নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর(২)।
দুইটি আঁখর পাঁচের পর ॥
কনক-আসন আছয়ে তাতে।
মনসিজ রাজা বৈসয়ে যাতে ॥
কর্পূর চন্দন শীতল জলে।
যেমন আনন্দ লেপনকালে ॥

১। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিপাদিত অর্থ এইরূপ, যথা:—

চৌদ্দ ভুবন—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল।
ভুবন তিন—ব্রজ, গোলোক ও দ্বারকা।
সপ্ত আঁখর—রাধা, রমণ, কুঞ্জ।
দুইটি আঁখর—রাধা।
তিনটি আঁখর—রমণ।

২। নির্জ্জন কাননে ইত্যাদি—রাধারমণ, পরে কুঞ্জ। অষ্টম আঁখর—"স্থ" অর্থাৎ রাধারমণ কুঞ্জস্থ।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিপাদিত অর্থ এই :—

চৌদ্দ ভুবন—চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট দেহ। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, চারি অন্তরেন্দ্রিয়।

ভুবন তিন—ভাব, কান্তি ও বিলাস। ইহা সপ্তাক্ষর-বিশিষ্ট। কবির রীতি অনুসারে এ স্থলে অক্ষরগণনা হইয়াছে, তৎপ্রমাণ পিরীতি—আঁখর তিন।

"দুইটি আঁখরে ভাব" ইহাতে সর্ব্বদা প্রীতি বিরাজ করে।

"তিনটী পরশে"—বিলাস। ইহাই রতির কারণ।

"নির্জ্জন কাননে" ইত্যাদি—হৃদয়রূপ নির্জ্জন কাননস্থিত পঞ্চভূত আত্মার পর বা কান্তি ও বিলাসের পর দুইটি আঁখর ভাব।

"কনক আসন" ইত্যাদি—ষট্‌চক্রমতে হৃদয়স্থিত রত্নবেদিকায় অভিন্ন মদন শ্রীকৃষ্ণ রাধা সহ বিরাজ করেন।

তাপিত জনে সে আনন্দ পায়।
শীত-ভীত জন ভয়ে পলায়॥
পঞ্চরস(১) আদি একত্রে মিলি।
যে যার স্বভাব আনন্দে কেলি॥
অষ্ট আঁখর(২) একত্র যবে।
কনক-আসন জানিবে তবে॥
পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥

(পঠমঞ্জরী)

ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্র দল পদ্মে রূপের আশ্রয়।
ইষ্টে অধিষ্ঠাতা তার স্বরূপ লক্ষণ হয়॥
সেই ইষ্ট যাহার হয় গাঢ় অনুরাগ।
সেই ধন লোক ধর্ম্মাদি সব করে ত্যাগ॥
কায়-মনোবাক্যে করে গুরুর সাধন।
সেই ত করণে উপজয়ে প্রেম-ধন॥
তাতে যদি কোন বাধা মনে উপজিবে।
চণ্ডীদাস বলে সে নরকে ডুবিবে॥

ধরণী উপরে ধরিবে চারি।
তবে সে চিনিবে সুগন্ধ বারি॥
রাঙ্গ রূপা চিনিবে গায়।
কুটিল চিনিবে কোন উপায়॥
আগেতে কহে মধুর বাণী।
পরের হৃদয় পাতিয়া আনি॥
আপন আশা পরকে দেহ।
চণ্ডীদাস কহে কুটিল সেহ॥

হাত দিয়া দেখ বড়াই মোর কলেবর।
ধান দিলে খই হয় বিরহ-অনল যার॥
জিভা খণ্ড খণ্ড হইল রাধা রাধা বলি।
তাহার বিচ্ছেদে মোর বুক হইল কালি॥
আমি মৈলে মরিব বড়াই তার নাহি দায়
রাধা বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥
মরিলে পোড়াইও বড়াই যমুনার তীরে।
সে ঘাটে আসিবে রাধা জল লইবারে॥
মরিবার বেলে বড়াই সোঁওরাও রাধা।
জনমে জনমে যেন মিলায় বিধাতা॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে রাখহ জীবন।
দরশন দিয়া রাধে রাখহ জীবন॥

মানুষ মানুষ ত্রিবিধ মানুষ
মানুষ বাছিয়া লহ।
সহজ মানুষ অযোনি মানুষ
মানুষ সংস্কার দেহ॥
সংস্কার যেই ব্রহ্মাণ্ডেতে সেই
সামান্য তাহার নাম।
মরণে জীবনে করে গতাগতি
ক্ষীরোদ সায়রে ধাম॥
গোলোক-উপরে অযোনি মানুষ
নিত্যস্থানে সদা রয়।
তাহার প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পতি
লীলা কায়া যেবা হয়॥
তাহার উপরে নিত্য বৃন্দাবন
সহজ মানুষ জানে।
আনন্দে ঘটান রহে দুই জন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥

সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলিব কায়।
না জানি মরম করে আচরণ
এ বড় বিষম দায়॥
না জানি ধরম না জানি মরম
আচরিতে করে আশ।
ত্রিনবের গান শুনিয়ে যেমন
কাকে করে অভিলাষ॥

১। পঞ্চরস—শান্ত, দাস্য, বৎসল্য, সখ্য, মাধুর্য্য।

২। অষ্ট আঁখর ইত্যাদি—ভাব কান্তি বিলাসের পর 'জ্ঞ' বুঝাইতেছে এবং তদীয় অধিষ্ঠান বশতঃ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে এবং তদীয় অধিষ্ঠান বশতই হৃদয় কনক-আসনরূপে ব্যক্ত হয়।

পঞ্চরস ইত্যাদি প্রাগুক্ত পঞ্চরসমধ্যে চণ্ডীদাসের মতে মাধুর্য্য ও শৃঙ্গাররস প্রধান। তৎপ্রমাণে "সব রসসার শৃঙ্গার এ" ইত্যাদি পদ।

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত পাকুলিপুরগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত জীউলাল মজুমদারের প্রতিপাদিত অর্থের কতকাংশ এই—

চৌদ্দভুবন—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক, এই সপ্ত স্বর্গ। অতল, বিতল, সুতল, তল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল, এই সপ্তপাতাল।

ভুবন তিন—গোলোক, বৈকুণ্ঠ, শ্রীবৃন্দাবন।

মনসিজ রাজা—অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণ।

সুধাকর দেখি খদ্যোত যেমন
সম তেজ হ'তে চায়।
শত শত কোটি করয়ে উদয়
তবু তার যোগ্য নয়॥
পারিজাত পুষ্প দেবের দুর্লভ
কপিতে করয়ে আশ।
শিব-নৃত্য দেখি ভূতগণ নাচে
দেবের সমাজে হাস॥
এমন যে জন নিত্য সহজ ঘটায়
আচরিতে করে আশ।
বাশুলি-আদেশে ভণে চণ্ডীদাসে
নরকে হইবে বাস॥

ভাবের অন্তরে ভাবের উদয়
তাহার উপরে ভাব।
ফুলের মধু চাঁপার পাপড়ি
গন্ধেতে দিল লাভ॥

বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহ ত নয়।
তরতম করি বিচার করিলে
কোটিকে গুটিক হয়॥
কোন্ রসে কোন্ রসের উদয়
কোন সুখে কোন্ সুখ।
তাহার মাধুরী পশিয়া না পিয়ে
এ বড় মনের দুখ॥
সবার উপরে কি বা সে ঝামরু(১)
তাহার উপরে কে।
ওরূপ দেখিয়ে মরম করয়ে
রসিক কহায় সে॥
মৃত্তিকা উপরে আর এক মেওয়া
তাহার উপরে সুধা।
সুধার উপরে যে মিষ্টতা আছে
বসি ধনী পিয়ে জুদা(২)।

আক্ষেপ

(শ্রী)

সই, রহিতে নারিনু ঘরে।
নিরবধি বলে কানু-কলঙ্কিনী
এ কথা কহিব কারে॥
ঘরে গুরুজনে যত আছে মনে
কালার কলঙ্ক সারা।
বিরলে বসিয়া সেখানে বসিয়া
নয়নে গলয়ে ধারা॥
কি করিব বল ইহার উপায়
শুন গো মরম-সখি।
এ পাপ পরাণ সদাই চঞ্চল
ঘরে স্থির নাহি থাকি॥
বিষ ভেল গৃহ ভোজন না রুচে
ঘুম নাহিক হয়।
শ্যাম-পরসঙ্গ বিনে নাহি ভায়
শ্রবণ তা পানে রয়॥
গৃহকাজে চিত না রয় বেকত
কালার ভাবনা গাঢ়া।
চণ্ডীদাসে বলে কালার পিরীতি
সকলি হইবে ছাড়া॥

(ধানশী)

সই, কি আর জীবনে সাধ।
একুল ওকুল দুকুল ভরিয়া
বাড়াইলা পরমাদ॥
শাশুড়ী ননদী গঞ্জে দিবারাতি
তাহা বা সহিব কত।
পাড়ার পড়শী ইঙ্গিত আকারে
কুবচন বলে যত॥

১। ঝামার মত পাকা। ২। জুদা—পৃথক ভাবে।

অবলা-পরাণে এত কি না সয়
শুন গো পরাণ-সই।
মনের বেদনা যতেক যাতনা
আপন বলিয়া কই॥
এ ঘর করণ কুলের ধরম
ভরম সরম গেল।
কলঙ্কিনী বলি জগৎ ভরিল
নিশ্চয় মরণ ভেল॥
চণ্ডীদাস বলে শুন শুন রাধা
সে শ্যাম তোমার বটে।
কি করিতে পারে গুরু দুরুজনা
কানু যে রয়েছে বাটে(১)॥

(শ্রী)

পিরীতি-মূরতি কভু না হেরিব
এ দুটি নয়ান-কোণে।
পিরীতি বলিয়া নাম শুনাইতে
মুদিয়া রহিব কাণে॥
সখি, আর কি বলিব তোরে।
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এত দুখ দিল মোরে॥
পিরীতি আরতি কভু না করিব
শয়নে স্বপনে মনে।
পিরীতি নগরের বসতি ত্যজিয়া
রহিব গহন বনে॥
পিরীতি-পবন পরশ লাগিয়া
তেজিব নিকুঞ্জবাস।
পিরীতি বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
ভাল জানে চণ্ডীদাস॥

(ধানশী)

সই, মরিব গরল খেয়ে।
কানুর পিরীতি বিষম বেয়াধি
আমারে বেরল গিয়ে(২)॥
কত না সহিব অবলা পরাণে
কুবচনে ভাঙ্গা দেহ।
মনের বেদনা বুঝে কোন্ জনা
আর কি বুঝিবে কেহ॥

১। কানু যখন বাটে অর্থাৎ পথে রহিয়াছে, তখন দুরুজনা (দুর্জ্জন) গুরুজন কি করিতে পারে? তাৎপর্য্য—কানাই তোমার সহায় হইলে কেহই কিছু করিতে পারিবে না।

২। বেরল—বেড়িল, বেড়িয়া ধরিল।

হেন মনে করি বিষ খেয়ে মরি
দূরে যাউ যত দুখ।
অখলা রমণী কুলের কামিনী
সবার হউক সুখ॥
কত না সহিব সেই কুবচন
সহিতে হইনু কালি।
হেন মনে করি এ ঘর করণে
দিব সে আনল জ্বালি॥
চণ্ডীদাসে বলে এমন পিরীতি
বিষম প্রেমের লেহা।
পিরীতি আরতি যার উপজিল
তার কি আছয়ে দেহা॥

(ধানশী)

সই, কি কাজ এ ছার ঘরে।
শ্যামনাম নিতে না পারি গৃহেতে
তবে তারা হেদে মরে॥
কেবল রাধার পরিবাদ সার
সে সব কুলের মণি।
লোক-চরাচরে মনু মনু মনু
কি ছার পড়শী গণি॥
আমি সে লয়েছি শ্যাম-হেমমালা
হৃদয়ে পরিয়াছি।
কহে যত জন শত কুবচন
সে বহি লইয়াছি॥
চণ্ডীদাস কহে শ্যাম সুনাগর
ভজহ কিশোরী গোরী।
লোক-পরিবাদ মিছা যত হয়
গোকুলে গোপের নারী॥

(ধানশী)

সই, আর কিছু কৈও না গো।
সকল বজর পাড়িয়া পড়ল
গোকুলে নন্দের পো॥
কে জানে পাইব এত অপবাদ
স্বপনে নাহিক জানি।
তবে কি তা সনে বাড়ানু মরমে
অথবা কুলের বনী॥
শয়নে স্বপনে আন নাহি মনে
দেখিয়া কালিয়া কানু।
বিরহ বেয়াধি কত না সহিব
কবে সে তেজিব তনু॥

শুনহ সজনি হেন মনে করি
গরল ভখিয়া মরি।
তবে ঘুচে তাপ বিষম সন্তাপ
গোপতে গুমরি মরি॥
কহে চণ্ডীদাস হিত আশ্বাস
পিরীতি এমতি রীতি।
কেন এত তুমি করিছ বিষাদ
ক্ষণেক ধৈরয চিত॥

(ধানশী)

সই, কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি সরল হইনু
সে পুনি আপন দোষ॥
বাতাস বুঝিয়া ফেলাইনু পা
বাড়াই বুঝিয়া থেহ(১)।
মানুষ বুঝিয়া কথা যে কহিয়ে
রসিক বুঝিয়া লেহ॥
মরম বুঝিয়ে ধরিয়ে ডাল
ছায় সে বুঝিয়ে মাথা।
গাহক বুঝিয়া(২) গুণ প্রকাশিয়া
ব্যথিত বুঝিয়া ব্যথা॥
অবিচারে সই করিল পিরীতি
কেন কৈল হেন কাজ।
চণ্ডীদাস কহে ধী রহ সুন্দরী(৩)
কহিলে পাইবে লাজ॥

(শ্রী)

পিরীতি অনল ছুঁইলে মরণ
শুনহ কুলের বধূ।
আমার বচন না শুন এখন
জানিবে কেমন মধু॥
সই, ও বোল(৪) না বল মোকে।
পিরীতি আনলে পুড়িয়া মরিবে
জনম যাইবে দুখে॥
সদা ছট্‌ফট্ মুরলী বিকট
লটপটি তার বেশ।
আর বিস খাইলে তখনি মরিয়ে
বিষে ত জীবন শেষ॥

১। থেহ—স্থৈর্য্য।
২। গাহক—গ্রাহক, খরিদ্দার।
৩। --হে সুন্দরি, তুমি ধী রহ অর্থাৎ ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। ৪। বোল—কথা।

নয়ানের কোণে চাহে যাহা পানে
সে ছাড়ে জীবন-আশ।
পরশ-পাথরে ঠেলিয়া রহিলে
কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥

(শ্রী)

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি ফল পানু।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
মনের আগুনে মনু॥
গোকুল নগরে কেবা কি না করে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
হায় কলঙ্কিনী রাধা॥
এ ঘর করণ বিধি নিদারুণ
পিরীতি পরের বশে।
হেন করে মন হউক মরণ
আর যত অপযশে॥
বাহির বেড়াতে লোকচরচাতে
বিষম হইল ঘরে(১)।
পিরীতি বলিয়া যতেক বৈরী
আপন বলিব কারে॥
রাধা মেনে কেহ(২) নাম নাহি লবে
এখানে অমনি মলে।
চণ্ডীদাস বলে সবারে পাইবে
বঁধু আপনার হ'লে॥

(ধানশী)

কাহারে কহিব মনের মরম
কে বা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদনা
সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক্ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥

১। লোকচরচাতে—লোকের চর্চ্চায়, আলোচনায় ঘরে থাকা দায় হইল।
২। মেনে—কথার মাত্রা, কোন অর্থ নাই।

সখীর সহিতে জলেতে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয়॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিনু
কহিলাম সবার আগে (১)।
কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সুনাগর
সদাই হিয়ায় জাগে॥

(শ্রী)

কুলের ধরম ভরম সরম
সকলি হৈল ছাড়া।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিনু
এবে সে হইল গাঢ়া॥
কে জানে এমন পরিণামে হবে
এমন পাইব দুখ।
তবে কি পিরীতি করিনু আরতি
এ হেন প্রেমের সুখ॥
এই দেখি ধারা প্রেম হইল হারা
বাঁচিতে সংশয় ভেল।
আছিল আমার সোনার বরণ
কাল হৈয়া গেল॥
চণ্ডীদাস বলে শ্যামের পিরীতি
যে ধনী করিয়াছে।
পিরীতি অ'দর সে জন করিয়া
কেবা কোথা ভাল আছে॥

(শ্রী)

কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি॥
খাইতে না রুচে অন্ন শুইতে না লয় মন।
বিষ মিশাইলে যেন এ ঘর করণ॥
পাসরিতে চাহ যদি পাসরা না যায়।
তুষের অনল যেন জ্বলিছে হিয়ায়॥
হাসিতে শ্যামের সনে পিরীতি করিয়া।
নাহি যায় দিবা-নিশি মরমে ঝুরিয়া॥
পিরীতি এমন জ্বালা জানিব কেমনে।
তবে কেন বাড়াই লেহা (১) কালিয়ার সনে॥
পিরীতি-গরলে মোর হেন গতি ভেল।
আছিল সোনার দেহ হৈয়া গেল কাল॥
তিলেক বিচ্ছেদ পাপ পরাণে না সহে।
এমন পিরীতি দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে॥

অভিসারিকা

(শ্রী)

এইমত সব গোপের রমণী
চলিল নাগরী রামা।
রাই-পাশে গিয়া চলিল ধাইয়া
সঙ্কেতে বনহি ধামা॥
চল চল ধ্বনি রাই প্রেমমণি
চল চল যাব বনে।
রসের আবেশে কহে নবরামা
কহিছে ধনীর স্থানে॥
ইথে ধ্বনি আসি রাধার শ্রবণে
পশিল যতনে তাই।
তরল কথন রমণী অন্তর
কহেন সুন্দরী রাই॥
পুন শুন শুন ডাকে ঘন ঘন
মধুর মুরলী-তান।
শুনিতে চমকে মুরলী ধমকে
চিতে নাহি কিছু আন॥
রাধার আরতি সে নহে পিরীতি
তথাই আছয়ে মন।
বৃন্দাবন যেতে রসের আবেশে
কহিছে সকল জন॥
সুখময়ী রাধা বেশ বনাইল
বন্ধন করিল জাল।
নানা ফুলদাম বেড়ি অনুপাম
দিয়া মুকুতার মাল (২)॥

১। আগে—কাছে, নিকটে।

১। স্নেহ।
২। মাল—মালা।

দুসারি মাণিক তার পাশে পাশে
প্রবাল গাঁথিয়া মাল।
কনক-চম্পক কবরী বেড়ল
ভ্রমরা গুঞ্জরে ভাল॥
সাঁথায় সিন্দুর তার মাঝে মাঝে
দিয়েছে চন্দন-ফোঁটা।
যেন শশধর চৌদিকে বেড়ল
কি তার কহিব ঘটা॥
নাসার বেশর অতি মনোহর
হাসিতে মুকুতা খসে।
কনক কাঁচুলি তার পরিপাটী
মুকুতা গাথুনী পাশে॥
ঘাঘর কিঙ্কিণী বাজে রিণি ঝিনি
পিঠেতে দুলিছে ঝাঁপা।
তাহার মাঝারে গাঁথি থরে থরে
সুবাস কনক-চাঁপা॥
নীল উড়নি ভুবন-মোহিনী
সোনার নূপুর পায়।
চলিতে চরণে পঞ্চম (১) বাজয়ে
হংস-গমনে যায়॥
চণ্ডীদাস বলে বিনোদিনী রাধা
রূপে করিয়াছে আলো।
দেখিতে নয়ন পিছলিয়া পড়ে (২)
দেখিতে যাইবে চলো॥

(কামোদ)

আর এক গোপী যাইতে বাহিরে
দেখিল তাহার পতি।
তাহারে রুষিয়া কহিছে গঞ্জিয়া
নিশিতে যাইবে কতি॥
একে ঘোর রাতি তাহাতে স্ত্রীজাতি
ভয় নাহিক মনে।
নাহি লাজ-ভয় কুলের কলঙ্ক
কি করি যাইবি বনে॥
অনেক গঞ্জিয়া তাহারে ধরিয়া
লইয়া থুল ঘরে (৩)।
(অসম্পূর্ণ)

(শ্রী)

হেদে হে বঁধুয়া আসি গো আমি।
পথে আন ছলে দেখা হ'ল ভালে
কি আর বলিবে তুমি॥
ভাল না হইবে কাজ।
চন্দ্রাবলী-স্থানে যদি কেহ কহে
শুনিলে পাইবে লাজ॥
সে যে করিবে দারুণ মান।
একুল ওকুল দুকুল যাইবে
পাথারে (১) ভাসিবে শ্যাম॥
ইতে (২) তোমার ভাল না হইবে।
চণ্ডীদাস ভণে রাই যদি শুনে
কুঞ্জে উঠিতে না দিবে॥

(জয়শ্রী)

রাই সুনাগরী প্রেমের আগরি (৩)
সঙ্কেত পড়ল মনে।
বড়াইয়ে ডাকি কহে চন্দ্রমুখী
যাইব মথুরা পানে॥
আনি গোপীগণ যূথের মিলন
চল চল যাব বিকে॥
দধির পশরা সাজাহ তোমরা
বিলম্ব না কর মোকে॥
সব গোপীগণ চলিলা ভবন
সাজায়ে পশরা লই।
ঘৃত ছানা দুধ ঘোল বিবিধ
ভাণ্ডে সাজাইছে দই॥
সোনার গাগরী সাজায়ে দু'সারি
ওড়নি বিচিত্র নেত।
করে অতিশোভা যেন শশী আভা
বরণ কালিয়া সে ত॥
নানা আভরণ পরে গোপীগণ
পশরা লইয়া মাথে।
চণ্ডীদাস বলে সব যোগী মিলে
সব গোপী মিলে রাধে॥

১। পঞ্চম—'গুজরীপঞ্চম' পায়ের অলঙ্কারবিশেষ।
২। পিছড়িয়া পড়ে—ঠিকরাইয়া পড়ে, আগ্রহে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ৩। ঘরে—(পাঠান্তর)।

১। সাগরে।
২। ইথে—(পাঠান্তর)।
৩। প্রধান।

দানলীলা

(সিন্ধুড়া)

শ্রীদাম সুদাম আর বলরাম
সুবল চলিয়া গেল।
ইঙ্গিত জানিয়া সুবল বুঝিল
পাতিতে দানের ছল॥
কুমুদ-কাননে চলিলা সঘনে
ধেনুগণ নিয়োজিয়া।
মথুরার পথে চলে যদুনাথে
রাজপথখানি বয়া (১)॥
ভুঙ্গারি কদম্ব তরুবর মাঝে
বসিলা রসিক-রায়।
মধুর মুরলী পূরিলা তখনি
আন ছলে কিছু গায়॥
নটবর বেশ নাগর-শেখর
দান-ছলে আছে বসি।
ক্ষণেক ক্ষণেক রহি পথ চেয়ে
পূরত মোহন বাঁশী॥
চণ্ডীদাস কহে ত্বরিত গমন
কর রসময়ি রাধে।
তোমার কারণ বসি বিনোদিয়া
গোঠ-রস করি বাধে॥

(বড়ারি)

বিদগধ প্রেম রূপ নিরখিতে
প্রেম-রসময়ী রাই।
কানুর মরমে রাধার নয়নে
স'পিয়া পশিলা দুই॥
ইঙ্গিত কটাক্ষে তরল চাহনি
দোঁহে দোঁহা দোঁহে রীতি।
সঙ্কেত বেকত আন নাহি জানে
গোঠেতে চলিলা চিত॥
সঙ্কেত ইঙ্গিতে কহিয়া চলিল
রসিক নাগর কান।
মথুরার পথে বিকি অনুসারে (২)
সাধিতে চলিলা দান॥

দোঁহে ঠারাঠারি আঁখি ফিরি ফিরি
গোঠেতে গমন কেলি।
হই হই বলি চলে বনমালী
ধেনু লয়ে গেলা চলি॥
সব ব্রজবালা করি নানা খেলা
গোঠমাঝে চলি যায়।
কানু আন ছলে মথুরার পথে
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

রাধার বেশে শোভা বনাইছে
চিকুর আঁচরি চুল।
তাহে সুগন্ধি অগুরু চন্দন
বেড়িয়ে মল্লিকা ফুল॥
বেণীর সুছাঁদ দৃঢ় করি বাঁধে
কি কব তাহার কথা।
অতি শোভা দেখি কালজাদ সাখী
দেখিতে হিয়াতে ব্যথা॥
চাঁদ ঝলমল শ্রীমুখমণ্ডল
ভালে সে সিন্দুর-ফোঁটা।
তার মাঝে মাঝে চন্দনের বিন্দু
আঙ্গুলে বিধুর ঘটা॥
নয়নে অঞ্জন শোভে বিলক্ষণ
অধর রাতুল দেখি।
গলে গজমতি লম্বি আছে তথি
কাঁচুলি তাহাতে সাখী॥
নিতম্ব-মণ্ডল ঘাঘর কিঙ্কিণী
চলিতে বাজয়ে ভাল।
নানা আভরণ বিবিধ ভূষণ
মোহিত সকলি ভেল॥
সোনার বরণ তাহে আরোপিত
পীতের বসন ভালি।
সোনার নূপুর চলিতে মধুর
বাজয়ে পঞ্চম তালি॥
রাধা মাঝে করি চলে ব্রজনারী
পশরা লইয়া মাথে।
চণ্ডীদাস বলে রাই বিনোদিনী
চলিলা মথুরা-পথে॥

১। বয়া—বাহিয়া।
২। জিনিষ বিক্রয় করার ছলে

(সিন্ধুড়া)

প্রেম ঢল ঢল নয়ন-কমল
প্রেমময়ী ধনী রাই।
শ্যামচাঁদ-মালা (১) জপিতে জপিতে
আনন্দে চলিয়া যাই ॥
রাই বলে শুন রসিয়া বড়াই
কত দূর মধুপুর।
নয়ান ভরিয়া তাকে দেখি গিয়া
তবে মনোরথ পূর ॥
হাসিয়া বড়াই কহিছে দড়াই
ও-পারে দানের কাজ।
তোমার কারণে বসি আন ছলে
আছয়ে রসিকরাজ ॥
ক্ষণে বলে রাধা ক্ষণে করে বাধা
তা সনে কিসের কাজ।
কেবা জানে তারে দানী বসিয়াছে
এই রাজপথ মাঝ ॥
আমরা কংসের যোগানী হইয়ে
তারে বা কিসের ডর।
চণ্ডীদাস বলে গিয়ে মিল রাধে
সে হরি রসিকবর ॥

(বড়ারি)

শুন গো বড়াই হেথা।
কহ কহ শুনি সে জন কেমন
তার পরসঙ্গ-কথা ॥
কোন্ নাম তার সে কোন্ দেবতা
সে কেনে ঘাটেতে বসি।
বড়াই কহিছে এখনি জানিবে
সঙ্গে আছে তার বাঁশী ॥
বাঁশীর নিশান জানিয়া তখন
হাসি বিনোদিনী রাধা।
শ্রীরাধা। তা সনে কিসের পরিচয় মোর
কি আর করহ বাধা ॥
বড়াই। সে জন চাতুরী তাহার মাধুরী
তার নাম কালা কানু।
যা চাহে তা দেই ইথে আন নাই
অতি সে রসের তনু ॥

১। শ্যাম নাম মালা—(পাঠান্তর)

রাধা বলে শুন বড়াই বেদেনি
চলিতে না চলে পা।
বড়াই বলিছে রাই পানে চেয়ে
তোমার রসের গা ॥
বুড়ীরে কি বল যে বল সে বল
বুড়ীর নাহিক লাজ।
যুবতী জনারে পরশিতে তনু
চলই দানের মাঝ ॥
চণ্ডীদাস বলে গিয়া দান-ছলে
ভেটহ নাগর রায়।
শ্যাম সুনাগর রসের সাগর
কদম্বতরুর ছায় ॥

(বড়ারি)

রাই বলে শুন হেদে গো বেদেনি(১)
ঘাটের জানহ পথ।
বড়াইরে রাধা কহে এক কথা
বড় দেখি অনুরথ(২) ॥
আর কত দূর আছে মধুপুর
কহ না বেদেনী বুড়ী।
সহজে আগল(৩) পথ নাহি চলে
চলিয়া যাইতে নারি ॥
কানু পরসঙ্গ অলপ ইঙ্গিতে
সুধাই যতন করি।
কহিতে কহিতে হইল মোহিত
কহ কহ ওলো বুড়ী ॥
কহিছে বড়াই আপনি ডরাই
মাঝেতে যমুনা এ।
ও-পার হইলে যা চাহ তা পাবে
এ-পারে নাহিক সে ॥
হাসি কহে রাধা বলে আধা আধা
এ-পারে কে আছে বল।
বড়াই বলিছে কহিলে কি হয়
আগেতে দেখাই চল ॥
হরষ-বদনী রাই বিনোদিনী
পুনঃ সে সুধায় তায়।
সে জন কেমন কিবা তার নাম
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

১। বেদেনি—দরদী।
২। অনুরথ—বিপদ।
৩। আগল—অসমর্থ।

(তুড়ি)

শ্যাম-পরসঙ্গ বড়াই সহিতে
কহিয়ে চলিয়া যায়।
সব গোপীগণ হাসিতে হাসিতে
গমন করিছে তায়॥
কোন সখী বলে নিকটে মথুরা
নিকটে(১) চাহিয়া দেখ।
মেঘের বরণ দেখিয়া সঘন
ক্ষণেক এ-পারে থাক॥
বড় অদভুত দেখি যে বেকত
মেঘ নামে আচম্বিতে।
কি হেতু ইহার বুঝিতে না পারি
ভাবনা হইল চিতে॥
তাহাতে বড়াই কহিছে ওথায়
ও নহে দেবের মেহা(২)।
গোকুল নন্দের নন্দন রয়েছে
তাহার বরণ দেহা॥
বড়াই-বচন শুনি গোপীগণ
হরষ-বদনে চায়।
চণ্ডীদাস বলে বিনোদিনী রাধে
আনন্দে ভাসল তায়॥

(শ্রীসুহ)

রাধা বলে মোরা জাগাত বলিয়া(৩)
কতবার মোরা আসি।
দান সাধে ঘাটে ঘটিয়া(৪) লইয়া
কদম্বতলাতে বসি॥
গোকুলে বসতি ইথে কি আরতি
কংসের যোগানী মোরা।
রাজার হুজুরে আরজি করিয়া
ইহারে করিব ভোরা(৫)॥

এই সব বটী দূর-পথ হৈতে
বুড়ীরে কহিছে যত।
দেখি তার পাশে দানী কি বা করে
কহিব তাহার মত॥
অরাজ হইত কংস রাজপাটে
অবিচার যদি করে।
তবে যাব মোরা রাজার গোচরে
চণ্ডীদাস বলে তারে(১)॥

(শ্রী)

কোন সখী বলে শুন রসময়ি
আজি যে বিষম বড়ি।
মাঝ রাজপথে আচম্বিতে দেহে
কেমনে যাইব এড়ি॥
এত দিন মোরা করি আনাগোনা
জাগাত নাহিক শুনি।
কে বা সে বা জন জাগাত বলিয়া
আমরা নাহিক জানি॥
বড়াই কহিছে তব দেখাইছে
এ বড় বিষম দানী।
এ দধি-দুধের নহে যে কাঙ্গাল
ঐছন যাদুয়া মণি॥
ঘরে ঘরে আছে দুধের বাথার(২)
নন্দ ঘোষ যার পিতা।
তার কি লালসা তার কিবা আশা
যশোমতী যার মাতা॥
চণ্ডীদাস বলে শুন কহি রাধা
এ বড় বিষম দানী।
হাসিল হইতে রাজকর ভিতে
ঘাটে রহে যাদুমণি॥

(কানাড়া)

বড়াই।— শুন রসময়ি রাধা।
চল সব গোপী বিলম্ব না কর
কেন বা করিছ বাধা॥

১। উপরে—(পাঠান্তর)।

২। শ্রীমতী যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া পরপারে দৃষ্টি করিতেই তাঁহার মনে হইল, যেন ওপারে গাঢ় মেঘের উদয় হইয়াছে। তাহা দেখিয়া তিনি শঙ্কিতা হইলেন। সে কথা ব্যক্ত করাতে বড়াই বলিতেছে, উহা মেঘ নহে। তবে উহা কি? না, উহা নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ। নবঘনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের এই উপমা অতি সার্থক হইয়াছে।

৩। জাগাত—যাহারা কর আদায় করে। জাগাত না জানি—(পাঠান্তর)। ৪। ঘটিয়া—ঘটী, পাত্র।

৫। ভোরা—জব্দ, দণ্ড।

১। যদি এ রাজ্য অরাজক হইত, তাহা হইলে ভাবনার কথা ছিল। কিন্তু তাহা ত নহে। সিংহাসনে রাজা কংস উপবিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ যদি অবিচার করে, তবে মোরা রাজা কংসের নিকট যাইয়া অভিযোগ করিব।

২। বাথার—আড়ত।

দেখ আগে হৈয়া(১) পশরা লইয়া
দানী আগে কিবা চায়।
তবে সে সকল জানিব কহিতে
হেন আছে অভিপ্রায় ॥
বড়াই-বচনে যত গোপীগণে
চলিলা কদম্বতলে।
রহ রহ বলি শুন গোয়ালিনী
দানী যে ডাকিয়া বলে ॥
শ্রীকৃষ্ণ। বহু দিন রাধে পলাইছ সাধে
আজু সে পাইয়াছি লাগি(২)।
যত অনুতাপ তাপিত আছয়ে
উঠিছে দারুণ আগি ॥
চণ্ডীদাস বলে বিপাকে পড়িলে
ঠেকিলে দানীর হাতে।
একে আছে তাই সঙ্গেতে বড়াই
অপযশ তার মাথে ॥

(তুড়ি)

রাধা বলে শুন বিনোদ বড়াই
বড়ই বিষম শুনি।
এ পথে জাগাত ঘাটে ঘটিয়াল
কখন নাহিক শুনি ॥
যে হয় সে হয় কারে নাহি ভয়
কহিব কংসেরে গিয়া।
তোমার যোগানী তার হেন গতি
রাখিবে ধরিয়া লয়া ॥
বড়াই বলিছে শুন বিনোদিয়া
তরুণী আগুলি পথে।
এ কোন্ বিচার নহে ব্যবহার
বড় হব অনুরথে ॥
একে সে অবলা তাহে সে গোয়ালা
ছুঁইলে কুলের ভয়।
জাতি কুল শীল সকলি মজিব
এ তোর উচিত নয় ॥
কানু কহে তাই শুনহ বড়াই
রাজকর নিব বুঝি।
যে হয় সে দিয়া তুমি যাও লয়া
যতেক গোয়ালা-ঝি ॥

চণ্ডীদাসে কয় শুন রসময়
এবার ছাড়িয়া দেহ।
পু বাহুড়িয়া এ পথে আসিলে
যে হয় বুঝিয়া লিহ।

(বড়ারি)

শ্রীরাধা।— শুনহ নাগর কানু।
কে তোমা এ মাঠে দানী করিয়াছে
ধরিয়া মোহন বেণু ॥
হাসি হাসি চাহ কুল নিতে চাহ
আপন বড়াই রাখ।
তিলেকে ভাঙ্গিবে ঠাকুরালিপণা
আপনি দাঁড়ায়ে দেখ ॥
কানু বলে, আগে যাহাই করিবে
তাহা আগে তুমি কর।
তবে সে তোমারে ছাড়ি আমি দিব
যাহার ভরসা কর ॥
কংসের যোগানী বলিয়া তোমার
বড় অহঙ্কার দেখি।
কোটি কোটি কংস করিয়াছি ধ্বংস
শুনহ কমলমুখি ॥
রাই বলে, ভাল জানিয়ে তোমারে
রাখাল হইয়ে এত।
গরু না রাখিতে হাঁতে বাড়ি করে
তবে সে হইত কত ॥
কানু বলে, মোর এই ব্যবহার
রাখি যে ধেনুর পাল।
গোপের গোধন ভূষণ চন্দন
তাহার জীবিকা আর ॥
শ্রীরাধা।—পরিয়াছ মালা গুঞ্জা আছে গলা *
গাঁথিয়া পরম মালা।
এ বেশে এ দেশে রমণী ভুলিব
যাহাই বরণ কালা ॥
বনফুলে তুমি চূড়াটি বেঁধেছ
এই যে নাগরপণা।
কত বড় তুমি ঠাকুর বটহ
এবে সে গেলই জানা ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন গুণনিধি
অবলা না দিহ দুখ।
মথুরা যাইতে দেহ আন ভিতে
করিতে বিকির সুখ ॥

১। অগ্রে গিয়া।
২। লাগি—নাগাল, দেখা পাইয়াছি।

* পরিয়াছ গলে তুলি গুঞ্জা ফল—(পাঠান্তর)

(শ্রীপটমঞ্জরী)*

শ্রীকৃষ্ণ।—শুন গোয়ালিনি উপমা দিয়াছ
কংসের আরতিপণা।
ছাওয়াল বেলাতে(১) পূতনা বধিল
তার রীত আছে জানা॥
কি করিতে পারে তোর কংস রাজা
পূতনা বধিল যবে।
তারে কি দেখাসি(২) যোগানী বলিয়া
তাহারে বধিব কবে॥
চণ্ডীদাস বলে দোঁহার পিরীতি
অমিয়া-রসের সার।
দুঁহু রসসিন্ধু দানছলা রস
অপার মহিমা সার॥

কানু কহে শুন গোপী আমার বচন।
দান দিয়া মথুরাতে করহ গমন॥
কড়ি নিব আজি বুঝি কড়া কড়া।
রাজার হাসিল কড়ি(৩) নাহি যায় ছাড়া॥
বহুদিন গেছ তোরা দানী ভাণ্ডাইয়া।
আজি সে লইব দান পশরা লুটিয়া॥
যাবে যদি বিকিকিনি করিতে মথুরা।
রাজার হাসিল কড়ি দিয়া যাহ তোরা॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রাধা বিনোদিনি।
কত দিন গেছ পথে, তাহা আমি জানি॥

(শ্রীসুহই)

কানুর বচন শুনি গোপীগণ
কহিতে লাগিলা তায়।
কে জানে কিসের দানের বিচার
মোর মনে নাহি ভায়॥
এই পথে মোরা করি আনাগোনা
কে জানে দানের কথা।
আচম্বিতে শুনি দানের বিচার
কে বা কড়ি দিবে হেথা॥

* পাঠান্তর—রাগ জয়ন্তী।
১। ছেলে বেলাতে।
২। দেখাসি—দেখাও।
৩। হাসিল কড়ি—ন্যায্য শুল্ক।

রাজকর মোরা গোকুলে দিয়াছি
মো সবার পতি জনা।
কখন এ পথে তরুণী যাইতে
কেহ নাহি করে মানা॥
শ্রীকৃষ্ণ।—তাহে কহে বাণী শুন বিনোদিনি
কে তোমা রাখিতে পারে।
আজু সে লইব পশরা লুটিব
কে বা কি করিতে পারে॥
চণ্ডীদাস কহে শুন ধনী রাধে
সুখে কর কিনিবিকি।
ধরল বচন অমিয় রচন
বিকি কর সুধামুখি॥

(বড়ারি)

বেরাইতে(১) রাধা নাহি পড়ে বাধা
পশরা লইতে মাথে।
তবে কি এ পথে পশরা লইয়া(২)
আসিথু(৩) বড়াই সাথে॥
সব গোপীগণ বিরস বদন
কহিছে কানুর কাছে(৪)।
বিকি গেল বয়ে বেলা যে উচর(৫)
অসুরথ হয় পাছে(৬)॥
অবলা দেখিয়া পথের মাঝারে
এত পরমাদ কর।
তোমার চরিত বুঝিতে না পারি
কুবুদ্ধি ছাড়িতে নার॥
রাই বলে, তুমি গোকুলে বসতি
শুনেছি তোমার রীত।
যমুনার জলে কেহ যেতে নারে
তাহার হরহ চিত॥
কদম্ব-কাননে বসিয়া থাকহ
পরিয়া কদম্বফুল।
অবলা দেখিয়া বাঁশী বাজাইয়া
সবার হরহ কুল॥

বাহির হইতে।
বিকি করিবারে—(পাঠান্তর)।
আসিথু—আসিতাম।
কহিছে কানুর পাশে—(পাঠান্তর)।
বিক্রয় করিবার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেল
দোষ পাব গেলে বাসে—(পাঠান্তর)।

চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনি
কানুর চরিত বাঁকা(১)।
যমুনা যাইয়া কে ধনী আসিব
তাহার যৌবনে ডাকা(২)॥

——

(যতি)

শ্রীরাধা। ঠেকিনু দানীর হাতে।
বহুদিন এই পথে আসি যাই
পশরা লইয়া মাথে॥
যে বলে জাগাতি যায় তার জাতি
কুলের বজর পড়ি।
যত করে নাট আসি এই ঘাট
এই সে বড়াই বুড়া॥
বুড়ীর বচনে এ পথে আসিয়া
ঠেকিল দানীর ঠাঁই।
কেমনে ও-পারে গেলে সে আমরা
আর সে আসিব নাই॥
কে জানে এমন হবে পরিণাম
তবে না আসিতাম মোরা।
হেন বুঝি কাজ কুলশীল লাজ
এ দানী নিবেক পারা॥
ভালে ভালে বড়াই দূরে আওবিকি(৩)
ও-পারে লইয়া যা(৪)।
দানীর বচন শুনি হিয়া কাঁপে
থর থর করে গা॥
চণ্ডীদাস বলে শুন ধনী রাধে
কেন বা করহ ভয়।
আদর পিরীতি কর বিকিকিনি
হেন মোর মনে লয়॥

——

(সুহই)

শ্রীরাধা।—তুমি সে কেমন জানিয়ে আমরা
রাখাল হইয়া বনে।
গোপের গোধন রাখহ রাখাল
বোলহ(৫) বালক সনে॥

১। বাঁকা—কুটিল।
২। ডাকা—ডাকাত।
৩। আওবিকি—আসিবি কি, যাইবি কি।
৪। দূরে জাকুবিকি ভাল এ বড়াই—(পাঠান্তর)।
৫। বুলহ—ভ্রমণ কর।

এক দিন বনে সুরভি হারায়ে
কাঁদিয়া বিকল তুমি।
সে সব পাশর(১) নাহি পড়ে মনে
সকল জানিয়ে আমি॥
এক দিন মায়ে পায়ে দড়ি দিয়ে
রেখেছিল উদূখলে।
কাঁদিয়া বিকল বালক সকল
তাহা বা পড়য়ে মনে(২)॥
নবনী কারণে বাঁধিয়া যতনে
রাখল নন্দের রাণী।
দেখিয়া বিকলি হইছ পাগলি
তাহা সে সকলি জানি॥
ইবে ঘাটে বসি হয়েছ জাগাতি
তরুণী আগুলি রাখ।
এবে সে জানিব যত বড় দানী
কখন নাহিক ঠেক॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনি
সুখেতে করহ বিকি।
যে হয় উচিত দান সমাধিয়া
চলি যাহ যত সখী॥

——

বড়াইয়ের উক্তি

(কানাড়া)

(১)

কালিয়া বরণ ধরিলে নয়ন
মেলহ নয়ন দুটি।
পুতলি উপরে ধরহ কালিয়া
তার তেন মুছি দুটি॥
নোটন(৩) বন্ধান কুণ্ডল করিয়া
তাহা বা পরেছ রাধে।
কাল আদ কাল তাহা কেন ধনি
পরিয়াছ নিজ সাধে॥
নয়নে পরিলে কাজল কালি
মুছিয়া করহ দূরে।
হিয়ার কাঁচলি কালিয়া বরণ
কেন বা পরহ তারে॥
ভাও ভুরু দুটি উপরে ধরিলে
অঙ্গের বসন কাল।

১। বিস্মৃত হও।
২। তাহা মনে পাসরিলে—(পাঠান্তর)।
৩। নোটন—চূড়া।

নিরবধি ভর যমুনার নীর
তাহা নিতি আন ভাল ॥
তোমার অঙ্গের নীল নব বাস
তাহা বা পরিলে কেনে।
এ সব চাতুরী অপার বচন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

(২)

কালিয়া বরণ ধরিলে যতনে
মোহন নয়ন পরে।
পুতলি উপরে ধর কাল তারা
কাটিয়া ফেলহ দূরে ॥
লোটন বন্ধান কুন্তল কালিয়া
তাহা ধরিয়াছ রাধে।
কালজাদ কাল তাহা কেনে ধনি
পরিয়াছ নিজ সাধে ॥
নয়নে পরিলে কাজল কালিয়া
মুছিয়া করহ দূরে।
হিয়ার কাঁচলি কালিয়া বরণ
কেন বা পরহ তারে ॥
ভাও ভুরু দুটি উপরে ধরিলে
অঙ্গের যে বলি কাল।
নিরবধি ভর যমুনার নীর
তাহা নিতি আন ভাল ॥
তোমার অঙ্গের নীল নব বাস
তাহা বা পারিলে কেনে।
এ সব চাতুরী অপার রচনা
চণ্ডীদাস ইহা জানে ॥*

* এই পদ দুইটির তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে গালি দিতেছেন দেখিয়া বড়াই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, কালো রূপই যদি তোমার অসহ্য হয়, তাহা হইলে তুমি তোমার নয়নের তারা দুইটি মুছিয়া ফেল; তোমার যে ঘনকৃষ্ণ কেশদাম চূড়ার আকারে বাঁধিয়াছ, তাহাও খুলিয়া ফেল; সাধ করিয়া কালো রঙের যে ওড়না পরিয়াছ, তাহাও ফেলিয়া দাও; চোখের কাজলও মুছিয়া ফেল; তোমার কাঁচলির রংও কালো, সুতরাং তাহাও তুমি ত্যাগ কর; তুমি এই যমুনার কালো জলে নিরন্তর বাস করিতে ভাল বাস, তাহাও ত্যাগ কর; আর তোমার পরিধানে যে নীল বসন রহিয়াছে, তাহাই বা তুমি পরিধান করিয়াছ কেন? সুতরাং এ গালি যে তোমার চাতুরী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন এ সব ছলা ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হও।

(শ্রীপটমঞ্জরী)

শ্রীকৃষ্ণ।—শুনি ধনি রাধা রূপের গরব
কহ না আমার কাছে (১)।
গুণ নাহি যার কিবা রূপ তার
শুন কহি তোর কাছে ॥
দেখিতে সুন্দর সোনার বরণ
উত্তম সোনার ফুল।
রূপ আছে তাথে গুণ নাহি তার
ফেলায় করিয়া দূর ॥
কেহ নাহি পারে নাহি বাস গন্ধ
তার বা ঐছন রীত।
নিগুণে কে করে গুণকে আদর
বুঝহ আপন চিত ॥
তার ফল যেন দেখি যে সুন্দর
খাইতে লাগয়ে তিতা(২)।
কটার বরণ নহে সুশোভন
কি কহ রূপের কথা ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনি
দোঁহার আরতি রীত।
কে ইহা বুঝিবে কাহার শকতি
দোঁহে সে দোঁহার চিত ॥

(যতিশ্রী)

রাধা বলে তুমি কত চাহ দান
বলহ কি নিতে চাহ।
যা নিবে তা দিব নাহি ভাণ্ডাইব
সবারে ছাড়িয়া দিহ ॥
কানু বলে ভাল বলিলে আমারে
বুঝহ আমার কাছে।
উচিত হইলে তাহা দিয়া যাবে
আন কথা হয় পাছে ॥
অমূল্য রতন নিব ত এখন
বেণীর যে হয় দান।
এক লাখ নিব ইহার উচিত
ইহাতে না হয় আন ॥
সীঁথার সিন্দুর দুই লাখ নিব
নাসার বেশরে রাই।
তিন লাখ নিব মুকুতার দান
বেশের উপমা নাই ॥

১। কহ না—কহিও না, বলিও না।
২। তিতা—তিক্ত, তেতো।

হাসির সোসর পাঁচ লাখ পর
নিব সে এখনি গণি।
যাহার হাসির মিশালে পড়য়ে
কত মাণিকের কণি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন রসময়
এত কি দানের লেখা।
এ ঘাটে তরুণী গোপের রমণী
আর কি পাইব দেখা॥

(বড়ারি)

কাঁচুলীর কড়ি দশ লাখ নিব
হারের বিংশতি লক্ষ।
নয়ানেন কোণে আছে কত ধন
বঙ্কিম যার কটাক্ষ॥
নিতম্ব-মণ্ডল সাত লাখ নিব
নূপুর সহস্র পর।
যুগল চরণ অমূল্য রতন
যাহার নাহিক ওর॥
নীলবাস পর শোভিত সুন্দর
ইহা বা কিসের লেখা।
দশ লাখ নিব কে তোমা রাখিব
পেয়েছি তোমার দেখা॥
কিঙ্কিণী নূপুর কোটি লাখ নিব
যাহার উপমা নাই।
যত হয় লেখা নাহি যায় রাখা
লইব তোমার ঠাঁই॥
এত শুনি রাধা কহে আধা আধা
বসিয়া নাগর-পাশ।
এত কিবা সহে দানের বিচার
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

(বড়ারি)

বড়াই।— শুন হে রসিক নাতি।
জাতি মিলায়ব ধন বিলায়ব
নেহ ত আঁচল পাতি॥
হাসিয়া হাসিয়া রসিয়া বড়াই
কহিছে রাধার ঠাঁই।
কি শুন নাতিয়া বচন সচন
কেমনে শুনহ রাই॥
কুলশীলপণা শুনহ নাতিনা
নিতে চাহে ও না দানী।
তার কিবা ভয় কিসের সংশয়
এই কর বিকিকিনি॥
অমূল্য রতন যাহার বচন
কি বা সে লোকের ভয়।
যে চাহে তা দিয়ে এই আন লয়ে
হেন সে মনেতে ভায়॥
রাই পানে বলে বুড়ী কোন ছলে
কাণে কাণে কহে কথা।
বারি হাতে করি শ্যাম বরাবরি
ঢুলাইয়া নাড়য়ে মাথা॥
নাতিনী নাতিয়া দুই সে মিলন
করিয়া দিব যে ভালি।
রসের পরশে সুখের লালসে
করহ রসের কেলি॥
চণ্ডীদাস সুখী এ কথা শুনিয়া
শ্যামের বাজারে বিকি।
হরষ-বদনে পশরা মাথায়
হাসি বসে সব সখী॥

(কামোদ)

হাসিয়া হাসিয়া বড়াই রসিয়া
ধরিয়া রাধার করে।
হাসিয়া রসিয়া রাই পানে চেয়ে
হরষে কহিছে তারে॥
কত সুধানিধি আমার আঁচলে
করে সে পরশি লেহ।
কি বা চাহ দান রসাল মিশালে
আসি ভাঙ্গাইয়া লেহ॥
এক শত লাখ হাতে গণি পাবে
বচন অমিয়া-কণি।
আর লক্ষ লক্ষ চাহনি মধুর
লেহত আসিয়া গণি॥
আর কোটি লক্ষ লেহত অধর
সুন্দর কনক-ফুলে।
যার নাহি তুল তার সমতুল
যার নাহি দিতে মূলে॥
অমূল্য ভাণ্ডার লেহ ত জাগাত
বুঝিলে যে হয় লাভ।
চণ্ডীদাস বলে যে বল সে হয়
এ কত বুঝিয়ে ভাব॥

(বড়ারি)

শ্রীকৃষ্ণ।—

সোনার বরণখানি মলিন হইয়াছ তুমি
হেলিয়া পড়েছ যেন লতা।
অধর বান্ধুলি তোর নয়ান চাতক ওর
মলিন হইল তার পাতা॥
বরণ বসন তায়(১) ঘামে ভিজে এক ঠায়
চরণে চলিতে নার পথে।
উতাপিত রেণু তায় কত না পুড়িছে পায়
পশরা বাজিলে তায় মাথে॥
রাখহ পশরাখানি নিকটে বৈঠহ তুমি
শীতল চামর দিয়ে বা(২)।
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনুখানি
মুখে না নিঃসরে এক রা(৩)॥
বসিয়া রসিক রায় বলিয়া বুটিয়া(৪) তায়
হাসি রাধা বলিছে বড়াইয়ে।
চণ্ডীদাস শুনি দেখি শুনহ কমল-মুখি
বৈসে ক্ষেণে কদম্বের ছায়ে(৫)॥

(সুহই)

শ্রীকৃষ্ণ। পশরা নামাও রাধে।
এ নব বয়সে বিকে পাঠাইতে
তিলেক নাহিক বাধে॥
তোর নিজ পতি তার হেন রীতি
তোরে পাঠাইল বিকে।
কেমনে ধৈরয ধরিয়া আছয়ে
সে হেন পাষাণ বুকে॥
যাউক তাহার ধনে পড়ু বাজ
এ হেন সম্পদ ছাড়ি।
তাহার নাহিক মায়া দয়া মোহ
সে অতি কঠিন বড়ি॥
বৈস বৈস রাধে রসের মোহিনী
বসনে করি যে বায়।
সোনার বরণ রবির কিরণে
পাছে মিলাইয়া যায়॥

১। সরুয়া বসন তায়—(পাঠান্তর)। ২। বা—বায়ু। ৩। রা—কথা। ৪। বুটিয়া—বুঝাইয়া।
৫। কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে শ্যাম ধরি রাই-হাথে
বসাওল তরুর ছায়ায়।
দধির পশরা আনি লয়া তার ছানা লুনি
আদরে বদনে দিতে চায়॥—(পাঠান্তর)।

ভয় অতি মনে উঠিছে সঘনে
শুনহ সুন্দরী রাই।
চাঁদমুখখানি মলিন হয়েছে
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥

(কানাড়া)*

শ্রীকৃষ্ণ। আইস ধনি রাধা তুমি তনু আধা
অনন্ত ভাবিয়া ভাবে।
ভব বিরিঞ্চি তারা নিরন্তর
যে পদপল্লব লবে॥
শুক সনাতন পরম কারণ
ও পদ আশে।
ব্রজপুরে হেতা হয়ে গুল্ম-লতা
ইহাতে করিয়ে বাসে॥
কেনে তরুলতা হইব দেবতা
কিসের কারণে হেন।
ও পদ-পঙ্কজ রেণুর লাগিয়া
এ হেতু তাহার শুন॥
ধেয়ানে না পায় যাহার চরণ
সে জনা দানের ছলে।
আজু শুভ দিন পেয়ে দরশন
তোমারে পেয়েছি কোলে॥
তুমি সে পরম আমার মরম
তোমারে ভাবিয়ে সদা।
হৃদয় ভিতরে ভাবিয়ে তোমারে
সদাই আছয়ে বাঁধা॥
কত ছলা-কলা তোমার কারণে
দানের আরতি তাই।
চণ্ডীদাস বলে ঐরূপ পিরীতি
খুঁজিয়া পাইবে নাই॥

(কানাড়া)

শ্রীকৃষ্ণ।—আজু দান মোর হইল সফল
পাইল তোমার সঙ্গ।
বিহি মিলাইয়া ভাল ঘটাইল
বিকি-কিনি হ'ল রঙ্গ॥
তোমার কারণে দান সিরজিল
বসিল কদম্বতলে।
দিনে কত বেরি বুলি ফেরি ফেরি
পাকিয়ে কতক ছলে॥

---

* । রাগ আসোয়ারী

বাঁশীতে সঙ্কেত সদা নাম নিয়ে
গোঠেতে গোধন রাখি।
তোমার কারণে এ পথে ও পথে
সদাই ছলেতে থাকি॥
আদর পিরীতে রাই-মন তুষি
নাগর রসিক রায়।
দধির পশরা লয়ে দধি দুগ্ধ পিয়ল
চণ্ডীদাসে ভেল তায়॥

(সুহই)

শ্রীকৃষ্ণ।— আন জন যত বলে।
সে সব সৌরভ এ চুয়া চন্দন
করিয়া লইয়াছি হেলে(১)॥
তুমি মোর ধনী নয়ন-অঞ্জন
দুটি সে আঁখির আঁখি।
যবে তিল আধ তোমারে না দেখি
মরমে মরিয়া থাকি॥
শয়নে ভোজনে নয়নে নয়নে
আঁখির গোচর যবে।
তবে কি পরাণে জীবই জীবনে
পরাণ না রহে তবে॥
তেজি আন পথ গোপত আরোপি
সকল তোমার পায়।
নিরন্তর মন সঘন সঘন
তুয়া পথপানে চায়॥
গোলোক-বিহার পরিহরি রাধা
গোকুলে গোপের ঘরে।
তুয়া আসে বাস পরশ লাগিয়া
আইনু তোমার তরে॥
তোমা হেন নিধি মোরে দিল বিধি
শুনহ কিশোরী গোরী।
চণ্ডীদাস কয় হেন মনে লয়
কাহে আড় করি॥

(কানাড়া)

শ্রীকৃষ্ণ।— তুমি সে আঁখির তারা।
আঁখির নিমিষে কত শত বার
নিমেষে হইয়ে সারা(২)॥

তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
পাইল কদম্ব-তলে।
বৈস বৈস রাধা কত না বেজেছে
ও রাঙ্গা চরণ-তলে॥
শিরীষ শরীর ছটায় রবির
মলিন হয়েছে মুখ।
আহা মরি মরি বিষম গমনে
কত না পেয়েছ দুখ॥
কবি।—আপনা পীতের বসন আঁচলে
রাই-মুখ মুছে শ্যাম।
বসন-বাতাসে শ্রম দূরে গেল
মিটিল অঙ্গের ঘাম॥
নীল-কদম তরুয়ার তলে
সহচরী গোপীগণে।
রস-সরসিজ সরস বচনে
চাহিয়া শ্যামের পানে॥
রসিয়া বড়াই কহিছেন তথি
শুনহ রমণী যত।
প্রেম-রস দান কর সমাধান
তাহা না বুঝয়ে কত॥
ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে কহে এক ভিতে
সেহ সে চতুর বুড়ী।
উগি(১) দিয়া চাহে আন পথে রহে
পড়িল হাতের খারি॥
কানু করে লই ছেনা দুধ দই
বদনে ঢালিয়া দেয়।
কার বা বসন লইল যতন
কার অঙ্গে হার লয়॥
ঐছন কি রীতি করিয়া পিরীতি
ধরিয়া রাধার করে।
গুপ(২) তরুবর কদম্বের তলে
বৈঠল নাগরবরে॥
চণ্ডীদাস দেখি দুঁহু রূপখানি
মনেতে লাগিল ভালো।
একুল ওকুল যমুনা-কিনার
সকলি করিল আলো॥

জয়শ্রী

ওগো বড়াই কি দেখ কদম্বতলে।
দেখি অদভুত নয়নে না ধরে॥

১। কত লোক কত কথাই বলে, কিন্তু আমি সে সব তোমার জন্য চন্দন-চুয়ার সৌরভের মত হেলায় লইয়াছি, অর্থাৎ আমি লোকনিন্দা গ্রাহ্য করি নাই। ২। ছারা—(পাঠান্তর)।

১। উঁকি।
২। গুপ—গুপ্ত, গোপন স্থানস্থিত।

কিরূপ করিল আলো।
দেখাইয়া দিব চলো॥
মেঘে উপজল চাঁদ।
না জানি কেমন ছাঁদ॥
হাসিয়া বড়াই কহে।
ও মেঘ ও চাঁদ নহে॥
চাঁদ আর পিব হে।
দুই তনু একই দেহে॥
কো কহু আনন্দ ওর।
ওরা মনমথ ভেল জোর॥
আজু যুগল-কিশোর।
কালিন্দীকূলে উজোর॥
দেখ রাধা বিনোদিনী রায়।
কদম্ব-তরুর ছায়॥
দুঁহু তনু আনন্দ-বিভোর।
চণ্ডীদাস দেখি ওর॥

(বড়ারি)

বড় অদভুত দেখিল বেকত
নবঘন আসি নামে।
সে জন জলদ পুঞ্জ ঘোর অতি
বসিয়া কুসুমদামে॥
মেঘের উপরে চাঁদ ফলিয়াছে
হের না আসিয়া দেখ।
এই সব গোপী প্রেমের নবরূপী
কেমনে জলদ-রেখ(১)॥
মেঘে চাঁদ ফলে নাহি কোন কালে
নাহি তার পাতা ফুল।
চারু শাখা তায় দেখিল তথায়
মেঘের গঞ্জন দূর॥
শাখায় শাখায় তার সরু ডালে
বিংশতি চাঁদের খেলা।
আর চারুমূলে বিশ শশধর
চল্লিশ চাঁদের মেলা॥
মেঘের উপর নাচিছে ময়ূর
তাহার গর্জ্জন শুনি।
সহস্র গো ভূষণ মুখেতে
নাচত একহি ফণী॥
ফল-যুগল তাহে শশধর
বেড়িয়া রয়েছে ওই।
এ রস-মাধুরী চতুর চাতুরী
বুঝিতে না পাবে কই॥
কুলিশ-যুগল তার পরে ফল
তাহে সে চাতক আশে।
চাতক-বাদর মেঘ রসালিয়া
সে জন আছয়ে শেষে॥
এই দুই আদর পাইয়া বাদর
দেখিয়া গোপের নারী।
চণ্ডীদাস বলে আন কি বুঝিবে
বেকত বুঝিতে পারি॥

(কানাড়া)

কহিছে বড়াই শুন ধনী রাই
বেলা সে উচর হ'ল(১)।
তোলহ পশরা অতি রবি খরা
তুরিত করিয়া চল॥
গৃহপতি তারা অতি সে মুখরা
গঞ্জিব কতেক গালি।
শুনি উঠে তাপ বিষম সন্তাপ
গমন তুরিতে ভালি॥
লোক-চরচাতে হেন মনে করে
সকল বুড়ীর দোষ।
আমি না আইলে কেবা লয়ে যায়
কাহারে করিব রোষ॥
রাধা বলে তায় কিবা আছে ভয়
যে করু সে করু পাছে।
এ হেন সম্পদ পাইয়া আমরা
আর কি জগতে আছে॥
শুন গো বেদেনী বড়াই চেতনী
তুমি সে নাটের নাট।
গোপনী(২) যে রস করিলে বেকত(৩)
পাতালে রসের হাট॥
এখন কেন বা ভয় পরিসর
তখনি ভরসা বাঁধ।
কানুর চরণে ভেজাতে যতনে
যতনে তাহাই ছাঁদ॥

(১) শ্রীকৃষ্ণের কোলে শ্রীমতী উপবেশন করায় মনে হইতেছে, যেন মেঘের উপর চাঁদ বসিয়া আছে; আর গোপনারীরা শ্রীকৃষ্ণকে বেড়িয়া থাকায় তাহাদিগকে জলদ-রেখ অর্থাৎ বিদ্যুতের স্থায় মনে হইতেছে।

১। বেলা বাড়িতে লাগিল।
২। গোপনী—গোপনীয়।
৩। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশ।

চণ্ডীদাস বলে চলহ তুরিতে
বিলম্ব নাহিক ধনি।
বহু দূরপথ গোকুলনগরী
সাজাহ পশরাখানি॥

(জয়শ্রী)

রাই বলে শুন বেদিনী বড়াই
মোর ঘরে গিয়া বল।
কানুর চরণে শরণ পশিল
মনের মানস ভেল॥
ব্রহ্মা আদি দেবে যেই পদ সেবে
ধেয়ানে নাহিক পায়।
হেনক সম্পদ অলসে পাইল
কেমনে ছাড়িব তায়॥
কি করিব কুল সব যায় দূর
যাহারে দেখিলে জী(১)।
এ সব ছাড়িয়া কি আর করিব
গৃহসুখে কাজ কি॥
যায় জাতি কুল সেও মোর ভাল
ছাড়ে ছাড়ু গুরুজনা।
ও রাঙ্গা চরণে শরণ লইলাম
কি আর কুলের পণা॥
শুন সব সখি তোমরা যাইয়া
কহিও রাধার ঘরে।
শ্যামের বাজারে দিল সে রাধারে
চণ্ডীদাস জানে ভালে॥

(তুড়ি)

শ্রীরাধা— শুন গো বড়াই মোর।
আজু শুভদিন হইল আমার
বঁধুয়া পাইনু কোড়॥
যাহার লাগিয়া এত পরমাদ
সে সব সফল মানি।
মনের বাসনা পূরিল আমার
বাটে পানু যদুমণি॥
আয়ানে যাইয়া এই কহ গিয়া
রাধারে সঁপিল শ্যামে।
রাধা বটে রাধা তার রাঙা পায়ে
পশিল মনের সনে॥

১। জী—জীবন পাই।

আর কি বা মোর সে ঘর করণে
ধরম সরম কাজ।
কুল শীল মোর যে হকু সে হকু
পড়িয়া যাউক বাজ॥
বহু পুণ্যদশা পাই ফল ভাসা
সফল করিয়া মানি।
চণ্ডীদাস সুখী দোঁহার পিরীতি
এমন নাহিক শুনি॥

(শ্রী)

শ্রীরাধা—যে পদ যোগীরা জপে নিরন্তর
অনন্ত না জানে রীতি।
মুনি-অগোচর যে সুখ-সম্পদ
তাহা না পাইলে ইতি॥
আর কি ইহাকে আছে কত ধন
বিকাল পশরা মোর।
ও রাঙা চরণে দধি দুগ্ধ যত
বিকাইল সব মোর॥
কামনার ফল এই নীপমূলে
সফল হইল বিকি।
আমার করমে এই সে সকলি
তোরা যাহ যত সখী॥
গদগদ বাণী কহে বিনোদিনী
নয়নে গলয়ে ধারা।
কুসুম চন্দন যে ছিল লেপন
ভাসিয়া চলিল তারা॥
মোহে লোহে আঁখি পুলক কদম্ব
যেমন যমুনা বহে।
তেন আঁখি ভরি লোর বহি চলে
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে॥

(সিন্ধুড়া)

হাসিমুখ ধনী রাধা বিনোদিনী
চাহিয়া শ্যামের পানে।
পূর্ণ হ'ল কাম যতেক কামনা
যে দুখ আছিল মনে॥
তাহা বিধি আনি ভালে মিলায়ল
কামনা পূরল আজি।
প্রেম পরশিয়া লালস পাইয়া
পশরা আনিতে সাজি॥
বিকি-কিনি হল কদম্বতলাতে
মনোরথ হ'ল সিধি।
বেলা সে হইল ঘরে যে যাইতে
কহি শুন গুণনিধি॥

পুনঃ কালি মোরা পশরা সাজায়ে
আসিব মথুরা-পথে।
গৃহ দূরপথ আছে অনুরথ
গুরুজনা বলে তাতে॥

হরষ-বদনে কহ না সদনে
যাইতে গোকুলপুর।
চণ্ডীদাস বলে চলহ তুরিতে
পথ আছে বহু দূর॥

নৌকা-বিলাস

(কানাড়া)

সব গোপীগণ আহীর-রমণী(১)
পশরা তুলিয়া মাথে।
মাঝে সুনাগরী প্রেমের আগরী
আনন্দে চলিল পথে॥
হাসি রসখনি রাই বিনোদিনী
বড়াই পানেতে চায়।
আর কত দূর গোকুল নগর
ক্ষণেক সুধায় তায়॥
বড়াই কহিছে আগে সে যমুনা
ও-পারে সবার ঘর।
বড় দেখি রাধা সব দেখি বাধা
যমুনা বাড়ল জল॥
কেমনে সকলে পার হইয়া যাব
ইহার উপায় বল।
কিসে পার হবে কেমনে যাইবে
ফিরিয়া সবাই চল॥
সেই সে কদম্ব তলাতে চলহ
যেখানে রসের কানু।
সেখানে যাইয়া মিনতি করিয়া
নিবসে রসের তনু॥
এ বোল বলিতে কানু আচম্বিতে
আসিয়া মিলল তায়।
আর এক লীলা পুনঃ উপজিল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

(করুণা)

দেখিয়া যমুনা- নদীর তরঙ্গ
উঠিছে দারুণ ফেনা।
দেখিয়া নাগরী সকল গোয়ালী
লাগিল বিস্ময়পণা॥

১। আহীর রমণী—গোপনারী।

কেমনে এ নদী যমুনা পেরাব(১)
মোর মনে হেন লয়।
তরঙ্গ অপার বহিছে দুধার
হইছে সবার ভয়॥
কোন গোপী বলে কোন গোয়ালিনী
এ বড়ি বিষম দেখি।
ইহার উপায় কি বুদ্ধি করিব
বলহ সকল সখি॥
কোন বা সাহসে যদি জলে নামি
ডুবিয়া মরিব তবে।
উপায় হইলে তবে সে যাইবে
নহে বা কি আর হবে॥
কিসে পার হব না জানি সাঁতার
কেমনে যাইব পার।
বড়াই কহিছে চাহি রাধা-পানে
শুন গো আমার বাণী।
কানুর চরণে মিনতি করহ
পার করে গুণমণি॥
চণ্ডীদাস দেখি যমুনা-তরঙ্গ
ইহার উপায় কই।
এই দরিয়াতে(২) আনের শকতি
নাহিক কালিয়া বই॥

(বড়ারি)

হেদে হে নাগর চতুর-শেখর
সবারে করিবে পার।
যাহা চাহ দিব ও-পার হইলে
তোমার শুধিব ধার॥
মনে না ভাবিহ তোমার মজুরী
যে হয় উচিত দিয়ে।
তবে সে গোপিনী যত গোয়ালিনী
যাবত ও-পার হয়ে॥

১। পার হব। ২। নদী।

হাসি কহে কানু করে লয়ে বেণু
শুনহ সুন্দরী রাধা।
তোমা পার করি দিতে সে আমার
তিলেক নাহিক বাধা॥
তবে করি পার ও-পারে রাখিব
শুন গোয়ালিনী যত ;
ও-পার হইলে কত দান নিব
লইব সবার মত॥
বুটী(১) কহে তাতে কিবা নিতে চাও
কহ না বেকত করি।
তাহাই করিব যাহা চাহ দিব
শুনহ পরাণ হরি॥
চণ্ডীদাস বলে নাগর চতুর
শুন রসময় কান।
রাধা পার কর বিলম্ব না কর
ইহাতে নাহিক আন॥

ভয়ে মনোদুখ সবাই বিমুখ
হইল বিষম বড়ি।
ইহার উপায় কহ কহ দেখি
শুন গো বড়াই বুড়ী॥
নৌকার উপর সবা চড়াইয়া
চালাতে লাগিল তাই।
কেরয়াল(১) বহি যায় আন পথে
কহে বিনোদিনী রাই॥
ও পথে বাহিছ চলে তরীখানি
এ দিকে রহয়ে পথ।
এত দিনে জানি তোমার চরিত
বড় কর অনুরথ॥
দরিয়া যে দিকে বাহ কেরয়াল
মাঝারে মকর(২) ভাসে।
ফের কেরয়াল শুন নন্দলাল
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

(কানাড়া)

হাসিয়া নাগর চতুর-শেখর
যতনে আনল তরী।
চাপায়ে রাধারে সবারে সুধায়
খেয়া দেয়া আছে ভারি॥
একে একে করি সবে পার করি
আমার এ না-টি ভাঙ্গা।
পাছে দরিয়াতে ডুবহ বেকতে
মোটা আছে কার গা॥
ক্ষীণ যার গায় চড়সিয়া(২) নায়
সবারে করিব পার।
মোর কাছে থোহ বচন শুনহ
যত আভরণ-ভার॥
রাধা বলে ভাল দানের বিচার
বিষম দানীর লেঠা।
কুজন সংহতি কুবচন অতি
বড়াই কণ্টক কাঁটা॥
বড়াই-চরিত অতি বিপরীত
যা কহে তা শুনে দানী।
আভরণ মাগে এ বড়ি বিষম
কি হেতু নাহিক জানি॥

১। বুটী শব্দটি রাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।
২। চড়সিয়া—আসিয়া চড়, আরোহণ কর।

(জয়শ্রী)

রাধার কাকুতি করিছে আরতি
শুনহ নাগর-রায়।
বুঝি হেন মন লইবে পরাণ
হেন বুঝি অভিপ্রায়॥
এবার বাঁচাহ জীব যত কাল
ঘুষিব তোমার গুণে।
কিসের কারণ এত অপমান
করহ আপন মনে॥
কানু কহে তাহে তখনি বলেছি
ভাঙ্গা নৌকাখানি মোর।
তোমরা গোয়ালী ছেনা দুগ্ধ খেয়ে
আছে অঙ্গ ভারী তোর॥
মোর ভাঙ্গা নায়ে এত কিবা সহে
না-খানি ডুবিতে চায়।
মোর কিবা দোষ মোরে কর রোষ
সকলি চাপিলে নায়॥
শ্রীরাধা।—মকর কুম্ভীর ভাসে শত শত
তাহার নাহিক লেখা।
পরাণ উড়িছে তাহারে দেখিয়া
কার সনে আর দেখা॥

১। কেরয়াল—নৌকার হাল।
২। এক প্রকার জলজন্তু।

কানু বলে শুন বিনোদিনী রাধা
আমার কি আছে দোষ।
ভাঙ্গা নৌকাখানি দরিয়াতে ঘুরে
আমার কি আছে দোষ॥
চণ্ডীদাস কহে শুন সুনাগর
অবলা কি জানে রীত।
তোমার চাতুরী কিবা সে বুঝিবে
কে জানে তোমার চিত(১)॥

(বেলা)

শ্রীরাধা।—টল টল করে অঙ্গ-মোর ঘুরে
যাইতে যমুনা নদী।
নানা জন্তু আছে তারা জলে ভাসে
দেখহ পরাণ-নিধি॥
হেন মনে করে এবার কি জীব
কেন বা আইনু বিকে।
ভাল দূরে যাক জীবন সংশয়
কি আর বলিব কাকে॥
এমন জানিলে তবে কি বাহির
আহীর-রমণী হয়ে।
এ কোন্ বিচার না জানি আচার
পরাণ লইতে চাহে॥
সব গোপীগণ হয়ে একমন
পড়হ নেয়ার(২) পায়।
সরস বচন করহ যতন
ও পারে রাখিয়া যায়॥
এবার ও-পারে লইয়া চলহ
হেদে হে রসের কানু।
তোমার চরণে শরণ লয়েছি
দিয়াছি আপন তনু॥
প্রাণের দোসর এ নব কৈশোর
তোমারে করিল দান।
এ বার ও-পারে লহ সবাকারে
শুনহ নাগর কান॥
হাসি বিনোদিয়া কহে সবা আগে
তবে সে করিব পার।
এ নব যৌবন কর অরপণ
তবে লাগাইব ধার॥
চণ্ডীদাস তাহে আকুল পরাণ
রাধার বিনতি দেখি।
অবলা পরাণ দেখি ভয় লাগে
শুনহ কমল-আঁখি॥

১। চিত—চিত্ত, মনের ভাব। ২। নেয়ার—নাবিক।

(জয়শ্রী)

হাসি কহে তবে সব গোপনারী
আর কিবা দিতে আছে।
এ নব যৌবন কুল সমাপন
দিয়াছি তোমার কাছে॥
কায়-মন-চিতে বিধির বিধান
শরণ লইয়াছি।
আর কিবা চাহ আগে তাহা লহ
আমরা জানিয়াছি॥
তুমি তরুলতা মোরা ফল-পাতা
তুলিয়া লইতে কি।
নহে অতি দূর বড় পরিশ্রম
তোমারে বলিব কি॥
এ তিল তুলসী তোমার চরণে
সঁপিয়াছি জাতিকুল।
তোমা বিনে আর কে আছে আমার
তুমি সবাকার মূল॥
তুয়া বিনে আন নাহি কোন জন
আর বা বলিব কেহ।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
দিয়াছি আপন দেহ॥
যে কর সে কর আপন বড়াই
আমরা কুলের নারী।
আমরা জানিয়ে তুমি প্রাণপতি
শুনহ প্রাণের হরি॥
ঘরে পরিবাদ কলঙ্ক ঢ্যাঁসারি
তোমার কারণে এত।
গুরুর গঞ্জনা লোকের তুলনা
এ সব সহি যে কত॥
চণ্ডীদাস বলে শুনহ চতুর
রসিক নাগর কান।
পার কর হরি আগে লেহ তরী
ইহাতে নাহিক আন॥

(পটমঞ্জরী)

হাসিয়া হাসিয়া নাগর রসিয়া
না'খানি উজান বাহে।
দরিয়া হইতে ও-পার করিল
নৌকা কূলে গিয়া রহে॥

জনে জনে সবে আনন্দ হইলা
ও-পার হইল রাধা।
জনে জনে ঘরে চলিলা হরিষে
আন নাহি কিছু বাধা॥
এত বলি সবে গেলা নিজ গৃহে
আহীর-রমণী যত।
পশরা এলায়ে গৃহ সমাপিয়া
গৃহপতি বলে কত॥
এতক্ষণে কেনে বেলি অবসানে
আইলা গৃহের মাঝ।
ছি ছি মুখে যেন লাজ নাহি বাস
মুণ্ডেতে পড়ুক বাজ॥

কুল-কুলটিনী তোরা কলঙ্কিনী
আনের রমণী ভাল।
এ ঘরে কিরূপে কেমনে বঞ্চিব
বাহির হইয়া চল॥
গৃহপতি কহে সবে কহে তাহে
যমুনা দু'ধার বহি।
তে কারণে মোরা পার হতে নারি
বিলম্ব গমন রহি॥
চণ্ডীদাস বলে এই মিথ্যা নহে
যমুনা-তরঙ্গ বড়ি।
হয় নয় ডাকি সুধাহ তোমরা
বিদ্যমান আছে বুড়ী॥

বন-বিহার

যজ্ঞদীক্ষিত ব্রাহ্মণের পত্নীর নিকট হইতে অন্নগ্রহণ

(কানাড়া)

হেথা কানু যত পার করি গোপী
গোঠেতে পড়িল মন।
কেমতে তা সবা কিরূপ কহিব
চলিতে বচন কন॥
চতুর মুরারি মনেতে ভাবিলা
ইহার উপায় এই।
করিল সৃজন কমললোচন
চোরা বলি দু'টি গাই(১)॥
সেই গাই সনে চলিলা সঘনে
কানাই চতুরমণি।
গাভীর পুচ্ছেতে বাম কর দিয়া
করিলা একটি ধ্বনি॥
হৈ হৈ রব শুনি ব্রজশিশু
ত্বরিতে আইলা ধেয়ে।
কোথা কার ভাবে গিয়েছিলে তুমি
কহিবে কানাই ভেয়ে॥
ভাণ্ডীর কাননে(২) দিলা দরশনে
মিলিলা ব্রজের বালা।
কানুরে বালক কহিছে সকল
তুমিহ কোথায় ছিলা॥

চণ্ডীদাস বলে কিবা সে বুঝিব
অপার যাহার লীলা।
কে পারে বুঝিতে কাহার শকতি
মুরতি রসের কালা॥

(সারঙ্গ)

সুবল বলিছে হাসিয়া হাসিয়া
কানুর পানেতে চেয়ে।
চোরা ধেনু বলে রাখিতে নারিলা
বুলেছ অনেক ধেয়ে॥
আমি সব জানি তোমার চরিত
ইহারা বুঝিবে কে।
অপার মহিমা লহনি(১) গরিমা
কেহ সে জানায়ে কে॥
গোপত পিরীতি কেহ না জানয়ে
ব্রজশিশুগণ যত।
এ কথা মরম তোমার গোচর
আনে কি জানিবে এত॥
এ কথা কহিয়া ব্রজশিশু লয়া
গোধন রাখয়ে বনে।
কানাই আগেতে বলরাম তায়
কহিতে লাগিলা মনে॥

১। যে গাভী পাল হইতে পলাইয়া যায়
২। যে বনে ভাণ্ডীর নামক বটবৃক্ষ ছিল।

৩। লোভনীয়।

তোমারে খুঁজিয়া আকুল হইয়া
না পাই তোমার দেখা।
কাঁদিয়া আকুল সবে বেয়াকুল
তোমার যতেক সখা॥
চণ্ডীদাস কহে বলরাম আগে
ধেনু হারাইয়াছিল।
চোরা ধেনু সনে ফিরি বনে বনে
তেঁই সে বিলম্ব হ'ল॥

(সারঙ্গ)

বলরাম আগে(১) কহিছে কানাই
বড় দিল মনে দুখ।
চোরা ধেনু ছেদে বনেতে হইতে
গেছিল মথুরামুখ॥
তাহা ফিরাইতে তেঁই সে বিলম্ব
শুন বলরাম দাদা।
তোমা ছাড়া হয়ে তবে কিবা থাকি
পরাণ এখানে বাঁধা॥
বলরাম।—ভাল হইল ভাই আসিয়া মিলিলে
বলে, কি খেলাবে খেল।
ত্বরিত করিয়া হেলিয়া দুলিয়া
ঘরেরে যাইব চল॥
আজি যবে আসি গোঠেতে সাজিয়া
দেখেছি বনেতে ভয়।
কংস-চর আসি সবারে ধরিয়া
লখেছে মনেতে লয়॥
কানাই থাকিতে তার ভয় নাহি
সঙ্কটতারণ তুমি।
কত কত কংস সৃজিতে পারহ
তাহা সে আমি জানি॥
তুমি কোন দেব দেবের দেবতা
আমরা আহীর-বালা(২)।
কি জানি তোমার মহিমা অগম্য
অপার যাহার লীলা॥
সব শিশু বলে কানাই-গোচর
শুন হে কমল-আঁখি।
আজু সে ক্ষুধায়ে ক্ষুধিত হইয়া
ভোগ কিছু নাহি দেখি॥

১। আগে—নিকটে। ২। 'বালক' অর্থে বালা

এই বনে যদি অন্ন আনি দেহ
সকল বালকে খাই।
এই বড় মনে ক্ষুধার কারণে
শুনহ কানই ভাই॥
বালক-বচনে হরষ-বদন
গোপাল হইলা বড়ি।
বলরাম পানে কমল-নয়ান
চাহিলা নয়ন জুড়ি॥
কানু কহে শুন বলরাম দাদা
ক্ষুধায় বালক দুখী।
চল চল যাব যজ্ঞপত্নী-স্থানে
চণ্ডীদাস তাহে সুখী॥

(কানাড়া)

কৃষ্ণ বলরাম চলিলা ত্বরিতে
যথা যজ্ঞপত্নী রহে।
তথা দুই ভাই চলিলা সঘনে
দুয়ারে যাইয়া রহে॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণী কৃষ্ণ বলরাম
পুলকে পূরিত অঙ্গ।
গদগদ ভাষে কহিতে লাগিলা
কিবা শুভ দিন রঙ্গ॥
আজু বড় শুভ করম ফলিল
ভাগ্যের নাহিক সীমা।
নয়ন ভরিয়া দেখিলাম আঁখে
রাম-কৃষ্ণ দুই জনা॥
কহ কহ কেনে এলে দুই জনে
কি হেতু ইহার শুনি।
কহিতে লাগিলা কৃষ্ণ-বলরাম
ক্ষুধায় আকুল প্রাণী॥
অন্ন দেহ মোরে ইহার কারণে
আইল তোমার আশে।
ক্ষুধায় আকুল বালক সকল
অন্ন মাগে মোর পাশে॥
এ কথা শুনিয়া তখনি ব্রাহ্মণী
পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন অন্ন।
সুবর্ণের থালি ভরি কবি পুর(১)
চলিলা কতেক বর্ণ॥

১। পূর্ণ।

চণ্ডীদাস দেখি বিস্ময় মানিল
বনে কোথা হতে ভাত।
রাখাল-মণ্ডলী করি বনমালী
বিছাইল বটপাত॥

(কানাড়া)

সবে অন্ন খায় মাঝে যদুরায়
দিছেন সবার মুখে।
খাইয়া খাওয়ায় সুখে সুখে তায়
তিলেক নাহিক দুখে॥
কৃষ্ণ বলরাম শ্রীদাম সুদাম
সুবল যতেক সখা।
বসিয়া বালক রাখাল-মণ্ডল
তার কিছু নাহি লেখা॥
কেহ বলে ভাই কানাই বলাই
বড়ই দয়াল হয়ে।
কোথা হতে অন্ন আনিল নবান্ন
সকল বালক খায়ে॥
এ বড়ি মহিমা যার নাহি সীমা
এ মহীমণ্ডল-মাঝ।
বনের মাঝারে এ অন্ন-ব্যঞ্জন
কে বুঝে তোমার কাজ॥
বুঝিল কানুর চরিত অদ্ভুত
এ মেনে(১) মানুষ নয়।
চণ্ডীদাস বলে জানি অনুমানে
গোলোক-ঈশ্বর হয়॥

(বরাড়ি)

বিস্ময় ভাবিল বালক সকল
কহিতে লাগিলা তায়।
এ জন নন্দের ভবনে জন্মিল
ধরিয়া মানুষ-কায়॥
কেবল ঈশ্বর দেব দামোদর
নহিলে এমন হয়!
নানা সে আপদ সঙ্কট নিকট
ঘুচায় সবার ভয়॥
বিষপান বেলা সবাই মরিলা
এই সে যমুনা-তটে।
অমৃত-দৃষ্টিতে চাহিয়া বাঁচায়ে
সকল বালক উঠে॥

১। মনে হয়।

অঘাসুর আদি যতেক অসুর
সকলি করিল ধ্বংস।
বুঝিল সাক্ষাতে এমন সম্পদ
কেবল দেবের অংশ॥
আজি হৈতে ভাই সকল রাখাল
কানাই-কাঁধেতে না চড়।
উচ্ছিষ্ট ভোজন মুখে মুখে দিতে
এ মেনে সবাই ছাড়॥
চণ্ডীদাস বলে শুন সখাগণ
অপার যাহার লীলা।
রাখাল-মণ্ডলে রাখালি করিয়া
করে নানামত খেলা॥

(বরাড়ি)

সকল রাখাল ভোজন করিতে
হ'ল অবসান বেলি।
নিজ গৃহে যেতে ধেনুর সহিতে
দিয়া উঠে জয়তালি॥
হেন কালে কানু মনে পড়ে ধেনু
শাঙলী-ধবলী কোথা।
ভোজন বিশেষ করি অভিলাষ
লইয়া চলিল তথা॥
সেখানে না দেখি শাঙলী-ধবলী
কোথা গেলা দুটি গাই।
এখানে আছিল কোথা তারা গেল
শুনহ হে রাখাল ভাই॥
আয় আয় আয় ডাকে যদুরায়
অঞ্জলি ভরিয়া দুটি।
ধেয়ে এস বনে দেহ দরশনে
ত্বরায়ে আগল(১) ছুটি॥
ডাকিতে ডাকিতে না দেখি সে ভিতে
শাঙলী-ধবলী গাই।
কোন্ পথে গেল কিছু না জানিল
খুঁজিব কোন্ বা ঠাঁই॥
বিকল হইয়া বনে বনে ধেয়া
না দেখি ধবলী গাই।
এ রসমাধুরী ধেনু বৎস চুরি
দীন চণ্ডীদাস গাই॥

১। অগ্রবর্ত্তী হইল।

ধেনু-হরণ

(বরাড়ি)

শুন হে বলাই দাদা।
আজি বন-ভোজনে   কি হইল কাননে
সকল হইল বাধা॥
এমন কে জানে   না শুনি শ্রবণে
শাঙলী-ধবলী হারা।
এ বোল বলিতে   হেদে আচম্বিতে
যুগল-নয়নে ধারা॥
কি বলিব কায়   যশোমতী মায়
হারাল শাঙলী গাই।
মোরে কি বলিবে   এ মন্দ কহিবে
সেই যশোমতী মাই॥
বলিছে রাখাল   শুন হে গোপাল
আমরা কহিব গিয়া।
আচম্বিতে গাই   হারাল তথাই
রাখি পরবোধ দিয়া॥
যশোদা রাণীরে   কহিব তাহারে
কানুর নাহিক দোষ।
কালি খুঁজি বনে   বালক সকলে
কানুরে না কর দোষ॥
সকল বালকে   খুঁজি একে একে
আজু না মিলল তাই।
কালি আনি দিব   শাঙলী-ধবলী
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥

(কানাড়া)

ইহার বিস্তার   ভাগবতে* আছে
কহিয়ে একটি বাণী।
সে যে অগোচর   গোচর না হয়
কি হেতু ইহার না শুনি॥

* ভাগবতের দশমস্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আমরা এই ধেনু-বৎস হরণ আখ্যায়িকার সন্ধান পাই। এই পদটির এবং পরবর্ত্তী দুইটি পদের অর্থ হেঁয়ালীতে ভরা; তবে, এই পদগুলিতে সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধেই যে কিছু বলা হইয়াছে, তাহার আভাষ পাওয়া যায়। এই পদগুলি চণ্ডীদাসের ধরিয়া লইলে, তিনি যে ভাগবত শাস্ত্রেও পণ্ডিত ছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

মধুর মধুর   এক পথ আছে
গন্ধ আমোদিত তায়।
পদ্ম বিকসিত   এ মহীমণ্ডল
একহি একাদশ কায়॥
তার রন্ধ্রে চৌদ্দ   ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া
উঠিল কোন বা খানে।
পুনঃ এক রন্ধ্রে   কোটি কোটি মৃগ
গতায়াত নাহি জানে॥
এক রন্ধ্রে বাজে   আর নাহি তার
বেণিত আঁধারে মানি।
কোন্ কোন্ খানে   তার এক ফুটে
ব্রহ্ম গতায়াত জানি॥
এক রন্ধ্রে পুনঃ   শত কোটি যুত
বিংশতি কলায় ফুটে।
তার তিন কলা   বাজে পুনঃ পুন
সহস্র পূরিত উঠে॥
তার শত কলা   কলার অংশ
কিছু সে জানিয়াছে।
চণ্ডীদাস বলে   বেহুবে হুকুম
এক রন্ধ্রে তার আছে॥

(শ্রী)

আর এক গুণ   পরম নির্গুণ
তিনের উপর তিন।
সাতের উপরে   এক জ্যোতির্ম্ময়
পুরুষ ভূষণ-চিন(১)॥
এক পদ্ম তার   মুদিত বেকত
তা পরে মণ্ডল চারি।
তা পরে বসতি   এক সে পুরুষ
নয়নে মুদিত টারি॥
সেই ষোল কলা   ত্রিগুণ করিতে
তাহার কলার কলা।
কলার যে অংশ   সেই শত গুণ
তাহাতে নয়নের মেলা॥
নয় নয় গুণ   গুণ মিশাইলে
তাহাতে যে গুণ হয়।
তা পর যে রহে   সেই গুণ দর
জগতে সে গুণ নয়॥

১। চিন—চিহ্ন।

অষ্ট অষ্ট মোহ রসে রসে রস
ত্রিগুণ গুণের গুণে।
সে গুণ গাইতে বড় অভিলাষ
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

(গৌড়সারঙ্গ)

আর কহি শুন অদভূত কথা
কহিতে নহিলে নয়।
মহা অভুরন্ধ, আট সে প্রবন্ধ
কেহ কেহ জন কয়॥
একটি কমল তার তিন দল
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া আছে।
আর এক দল এ মহীমণ্ডল
ব্যাপিত হইয়া আছে॥
আর এক দল ফণিলোক ভরি
তিন দল তিন লোকে।
এক এক দলে সহস্র বিংশতি
তাথে রেখ এক থাকে॥
সে রেখ গণিতে কাহার শকতি
রেখেতে পলক হয়।
একেক রেখেতে লাখেক নিমিখ
এই বড় অতিশয়॥
কোটি পলকে সহস্র বিংশতি
ক্ষণেক পলক হয়।
নব কোটি শত পলক বেকত
কলার সহস্র কয়॥
লক্ষ কলাপর অংশ যেই হয়
তাহে ভবিষ্যতি কাল।
তিন দিন কলা অংশের একলি
রেখে করে দোলমাল॥
এক নিমিখ তার এক রেখ
পলটি অলসে থাকে।
ব্রহ্মার পলক কলা অংশ ভরি
সে কেনে এইরূপে রাখে॥
কলার গরিমা রেখের মহিমা
ব্রহ্মার এমন দিন।
চণ্ডীদাস কহে এ রেখ গণিতে
শকতি সবার হীন॥

)

শাঙলা-ধবলী(১) বনে না পাইয়া
আকুল হইলা কানু।
বেণু বাঁশী পূরি সঘনে সঘনে
তবু না মিলিল ধেনু॥
আকুল হইল নন্দের নন্দন
ধেনু হারাইয়া বনে।
আন নাহি চিতে চাহি চারিভিতে
আন সে নাহিক মনে॥
কি বোল বলিব যশোদা মায়েরে
বনে ধেনু হল হারা।
এ বোল বলিতে ফুকরি ফুকরি
নয়নে গলয়ে ধারা॥
হায় হায় আজি বনের ভোজনে
বড়ই পাইল তাপ।
কি বোল বলিব মুখে না নিঃসরে
ভোজন হইল পাপ॥
এমন কে জানে নিব গাই বনে
শাঙলী-ধবলী গাই।
আজু আচম্বিতে গেল কোন্ ভিতে
কিছু না জানিল তাই॥
কেমনে গৃহেতে যাইব সাক্ষাতে
সেই নন্দ ঘোষ পাশে।
ধেনু বৎস বনে হরে কোন্ জনে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

(শ্রী)

দেহ দরশন করহ ভোজন
শাঙলী-ধবলী বলি।
ছুটি কর ভরি এ অন্ন-ব্যঞ্জন
ডাকিছেন বনমালী॥
কোথা আছ তোরা দেখা দেহ মোরে
হৃদয় পরাণ কাঁদে।
তোমার বিহনে জানি এ পরাণে
মোর বুক নাহি বাঁধে॥
কাঁদে যদুনাথ বুকে দিয়া হাত
ফুকরি ফুকরি রোই।
তোমা না দেখিলে এই বন-ভিতে
শাঙলী-ধবলী গাই॥

১। এই পদগুলিতে কেবল মাত্র শাঙলী-ধবলী হরণই বর্ণিত ; কিন্তু ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই সমস্ত গোবৎস অপহৃত হইয়াছিল।

এ বোল বলিতে ফুকরি রোইতে
নন্দের নন্দন কান।
খুঁজি চারিভিতে কোথা না পাইয়া
বলিছে আকুল প্রাণ॥
না যাব গৃহেতে রহি বন-ভিতে
তোমরা চলিয়া যাও।
ঘরে গিয়া কহ মায়ের সাক্ষাতে
আমার শপথি(১) খাও॥
ধেনু হারাইয়া না পাইল খুঁজিয়া
কানাই রহিল তথা।
শুনি সখাগণ বিরস বদন
হৃদয়ে পশিল ব্যথা॥
কাঁদিয়া আকুল বালক সকল
কানুর বদন চায়।
দেব-অগোচর(২) সে জন মোহিত
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

(কাফি)

আর বা কেমনে ঘর যাব মেনে
ধেনু হারাইয়া বনে।
সেই ঘোষ নন্দ বলে কত মন্দ
মোরে পরতীত জানে॥
ধেনু না পাইলে গৃহে না যাইব
শুনহ রাখাল ভাই।
নহে এই বনে রহিব যতনে
শুনহ হলধর ভাই॥
অতি বড় স্নেহ যশোদা মায়ের
পরাণ-পুতলি গাই।
তাহার কারণে এ পঞ্চ ব্যঞ্জন
রাখি যশোমতী মাই॥
আগে তুই গাই গেলে সে সুধাই
তবে সে আনের কথা।
এই পরমাদ উঠিছে বিষাদ
মরমে হইল ব্যথা॥
রাখাল যতেক কহিল সকল
শুনহ হে কানাই ভাই।
আগে চল গিয়া খুঁজিব যাইয়া
শাওলী-ধবলী গাই॥

১। দিব্য—মাথার দিব্য অর্থে যেমন কোথাও 'মাথা খাও' কথা ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ।
২। যিনি দেবতাদিগের নিকটেই অগোচর।

কানুর বেদনা দেখি সব জনা
খুঁজিতে লাগিল বনে।
ধেনু না পাইয়া বিকল হইলা
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

(পূরবী)

পুনঃ শিশুগণে করল হরণ
রাখিল গোপন করি।
ব্রহ্মার মনেতে করি কিছু চিতে
ইহ কি গোলোক-হরি॥
এই দাঁড়াইয়া ধেনু বৎস লয়া
বুঝিতে আপন মন।
তেঁই সে রহিল বালক সকল
বুঝিবে বা কোন্ জন॥
হেথা বনমালী খুঁজিয়া বিকলি
না পাই ধেনুর লাগি(১)।
কমললোচন না ফুরে বচন
উঠত বিরহ-আগি॥
আসি সেইখানে ভোজনের স্থানে
না দেখি বালকগণে।
হইয়া বিরস এ কি পরমাদ
এমন হইল কেনে॥
বদনে না স্ফুরে একটি বচন
নয়নে গলয়ে বারি।
কে হেন করিল বিপদ আপদ
বিরহ দেওল ঢারি॥
কোথা ব্রজবালা রাখালের মেলা(২)
সে হেন সুন্দর গাই।
কোথায় রহল কিছু না জানল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গাই॥

(সুহা)

এস ভাই সখা দেহ মোরে দেখা
পরাণ কেমন করে।
কোথা আছ ভাই খুঁজিতে না পাই
এ কি পরমাদ মোরে॥
আর কার সনে খেলিব যতনে
বনে ফিরাইব পাল।
আর না শুনিব মধুর বচন
বেণু না করিব ভাল॥

১। খোঁজ। ২। দল।

কানুর বিষাদ রোদন বেদন
শুনি পশু পাখীগণে।
পাষাণ গলিত শাখিকুল যত
লম্বিত চরণ পানে ॥
আর আর ভাই ডাকয়ে মাধাই
উত্তর না দেহ কেনে।
দিয়া দরশন রাখহ জীবন
এত নিদারুণ কেনে ॥
তাই বলি কেনে দয়া নাহি মনে
সকল পাশরিবে।
আমার যাতনা দেখিয়ে বেদনা
বড় পরমাদ হবে ॥
কহে চণ্ডীদাস কানুর চরণে
এক নিবেদন করি।
এ ব্রহ্মগেয়ানে দেখহ ধিয়ানে
কে হেন করিল চুরি ॥

(সুহা)

কোথা আছ ভাই ছিদাম সুদাম
বসুদাম আদি যত।
দেহ দরশন না রহে জীবন
ফুকরি ডাকত কত ॥
কোন্ বনমাঝে আছ কোন্ কাজে
উত্তর না দেহ কেনে।
ভাই ভাই বলি করিয়া বিকলি
বুলত বনহি বনে ॥
কাঁদিয়া আকুল নন্দের নন্দন
বচন না সরে মুখে।
আজি সে দুর্দ্দিন হইল মিলন
পাইল ভোজন-দুখে ॥
প্রাণের দোসর রাখাল সকল
তারা বা চলিল কোথা।
হৃদয় বিদারি কাটিয়া লইল
মরমে হানিয়া ব্যথা ॥
কানুর রোদন বেদন দেখিয়া
চণ্ডীদাস বলে তাথে।
এ কথা যে জন করিল তখন
জানিয়াছি অনুরথে(১) ॥

১। সম্ভবতঃ 'কষ্টে' এই অর্থে চণ্ডীদাস এই শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন

(শ্রী)

কমল নয়ন ধেয়ান স্মরণ
মুদিয়া নয়ান দুটি।
ব্রহ্মজ্ঞানেতে দেখি হৃদয়েতে
ব্রহ্মার হেনক কুটি(১) ॥
আমায় ছলিতে আসি বনভিতে
ঐছন তাহার কাজ।
মোর তথ্য কিছু জানিতে নারিয়ে
বুঝিব শকতি আজ ॥
আমি কি বটিয়ে জানিতে নারিয়ে
পাইয়ে মরমে ব্যথা।
তেঁই শিশু বৎস হরিয়া লইল
জানিল এ তথ্য কথা ॥
ভাল ভাল বলি জানিয়ে অন্তরে
নন্দের নন্দন কান।
সৃজিল রাখাল যত ধেনুপাল
ইথে সে নাহিক আন ॥
সেই ব্রজবালা(২) তখনি সৃজিলা
শাঙলী ধবলী গাই।
তা দেখি ব্রহ্মার ভাঙ্গিল সংশয়
ভাবিতে লাগিলা তাই ॥
ইহ দেব হরি দেবের দেবতা
ইহাতে নাহিক আন।
ফাঁফর হইয়া ধেনু বৎস লইয়া
আইল কানুর স্থান ॥
করপুট করি ধরিয়া চরণ
পড়িল ধরণীতলে।
কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হইয়া
কাতরে কিছুই বলে ॥
চণ্ডীদাস বলে ব্রহ্মার আরতি
বাঁধিয়া চরণ দুই।
বহু স্তব করে কাঁদি উচ্চস্বরে
অঝর নয়নে রোই ॥

(বড়ারি)

বেদ বেদ বর্ণ চারু সে পুরিত
এক চক্রবর্ত্তী সাই।
সপ্ত সপ্ত শত সহস্র মেদুল
মণ্যাহি পল্লব যাই ॥

১। কুটি—কুটিলতা।
২। ব্রজবালা—ব্রজবালকগণ।

তাহে শশঙ্কর দীপ্তি নবপর
দশমী দয়র অংশে।
কর্ম্মিশ মানগ তিপর যাকর
ওখল ভেল আতংশে॥
পট কি টাটক ফণী মণি দশপর
যে দশ যাকর আসি।
সেখল খগতি যদুপর যো রীতি
বেণী বেণীক লাগি।
মমিস আশপাশ তার পর যো রয়া
সুরস যাঁহাকে লাগি॥
বারহি অক্ষর চৌদহি যে রহে
সোবহি সেলহি ধন্ধ।
চণ্ডীদাস কহে যাকর আশপর
বেড়াল সাতহি ধন্ধ॥

(শ্রী)

তুমি দেব হরি দেবের দেবতা
তুমি হিতকারী হও।
তুমি চন্দ্র দিবা তুমি মহাতেজা
তুমি ত তারণ হও॥
তুমি সে পুরুষ- ভূষণ-শকতি
তুমি সে জগৎ-সিন্ধু।
তুমি দয়াবান্ এ নব বৈভব
অনাথ জনার বন্ধু॥
তুমি জল স্থল তুমি দিবাকর
তুমি সে ঐশ্বর্য্য লীলা।
তুমি তরুলতা তুমি ফল শাখা
তুমি সে দরিয়া ধারা॥
যার অগোচর এ মহী ব্রহ্মাণ্ড
তোমারে জানিতে পারে।
ক্ষেম(১) অপরাধ বিষম বিপাক
প্রভু দয়া কর মোরে॥
আমার হৃদয়ে তম উপজিল
পাইনু তাহার চিহ্ন।
অপরাধ ক্ষেম প্রভু দয়াবান
আমি কি জানিয়ে বর্ণ॥
চণ্ডীদাস কহে এ রীত আকুতি
কে তুয়া বুঝিতে পারে।
চতুর্ব্বেদ যার মহিমা চাতুরী
কহিয়া কহিতে নারে॥

(বরারি)

প্রভুর আরতি কি জানি কাকুতি
তুমি সে পরমপতি।
অপরাধ করি ক্ষেম দেব হরি
তুমি অগতির গতি॥
দেব ভগবান্ ইথে নাহি আন
ইবে সে জানিল ইহা।
বহু স্তুতি করি ধরিয়া চরণে
ধরণী পড়িয়া দেহা॥
যাহার মহিমা নাহি পায় সীমা
বেদে অগোচর যেই।
কি বলিতে জানি, যার যেন রীত
বুঝিতে নারিল এই॥
বহু স্তুতি করে পড়িয়া ভূতলে
চরণকমল ধরি।
চণ্ডীদাসে বলে এ রস-মাধুরী
কেবা জানিবারে পারি॥

(নটনারায়ণ)

মোর অপরাধ ক্ষেম।
এ দেহ ধরিয়া হেন না করিব
হেনক না হয় যেন॥
প্রভু ভগবান্ আকার কারণ
করণ-প্রবণ ধাতা।
নিশা তরতম চন্দ্র দিবাকর
ব্রহ্মাণ্ডেতে গতায়াতা॥
তুমি চরাচর তুমি সে সত্যর
ভৈরব আগম সার।
যার নাহি পার গমন বিচার
যাহাতে না পায় পার॥
ক্ষেম ক্ষেমতম অন্ধকার ভুম
অথির নিবিড় গতা।
তুমি সে পুরুষ- ভূষণ-শকতি
তুমি সে দেবের ধাতা॥
যার লোমকূপে লক্ষ শত কোটি
এ চৌদ্দ ব্রহ্মাণ্ড জাতা॥
তার এক কূট শত শত অংশ
এক ধুম রেণু বৈসে।
ধুমস পলক পালটি কটাক্ষ
নিমিখ গণিয়ে কিসে॥

১। ক্ষমা কর।

নিমিখ গণিতে কাহার শকতি
এক পল কুটি সাতে।
তাহার অঙ্কুর তাহাতে যে হয়ে
তাহার পালটি যাতে ॥
জানু জানু ভানু কিরণ ছটায়ে
তাহার কিরণ এক।
কোটি পলক দেখি যে অনেক
তাহার অনেক রেখ ॥
এ জন যাহার বৈভব নায়ক
সে জন ব্রজেতে স্থিতি।
তাহার মহিমা আগম গরিমা
কেবা সে জানিব গতি ॥
চণ্ডীদাসে কহে এ মহীমণ্ডলে
জনম লভিয়াছে।
গোপ গোপিনী নয়ন-অঞ্জন
করিয়া রাখিয়াছে ॥

(বড়ারি)

মোর অপরাধ ক্ষেম যদুনাথ
করিনু এমন কাজ।
তুমি দয়ানিধি দয়া না করিলে
পাব অতি বড় লাজ ॥
না জানিয়া যদি কেহ করে দোষ
রোষ পরিহর তুমি।
অহঙ্কার হেতু না জানি বেকত
কি আর বলিব আমি ॥
যে জন এ তিন ভুবন-ঈশ্বর
এবে সে জানিল দৃঢ়(১)।
কপট নিকট ছাড়হ সঙ্কট
আমারে হইল গাঢ় ॥
ব্রহ্মাণ্ড অগাধ বহু বৈদগধ
যাহার ইহাতে গতি।
গুণ শত শত অতি অনুমত
চারি চারি গতি রীতি ॥
প্রণয় দুর্ল্লভ সাতগুণ গুণ
চক্র সাই যার হয়।
নব নব রেখ রেখের উপমা
তাহার যে রস হয় ॥

সে রস এ চারু প্রকার আরতি
তুমি সে মুরতি কায়া।
তার এক কলা কলার অংশ
ত্রিকুটি কুটির ছায়া ॥
ছায়ার বিম্বুক সামগ্রাহিপর
তাপর জ্যোতিক হেম।
গূঢ় অতিতর তাহার ঈশ্বর
কে জানে ঐছন প্রেম ॥
প্রবাহ পল্লব যোগী ফণিবর
মুনির মানস সেই।
এ রস-চাতুরী মধুর পঙ্কজ
চণ্ডীদাসে মাগে এই ॥

(শ্রী)

কহেন কারণ নন্দের নন্দন
তুমি কি জানহ মোরে।
কোটি ব্রহ্মা আছে কিবা তার কাছে
গণনা আছয়ে তোরে ॥
মুদহ নয়ান দেখহ গেয়ান
দেখাব কতেক ব্রহ্মা।
এক সে পলকে দেখহ টাটকে
জানহ কতেক জনা ॥
শতমুখ দেখ সহস্রমুখ দেখ
দশমুখ পাছে কতি।
এ সব দেখল মুদিত নয়ন
কে জানে ঐছন গতি ॥
মন বিচারিয়া দেখল বেকত
হইল ফাঁফর মনে।
চরণে পড়িয়া স্তুতি করে শত
কে তোমা মহিমা জানে ॥
ক্ষেম অপরাধ কর পরসাদ
শুনহ গোলোক হরি।
আমি না জানিয়ে অপার অগাধ
এ রস-মহিমা কেলি ॥
চণ্ডীদাস কহে দয়ার সাগর
ধরিয়া এ দুই বাহে।
উঠ উঠ বলি কহে বনমালী
পাইয়া কিছুই মোহে ॥

১। দৃঢ়—স্থির।

মা যশোদা

(সিন্ধুড়া)

কানু কহে শুন রাখাল যতেক
হইল উহর(১) বেলা।
ছিদাম সুদাম ভাই বলরাম
আর কি করহ খেলা॥
ধেনু কর জড় আর খেলা ছাড়
কালি সে খেলিহ খেলা।
আজু চল ঘরে যাব কুতুহলে
ধেনুগণ কর মেলা॥
আজুকার গোঠে হইল সঙ্কটে
বিপাক পড়িয়া গেল।
ধেনুগণ লয়া হৈ হৈ রব দিয়া
আজুকার মত চল॥
পথে চলি যায় মাঝে যদুরায়
মুরলী বদনে গায়।
শিঙ্গা বেণু রবে আনন্দে চলয়ে
গোকুল মুখেতে ধায়॥
যমুনা-পুলিন প্রবেশ হইয়া
নিজ গৃহে চলি যায়।
ধেনুগণ গৃহে রাখিয়ে গোয়ালে
যশোমতী মুখ চায়॥
কোলেতে লইয়া নন্দের নন্দন
বদন চুম্বন রসে।
কত শত শত অমিয়া পাইয়া
রসের আনন্দে ভাসে॥
যশোদা।—এতক্ষণ কোথা হিয়া দিয়া ব্যথা
গেছিলে কোন্ বা বনে।
এখানে এ ধড় গৃহ-মাঝে ছিল
পরাণ তোমার সনে॥
আঁখির তারাটি গেছিল খসিয়া
এবে আঁখি আসি বসি।
চণ্ডীদাস বলে ক্ষেণেক নেহালে
ও-মুখ বদনশশী॥

(শ্রীসুহা)

বদন নেহারি ঢর ঢর বারি
ও অঙ্গ বাহিয়া পড়ে।
নিশ্বাস হুতাশ ঘন ঘন দেখি
অতি সে করুণ-স্বরে॥

১। অনেক

এ ক্ষীর নবনী ছেনা সর আনি
দেওলি কানাই-মুখে।
যতন করিয়া পিয়ায়িছে রাণী
দূরে গেল যত দুঃখে॥
যশোদা।—কহ দেখি বাছা আজু কোন্ বনে
চরাইলে সব ধেনু।
আজু কেন বাপু শুনিতে না পাই
তোমার মোহন বেণু॥
আন দিন শুনি বেণু-রবখানি
আজু না শুনিতে পায়ে।
মনে উঠে কত বিষম সন্তাপ
শুনিলে থাকিয়ে জীয়ে॥
তখনি বলেছি যমুনা-নিকটে
রাখিও ধেনুর পাল।
আপনি যাইয়া তোরে দেখি গিয়া
তবে সে জুড়াই ভাল॥
এ ক্ষীর নবনী শাকর সেবনি
রাখিল যতন করি।
কোন শিশুগণে নিবার কারণে
না আইল যতন করি॥
তাই বড় দুখ নাহি হয় সুখ
উঠিল আগুন বড়।
চণ্ডীদাসে বলে রাণীর করুণা
বড়ই দেখিল দড়॥

(সুহ-সিন্ধুড়া)

যশোদা।—আহা মরি মরি পরাণ-পুতলি
বাছনি কালিয়া সোনা।
কত না পেয়েছ ক্ষুধায় পীড়িত
বনে যেতে করি মানা॥
এ দুঃখে না জীব নন্দে কি বলিব
এ শিশু পাঠায়ে বনে।
এ ঘর-করণে আনল ভেজাব
কি বা সে করয়ে ধনে॥
ইহাকে অধিক আর কিবা ধন
যারে না দেখিলে মরি।
কালি আর গোঠে না পাঠাব মাঠে
কে বা কি করিতে পারি॥

মধুর বচনে কহে নন্দরাণী
মরমে পাইয়া ব্যথা।
দ্বিগুণ আগুন জ্বলিছে হিয়ায়
শুনিয়া পুত্রের কথা॥
তোমারে লইয়া আন দেশে যাব
না রব নন্দের ঘরে।
তোমা হেন ধন আর কোথা পাব
বিধাতা দিয়াছে মোরে॥
কত কত বার ছেনা ননী সর
পিয়াই রজনী জাগি।
কটোরো ভরিয়ে রাখিয়ে থাপিয়ে
রাখিয়ে যাহার লাগি॥
এ জন কেমনে এই ধেনু সনে
ফিরিবে বনেতে বনে।
অভাগী মায়ের বিষম অন্তর
ক্ষেণে কত উঠে মনে॥
মায়ের রোদন বেদন দেখিয়া
কহিছে কানাই তাই।
পরিবোধ চিতে বেদনী জননী
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

(পুরবী)

যশোদা।—তুমি মোর প্রাণ- পুতলি সমান
যতক্ষণ নাহি দেখি।
হৃদয় বিদরে তোর অগোচরে
মরমে মরিয়া থাকি॥
যেন বা কি ধন অমূল্য রতন
পাইয়া আনন্দ বড়ি।
ভাসি অশ্রুজলে আনন্দ হিল্লোলে
গৃহকাজ যত ছাড়ি॥
শুনহ কানাই আর কেহ নাই
কেবল নয়ন-তারা।
আঁখির নিমিষে পলকে পলকে
কতবার হই হারা॥
মরু মেনে সব যত ধেনু গাই
তোমার বালাই লয়া।
কালি হৈতে বাপু ধেনু গোঠ মাঠ
না পাঠাব বন দিয়া॥
কি বলিব নন্দ তোমার যুকতি
কানু পাঠাইয়া বনে।
না জানি কখন কিবা জানি হয়
হেন লয় মোর মনে॥

বনে ভয়ঙ্কর বৈসে ভয়ঙ্কর
শার্দ্দুল ভুজঙ্গ রহে।
না জানি কখন্ করয়ে দংশন
এ বড় বিষম মোহে॥
আনের অনেক আছে কত জন
আমার পরাণ তুমি।
ভাল মন্দ হৈলে আঁখির পলকে
তখনি মরিব আমি॥
চণ্ডীদাস বলে অতি বড় স্নেহ
দেখিল যশোদা মায়।
এ না কভু শুনি জগতে না দেখি
জগতে এ যশ গায়॥

(কামোদ)

বিচিত্র পালঙ্কে শয়ন করায়ে
নন্দরাণী কিছু বলে।
আজি কেন ধেনু উজর(১) গমন
আনিলে যতেক পালে॥
মায়ে কিছু বলে গমন-বিলম্ব
শুনহ বেদনী মাই।
চোরা ধেনু সনে যাইতে যাইতে
বনে বনে বুলি(২) তাই॥
বিষম বিপাকে চোরা ধেনু সনে
পাইয়ে যাতনা বড়ি।
একলা কত না ফিরাব বাছুরি(৩)
কাননে যাইয়া পড়ি॥
যদি কিছু বলি ভাই বলরামে
ফিরাইতে ধেনু-পাল।
শীতল ছায়াতে বসিয়া থাকেন
কোপেতে লোচন লাল॥
আর শিশুগণে আপন কাজেতে
তাদের এমন রীতি।
কেবা করে কার নিজ কাজে দড়
সবার সমান মতি॥
আর বনে আমি না যাব জননি
এত কি বেদনা সয়।
শুনি নন্দরাণী করুণ-হৃদয়
কাষ্ঠের পুতলি রয়॥

১। উজর—ছুটাছুটি।
২। বুলি—বুলিয়া, ঘুরিয়া।
৩। বাছুরি—বৎস, বাছুর।

কত না ক্ষুধায় পীড়িত হয়েছ
বাছনি(১) যাদুয়া মোর।
চণ্ডীদাস বলে শুনিয়া যশোদা
সুখের নাহিক ওর॥

(সুহা)

চিবাইতে দিল কর্পূর তাম্বুল
স্নেহে সে যশোদা মা।
ধরিয়া চরণ জাতিয়া(২) দিছেন
শীতল পাথার বা॥
বদন নেহালে যশোদা সুন্দরী
ঘুমল কমল-আঁখি।
গৃহ-কাজে মন করিল গমন
আন আন কাজ দেখি॥

যশোদা —শুন নন্দ ঘোষ পাছে কর রোষ
কহিয়ে তোমার কাছে।
শুনিল বনের দুখের বিচার
কহিতে কি আর আছে॥
চোরা ধেনু সনে বহু দুখ মেনে
পাইল যাদব মোর।
শুনিতে শুনিতে পরাণ বিদরে
দুখের নাহিক ওর॥
বল দেখি তুমি এমন ধবলী
কেন বা পাঠাও বনে।
রাজকর লাগি এমন বয়সে
বঞ্চিল ধেনুর সনে॥
নন্দ কহে শুন এমন সম্পদ
আর না পাঠাব বনে।
চণ্ডীদাস বলে ঐছন আরতি
এ লীলা বুঝিতে পারে॥

রাই রাজা

(শ্রী)

সব গোপীগণে কমল-নয়ানে
কহিল একটি বাণী।
হের শুনি আসি কহে হাসি হাসি
এক মনে অনুমানি॥
কহে গোপীগণ হরষ বদন
কহেন নাগর রায়।
কি হেতু হৃদয় করল নাগর
কহ না শুনিয়ে তায়॥
মনের বেদনা মরমের খেলা
কহিল সবার কাছে।
এক অভিলাষ মনের মানস
ইহাই কহিতে আছে॥
কহ না বিচারি কহিল নাগরী
চাহিয়া নাগর পানে।
কহিতে লাগিলা রসের রসিক
উগারল যে বা মনে॥

১। বাছা—যাদু বাছা স্নেহ-সম্বোধন।
২। শক্ত করিয়া ধরিয়া।

এই বৃন্দাবনে রতন-আসনে
রাধারে করিব রাজা।
রমণী-মাঝারে জয় জয় দিয়া
বাঁধিয়া রাখিব ধ্বজা॥
সবার মাঝারে ছত্রদণ্ড দিব
ধরিয়া আড়ানি মাথে।
চণ্ডীদাস বলে অদভুত লীলা
ইহা বা বুঝিবে কতে॥

(শ্রী)

এ বোল শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
কহেন গোপের নারী।
বড় অদভুত শুনিল বেকত
ইহা পরমাদ বড়ি॥
ভাল ভাল বলি বলে গোপীগণ
যাহাই করিবে তুমি।
সেই সত্যফল সেই সে সুদিন
কি আর বলিব আমি॥

কেহ বলে শুন নাগর মোহন
না দেখি না শুনি কানে।
রাধারে রাজত্ব দিব যে বেকত
দেখিয়ে মনের সনে॥
আনন্দে অধীর হইয়া নাগরী
কহেন কানুর পাশে।
রাধা পাঠাইয়া সকল গোপিনী
বদনে বসনে(১) হাসে॥
অপরূপ লীলা কিবা সে সৃজিলা
রসিক নাগর কান।
এমন আনন্দ- রসের লহরী
চণ্ডীদাস গুণ গান॥

(মালব)

অসীম সুকর সাজল সুন্দর
নবীন কিশোরী গোরী।
মঙ্গল বচন যত ব্রজাঙ্গনা
কুঞ্জেতে লইল সরি(২)॥
রত্ন সিংহাসনে বসাই যতনে
উজল করল রাধা।
হুলাহুলি দিয়া যত গোপীগণ
আনন্দে নাহিক বাধা॥
কেহ শিরে দেই দূর্ব্বাদল আনি
কেহ সে দিলেক ধান।
কেহ কেহ ফেঁকে শিরের দু'পাশে
গুবাক সুগন্ধ পান॥
নানা ফল পুষ্প দধি মীন ঘট
রাখল সম্মুখে ধরি।
রতন প্রদীপ জ্বালল দু'সারি
হেম ঘটে থাপি বারি॥
মলয় চন্দন মৃগমদ ঘন
অগোর কস্তুরী চুয়া।
নিকুঞ্জ-মাঝারে কুটীর-ভিতরে
ডারল(৩) গোপিনী লয়া॥
সুগন্ধ কুসুম বিছাই চৌদিকে
অতি সে সৌরভ বাসি।
মধুলোভে অলি লাখ লাখ কোটি
তাহাতে উড়িয়া বসি॥

নানা বাদ্য বাজে তাল মান রসে
মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি বীণা।
শঙ্খ করতাল মদন ভেউর(১)
রবাব খঞ্জরী পিনা॥
পাখোয়াজ বাজে কাহাল রসাল
বেণুর শবদ-রসে।
বাঁশী করতাল এ সব মণ্ডল
ঘণ্টা কলরব শেষে॥
এই সব যন্ত্র বাজয়ে সুতন্ত্র
জয় জয় উঠে ধ্বনি।
মঙ্গল সুচার বেদ সে বিধান
করল যতেক ধনী॥
বৈঠল কিশোরী আসন-উপরি
রাজ-আভরণ সাজে।
জয় জয় দিল গোপিনী-মণ্ডল
রাধিকা করল মাঝে॥
ময়ূর ধরিল আড়ানি(২) শিরেতে
ময়ূরী ধরিল তা।
ফেকন(৩) ধরিয়া রাই-শিরে দিয়া
এই দুই রহল তথা॥
রাজভাট ডাকে কোকিল-কোকিলা
ডাহুকী ডাহুক বলে।
ভ্রমর-ঝঙ্কারে শানাই শবদ
তাহা সে গাইল ভালে॥
চণ্ডীদাস বলে অপরূপ লীলা
কুঞ্জে রাধা ভেল রাজা।
রমণী-মাঝারে রমণী-মোহন
বাঁধিয়া দিল সে ধ্বজা॥

(কাফি)

কেহ কেহ গোপী যমুনার তীর
তুলল পঙ্কজফুল।
কোন গোপী তুলে নানা সে কুসুম
সুষম মৃণাল ফুল॥
কোন গোপী তুলে চাঁপা নাগেশ্বর
মল্লিকা মাধবী লতা।
কানড়া কুসুম ধাতকী সুষম
তুলল ঝামরু-পাতা॥

১। কাপড়ে মুখ ঢাকা দিয়া।
২। সংস্কার করিয়া।
৩। ঢালিল।

১। কামোদ্দীপক বংশী-বিশেষ।
২। আবরণ।
৩। পেখম।

কুন্দ করবী আমলি সুন্দর
চম্পক কেতকী বেলী।
কিবা মনোহর তুলল গোলাপ
তাহে সুন্দর চামেলী॥
নানা জাতি ফুল তুলল সুন্দর
নাগরী গোপের রামা।
কেহ করে ডালি গাঁথে বনমালা
নিকুঞ্জ সহরে জানা॥
নিকুঞ্জ-বেদিকা বেড়িয়া রোপল
সুন্দর কদলীদল।
সুবর্ণের ঘট বারি সে পুরল
আম্রশাখা তার পর॥
কোন ব্রজনারী এ তৈল হলুদী
বিবিধ সৌরভ বারি॥
নানা গন্ধ আদি আছিল যে বিধি
বসাইল আসন পরি॥
সহস্র ধারা করি তাহা বারি ঢারি
স্নান করাইল গোরী।
নানা বেদধ্বনি করিয়া গোপিনী
সবাই মগন কেলি॥
জয় জয় ধ্বনি কতেক গোপিনী
দেওলি নিকুঞ্জ-মাঝে।
বিনোদ নাগর অভিষেক করে
শঙ্খ ঘণ্টা জোড়া বাজে॥
স্নান সমাধিয়া রাধারে লইয়া
করত বেশের শোভা।
বিনোদ পাগুড়ি বিনোদ বন্ধান
বান্ধল আনন্দ-লোভা॥
তাহে আরোপিত মাণিকের ঝুরি
দেওল পাগুড়ি পাছে।
তনু আচ্ছাদন নীল তনুত্রাণ
অতি সে রঙ্গীম কাছে॥
তাহে সে বান্ধল নেতের পটুকা
বেড়ল ভালই তাথে।
চণ্ডীদাস অতি দেখিয়া মুরতি
যৈছন চাঁদের মতে॥

(মঙ্গল)

নিকুঞ্জ সহর সব গোপীগণ
সাজাইল সারি সারি।
দু দিকে কুটীর আয়ারি বান্ধল
রসিক চতুর ধাত্বরী॥

বাজার দু'সারি যত ব্রজনারী
সহরে বৈঠল তারা।
চিত্রা দেবী ভেল রাজকারবার
ঐছন সবার ধারা॥
সহর-কোটাল হইল রসাল
এ নব-নাগর কান।
রাজকর সাধে রসিক নাগর
মনে ভেল অনুপাম॥
কোটাল প্রহরী রসিক নাগরী
সাধয়ে রসের দান॥
যতেক গোপিনী হইয়ে সেনানী
সার দিয়া আগুয়ান॥
রাজার দোহাই দোসারি ফিরাই
ফিরিয়া চলত তাই।
করহ চৌদল ফিরাই সুন্দর
রচহ উপায় এই॥
এ নব নাগরী চৌদল করল
বাধা চড়াইল তায়।
লইয়া সহরে ফিরায় সুন্দরী
দীন চণ্ডীদাস গায়॥

(কেদার)

সহর ফিরায়ে ধনী রমণীর শিরোমণি
লীলাবতী চামর ঢুলায়।
চম্পাবতী আদি নারী এ নব অষ্ট নারী
সেবা করে মনে অভিপ্রায়॥
ফিরাইল বিনোদিনী নব নব গোপিনী
সবে লয়ে গেল সেই কুঞ্জে।
এই লীলা রচে কান আইল সে কুঞ্জধাম
দেখ ইহা সব নব কুঞ্জে॥
করিতে রাসের রস মদনে হইয়ে বশ
রচিলা নাগরবর কান।
কহেন রসিক রায় মোর মনে হেন ভায়
বিন্ধল মদন শর-বাণ॥
পুনঃ ধনী করে বেশ বাঁধল চাঁচর কেশ
বেণীর বন্ধান করে ছাঁদে।
নব মল্লিকার মাল বেড়িয়া কনকজাল
মাণিক কোঁপনি দিয়া বাঁধে॥
সীঁথায় সিন্দুর-শোভা যেমন রবির আভা
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
মেঘ হইতে যেন শশী আসিয়া যেমন বসি
কত ঘটা ছটা কোটি ইন্দু॥

অধর রাতুল দেখি হিঙ্গুল কিসে বা লখি
নাসার বেশর ঝলমল।
কাঁচুলী সে অনুপাম বেড়িয়া মুকুতাদাম
অনুপাম কি তার সুন্দর॥
নানা আভরণ সাজে কিঙ্কিণী সুচারু বাজে
চরণে নূপুর করে ধ্বনি।
কি আনন্দ দেখি তায় মনমথ মুরছায়
চণ্ডীদাস যাইছে নিছনি॥

(কেদার)

শ্যাম-বামে বৈঠল কিশোরী।
মেঘে যেন মিশয়ে বিজুরী॥
সোনার কমলে মধুকর।
তেমতি সাজল কলেবর॥
দুঁহু রূপ না যায় কথন।
কোটি কোটি মুরছে মদন॥
সহচরী কুঞ্জ-নিকেতনে।
কেহ করে চামর ব্যজনে॥
কেহ চন্দন দিছে গায়।
কেহ চুয়া চন্দন যোগায়॥
কেহ করে পাখা মন্দ বায়।
চণ্ডীদাস দুঁহু গুণ গায়॥

যুগল-মিলন

(কল্যাণ)

সকল গোপিনী মোহিত হইল
দেখিয়া দোঁহার রূপ।
ক্ষণে ক্ষণে সুখ আনন্দ বাড়িছে
প্রেমের রসের কূপ॥
দেখ দেখ দেখি নয়ান ভরিয়া
কি শোভা আনন্দ বড়ি।
এ দু'টি নয়ান তা পানে না রহে
পিছলি পড়য়ে ছড়ি॥
কোন্ সে বিধাতা রূপ নিরমিল
এমন রসের সার।
ও রূপ-লহরী দেখিতে কি দেখি
কেবল অমিয়া-ধার॥
এত দিন বসি গোকুল নগরে
না দেখি এমন জনা।
নিকুঞ্জে শোভল এত রূপ যেন
কেবল কালিয়া সোনা॥
ভাবের আবেশে ও নব নাগরী
সুখের নাহিক সীমা।
চণ্ডীদাস বলে দোঁহার রূপেতে
মোহিত ব্রজের রামা॥

(সুহই-মঙ্গল)

দেখ নব কিশোর-কিশোরী।
ও নব নাগরী দেখ নাগরের কোলে গো
অঙ্গে অঙ্গে আছয়ে পশারি॥
নব ঘন যেন শ্যাম ' রাই সে চম্পকদাম
দুঁহু তনু এ দুই সমান।
মত্ত করিবর কাছে যেমন কুরঙ্গ-রাজে
মত্ত ভৃঙ্গ কুসুম সুঠাম॥
শিখিপুচ্ছ উড়ে বায়(১) এক বেণী শোভা পায়
এক কপালে শশধর ধরে।
আর কপালমাঝে কিবা সে অরুণ সাজে
নীল পীত বসন সুন্দরে॥
বলয়া বালুটি(২) টার(৩) আর বৈসে মতিহার
বেশর সে আভরণ সারা॥
মণি-মঞ্জরী পায় তাহে সে পঞ্চম গায়
আর পদে নূপুর বিকারা॥
দুঁহু সে মধুর হাসি অমিয়া বরিখে রাশি
বৃন্দাবন কি শোভা আনন্দে।
চণ্ডীদাস বলে ভাল দুঁহুরূপ করে আলো
গোপীগণ মোহিত আনন্দে॥

১। বায়—বাতাসে।
২। বাউটি।
৩। তাড়বালা।

(কামোদ)

দেখ অপরূপ সিয়ে(১)।
ধরণী উপরে এ চারু পঙ্কজ
দেখয়ে নয়ানে চেয়ে॥
পঙ্কজ উপরে বিশ শশধর
চাঁদের উপরে গজ।
এ চারি গজের উপরে যুগল
কেশরী শোভিত রাজ॥
কেশরী উপরে এ দুই সায়র
সায়র উপরে গিরি।
গিরির উপরে এ দুই তমাল
চারু শাখা তাহে ধরি॥
তাহে এক শুন একটি তমাল
নবঘন সম দেখি।
একটি তমাল সোনার বরণ
শুন গো মরম-সখী॥
তাহে ফলিয়াছে অরুণ বরণ
এ চারু উত্তম ফল।
ফলের ভিতরে ফুল ফুটিয়াছে
নাহি তার শাখা-দল॥
তাহার উপরে কিরের(২) বসতি
তা পরে চকোর চারি।
তা পরে চাঁদের এ দুই বৈসত
পিতেই তাহার বারি॥
তাহার উপরে বিধু সে অরুণ
তা পরে ময়ুর অহি।
চণ্ডীদাস দেখি মোহিত মানস
এ কথা জানিবা কহি॥

দেখ দেখ সখি চাহিয়া দু আঁখি
কিশোর কিশোরী শোভা।
যেমন ঘনেতে বিজরী বেঢ়ল
কি দেখি বরণ আভা॥
সখীগণ কহে হেন মনে লয়ে
মেঘ আসি কিবা নামে।
গগন হইতে আসি আচম্বীতে
কল্পতরুর ঠামে॥
কোন সখী কহে এই ঘন নহে
ও দেখি শ্যামের দেহা।
বিজরী বলিয়া দেখিলে ভালিয়া
ও রূপ কিশোরী সেহা॥
যার অপরূপ দেখিনু স্বরূপ
কহিলে কি জানি কি হয়।
দুঁহু অনুপাম বেশের আভাতে
বৃন্দাবন শোভাময়॥
এক তরুবর কালিয়া বরণ
আর তরুবর গোরা।
বড় অদভুত কি হেতু ইহার
বিচারি কহ না তোরা॥
সখীর বচনে আর সখী তাহে
চাহিল বনের পানে।
দেখিল বেকত আধ সে গউর
আধ সে কালিয়া সনে॥
এক সখী ছিল চেতন গোয়াল
বিচারি কহিছে তায়।
এ কথা কহিতে কাহার শকতি
কে না পরতীত যায়॥
রসের সায়র রূপের দরিয়া
তাহে আছে এক সুধা।
সেই সুধা আনি বিধি সে রাখিল
বেকত করিয়া জুদা॥
আর কূপমাঝে যে ছিল অমিয়া
লইল যতন করি।
সেই দুই সুধা বিধি সে আনন্দে
রাখল একক ধরি॥
চণ্ডীদাস কহে অপার চাতুরী
কে জন বুঝিবে ইহা।
বিধি সে রসিয়া তাহাতে পশিয়া
গড়ল দোঁহার দেহা॥

(সুহই-মঙ্গল)

এ নব নাগর গুণের সাগর
রাধার বদন হেরি।
হাসি রসে রসে অমিয়া বরিষে
বামে শোভিয়াছে গৌরী॥
দেখ দেখ রূপ সিয়া।
কোন্ বিধি এত রূপ নিরমিল
কে জানে কি সুধা দিয়া॥

১। সিয়ে—আসিয়া।
২। কির—শুকপক্ষী, কীর বিকল্পে।

এত রূপ খানি কেমনে গড়ল
ধন্য সে রসিয়া জনে।
কোন্ বিধি এত রূপ নিরমিল
কুন্দল মনের সনে॥
শুভ ক্ষণ দিনে অমিয়ার সনে
মুখেতে দিয়াছে ঢালি।
চণ্ডীদাস কহে তুঁহু রূপখানি
হিয়াতে রাখিয়ে ভালি॥

(ধানশী)

এক এক দেহ দেহের গণন
এ দেহ আছয়ে বহু।
নব নব শত সহস্র পুরিত
অনন্ত সমন্দ কহুঁ॥
কোন অঙ্গ কোন করত সেবন
সহস্র পুটকে ছটা।
ইন্দু বিন্দু বিন্দু বিষহ আভাস
বৈস সে সব ঘটা॥
সাত পুট ঘাট সারল্য শব্দক
চিহ্ন চিহ্ন অতিশয়।
এক এক দেহ দেহ ভিন্ন নহে
দেহে রস ভার হয়॥
কোন সে স্বভাবে কিসে কোন রতি
রতির আর্ত্তিক কত।
কোন সে প্রধানে কোন সে বেকত
কোন সে মোক্ষক যত॥
চারি চারি চারি অঙ্গ অঙ্গ বহু
এ অঙ্গ কে রতি পায়।
চণ্ডীদাস কহে কোন কোন জন
কেহ সে খুঁজিয়া পায়॥

(সুহই)

দুই সুধা লয়ে বিধি গেল ধেয়ে
গড়ল মুরতি দুই।
কুন্দন সুন্দর অতি মনোহর
মুরতি হইল সেই॥
যখন গড়ল প্রথম পৃথক
নিরমাণ কৈল দেহা।
সম্মুখে আছিল রূপের সুধায়ে
পড়িল কাজর রেহা॥

সেই সুধা লয়ে গড়ল মুরতি
কালিয়া হইল শ্যাম।
আর সুধা ছিল আন ঘটে পুরি
তার কহি পরমাণ॥
তবে সেহ বিধি গড়ল মুরতি
অনেক যতন করি।
চামস করকলা গড়ল তাহাতে
তাহাতে হইল গৌরী॥
বিধি নিরমিয়া চলল সেখানে
যেখানে রসের নদী।
সেই নদীজল ধোয়ল সুন্দর
মাজত বেকত সিধি॥
কোনখানে কৈল সেই সে সম্পদ
এ তিন ভুবনে ধাতা।
চণ্ডীদাস বলে এ দুই মুরতি
কে জানে এ সুখ-কথা॥

(কানাড়া)

এই সব তত্ত্ব কহিল বেকত
ইহা কে কহিতে পারে।
ছায়ার মুকুর, দেহ সে দেখহ
এ কথা দেখিবে ছলে॥
কালার ছটায়ে কালরূপ ধরে
এ সব তরুর কুলে।
গৌর দেহেতে গৌরবরণ
ধরিয়াছে অবহেলে॥
সখীর বচন হাসিয়া সঘন
সকলি গৌর দেখি।
আপনার দেহ দেখল গৌর
দেখল সকল সখী॥
নিকুঞ্জ-ভুবন সেই ত গৌর
গৌর কালিয়া কানু।
সকল গৌর দেখল বেকত
গৌর আপন তনু॥
সকল গৌর দেখিয়ে সখিনী
মনেতে লাগল ধন্দ।
চণ্ডীদাস কহে ও নব নাগর
গৌর হইল কৃষ্ণ॥*

* গোষ্ঠলীলার বিখ্যাত পদ —
"চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে
এ রূপ হইবে কোন দেশে"র ন্যায় এই পদেও
চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাষ লক্ষণীয়।

(কেদার)

রসিক নাগর চতুর শেখর
করিতে রসের রঙ্গ।
মনমথ হেন কুঞ্জর ছুটল
রমণী মোহিত সঙ্গ ॥
ধৈরয না মানে আর নাহি শুনে
মত্তচিত ভেল তায়।
নাগরী সকল দেখিয়া বিকল
কটাক্ষলহরে চায় ॥
ঈষৎ হাসিয়া নাগর রসিয়া
করিতে রমণ-কেলি।
যেমন কুসুম দেখিয়া সুষম(১)
লোভিত হইয়া অলি ॥
যেন করিবর করিণী দেখিয়া
ধৈরয নাহিক মানে।
মত্ত মৃগ যেন মৃগিণী দেখিয়া
ছুটিয়া বুলয়ে বনে ॥
তৈছন লুবধ মাধব মুগধ
সহিত তরুণীগণে।
অতি রসলীলা নাগর করিলা
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥ *

(সুহই)

তৈখনে(২) দেখল আর অপরূপ
তমাল-তরুর গাছে।
সে গাছে কতেক চাঁদ ফলিয়াছে
দেখি অদভুত সাজে ॥
কোথা হতে এল এত শশধর
অরুণ সেখানে কেনে।
ময়ূর-ফণীতে একত্র দেখিয়ে
কি হেতু ইহার সনে ॥
সখীর বচন শুনিয়া তখন
কহেন কোন বা সখী।
ও নব তমাল ও নব কিশোরী
তাহাতে বেড়িয়া থাকি ॥
ফুলে ফুলে এক দেখ পরতেক
ভুজঙ্গ না হয় এই।
ভুজঙ্গ সমান রাধার বেণী সে
দেখ না(১) হইছে ওই ॥
বিধু যত দেখ ও নখচন্দ্রক
উপমা গণিব কিসে।
দুঁহু দুঁহু ওই দেখিতে লখই
কহেন এ চণ্ডীদাসে ॥

(কামোদ)

যন্ত্র তন্ত্র তাল মান
অখল রমণী করত গান
মগন হইয়া গাওয়ে বাওয়ে
বরজ-রমণী ধনী।
ঝাঁঝরি গান মৃদঙ্গ তান
রবাব ঠমকি তান মান
মুরজ কেরি ভেরী বায়
দৃমি দৃমি ঘন বাজনি ॥
বীণা বেণু সব মণ্ডলী গায়
পাখোয়াজ সব কি গতি বায়
সুন্দরী পিনাক মধুর গাওনী।
চণ্ডীদাস দেখি মগন তায়
গোপীর মণ্ডলী কি শোভা পায়
আনন্দ বড়ি সে রসের সার
ফেরি ফেরি মগন চিত্ত
বিসখ বিহ্বল কামিনী ॥*

(বিহাগড়া)

ফুটল ফুল মাধবী জাতি
পারল কিংশুক ধাবক ভাতি
কেতকী কুন্দ কদম্ব-পাঁতি
ধরণী লম্বিত রসাল ফুল
বরণ কুসুম-কাননে।
কেয়া আমলকী পলাশ ফুল
ফুটল মল্লিকা তুসারি কুল
করবী গুলাল সৌরভ পূর
গন্ধে আমোদ কাননকুঞ্জ
মধুকরকর শোভনে ॥

১। সুষমা—সৌন্দর্য্য।

* অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে এখানে রাসলীলার নূতন রূপ লক্ষ্য করা যায়।

২। তখনে—সেই সময়।

১। পাঠান্তর—"দোল না-"ই বেশী সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

* এই পদটি ও অন্যান্য কয়েকটি পদের ভাষা বিশেষ লক্ষণীয়। এই পদগুলি লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়, চণ্ডীদাস শুধু কবিই ছিলেন না, গীত-বাদ্যেও তিনি নিপুণ ছিলেন।

গাওত কতেক তান মান
হেরি মূরতি রসের প্রাণ
অতি মগন এ পাঁচ বাণ
রসিক-নাগর শোভনে।
বাঘনখি আর কুবল আদি
ফুটল ফুল সব সমাধি
চণ্ডীদাস গুণ গাওত সাধি
অপরূপ রূপ কাননে॥

(বিহাগড়া)

নিকুঞ্জ-শোভিত কি রসকেলি
এ মণিমণ্ডপ করিয়া মেলি
রতন-মণ্ডিত পরেশ দোল
স্তম্ভ সুচারু গড়ল ভাল
রতন-মন্দিরে শোভিতে।
ঝাঁঝর ঝলকে এ চারু পাশ
মুকুতা দুসারি গাঁথনি সারি
গন্ধ-মল্লিকা জাতি সুবাস
কুঞ্জ-কুটীরে চৌদিকে ভাল
সুগন্ধে আমোদ মোহিতে॥
চৌদিকে ভ্রমরা-ভ্রমরী গান
চকোর-চকোরী গাওত তান
হংস-হংসী কর জোড়েতে ফিরত
নিকুঞ্জ-মাঝে মাঝে ঘুরি
মণ্ডলগণ সারিতে।
ময়ূর-ময়ূরী সরস ভাল
কোকিল ডাহুকী ডালে রসাল
সারী শুক পিক ডাকত সার
জয় জয় কৃষ্ণমোহিতে॥
হরিণ-হরিণী সারস পাখী
ভূলোক গগন ফেরত আঁখি
যৈছে দিক উত্তর রেখি
সুচারু গমন করত কেলি
হেরি নয়নমোহিতে।
চামর-চামরু কুঞ্জররাজ
দেওত নিকুঞ্জ-মন্দির মাঝ
তাহাতে সাজল রাজ
তাহার বামে নারী গৌরী
হেরি চণ্ডীদাস গাইতে॥

(কামোদ)

রাই শ্যাম একই পরাণ।
হেরি নাগর ধরণে না যান॥
শ্যাম-অঙ্গেতে অঙ্গ হেলাইয়া
বাহু বাহু আছয়ে বেড়িয়া॥
সোনায় সোহাগা যেন মিলে।
তেমতি নাগরী নাগর-কোলে।
এক অঙ্গ দুঁহু নহে ভিন।
চণ্ডীদাস দেখি নিশিদিন॥

নব-নারী কুঞ্জর

(ধানশী)

নাগর-নাগরী প্রেমের সাগরী
এ দুই গমন সরে।
ধরিয়া নাগরী নাগরের কর
নিকুঞ্জ-মাঝারে ফিরে॥
এ নব কুঞ্জর আকার সুন্দর
দেখিয়া নাগররাজ।
এক শত নারী কুঞ্জর-আকার
আসিয়া মিলল মাঝ॥
তা দেখি নন্দের নন্দন আনন্দ
চড়িয়া কুঞ্জর' পরে।
রাধাশ্যাম তাই চড়ল তাহাই
বিহার করই তারে॥
কুঞ্জর-কামিনী বরজ-রমণী
ফিরই যে কুঞ্জে কুঞ্জে।
এই রস-কেলি করে দুই জনে
সকল কাননপুঞ্জে॥
চণ্ডীদাস দেখি আনন্দ-মগন
সুখের নাহিক ওর।
নাগর-নাগরী প্রেমের লহরী
মনমথে হ'ল ভোর॥

(কেদার)

দেখ দেখ অপরূপ।
এ নব কুঞ্জর শোভিছে সুন্দর
বড় আনন্দের কূপ॥
নিকুঞ্জ-ভবনে বিলাসি সঘনে
লহরী মদন ভাতি।
মদন দংশল হিয়ার মাঝারে
হেরিয়া ধবল রাতি(১)॥
গমন মোহিত গোপিনী মোহিতে
তেজিয়া কুঞ্জের বাস।
বিহ্বল মদন ধানকী ধনুক
ছাড়িয়া নাগর পাশ॥
পরের রমণী নিশিতে গমন
জানিয়া নাগর রায়।
অপরূপ রসে মগন হইল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

১। জ্যোৎস্না।

(কানাড়া)

রাস-লীলা অবসান।
সুরত-আগল(১) শ্রম অতিভরে
বিকল হইল প্রাণ॥
রাস জাগরণে অলস সঘনে
আঁখি ঢুলু ঢুলু করে।
আর আমি যেনে চলিতে না পারি
শুনহ নাগর রে॥
তবে সে যাইতে পারি এ কাননে
যদি কাঁধে করি লহ।
তবে সে যাইতে পারি বন ভিতে
আগে সে কবুল কহ॥
হাসি কহে কিছু রসময় কান
ইহার এমন রীত।
রাধার যেমত দশা উপজল
তেমতি ইহার চিত॥
ভাল ভাল বলি কহে বনমালী
তোমারে লইব কাঁধে।
বড় নহে এই তার পরিণাম
কহিলা শ্যামর চাঁদে॥
সরস বচন পেয়ে সেই গোপী
উঠিয়া বসল কাঁধে।
হের আসি কহে আর কিবা মোহে
মোরে আসি লহ কাঁধে॥
সুঘর শেখর জানিল অন্তরে
ইহার এমন দশা।
মদ অহঙ্কার হইল ইহার
পাওল বিষম দিশা॥
হাসি গুণমণি কহে এক বাণী
তুমি কি চড়িবে কাঁধে।
চণ্ডীদাস কয় বিপাক পড়িল
সে গোপী পড়ল ধন্দে।

(শ্রী)

শুন গুণমণি কহি এক বাণী
কাঁধেতে করহ মোরে।
তবে সে এ পথে পারিবে চলিতে
নিশ্চয় কহিয়ে তোরে॥

(১) আগল—কাতর।

আইস ধনী রামা কাঁধে করি তোমা
সেখানে বসিলা হরি।
শ্যামের সরস বচন পাইয়া
দাঁড়াইল গোপনারী॥
বসন নিবিড় করিয়া বাঁধল
সেই যে চড়ব কাঁধে।
হেন বেলে তথি চলি গেলা কতি
সে নব গোকুলচাঁদে॥
সেই নব নারী কাষ্ঠের পুতলী
দাঁড়ায়ে চেতন হরি।
যেমন আকাশে বজর ভাঙ্গিয়া
পড়ল শিরের পরি॥
কান্দায়ে করুণে পড়িয়ে কাননে
ধূলায় ধূসর তনু।
যেমন হরিণী বিফল হইয়া
কাননে বেড়ায় পুনু(১)॥
অচেতন স্বরে রোদন বেদন
হারায়ে পরাণ পতি।
কোথা গেলে নাথ ছাড়ি মোর সাথ
তোমারে না দেখি কতি॥
সেই নব রামা শ্যামেরে খুঁজিয়ে
একাকী কাননে পড়ি।
মুখে নাহি বাণী যেন অনাথিনী
শিরে করাঘাত পাড়ি॥
যেন সে ধরণী সোনার পুতলী
পড়িয়া কানন বনে।
বিকল হইয়ে মুরছা যাইয়ে
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

(শ্রী)

হেথা রাধা বিনোদিনী রমণীর শিরোমণি
কাঁদিতে কাঁদিতে সেই পথে।
প্রিয় সহচরী সনে চলে সখী অন্বেষণে
বড়ই হইল অনুরথে॥
বিরহে আকুল ধনি আর যত গোপিনী
সেই বনে প্রবেশিল গিয়া।
দেখিল চরণ-চিহ্ন বিহি পদ আছে শূন্য
তার কাছে কাছে আরসিয়া॥

রমরণীর পদ আছে সে পদের কাছে কাছে
ঐ দেখ নয়ন চাহিয়া।
ঐ দেখ গুণমণি আনিয়া বা কোন ধনী
বেশ কৈল হরব হইয়া॥
তার চিহ্ন দেখ আরে সিন্দুর দেওল তারে
পত্রে মাখি পরাইল ভালে
সেই পত্র ঐ দেখ কাজলের আছে রেখ
সুবেশ করল কুতূহলে॥
চন্দন দিয়াছে অঙ্গে তার চিহ্ন দেখ রঙ্গে
এই দেখ তাহার নিশান।
নয়ন আগুন হয়ে বদনে বসন লয়ে
পতি বড় উঠি গেল মান॥
তুলিয়া বনের ফুলে বেশ বানাইল ভালে
এই দেখ কুসুম তুলিয়া।
এই বৃক্ষ লতা ধরি কুসুম ভাঙ্গল হরি
তার চিহ্ন দেখ না আসিয়া॥
তা দেখিয়া অনুরাগী বিরহ উঠিল আগি
কোন রামা এল কৃষ্ণ লয়ে।
চণ্ডীদাস কহে জানি সঙ্গে লয়ে গোপধনী
তারে কানু গেছেন ছাড়িয়ে॥*

(কেদার)

ওহে নাথ কি করিয়া গেলে।
বজর পড়িল মোর ভালে॥
আমি সে করল কোন কাজ।
পরিহরি সতীপণা লাজ॥
আগু পাছু কিছু না গণিনু।
ছার মুখে কি বোল বলিনু॥
তুমি পতি পুরুষ-রতনে।
ইহা না জানিল পরিণামে॥
অপরাধ ক্ষেম এইবার।
শুন নাথ মহিমা তোমার॥
অবলা কি জানে গুণরাশি।
আমি তোমার চরণের দাসী॥
আপনার গুণে কর দয়া।
লইয়াছি তুয়া পদ-ছায়া॥
দীন হীন চণ্ডীদাস বলে।
কানু খুঁজিবারে ধনী চলে॥

১। পুনরায়।

* ভাগবতে শ্রীরাধার উল্লেখ নাই। গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত নারীপদ-চিহ্ন লক্ষ্য করেন।

(কানাড়া)

অতি সে আকুল দেখিয়া বিকল
সে নব কিশোরী রাই।
অতি দুরন্তর মানেতে মোহিত
কিছু না বোলয়ে তাই ॥
সে কোন্ কামিনী কুলের রমণী
কেমন তাহার কাজ।
সবারে তেজিয়া বঁধুরে লইয়া
বিহরে বনের মাঝ ॥
একে বিরহিণী বিয়োগ বিরাগে
তাহে ভেল অতিরাগী।
যে আছে মরমে তাহা সে করিব
যদি বা পাইয়ে লাগি ॥
সে এত ব্যথিত এ সব থাকিতে
সে হইল এতেক ভাল।
এই অনুরাগ রাগিণী অন্তরে
বিয়োগ উঠিয়া গেল ॥
সেই পথে চলি যায় সবে মিলি
রাধার সঙ্গেতে দেখা।
সেই গোপনারী মূর্চ্ছিত হইয়া
পড়িয়া আছিল একা ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনি
ইহার ঐছন দশা।
নিঠুর বচন কহিতে ইহার
পাইলা পর ভাষা ॥

——

(কামোদ)

শ্রীরাধা।—শুন গো সজনি সই কি বুদ্ধি করিব।
কালিয়া কানুর লাগি অনলে পশিব ॥
যাহার লাগিয়া হ'ল এত পরমাদ।
সে জন করিল সুখ-সম্পদেতে বাদ ॥
সকল গোপিনী বলে আর কিবা দেখ।
সে শ্যাম নৈরাশ হ'ল কি আর উপেখ ॥
যে জন করিত দয়া সে হ'ল নিঠুর।
তেজিয়া বিমুখ ভেল কৈল অতিদূর ॥
যমুনাতে গিয়ে চল মরিব ডুবিয়া।
এ ছার জীবন কেন থাকি রে ধরিয়া ॥
দীন চণ্ডীদাস বলে এত পরমাদ।
এখনি মিলব কানু মিটিবেক সাধ ॥

(কানাড়া)

সখী।—(রাধার প্রতি)—
সখি, এমন তোমারে কেন দেখি।
একলা গহন বনে পড়িয়া আছহ কেনে
আভরণ সকল উপেখি ॥
রাধা আগে কহে বাণী কি আর পুছহ তুমি
কহিতে বহুত হয়ে লাজ।
শ্রীরাধা।—মুই অভাগিনী নারী বচন-চাতুরী করি
করিলাম আপনি অকাজ ॥
বৃন্দাবন-রাসরসে জাগি সব গোপী শেষে
উজাগর(১) নিশিশেষে এই।
রাধার বাসনা সাধে কানুর চরিত কাঁধে
তোমারে তেজিয়া গেল সেই ॥
আমারে লইয়া শ্যাম আইলা সে বনঠাম
আগে সে কহিল ফল ভাসা।
ভাঙ্গি মোর অহঙ্কার সুখ গেল ছারখার
আমার হইল হেন দশা ॥
সখি।—
তোমার ভাঙ্গিতে মান, তেজি গেল কোন্ স্থান
সেইমত একাকিনী বনে।
শুনি সুধামুখী রাধা হৃদয়ে পাইয়ে ব্যথা
দীন চণ্ডীদাস ইহা ভণে ॥

——

(সুহিনী)

এ কথা শুনিয়া বিনোদিনী।
অধিক হইলা বিরহিণী ॥
কি আর বলিব সখি বল।
কানু বড় নিদয় হইল ॥
বনে বনে খুঁজিতে মাধাই।
তার দরশন নাহি পাই ॥
তেজব কঠিন পরাণ।
সো পহুঁ করল নিদান ॥
জানল মোহে ভেল বাম।
আমরা কি পাওব কান ॥
যার লাগি তেজল গেহ।
তার পদে সোঁপনু দেহ ॥
গুরুজন পরিজন আশ।
দূরে ডারনু অভিলাষ ॥
কুবচন করিল ভূষণ।
অপথ সপথ কৈল পণ ॥

১। জাগরণ।

পাড়ার পড়সী দিল ডোর।
সে কানু করিল নিজ কোর॥
নিশ্চয় তেজল গুণমণি।
অনুরাগে যতেক গোপিনী॥
দীন চণ্ডীদাস বলে তায়।
এখনি মিলিব যদুরায়॥

(কানাড়া)

শুনহ সজনি আর কি দেখহ
মরণ হইল সারা।
যাইয়া যমুনা মরিব সঙনি
এ শুন আমার ধারা॥
এই মনে মানি সকল গোপিনী
যাইয়া যমুনা-কূলে।
সব গোপীগণ হেন কৈল মন
ঝাঁপ দিতে সেই জলে॥
বুঝিল নিশ্চয় সেই যদুরায়
স্ত্রীবধ-পাতকভয়ে।
আসি দেখা দিব সেই সে নাগর
বচন মধুর কয়ে॥
দেখিয়া নাগর গুণের সাগর
নবীন ব্রজের রামা।
চণ্ডীদাস বলে নাগরী সকল
উথলি উঠল প্রেমা॥*

(সুহই)

নাগর পাইয়া নাগরী সকল
সুখের নাহিক ওর।
যেন বা কে ধন পাইয়া তেমন
বঁধুয়া করিল কোর॥
নয়নের তারা খসিয়া গেছিল
আসিয়া বসিল পুন।
জল-ছাড়া হয়ে সফরী বিকল
সে জল পাইল হেন॥
যেমন চাঁদের রসের বিহনে
চকোর অবশ হয়ে।
রস পেয়ে যেন পরাণ জিয়ল
তেন সে শ্যামেরে পেয়ে॥

যেন মেঘরস(১) লাগিয়া চাতক
পিয়াসে পিওসে পিও।
রস-আলাপনে চাতক বাঁচল
এ রস না জানে কেও॥
পাইয়া নাগর নাগরী সকল
কহিতে লাগিল তায়ে।
এমন পীরিতি নাহি দেখি কতি
চণ্ডীদাস গুণ গায়ে॥

(সিন্ধুড়া)

হেদে হে কমল কান কা সনে করহ মান
দোষ-গুণ কিছুই না লও।
পরবশ রস প্রেম এবে সে জানিল হেম
অমিয়া-সেচনে কথা কও॥
তোমার অমৃত-বাণী কত বোল পেয়ে জানি
হাসি পরকিত(২) সুধাময়।
এমন রতন ধন পাইলা অবলা জন
কোথা ছিল হেন মনে লয়॥
তোমার কারণে হরি গৃহকাজ পরিহরি
গুরু-গরবিত যত জনে।
তোমার কলঙ্ক-মালা হৃদয়ে পরেছি কালা
লইলাম করিয়া চন্দনে॥
যে বল সে বল কানু তোমারে সঁপিনু তনু
মো সবা ছাড়িবে জানি পাছে।
দেখ দেখি ত্রিভুবনে কেবা আছে তোমা বিনে
আর যে দাঁড়াব কার কাছে॥
যে কর উচিত কাজ শুন হে নাগর-রাজ
পরভাব না করিহ মনে।
ব্রজনারী-মনকাম(৩) কে পূরাবে ওহে শ্যাম
দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস ভণে॥

(ধানশী)

ভাল হইল বঁধু তোমার পিরীতি
নিশির স্বপন যেন।
কহিতে কহিতে দেখিতে দেখিতে
সে সব মিছাই যেন॥

* ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, প্রেম-ব্যাকুলা গোপিনীগণ যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

১। মেঘরস—বৃষ্টি।
২। প্রকৃত।
৩। পাঠান্তর—মনস্কাম।

আমরা অবলা অখলা রমণী
তিলে কতবার ভুলি।
দোষ গুণ আদি কিসের অবধি
ধরিয়াছ বনমালী॥
ভাল সে তোমার চরিত বেভার
এবে সে জানিনু কানু।
নিজবশ নও পরবশ হও
তোমারি স্বপন তনু॥
তুমি দয়া কর দয়ার সাগর
কলপতরুর গাছে।
শীতল দেখিয়া ও দুটি পঙ্কজ
শরণ লয়েছি কাছে॥
এ নহে তোমার মহিমা করিতে
অবলা জনার দুখ।
এড়িয়া কাননে গেল কোন স্থানে
কত না হইল সুখ॥
চণ্ডীদাস বলে যে হ'ল সে হ'ল
এখন পাইলা কান।
পরশ-রতন করিরা ভুষণ
হৃদয়ে করহ স্থান॥

—

(সিন্ধুড়া)

কি আর বলিব পায়।
শুন হে নাগর-রায়॥
তারা কি পরাণ এড়ি।
কাননে রহিলা ছাড়ি॥
আমরা অবলা নারী।
দোষগুণ নাহি ধরি॥
তুমি সে পরাণ-বন্ধু।
কেবল করুণাসিন্ধু॥
দীন চণ্ডীদাস কয়।
সুধারস তুমি ময়॥

—

(ধানশী)

বঁধু ভাল সে বটহ তুমি।
এক অপরাধ জনম অবধি
করিয়া আছিস আমি॥
সেই অপরাধ বিষম বিবাদ
করিলা নাগর-রায়।
আমরা অবলা অখলা কি জানি
সকল গোচর পায়॥
কালিয়া যে জন কঠিন সে জন
এবে সে জানিল দড়।
কালার সঙ্গেতে যে করে পিরীতি
পরিণামে হয় আর॥
যখন না ছিল তোমার মিলন
তখন আছিল ভাল।
হাসিয়া হাসিয়া জাতিকুল নিয়া
নিদানে অনল জ্বাল॥
পরের পরাণ হরিতে তোমার
তিলেক নাহিক দয়া।
পরবশ তুমি কি বলিব আমি
যেমন কায়ার ছায়া॥
যেমন জলের বিম্বক সম্মুখে
দেখিয়া মিলায়ে যায়।
তোমার পিরীতি দেখিতে তেমন
দীন চণ্ডীদাস গায়॥

(সিন্ধুড়া)

শুনিয়া রাধার বিনয়-বচনে
কহিতে লাগিলা তায়।
তোমার পিরীতে এ দেহ সঁপেছি
এ কথা কহিব কায়॥
তোমা না দেখিয়া আঁখির পলক
যদি বা নাহিক দেখি।
দেখিলে জুড়াই না দেখিলে মরি
শুন শশধরমুখি॥
হাসিয়া হাসিয়া নাগর রসিয়া
তুষিতে লাগিল তায়।
রসাল বচনে করিয়া সেচনে
কটাক্ষ-নয়নে চায়॥
যা হ'ল তা হ'ল মনে না ভাবিহ
শুনহ সুন্দরি রাধা।
তোমার মরমে আমার মরমে
সদাই আছয়ে বাঁধা॥
রমণী-মাঝারে তুষিয়া নাগর
চাহিয়া সবার পানে।
এমন পিরীতি কোথাও না দেখি
চণ্ডীদাস রস ভণে॥

(পূরবী)

দেখিলা নাগর নাগরী সকল
দিয়া সে রসের ভারা।
যেমন কুসুম মধুর সরসে
অলিকুল পিয়ে তারা॥
খতে খতে খতে লাখ শত শত
রমণী একেক রয়।
কানু সে লুবধ ভ্রমর যেমন
মধুপানে অতিশয়॥
মধুর সে মাতি যেন মত্ত হাতী
অঙ্কুশ নাহিক মানে।
সবারে তুষিয়া নাগর রসিয়া
করুণ বাঁশীর গানে॥
মধুরস-স্বরে বাঁশী বাজাইয়া
নাগর চতুর-রায়।
গুপত পিরীতি বাঁশীর আরতি
এ কথা না জানে মায়॥
নিজ নিজ গৃহে গেলা গোপীগণ
না জানে গৃহের পতি।
যেমন যে ছিল তেমন পৈশল
ঐছন আরতি গতি॥
যদুনাথ গেলা নন্দের মহলে
শুতলি মায়ের কোলে।
জননী না জানে এ রস-বেভার
দীন চণ্ডীদাস বলে॥ *

গোচারণ

(ধানশী)

নিশি গেল দূর প্রভাত হইল
উঠল শ্যামরচন্দ্র।
মুখশশীখানি সুবাসিত জলে
ধোয়াল গোকুলচন্দ্র॥
স্নেহে যশোমতী আদর স্বভাবে
এ ক্ষীর নবনী আনি।
কানাই-বদনে দিয়া সে যতনে
কহেন মধুর বাণী॥
আজু বনে তুমি যাবে যাদুমণি
শুনিতে লাগয়ে ডর।
লোকমুখে শুনি বিষম কাহিনী
থাকয়ে কংসের চর॥
কানু বলে মাতা না কর সংশয়
তোমার চরণ আশে(১)।
কি করিতে পারে দুষ্ট কংস-চরে
তারে বা গণিয়ে কিসে॥
মায়ের করুণ বচন শুনিতে
সে হেন যাদব-রায়।
মধুর বচন করিয়া চন্দন
আরতি কহিছে মায়॥

১। আশে—আশীর্ব্বাদে।

কোটি কংস তারে কটাক্ষ নিমিষে
করিতে পারিয়ে ধ্বংস।
কি করিতে পারে দুষ্ট কংস মোরে
আমি যদুকুলবংশ॥'
মায়েরে তুষিয়ে চতুর কানাই
শুন গো বেদনী(১) মায়।
বেশের রচনা করহ রচনি
দীন চণ্ডীদাস গায়॥

(বেলোয়ার)

বেশ বানাইছে মায়।
চাঁচর চিকুর বলাই সুন্দর
চূড়াটি বাঁধিল তায়॥
বেড়িয়া মালতী আনি জাতি যূথী
কুন্দের কলিকা দিয়ে।
তাহার উপরে মুকুতার মালা
প্রবাল মাঝারে দিয়ে॥

* এখানে আদর্শ-নায়ক শ্রীকৃষ্ণ একই সঙ্গে সকল গোপিনীকে আনন্দিত ও সার্থক করিতেছেন, ইহা লক্ষ্যণীয়।

১। বেদনাময়ী।

সোনার ঢু থরি মালা দিয়া ফেরি
মাণিক খোপনি সাজে।
পরশ-পাথর গাঁথি থরে থর
কি শোভা দেখ না মাঝে॥
ময়ূর-শিখণ্ড দিয়া তার পর
বিনি বায়ে দেখ উড়ে।
ফুলের সৌরভে অলিকুল যত
উড়িয়া উড়িয়া পড়ে॥
ঢুদিকে ঢুকানে কদম্বের ফুল
কি শোভা পেয়েছে দেখি।
নীলমণি যেন হেন লয় মন
নবঘন কিসে পেখি॥
কপাঙ্গে মলয়- চন্দন-তিলক
তাহে গোরোচনা-ফোঁটা।
শ্রীমুখ ঝলকে যেমন অলকে
পূর্ণিমা-চাঁদের ঘটা॥
অধর বান্ধুলী যেন রাতাগুলি
কি জানি হিঙ্গুলে দলি।
নয়ন চাতক তাহাতে কাজল
অতি সে শোভন ভালি॥
বাহে(১) টার বালা গলে বনমালা
কটিতে ঘুঙ্গুর বায়।
করেতে মুরলী শোভে দেখ ভালি
রতন-নূপুর পায়॥
চণ্ডীদাস কয় নটবর রূপ
সদাই দেখিয়ে থাকি।
হেন মনে হয় নীল নবঘন
হিয়াতে ভরিয়া রাখি॥

(রামকেলি)

হেন বেলে যত রাখাল বালক
আইল কানাই নিতে।
শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম
বাঁশী শিঙ্গা বেণু গীতে॥
চল চল কানু কি কাজ বিলম্বে
হইল উজর বেলা।
এখন কি কাজে আছ গৃহমাঝে
করহ ধেনুর মেলা॥
শাঙলী ধবলী অতি চোরা গাভী
যদি বা উচর হয়।
দূর বনে গিয়ে কোথা পড়ে ধেয়ে
এই উঠে মনে ভয়॥

১। বাহে—বাহুতে।

ত্বরিত গমন কি আর বিলম্ব
রাখাল আঙ্গিনা ভরা।
কহে হলধর যশোদা গোচর
তুমি সে করহ ত্বরা॥
এ কথা শুনিতে যশোদা হৃদয়ে
উঠিল বেদনা বড়।
কেমনে পাঠাব এ হেন ছাওয়াল
তুমি সে হইও দড়॥
বলরাম করে ধরি কিছু বলে
শুন হলধর তুমি।
তোমার করেতে সঁপিল যাদুরে
কি আর বলিব আমি॥
কত শত বেরী কটোরাতে ভরি
রাখিয়ে এ ক্ষীর সর।
নিশিতে পিয়াই তার নাহি লেখা
ভরিয়া এ ঢুটি কর॥
কহেন বচন বলরাম হেন
এ হরি সবার প্রাণ।
আমি যে থাকিতে কিবা ভয় কর
দীন চণ্ডীদাস গান॥

(বেলোয়ার)

চলিলা রাখাল সকল মণ্ডল
লইয়া ধেনুর পাল।
হৈ হৈ বলি দিয়ে করতালি
নন্দের নন্দন ভাল॥
কেহ নাচে গায় কেহ বেণু বায়
কেহ বেণু দেয় সাড়া।
কেহ তাল মান করে অতি গান
কেহ নাচে অতি গাঢ়া॥
কেহ বলে ভাই কোন্ বনে যাবে
কহ ত বোল ত ভেয়ে।
সেই বন পানে চলে ধেনুগণে
তবে যাই ধেনু লয়ে॥
বলরাম তায় কহিছে সব হি
কানাই যাহাই বলে।
সেই দিক্ পানে চালাহ রাখাল
আমি যে কহিয়ে ভালে॥
যতেক রাখাল কহে বারে বারে
শুন হে রাখাল কানু।
আজু কোন্ বনে বলহ বচনে
কোথারে চালাব ধেনু॥

কানু বলে আজু চালাহ সঘনে
ভাণ্ডীর-কানন বনে।
সেই বন মাঝে চালাইব পাল
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

এই বড় উঠে ভয় হেন মোর মনে লয়
তৃণাঙ্কুর বাজে বা চরণে।
ঘরে বসি থাক বাপু তোমা না পাঠাব কভু
দীন চণ্ডীদাস ইহা ভণে॥

(পূরবী)

চলত নাগর কান।
রাখাল চলিয়া যান॥
কেহ নাচে গুণগানে।
যমুনা সরস মানে॥
উঠিল বেণুর সান(১)।
ধেনু চলে আগুয়ান॥
মুরলী-সুস্বর রবে।
পাষাণ হইছে দ্রবে॥
কানুর বাঁশীর গানে।
যমুনা উজান পানে॥
চলে যায় নানা রঙ্গে।
নবীন রাখাল সঙ্গে॥
গোকুল মুখেতে চলে।
হৈ হৈ রব বলে॥
কোঁ কঁহু চলিল পথ বাই(২)
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥

(বেলোয়ার)

দেখ দেখ নন্দরায় কি আনন্দ শোভা পায়
বিধু যেন ঢল ঢল দেখ যমুনায়।
নবনীল ঘনচাঁদ মনমথ জিনি ফাঁদ
অমিয়-সাগর সুখসায়রে ভাসায়॥
দেখিয়া আনন্দ বড়ি নন্দঘোষ রূপ হেরি
ধরণে নাহিক যেন যায়।
কোলে লয়ে নন্দরাণী ও মোর যাদুয়া মণি
চুম্বন করিয়া কাঁদে মায়॥
এ বেশে কেমনে বনে যাইবে ধেনুর সনে
পদযুগ অতি সে কোমল।
বিষম ভানুর তাপ লাগিবে কি উত্তাপ
জানিবা(৩) গলিয়া হয় জল॥

১। ইঙ্গিত।
২। পথ বহিয়া- -ধরিয়া
৩ মনে হয়।

(রামকেলি)

যশোদা।—পুনঃ পুনঃ কহি রে।
শুন বাপু হলধরে॥
কেবল আঁখির আঁখি।
তাহার পুতলী সাখী॥
তুমি ত প্রবীণ বট।
আমার যাদুয়া ছোট॥
আপনার ক্ষুধার বেলে।
খাইতে দিও ত ভালে॥
সম্মুখে রাখিও কানু।
তুমি চরাইবে ধেনু॥
কানুর ধড়াতে বাঁধি।
ক্ষীর ছানা ননী চাঁচি॥
যাদুরে করিয়া কোলে।
আপনি খাইবে বলে॥
দুঃখিনী অভাগী আমি।
কেবল ভরসা তুমি॥
তিলে না দেখিলে মরি।
এই নিবেদন করি॥
এ কথা যশোদা বলে।
চণ্ডীদাস কহে ভালে॥

(বেলোয়ার)

ভাণ্ডীর-কাননে চলে ধেনুগণে
সকল রাখাল মেলি।
নানামত খেলা সকল রাখালে
দিয়ে উঠে করতালি॥
আর যত লীলা বিস্তার আছয়ে
ভাগবত সুখ-কেলি।
সংক্ষেপ রচনা কিছু কিছু আছে
কেবল স্ফুটক বলি।
আর পরমাদ (১) পড়িল সংশয়
গোকুলে নন্দের ঘরে।
এ কথা না জানে কৃষ্ণ-বলরাম
গোঠেতে লীলাতে ভোলে॥

১। অক্রূর গমনরূপ বিপদ।

নানামত খেলা সকল রাখাল
খেলয়ে মনের সনে।
অবসান-কাল আসিয়া হইল
জানিল বালকগণে॥
আজিকার মত খেলা সমাধিয়া
চলহ গোকুলপুরে।
কালি আসি বনে খেলাব যতনে
শুন ভাই হলধরে॥
জড় কর পাল, সদল রাখাল
শিঙ্গাতে দেহ ত সান।
চলি যায় সব রাখালমণ্ডল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান॥

(গৌরী)

শিঙ্গা বেণু শুনি যশোদা রোহিণী
নাহিক সুখের ওর।
ঐ শুন শুন মধুর মুরলী
মাধুরী কানুর জোর॥
সোনার পুতলী বনে পাঠাইয়া
আছিল চেতন হরি।
মরা তরু যেন বরিষ পাইলে
সে যেন মঞ্জরী সরি॥
কতক্ষণ হেরি সে চাঁদ-বদন
তবে সে জুড়ায় প্রাণ।
আঁখির তারাটি খসিয়া গেছিল
পুন সে বৈঠল ঠাম॥
এই সে আশ্বাস যশোদা রোহিণী
কহয়ে মধুর বাণী।
দূর হৈতে দুঁহু শুনে এক রস
শিঙ্গার মুরলীধ্বনি॥
আনন্দমগনে দুহুঁ সে ভাসল
সুখের নাহিক সীমা।
চণ্ডীদাস বড় সুখী হয় চিতে
দেখিয়ে দোঁহার প্রেমা॥

অক্রুর-সংবাদ

বৃন্দাবন-প্রবেশ

(সুহই)

কংস নরপতি করিল আরতি(১)
যজ্ঞ-আরম্ভণ কাজে।
বহু নরপতি নিমন্ত্রণ তথি
ভেজল(২) সমাজ-মাঝে॥
গোকুল নগরে ভেজব কাহারে
কৃষ্ণ-বলরাম-কাছে।
লাগিল মনেতে নৃপতি ভাবিতে
মথুরা তেজিতে সে আসে॥
মনেতে পড়িল অক্রূর বলিয়া
ডাকিয়া আনিল তথি।
কহে নরপতি যাহ শীঘ্রগতি
কৃষ্ণ-বলরাম প্রতি॥
ধনুর্ময় যজ্ঞ করি আরম্ভণ
তুমি সে গোকুলে গিয়া।
কৃষ্ণ-বলরামে আনহ স্বজনে
ত্বরায় আসিবে লয়া॥

১। আরতি—ইচ্ছা।
২। পাঠাইল।

এ কথা শুনিয়া গদগদ হৈয়া
কহেন অক্রুর রায়।
রথ-আরোহণে বিদায় হইয়া
কৃষ্ণ আনিবারে যায়॥
পথে যেতে যেতে আনন্দ সহিতে
ভাবিতে ভাবিতে কত।
চণ্ডীদাস বলে ভাবের পুলকে
উঠিল বিভাব যত॥

(গড়া)

অক্রুর।—
আজু বড় মোর শুভ দিন দিল
নিশি পোহায়ল মোর।
গদগদ হৈয়া ভাবে আবেশিয়া
সুখের নাহিক ওর॥
আজু দেখিব চরণ দুখানি
লোটায়ে পড়িব তায়।
প্রেমে কত শত প্রণাম করিব
সে দুটি কমল-পায়॥

তবে যদুনাথ ধরি দুটি হাত
পরশ করব মোরে।
আলিঙ্গন-রসে গদগদ হব
ও নব নাগরবরে॥
পাইয়া পরশ হইব হরষ
ভাসিব আনন্দ-জলে।
এ সব কাহিনী কহিতে চলল
দীন চণ্ডীদাস বলে॥

(সিন্ধুড়া)

অক্রূর।—
মুনিগণ যারে ভাবে নিরন্তরে
অনন্ত সহস্রমুখে।
সে জন না পায় মহিমা অপার
আন কি জানিব লোকে॥
ধন্য সে গোকুল নগর সফল
সদাই দেখয়ে কানু।
ধন্য সে যশোদা ধন্য সে গোপিনী
সঁপিল আপন তনু॥
ব্রজবাসী বালা ভাল পেয়ে মেলা
কানাই সঙ্গেতে খেলে।
ভাই ভাই বলি কাঁধে করে লয়ে
চরায় ধেনুর পালে॥
না জানে লোকেতে গোলোক-ঈশ্বর
বিহরে গোলোকপতি।
নয়ন ভরিয়া চাঁদমুখ দেখে
আনন্দে এ দিন রাতি॥
স্নেহভাবে সেই নন্দ-যশোমতী
করিয়া বালক-ভাব।
পতিভাবে গোপী পিরীতি করিয়া
তার শেষে হরিলাভ॥
কানাই রাখাল করিয়া মানল
গোকুলপুরের লোক।
কৃষ্ণরূপ হেরি আনন্দে বিহরে
নাহি কোন দুঃখ শোক॥
চণ্ডীদাস আশ করে পদতল
তাহার কণিকা পেতে।
মনে নহে ভাল চিত্ত নহে দৃঢ়
কেমনে পাইব তাথে *॥

* এই পদটিতে বৈষ্ণব-ভজন রীতি অতি সুন্দর-রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

(গড়া)

এ সব বচন ভাবিতে ভাবিতে
অক্রূর চলিয়া যায়।
প্রেমের স্বভাবে রসে আবেশিয়া
পুলক হইছে গায়॥
যেন কদম্ব- কেশর ফুটল
তৈছন অক্রূর-দেহা।
প্রেম-অশ্রুজলে আঁখি ঢল ঢল
বিসরল নিজ গেহা॥
স্বেদবিন্দু অতি ক্ষেণেক চেতন
ক্ষেণেক অবশ হয়।
ভাবের বিকারে আপনা পাসরে
আপনার বশ নয়॥
কংস রাজা হইতে আমার হইল
ও পদ দর্শন লেহ।
সে রাজাচরণে লোটায়ে পড়িব
নিজ আপনার দেহ॥
কিবা সুখদশা সুখে নাহি সীমা
জনম সফল মানি।
প্রভুর চরণ দেখিব নয়নে
কহিব বচন বাণী॥
যে পদ-পরশ আশে অবিরত
ব্রহ্মাদি যতেক দেবতা।
বৃন্দাবনে আসি তরুলতা হয়ে
থাকিয়া করয় সেবা॥
দেব শূলপাণি অবিরত গুণি
গাইছে পরম সুখে।
মুনি-ঋষিগণ করয়ে স্তবন
অতি সে পরম রসে॥
গোলোক-ঈশ্বর গোকুলে আসিয়া
জন্মিলা নন্দের ঘরে।
চণ্ডীদাস বলে হেনক সম্পদ
হেরিব মনের সরে॥

(শ্রী)

গদগদ প্রেমে পথে যায় চলি
আনন্দ হইয়া বড়ি।
অশ্রুজলে অঙ্গ তিতিল সকল
রথের উপরে পড়ি॥

এই মত কত ভাবের উদয়
অক্রূর মহা সে মতি।
শুভ দশা মোর আজি সে ফলিল
দেখিব গোলোকপতি॥
যে পদ-পল্লব যোগীর ধেয়ান
করিলে নাহিক পায়।
সে জন দেখিব নয়ন ভরিয়া
দু আঁখি জুড়াব তায়॥
এই সব কথা ভকত বিচার
করি গেলা মনে মনে।
বিষম পড়িল গোকুল নগরে
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

(শ্রী)

আসিতে অক্রূর দেখি অদ্ভুত
পথের মাঝারে চিহ্ন।
শঙ্খ-চক্র গদা পদ্ম সে পতাকা
রহিছেন অন্য অন্য॥
দেখি সে চরণ পড়িয়া সঘন
লোটাইয়া পড়ে অঙ্গ।
প্রেমে গদগদ সুখের আমোদ
উঠিল আনন্দ-রঙ্গ॥
প্রদক্ষিণ করি অষ্টাঙ্গ প্রণাম
সহস্র সহস্র করে।
নয়নের জলে অঙ্গ বাহি যায়
যেমন যমুনা-নীরে॥
অচেতন হয়ে পড়ে মুরছিয়ে
চেতন নাহিক হয়।
বহুক্ষণে তবে চেতন পাইয়ে
উঠিল সে মহাশয়॥
যমুনা দেখিয়া প্রণাম করিলা
তুমি সে সুধন্য মানি।
তোমার তীরেতে বিহরি খেলয়ে
সে হরি গোকুলমণি॥
এ বোল বলিয়া গেল পার হইয়া
প্রবেশে গোকুলপুরে।
নন্দের দুয়ারে রথ আরোপিয়া
চলিলা মন্দির পরে॥
দেখি নন্দ ঘোষ হইলা সন্তোষ
বসিতে আসন দিয়া।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাহারে তুষিল
অতি সে আনন্দ হয়া॥

নানা আয়োজন বিবিধ ব্যঞ্জন
রন্ধন করায় তথি।
ঘৃত দুগ্ধ তথি মিষ্টান্ন শাকরি
বিবিধ ভোজন রীতি॥
চণ্ডীদাস বলে নন্দের সনেতে
দোঁহে করে কোলাকুলি।
আনন্দ-মগন ভেল দুই জন
কথার চাতুরী মেলি॥

(গৌরী)

বিচিত্র আসনে বসিলা সঘনে
রন্ধন করিলা তায়।
ভোজন করিলা অতি বিলক্ষণ
আচমন করি তায়॥
আচমন করি বিচিত্র পালঙ্কে
শুতল অক্রূর রায়।
কর্পূর তাম্বূল আনল মধুর
নন্দ যোগাইল তায়॥
তবে পুছে বাণী কহ কহ শুনি
কেন বা আইলে ইথে।
কহ সমাচার কি হেতু বেভার
অক্রূর বলেন তাথে॥
ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ করে নরপতি
শুন নন্দ ঘোষ রায়।
কৃষ্ণ বলরাম দুজনে লইতে
আইল আরতি তায়॥
মোরে পাঠাইল গোকুল নগরে
লইতে এ দুই ভাই।
শুনিতে নন্দের হিয়া দর-দর
আঁধার মানিল তাই॥
কি বোল বলিলে যেমন বজর
পড়িল নন্দের মুণ্ডে।
যেমন আকাশ কুলিশ পড়ল
শুনিতে তাহার তুণ্ডে॥
চণ্ডীদাস বলে আর কি বাঁচিব
গোকুলে গোপীর প্রাণ।
বিকল করল সকল অথির
ছাড়ব নাগর কান॥

শ্রীরাধার স্বপ্নবর্ণন

(ভৈরবী)

প্রভাতে উঠিয়া বিনোদিনী রাধা
কহিতে লাগিল কথা।
তোমরা শুনিলে এ সব কাহিনী
হিয়ায় পাইবে ব্যথা॥
আজুক নিশিতে স্বপন দেখিল
অতি অদ্ভুত বাণী।
শুনহ সজনি তোমরা চেতনি
কি হয়ে নাহিক জানি॥
সব সখী বলে কহ কহ রাধা
কি হেতু ইহার শুনি।
রাই কহে সব নিশির স্বপন
কহিতে লাগিল বাণী॥
নিশি অবশেষে ঘুমে অচেতন
হেনক সময়কালে।
রথ-আরোহণ করি এক জন
আইল গোকুলপুরে॥
আমি যেন বিকে বড়াইয়ের সাথে
গেছিল গোকুলপুরে।
হেন বেলা দেখা হইল আমার
কহিতে লাগিল তারে॥
রথ-আরোহণে কোথারে গমন
এ পথে যাইছ তুমি।
কি নাম তোমার কহিবে গোচর
তাহারে কহিল আমি॥
কহিতে লাগিল সব বিবরণ
অক্রুর আমার নাম।
কৃষ্ণ বলরামে আনিতে যতনে
এ কংস রাজার ধাম॥
এ কথা শুনিয়া বেদন পাইয়া
আসিতে গৃহের মাঝে।
চণ্ডীদাস বলে নিশির স্বপন
মিছা হয় সব কাজে॥

(ভৈরবী)

এ কথা কহিতে সব সখীগণ
কহিছে রাধার কাছে।
স্বপন আপন না হয় কখন
শস্তে এক সাঁচা আছে॥
হেন বেলে মোর নিঁদ দূরে গেল
হিয়ায়ে হইল দুখ।
সেই সত্য মোর কিছু নাহি ভায়ে
অঙ্গেতে নাহিক সুখ॥
কোন সখী বলে অনুভবে দেখি
ঐছন করিয়া হিয়া।
কি জানি স্বপন কি না হয়ে পুন
গণাহ গণক লয়া॥
ভাল না কহিলে মরম সখি হে
মনেতে লাগল মোর।
দেয়াশীর(১) ঘর যাহ এক জন
বুঝহ ইহার ওর॥
এক গোপনারী দেয়াশীর ঘর
গেল সে বিরসমতি।
গৌরীর মাথায় ফুল চড়াইয়া
বুঝহ এ কাজ গতি॥
ফুল চড়াইল গৌরীর মাথায়
দেয়াশী কহিছে ভালে।
যে কারণে গোপী আরাধল আসি
দিবে সে মাথার ফুলে॥
ফুল নাহি নড়ে ভূমে নাহি পড়ে
দেয়াশী কহল তায়।
অতি অমঙ্গল পড়ল গোকুল
না জানি কি জানি হয়॥
চণ্ডীদাস বলে শুন গোপনারী
সকল মিছাই নয়।
কখন কখন কাজের গোচর
কিছু কিছু সত্য হয়॥

(ভৈরবী)

সেই গোপনারী রাধার গোচর
কহিতে লাগল গিয়া।
সেই গৌরীশিরে পুষ্প চড়াইতে
দেয়াশী বিনয় হৈয়া॥
না পড়ল তার শিরে এক ফুল
শুনহ সুন্দরী রাধা।
অমঙ্গল যেন অনেক অন্তরে
সকল দেখিল রাধা॥

১। গণৎকারিণী।

এ কথা শুনিয়া সবার চিত্তেতে
বিস্ময় ভাবিল বড়ি।
গণক আনিয়া তারে গণাইব
সে জন পাড়িয়ে খড়ি ॥
আসিয়া গণক বসিলেন তথি
লিখিল ষোলই ঘর।
তাতে আঁক রাখে বেদ পরিমাণ
খড়ি দিল তার পর ॥
প্রথম রামের ঘর ছাড়াইয়া
তার পাশে পড়ে খড়ি।
সীতার ঘরেতে খড়ি বসাইল
এ কথা কহিল ডেড়ি (১) ॥
সীতার ঘরেতে বহু দুখ বোলে
গণক কহিল তায়।
এতেক কহিয়া নীরব হইল
মুখেতে কিছু না ভায় ॥
মনে করি কিবা কহে খড়ি দিয়া
গণক কহিল পুন।
এই মনে কর রহে গিরিধর
মথুরা না যায় যেন ॥
সীতার ঘরেতে এ খড়ি উঠিল
সামাল কহল তায়।
এ কথা শুনিয়া ব্যথিত হইল
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায় ॥

(পটমঞ্জরী)

এই অনুমান করে গোপীগণ
আকুল হইল প্রাণ।
কেমনে রহিবে কহ কহ দেখি
রসিক নাগর কান ॥
কহে গোপীগণ শুনহ বচন
এই যে ভালই মানি।
কৃষ্ণ ছাড়ি গেল কি আর করিব
তবে সে তেজিব প্রাণী ॥
যে জন না দেখি আঁখির পলকে
তবে সে মরিয়া থাকি।
দেখিলে জুড়াই এ পাপ-পরাণ
শুন গো মরম-সখি ॥

তিলেক কখন যা সনে বিরোধ
যদি বা কখন হয়।
লাখ যুগ মানি কি হয় না জানি
এমত গতিকে কয় ॥
সে জন বিহনে বাঁচিব কেমনে
তবে কি পরাণে জীব।
আঁখি আড় হৈলে অবলার প্রাণ
তখনি মরিয়া যাব ॥
যাহার কারণে সব তেয়াগিনু
কুলেতে দিয়াছি ডোর।
গুরু গরবিত এ হেন ব্যথিত
যত জন প্রাণ মোর ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন ধনি রাধে
ঐছন পিরীতি তার।
এমন পিরীতি ছাড়িব কেমনে
যমুনা হইব পার ॥

মথুরা-যাত্রা।

(ধানশী)

এ কথা যখন শুনিল যশোদা
কহিতে লাগিল তায়।
কি বোল কি বোল আর আর বল
ঘন ঘন পুছে তায় ॥
কাঁদি কহে নন্দ ঘুচিল আনন্দ
অক্রুর আইল নিতে।
কৃষ্ণ-বলরাম লইতে দুজন
এই যে কংসের চিতে ॥
এ কথা শুনিয়া নন্দ পানে চেয়ে
পড়িল ধরণীতলে।
কি হ'ল কি হ'ল গোকুল নগরে
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে ॥
যেমন কুলিশ ভাঙ্গিয়া পড়িল
তেমন যশোদামাথে।
কি শুনিল মুই দারুণ বচন
অক্রুর আইল নিতে ॥
যাহার ভয়েতে ব্যথিত অন্তর
নিতি (১) পাঠাইত চর।
যাদু ধরিবারে গহন কাননে
আছে কত হয়ে ডর ॥

১। অমঙ্গল।

১। নিত্য।

তাহে কংস থানে (১) যাব দুই জনে
না জানি না জানি করে।
মায়ের অন্তর যাবে জরজর
এমন নাহিক সরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন নন্দরাণি
যে জন গোকুলপতি।
কি করিতে পারে কংস নৃপবরে
সে জন রহিব কতি॥

(গৌরী)

হেন বেলে শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া
রাখাল আসিছে পথে।
কৃষ্ণ-বলরাম মাঝারে করিয়া
ধেনু-পাল লয়ে যতে॥
হৈ হৈ রবে প্রবেশ করল
গোকুল-নগরপুরে।
নিজ গৃহে গৃহে গেল ব্রজবালা (২)
লইয়া ধেনুর পালে॥
নিজ গৃহে গেলা কৃষ্ণ বলরাম
যশোদা আনন্দ বড়ি।
ধেনুগণ যত সব সমাধিয়া
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি॥
কোলে লয়ে কানু এ ক্ষীর নবনী
পিয়ায় মনের সুখে।
বিবিধ শাকর চিনি ছেনা সর
দিছেন ও চাঁদমুখে॥
কানাই পুছল শুন গো জননী
দ্বারে বা কিসের রথ।
কহেন যশোদা কানাই-গোচর
বড় হ'ল অনুরথ॥
শ্রীকৃষ্ণ।—কহ কহ শুনি যশোদা জননি
শুনি কি তাহার বোলে॥
যশোদা।—কংস পাঠাইয়ে অক্রুর আসিল
কৃষ্ণ-বলরাম নিতে।
ধনুর্ম্মখ-যজ্ঞ করে নরপতি
সেই সে তাহার চিতে॥
হাসি যদুনাথ বচন ভারতী
কহেন মায়ের পাশে।
ভায় কি বা ভয় না কর সংশয়
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

১। স্থানে। ২। ব্রজবালা—ব্রজবালক।

(কানড়া)

হেনক সময় অক্রুর দেখল
আয়ল অক্রুরপতি।
চরণ-কমলে পড়ল তখন
করেন আরতি রীতি॥
কৃষ্ণ-বলরাম ধরি দুই জন
করিল তাহারে কোড়।
আলিঙ্গন দিয়া বচন মধুর
সুখের নাহিক ওর॥
কহ কহ দেখি কিসের কারণে
আইলে গোকুলপুরে।
অক্রুর।—তোমা লইবারে আমার গমন
শুনহ বচন ধীরে॥
বলরাম আর দেব দামোদর
কহিল নৃপতি মোরে।
ধনুর্ম্মখ-যজ্ঞ করে নরপতি
আয়ল গোকুলপুরে॥
কৃষ্ণ-বলরাম আনহ দুজনে
তুরিত গমনে গিয়া।
রথ-আরোহণে করহ গমনে
তুরিতে আসিবে লয়া॥
এ কথা শুনিয়া অক্রুরে তুষিয়া
কৃষ্ণ-বলরাম দুই।
কৃষ্ণমুখ চেয়ে গদগদ হয়ে
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥

(শ্রী)

অক্রুর চরণে পড়িয়ে করয়ে
স্তবন স্মরণ ধ্যান।
পরশ করিতে তাহার হৃদয়ে
হইল ব্রহ্মহি জ্ঞান॥
তুমি চক্রপাণি তুমি বেদধ্বনি
তুমি যে পরম কায়া।
যে জন স্তবনে না পায় ধেয়ানে
বুঝিতে না পারি মায়া॥
তুমি চন্দ্র আদি দিবাকর সিদ্ধি
তুমি ত ভুবন-ধাতা।
তুমি চরাচর তুমি সে আকাশ
তুমি যে দেবের কর্ত্তা॥

তুমি হুতাশন তুমি সে কারণ
তুমি সে করুণাসিন্ধু ।
এ ভব-সায়র করণ ধরম
তুমি সবাকার বন্ধু ॥
বেদে দিতে নারে যাহার সে সীমা
অনন্ত সহস্রমুখে ।
বলিয়া বলিতে না পারে বদনে
আন কি জানব মোকে ॥
তুমি বাসুদেব তুমি নারায়ণ
অচ্যুত অনন্ত হরি ।
তুমি হৃষীকেশ তুমি দামোদর
তুমি হও বনমালী ॥
তুমি জগন্নাথ ত্রিলোকের পতি
দর্প-দম্ভনাশকারী ।
তুমি সে মাধব তুমি পুণ্যলাভ
তুমি পুণ্ডরীকধারী ॥
তুমি জনার্দ্দন তুমি পুরুষোত্তম
কি জানি মহিমা তায় ।
দেব অগোচর না হয় গোচর
চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥

(বড়ারি)

করপুট হইয়া গদগদ ভাবে
এ সব কহিলা যবে ।
হরষ-বদন মদনমোহন
কহিতে লাগিলা তবে ॥
তুমি সে পরম পবিত্র মানল
কহেন গোলোকপতি ।
হাতে ধরি তবে উঠায়ল হরি
করল পিরীতি রীতি ॥
কহেন অক্রুর বচন মধুর
আজু শুভদিন মোর ।
তোমার পরশে এত দিন মুই
পবিত্র করল কোড় ॥
জন্ম শুভদিন হইল আমার
পাইল পরম পদে ।
কি কহিব আমি কহন না যায়
ও পদ পাইল সাধে ॥
করে ধরি হরি বসাইল বেরি
আনন্দ-রসের কথা ।
নানা উপচার বিবিধ বিধানে
পূজল সে নন্দ তথা ॥
কহে নন্দ ঘোষ ঘোষণা সকল
ডাকিয়া আনিল গোপে ।
দধি দুগ্ধ ঘৃতে সাজাই শকটে
আরতি হইল ভূপে ॥
শকট লইয়া ঘৃত-দধি লয়া
সাজাইয়া তুরিত করি ।
প্রভাত হইলে যাইব মথুরা
রাম হলধর ধরি ॥
চণ্ডীদাস বলে বিষম হইল
আকুল গোকুলবাসী ।
সুখ গেল দূর দুখ অবশেষ
উঠল দুখের রাশি ॥

(রামকেলি)

পড়িল ঘোষণা নগর চত্বরে
যত যত গোপগণে ।
শকটে শকটে পূরিল সকলে
দধি দুগ্ধ ঘৃত সনে ॥
বাজায় বাজনা নন্দের দুয়ারে
পড়িয়াছে ধায়া-ধাই ।
এ কথা শুনল ব্রজরামাগণ
কিসের বাজনা ওই ॥
এক নব রামা রাধা পাঠাওল
বুঝহ কি হেতু কাজ ।
ত্বরিত গমন করহ এখন
যাইয়ে নন্দের মাঝ ॥
সেই গোপনারা ত্বরিত গমন
করল নন্দের ঘরে ।
যাইয়া সকল বুঝল সকল
বজর পড়িল শিরে ॥
প্রভাত হইলে কৃষ্ণ-বলরাম
যাইব মথুরাপুরে ।
এ কথা শুনিয়া সেই নবরামা
তুরিতে গমন করে ॥
রাধারে কহিতে চলে সেই সখী
শুনহ আমার বাণী ।
কহিলে কি হয় হেন মনে লয়
শুনহ রমণী ধনি ॥
কহ কহ শুনি কি হৈল গেছিল
কহিতে লাগিল বাণী ।
আসিয়াছি আমি গোকুল হইতে
বিশেষ করিয়া জানি ॥

অক্রুর বসিয়া আইল এক জন
　　কৃষ্ণ-বলরাম নিতে।
রথ-আরোহণ করিয়া আইল
　　ওহে সে দেখিল ভিতে॥
চণ্ডীদাস বলে নিশ্চয় যাইব
　　কৃষ্ণ-বলরাম দুই।
মূরছিত হয়ে পড়িল গোপিনী
　　এত দিনে গেল এই॥

ব্রজ-বিলাপ

(বেলোয়ার)

অতি আনাগোনা বিষম বাজনা
　　শুনিয়া গোপিনী যত।
হিয়া ছটফট্ অতি সে ব্যথিত
　　তাহা না সহিব কত॥
আর কি করব পরাণে কি জীব
　　কি শুনি দারুণ বাণী।
যে দেখি স্বপনে সেই ফলে আসি
　　নিশ্চয় স্বপন মানি॥
দেয়াশী জানল গণক কহিল
　　মিছা নহে কোন কথা।
তাহা সে দেখল মনে বিচারল
　　বিফল নহিল হেথা॥
কাঁদে গোপীগণ হইয়া বিমন
　　উপায় কহ না সখি।
কিসে বৃন্দাবনে রহে বনমালী
　　সে হেন কমল-আঁখি॥
প্রভাত হইলে যাবে মধুপুরে
　　ঘোষণা শুনিয়ে বড়ি।
গোপগণ করে দধির আটন
　　শকট সাজিল সারি॥
নন্দের দুয়ারে বিষম বাজনা
　　বাজিছে নাকড়ি।
চণ্ডীদাস বলে প্রভাত হইলে
　　যাইব গোলোক-হরি॥

(পটমঞ্জরী)

গগনে দারুণ নিশি।
প্রভাত হইল হেন বাসি॥
নিশি তোরে করিয়ে মিনতি।
ঐছন থাকহ তুমি নিতি॥
প্রভাত না হও তুমি চাঁদ।
বেকত রহিত গতি ছাঁদ॥
কেহ বলে শুন ধনী রাই।
উপায় করিতে আছে তাই॥
আঁচলে ঢাকিব নিশি-চাঁদে।
যেন মতে অন্ধকার বাঁধে॥
কেহ বলে হব রাহু বাসি।
চাঁদে যেন থাকিয়ে গরাসি॥
যেমনে নহত পরভাতে।
তবে রহে প্রভু জগন্নাথে॥
কেহ বলে হব দিঠি বাধা।
অমঙ্গল উচারু সমাধা॥
কেহ বলে হইব শৃগালী।
দক্ষিণে চলিয়া যাব ভালি॥
কেহ বলে সম্মুখে যোগিনী।
বাধা মানি রহে গুণমণি॥
কেহ হব বজর কুলিশে।
বধির অক্রুর মরে বিসে॥
তবে সে রহেন গুণমণি।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাণী॥

(পটমঞ্জরী)

হেনক সময় প্রভাত হইল
　　সাজল সকল লোক।
দধি দুগ্ধ সর শকটে পূরল
　　পাইল দারুণ শোক॥
রথের সাজন করিতে তখন
　　সেই সে অক্রুরমতি।
চল চল বলি পড়ে হুলাহুলি
　　পরমাদ পড়ে তথি॥
নন্দ বলে বাপু কৃষ্ণ হলধর
　　করহ বেশের কাজ।
মধুপুর ঘর যাইতে হইল
　　ভূপতি কংসের মাঝ॥
নানা পরিপাটী নীল ধড়া আঁটি
　　বাঁধল বিনোদ চূড়া।
নানা ফুলদাম বেশ অনুপাম
　　তাহে মালতীর বেড়া॥
হেম মুকুতার বেড়ি তার মালা
　　কি তার গাঁথনি পাশে।
তা দেখি সকল নাগরী ভুলল
　　ভুলল গোকুল দেশে॥

তাহে সুশোভন অতি বিলক্ষণ
নব ময়ূরের পাখা।
যেমন আকাশে আসিয়া বেড়ল
ইন্দ্রধনু দিল দেখা ॥
চন্দনে লেপিত শ্রীঅঙ্গ শোভন
এ তাড় বলয় সাজে।
সোনার ঘুঙ্ঘুর বাজয়ে মধুর
সোনার নূপুর বাজে ॥
দুহুঁ এক বেশ সমান সাজল
কি তার কহিব কথা।
করেতে মোহন বাঁশীটি শোভন
দেখিতে হৃদয়ে ব্যথা ॥
হলধর-হাতে শিঙ্গাটি সাজল
দুঁহু সে মায়ের কাছে।
চণ্ডীদাস বলে দেখিয়া জননী
পরাণ তেজয়ে পাছে ॥

(যতি)

যশোদা।—কি শুনি দারুণ কুলিশ যেমন
মাথায় পড়িয়া গেল।
আচম্বিতে হেরি এই সে অক্রুর
কোথা বা হইতে এল ॥
পরাণ লইতে এই তার চিতে
স্ত্রীবধ-পাতকী লাগি।
এ সব গোকুল আকুল করিল
সবার বধের ভাগী ॥
কিবা দেখ নন্দ ঘুচিল আনন্দ
বেড়ল আপদ আসি।
সুখ গেল দূর দুঃখ রহে পাশে
কেমনে বঞ্চিব নিশি ॥
দর দর দর হিয়া জরজর
নন্দ যশোমতী মায়।
যাদুর সে মুখ চাঁদ নিরখিয়া
দোঁহে কাঁদে উভরায় ॥
চণ্ডীদাস কাঁদে বুঝ নাহি বাঁধে
যেনক বাজল শেল।
বুকেতে পশিয়া পিঠে পার হয়া
বাহির হইয়া গেল ॥

(শ্রী)

যশোদা।— আর কি পরাণে জীব।
তোমা ধন ছাড়ি কেমনে বঞ্চিব
এখনি পরাণ দিব ॥
যশোদা রোহিনী চাঁদমুখ চেয়ে
কাঁদয়ে করুণ স্বরে।
হিয়া আনচান কি যেন করিছে
পরাণ কেমন করে ॥
মায়ের পরাণ ধৈরয না রহে
বিষম বেদনা পায়া।
অচেতন তনু পড়িয়া ভূতলে
হলধর পানে চায়া ॥
আর সে কাহারে আনিয়া নবনী
সে চাঁদ বয়ানে দিব।
মনে মনে মুখ দূরে যাবে দুখ
এ শোকে কেমনে জীব ॥
শুন নন্দ ঘোষ আমার বচন
গোপালে বিদায় দিয়া।
এ ঘর-দুয়ারে অনল তেজায়ে
যাব সে বাহির হয়া ॥
আঁখি গেলে তার কি ছার জীবনে
বাঁচিতে কি আর সাধ।
অনেক তপের ফল পরশনে
বিধি সে করিল বাদ ॥
কোন্ পাপে আজ এ হেন প্রমাদ
কিছুই নাহিক জানি।
চণ্ডীদাস কহে শুন গো জনমি
এই সে ভালই মানি ॥

(তুড়ি)

যশোদা।— কোথারে সাজিয়েছ(১)।
কাহার জনম সফল করিতে
এ বেশ বনায়েছ ॥
চাঁদমুখ চেয়ে যশোদা জননী
পড়ে মুরছিত হয়ে।
কেমনে বাঁচিব তিলেক না জীব
দেখহ বেকত হয়ে ॥

কোথারে—কোথায় যাইবার জন্ত

কিসের কারণে এ-ঘর করণে
আগুনি ভেজায়ে দিয়া(১)।
তোমার বিহনে মরিব সঘনে(২)
যাব সে বাহির হয়া॥
কেবল নয়ান- তারার পুতলি
তোমা না দেখিলে মরি।
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ-বদন
তবে সে চেতন ধরি॥
যবে যাহ গোঠে ধেনুগণ লয়ে
সেখানে থাকয়ে প্রাণ।
যবে সে শুনিয়ে কুশল বারতা
শুনিয়ে বেণুর গান॥
অনেক তপের ফল পরশনে
পাইয়ে তোমা সে ধনে।
বিধি নিকরুণ এবে সে জানল
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

(সুহই)

যশোদা—আরে মোর বাছনি কানাই।
এ বেশে সাজিলা কোন্ ঠাঁই॥
এ নব বরণ তনুখানি।
আতপে মিলায়ে হেন জানি॥
যখন যাইতে দূর-বন।
রবিরে করিথু(৩) সমর্পণ॥
বনদেবে পূজিথু(৪) হেথাই।
ভাল রাখ কানাই বলাই॥
পবনে মিনতি বহু সাধি।
মন্দ মন্দ বাতাস সুসাধি॥
দিনমণি না জানি কি করে।
পাছে নাহি অঙ্গে ছায়া ধরে॥
অগোচর গোচর না হয়।
সেই সে বাসিয়ে মনে ভয়॥
নয়ন ভরিয়া দেখ আগে।
বদন চুম্বন কর ভাগে॥
তবে কর যে আছে উচিতে।
গোপালেরে নারিল রাখিতে॥
চণ্ডীদাস ধূলায় লোটায়।
এত কি কহিতে পারে মায়॥

(নটরাগ)

যশোদা বলেন শুন গো রোহিণি
আর কি দাঁড়ায়ে দেখ।
কৃষ্ণ-বলরাম ছাড়িয়ে চলিল
আর কি পরাণ রাখ॥
অনেক যতনে পাইয়া রতনে
বিধি দিয়াছিল মোরে।
পুন হরি নিল কোন্ অপরাধে
আমার করম-ফলে॥
দেব আরাধিয়া যখন পূজল
যবে দিয়াছিল বর।
গৌরীর দুয়ারে অপরাধ-ফলে
না পূজিলা তাতে হর॥
সেই দোষে রোষ দেবের হইল
তাহাতে এ দশা ভেল।
কোলের বালক রাখিতে নারিল
এবে সে ছাড়িয়ে গেল॥
দেবী রঙ্গ বুদ্ধি বুঝিতে না পারি
ঐছন কাজের গতি।
দেব তুষ্ট হবে তাহে ফল ধরে
শুনহ ইহার রীতি॥
যখন ক্ষীরোদ বালুকা-উপরে
করিল অনেক তপ।
দেবা সে সাধিতে বিধি বহুমতে
করিল অনেক তপ॥
যখন নৈবেদ্য সব সাজাইয়া
ঘরেরে হইতে যাই।
পূরব এক গোটা গরুড়ের বেটা
উড়িয়া লইল তাই॥
সেই সে নৈবেদ্য উচ্ছিষ্ট হইল
সেই অপরাধফলে।
তাহার কারণে আনন্দ ছাড়ল
এই সে মানিয়ে ভালে॥
চণ্ডীদাস কহে শুনহ জননি
একটি কহিয়ে বাণী।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ভাগ্যবতী
তেজিবে গোকুলমণি॥

(শ্রী)

যশোদা।—একবার চাহ মায়ের পানে।
কে তোরে যুকতি দিল নিশ্চয় আমারে বল
এই সে আছিল তোর মনে॥

১। আগুনি ভেজায়ে—আগুন দিয়া।
২। সঘনে—এখনি। ৩। করিথু—করিতাম।
৪। পূজিথু—পূজা করিতাম।

গোকুলের যত লোক পাইয়া দারুণ শোক
তখনি মরিব তুয়াগুণে।
ব্রজশিশু যত জন ভাবিতে তোমার গুণ
তারা এবে তেজিব পরাণে॥
গোঠে মাঠে ধেনু সনে কে আর ফিরিবে বনে
কে আর করিবে নানা খেলা।
আর না শুনিব বাণী মধুর বচনখানি
কে আর করিব পাল মেলা॥
শ্রীমুখ-বদন মেলি দিব ছেনা দুধ ননী
কে আর ডাকিবে মা বলিয়ে।
কাঁদে নন্দ ঘোষ রায় অবনীতে গড়ি যায়
কাঁদে রাণী গলায় ধরিয়ে॥
চণ্ডীদাস মুরছিতে পড়ে কাঁদি এক ভিতে
যশোদার ধরিতে চরণে।
এ সকল কথা শুনি আহীররমণী ধনী
ধাইয়া আইল সেইখানে॥

(সুহই)

যশোদা।—শুন শুন বাছা জীবন-কানাই
তুমি কি ছাড়িবে মায়।
স্ত্রীবধ-পাতক ভয় নাহি মান
এই সে তোমাতে ভায়॥
তাহাতে অকাল আঘাত বচন
আসি ঘুচাওল সাধ।
তুমি যে কানাই নয়নের মণি
কেন বা ঘটাও বাদ॥
কে জানে আনন্দ দুখ দিবে বলি
স্বপনে নাহিক জানি।
মথুরাগমন এ কথা শুনিতে
ফাটয়ে মায়ের প্রাণী॥
এ শোক পড়িল যখন হিয়ায়
তখনি জানিল ইহা।
তোমা না দেখিলে আর কি বাঁচিব
তেজব আপন দেহা॥
এ ঘরে আনল ভেজায়ে এখনি
মরিব যমুনাজলে।
এত পরমাদ তোমার কারণে
দীন চণ্ডীদাস বলে॥

(কানড়া)

কানাই করিয়া কোলে।
যশোদা কিছুই বলে॥
তুমি কি ছাড়িবে মায়।
শুনহ হে যাদব রায়॥
কি দোষ পাইয়া মোর।
কিছু না জানিল ওর॥
মায়ের কি দোষ ধরি।
দোষ-গুণ না বিচারি॥
তোরে উদুখলে বাঁধি।
কি দোষ তাহার সাধি॥
সে দোষ পাইয়া যদি।
ছাড়ি যাবে গুণনিধি॥
অনেক তপের ফলে।
তোমারে পাইল কোলে॥
মুই সে অভাগী নারী।
ছাড়হ অনাথ করি॥
মায়ের করুণ শুনি।
হেঁট-মাথে গুণমণি॥
চণ্ডীদাস গুণ গায়।
কিছু না কহয়ে যায়॥

(শ্রীনট)

কোলে লয়ে যাদুমণি বদন চুম্বয়ে রাণী
দরদর বহে প্রেমবারি।
ধরিয়া গোপাল-করে কাতর হইয়ে বলে
দুই বাহু ধরিয়া পসারি॥
শ্রীমুখমণ্ডল দেখি তাহাতে নয়ন রাখি
পড়ে রাণী মুরছিত হয়ে।
যশোদা রোহিণী কাঁদে স্থির নাহিক বাঁধে
গোপী রহে চাঁদমুখ চেয়ে॥
গোপের রমণীগণ সবে হৈয়া একমন
ধূলায় ধূসর কলেবর।
কে আর করিবে খেলা হইয়ে বালক-মেলা
কারে দিবে ছেনা ননী সর॥
কে আর যাইয়া ঘরে মহটা(১) লইয়ে করে
এ সব নবনী দিব মুখে।
এ সব ছাড়িয়ে মায় কোথারে যাইতে চায়
মায়ের অন্তরে দিতে দুখে॥
কহে কত নন্দ ঘোষ কারে কত দিব দোষ
আমার করম হীন বড়ি।
নয়ন ছাড়িয়ে গেলে কি কাজ জীবনে বলে
উচিত মরিতে হয় ডারি(২)॥

১। মাঠা।
২। জীবন ত্যাগ করিয়া।

নন্দ বলে শুন রাণি এই মনে অনুমানি
চল যাব বাহির হইয়া।
কিবা ঘরে আছে সাধ রুচিল(১) সে দিন বাদ
চণ্ডীদাস পড়ে মুরছিয়া॥

সুবল-সংবাদ

(কানাড়া)

হেথা সে অক্রুর রথ সাজাইয়া
করযোড় করি কয়।
মধুপুর দেশ চল হৃষীকেশ
বিলম্ব নাহিক সয়॥
এ বোল শুনিয়া শ্রবণ পুরিয়া
কৃষ্ণ-বলরাম দুই।
ভাল ভাল বলি ত্বরিত গমন
মধুর মধুর কই॥
মোর সখাগণ তুষি তার মন
তবে চড়িব রথে।
সবারে লইয়া আনন্দ যতনে
কহিতে লাগিল তাথে॥
অনেক খেলিল শ্রীদাম সুদাম
সুবল সবার সনে।
কিছু না ভাবিহ মরমে রাখিহ
না কর ভাবনা মনে॥
তোমাদের চিতে আছি অবিরতে
হিয়ায়ে হিয়ায়ে মেলা।
এই সখাগণে লয়ে ধেনুগণে
জনম করিয়ে খেলা॥
এ যদুনন্দন করয়ে রোদন
ছলে সে কমল-আঁখি।
হেন সুরধুনী তরঙ্গ তেমনি
বনে তেয়াগল লখী(২)॥
ফুলি ফুলি মুখ সে বিধুমণ্ডল,
কহিতে না ফুরে বাণী।
চণ্ডীদাস কহে আঁখি ভরি লোহে(৩)
কহিলে কি হয়ে জানি॥

(শ্রীসুহা)

গদ গদ বোলে শুন বংশীধর
কোথাকারে যাবে তুমি।
এ ব্রজবালক করিয়া বিকল
কিবা না জানিয়ে আমি॥
কেমনে তোমার চরিত্র ব্যভার
এই সে করিলে পাছে।
তবে কেন এত প্রীত বাড়াইলে
থাকিব কাহার কাছে॥
স্বপন নয়নে ভোজন গমনে
সদাই তোমারে দেখি।
কেমনে তোমার লেহ(১) পাসরিব
শুনহ কমল-আঁখি॥
কাঁদে শিশুগণ হয়ে অচেতন
শ্রীমুখ-পানেতে চেয়ে।
কেহ কোথা পড়ে নাহিক সংবিৎ
অতি সে বেদন পেয়ে॥
কেহ বলে নাম আর না শুনিব
মধুর মধুর বাণী।
আর না খেলিব ধেনু নিয়োজিয়া
না নিব বাঁশীর ধ্বনি॥
ভাই ভাই বলি আর না শুনিব
বিহ্বল বৈকাল বেলে।
চণ্ডীদাস কহে অতি বড় মোহে
পড়িয়া চরণতলে॥

(কানড়া)

শ্রীকৃষ্ণ।—উঠ উঠ ভাই শ্রীদাম-সুদাম
চাহ ত আমার পানে।
সরল হৃদয়ে কহত বচন
তবে সুখ হয় মনে॥
এক বোল বল মথুরা গমন
যাইতে বলহ মোরে।
কহিতে কহিতে দু-আঁখি তরল
কহিতে না পায় লোরে॥
শুনহ হে সুবল ভাই সখাগণ
তুমি সে আমার প্রাণ।
হৃদয়ে হৃদয়ে মরমে মরমে
ইহাতে না হয় আন॥
বহু সুখকথা তোমার সহিতে
সকল জানহ তুমি।
তোমার মায়াটি ছাড়িব কেমনে
পরবশ হই আমি॥

১। সাধিল। ২। লখী—লক্ষ্মী। ৩। অশ্রুতে।

১। স্নেহ।

শুনহ সুবল মরম-বেদন
তোমারে না দেখি যবে।
হিয়া জরজর করয়ে অন্তর
দেখিলে জুড়াই তবে॥
সুবল কহেন কানুর গোচর
তুমি সে নিঠুর এবে।
তবে কেন লেহ(১) বাড়াইলে মোহ
মোর কোন্ গতি হবে॥
পিরীতি করিয়া ছাড়িয়ে সবারে
এ নহে উচিত পনা।
কে আছে এ-মহী- মণ্ডল-মাঝারে
এমন বেথিত জনা॥
চণ্ডীদাস কহে কমল-নয়ন
ছল-ছল দুটি আঁখি।
বচন না স্ফুরে বেথিত অন্তর
বয়ান বঙ্কিম রাখি॥

(বড়ারি)

কহেন বচন এ যদুনন্দন
শুন হে সুবল ভাই।
তোমাদের ঠাঁই আছিয়ে সদাই
ইথে আন কথা নাই॥
আমি গিয়া আসি কংসরাজে তুষি
পুনঃ সে করিব খেলা।
সরল-হৃদয়ে বিদায় করহ
পুনঃ সে হইব মেলা॥
এ কথা শুনিয়া গদগদ হৈয়া
কাঁদয়ে বালক যতে।
ধূলায় ধূসর হয়ে কলেবর
করাঘাত হানে মাথে॥
কি বল কি শুনি সবে কহে বাণী
নিঠুর হইল কানু।
আমরা তোমার বিরহ বেদনে
এখনি তেজিব তনু॥
আর কি বাঁচিব ও তনু রাখিব
না দেখি ও চাঁদমুখ।
এবে সে জানিল বিধি নিকরুণ
দিয়ে অতি বড় দুখ॥

১। ভালবাসা।

তোমার বিহনে জীব(১) বা কেমনে
ইহার উপায় বল।
তবে সে যাইবে মথুরা নগরী
শুনিতে কানাই ঢল(২)॥
হেঁট-মাথে রহে বচন না স্ফুরে
নাগর চতুর-রায়।
কাঁদে ব্রজবালা বিরহ-বেদনে
চণ্ডীদাস কাঁদে তায়॥

(বেলোয়ার)

সুবল।—তবে কেন প্রীত বাড়াইলে হিত
গোপের বালক সনে।
পরিণামে এত করিবে বেকত
ইহা বা কে জন জানে॥
যদি বা জানিথু স্বপন-ইঙ্গিতে
নিদয় হইবে তুমি।
বাদিয়ার ঘরে গিয়া কুতুহলে
গরল ভখিথু আমি॥
এ সব কেমনে পাসরিব মনে
তোমার পিরীতি-লীলা।
যবে পড়ে মনে সে রস মাধুরী
গলিত মানয়ে শিলা॥
দেখ মনে ভাবি বালক সংহতি
ক্রীড়াতে বঞ্চিল নিশি।
ধেনু বনে বনে রাখিয়া সঘনে
ভাণ্ডীর-গভরে(৩) বসি॥
নানামত খেলা তুমি সে সৃজিলা
বঞ্চিনু তোমার সনে।
যবে সেই লীলা মনে পড়ি গেলা
কেমনে জীব সে দিনে॥
তো বিনু মরিব সকল বালক
তিলেক নাহিক জীব।
তোমার সম্মুখে মরিব সবাই
এখনি পরাণ দিব॥
কি ছার বাঁচিতে সাধ নাহি চিতে
ছাড়িয়া আনন্দনিধি।
চণ্ডীদাস মোহে ছল-ছল লোহে
কে কৈলে নিদয়া বিধি॥

১। বাঁচিব।
২। ঢল=বিহ্বল।
৩। ভাণ্ডীর গর্ভে=ভাণ্ডীর বনের ভিতরে

(নট-নারায়ণ)

ফুলি ফুলি কাঁদে স্থির নাহি বাঁধে
সে হেন রসিক-রায়।
সদয় হৃদয় কাঁদিতে কাঁদিতে
সুবল পানেতে চায়॥
শ্রীকৃষ্ণ।—না বল না কহ ও সব বচন
কহিতে পরাণ ফাটে।
হিয়া জরজর পুড়য়ে অন্তর
অধিক জ্বলিয়া উঠে॥
শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম
অপর যতেক সখা।
সখাগণ।—আর না হেরব ও মুখমণ্ডল
আর না হইবে দেখা॥
মো সবা বিসরি(১) যাবে মধুপুরী
শ্রবণে শুনিতে ইহা।
কিসের কারণে জীব সখাগণে
কি ছার রাখিতে দেহা॥
কহে বনমালী লোরে আঁখি ভরি
সবারে তুষিয়া কহি।
সরল হৃদয় করহ বিদায়
লাজে মুখ ঝাঁকে রহি॥
কহে সখাগণ কেমন বচন
এ বোল কেমনে বলি।
হয় নহে দেখ মনে বিচারিয়া
শুন কানু বনমালী॥
চণ্ডীদাস বলে এ বোল কেমনে
কহিয়ে না লয়ে মন।
প্রাণের দোসর তুমি সে সবার
যেমন বাপের ধন॥

(বেলোয়ার)

সুবল।—যখন করিলে বনে অতিসুখ
লীলা সে খেলিলে খেলা।
কতেক অসুর বধিলে নিঠুর
হয়া বালকের মেলা॥
যে দিনে কালিন্দী দহের সম্মুখে
সে জলে গরল ছিল।
সে জল খাইয়া সেখানে বালক
সবে তনু তেয়াগিল॥

১। বিস্মৃত হইয়া।

কূলে পড়ি সবে মরিল বালক
তুমি সে গেছিলা কতি।
আসিয়া দেখিলে কিবা মাত্র দিলে
করিলে সবার গতি॥
কেন বা জীয়ালে এ দুঃখ দেখিতে
তখনি মারিতেছিল।
মথুরা গমন করিবে এখন
ইহাই দেখিতে হ'ল॥
কেমনে বঞ্চিব তোমা না দেখিয়া
শুন হে কানাই ভেয়া।
নিঠুর নহিও বচন কহিও
কহত বদন চেয়া॥
এ যতুনন্দন না ফুরে বচন
হেঁটমাথে রহে কানু।
কিবা না বলিব মুখে নাহি বাণী
পূরল বিরহে তনু॥
চণ্ডীদাস কহে শুনহে বচন
চলহ যমুনা-জলে।
ঝাঁপ দিয়া ম'রি করিয়া ধেয়ান
সুবল ইহাই বলে॥

(শ্রী)

সুবল।—কিবা করে ধনে কিবা করে জনে
তোমারে অধিক কি।
এ ধন সঞ্চয় মনের সহিতে
জানয়ে গোপের ঝি॥
প্রেমের স্বরূপ রসের চাতুরী
জানয়ে কিশোরী রাই।
রস-পরিপাটী জানে গুণি গুণি
সো পহুঁ তু গুণ গাই॥
রসের আগরি সে নব কিশোরী
কেহ সে জানয়ে নাই।
ঐছন রসিকা কভু না মিলব
রাইয়ের তুলনা রাই॥
কি জানিয়ে তব গুণের মহিমা
সহস্র মুখেতে গান।
এই মত চারি যুগ ফিরি ফিরি
তবু সে নাহিক পান॥
এ ধন পাইয়া রাখিতে নারল
করম অভাগী বড়ি।
হিয়া সে দারুণ শেল পশি দিয়া
মধুপুর যাবে ছাড়ি॥

কে আর ডাকিব ভাই ভাই বলি
মধুর বচন-রসে।
পড়িয়া চরণে কাঁদয়ে সঘনে
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

(শ্রী)

সুবল।—তুমি সে নিদয়া নিঠুরাই পনা
এবে সে জানিল দৃঢ়।
পিরীতি করিয়া হিয়া ব্যথা দিয়া
এবে সে জানিল দৃঢ়॥
কেন প্রীতি কৈলে বালক-সংহতি
নাচিলে খেলিলে রঙ্গে।
ভেয়া ভেয়া বলি প্রেমে ঢল-ঢল
করিলে এ সব সঙ্গে॥
আরতি পিরীতি সুখের কি রীতি
ইহারি শরীর কিসে।
তোমা না দেখিলে তিলেক না জীব
নিদান করিলে শেষে॥
মরিলে তরিব মরিয়া হইব
তোমার চরণে সখা।
শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম
আর না হইব দেখা॥
কহে গুণমণি কাঁদিতে কাঁদিতে
সুবল-পানেতে চেয়ে।
চণ্ডীদাস কহে অতি বড় মোহে
পড়ে মুরছিত হয়ে॥

(শ্রী)

প্রেম বাড়াইয়া ফেল উজটিয়া
তবু না ছাড়িব তোমা।
তোমার বিরহে মরিলে এখনি
পরিণামে পাবে প্রেমা॥
যারে যেবা ভাবি যখন মরয়ে
সে জনে অবশ্য পায়।
ত্রিভঙ্গ পোক দেখ আন জীব মাঝে
সে হয় ভৃঙ্গের কায়॥
পূরবে আছিল এক মুনিগণ
তপেতে মহাই তেজা।
ফল ফুল মূল পদ্মের মৃণাল
ভক্ষণ করিত সদা॥
সেই বনে এক হরিণ হরিণী
সঙ্গেতে তাহার শিশু।
হেনক সময়ে এক ব্যাধ শরে
বিন্ধল থাকিয়ে পাছু॥
দুই জনা মারি ব্যাধ চলি গেল
হরিণী-ছাওল রহে।
যেখানে আছয়ে সেই মুনিবরে
দেখিতেন অতি মোহে॥
চণ্ডীদাস বলে এ বড় আকুতি
শুনহ নাগর কান।
ভাগবতে আছে কিছুই আখ্যান
এবে কহি তত্ত্বজ্ঞান॥

(কানাড়া)

সুবল।—সেই মুনি সেই হরিণী-ছাওয়াল
রাখল সে মুনিবরে।
প্রতিদিন দিন ভক্ষণ সেবন
করহে অবহি হেলে॥
কতদিন বই সেই মৃগশিশু
পাইয়া হরিণী-সঙ্গ।
আন বনে গেলা রতি রসসুখে
করিতে রসের সঙ্গ॥
না দেখি সেই মৃগী বড়ই বিয়োগী
মুনির হইল শোক।
হরিণ হরিণ ক্ষণে অনুক্ষণ
পাইয়া বিয়োগ-রোগ॥
যবে সেই মুনি কাল উপস্থিত
হরিণ-ধেয়ানে মরে।
হরিণ হইল আনহি জনমে
দুখ হ'ল মৃগবরে॥
যারে যেবা ভাবে তারে তাহা লবে
মরিলে পাইব তোমা।
আনহি জনমে পাইব সঘনে
কানাই ভেয়ের প্রেমা॥
চণ্ডীদাস কহে রসতত্ত্বকথা
শুনিতে নাগর কান।
হেঁট মাথে রহে বচন না কহে
উঠল বিরহ-মান॥

(জয়শ্রী)

সবার করেতে ধরিয়া ধরিয়া
রসিক নাগর কান।
উঠ উঠ বলি সঘন কহেন
তোমরা আমার প্রাণ॥
এ বোল বলিতে নন্দের নন্দন
সকল বালক মেলি।
ভেয়ের করেতে কর পসারিয়া
সবে আলিঙ্গন করি॥
কেহ লোটে ভূমে কেহ লোটে ক্রমে
কেহ ত ধাওই দূরে।
কেহ প্রেমরসে আকুল হইয়া
ঐছন যাইয়া ধরে॥
কেহ বলে ভাই কানাই বলাই
এবে সে নিঠুর ভেলা।
গোকুল নগরে এত দিন মেনে
শোকের সায়র দিলা॥
কাঁদিয়া বিকল বালক সকল
শ্রীমুখ নিরখে সদা।
চণ্ডীদাস বলে পড়িয়া ভূতলে
সকল হইল বাধা॥

(গড়া)

সুবলে কহেন কমল-লোচন
কহ কহ এক বোল।
মধুপুর দূর যাইতে বলহ
তেজি মায়া মোহ কোর॥
সুবলের কাঁধে কর আরোপিয়া
আলিঙ্গন-রস আশে।
বল বল ভাই মুখপানে চাই
ঘুচাও শোচনা ক্লেশে॥
তোমার হিয়াতে সদয় হৃদয়ে
তিলেক নহিয়ে ছাড়া।
হাসির সম্মুখে(১) বিদায় করহ
তোহে মোর প্রেম বাঢ়া॥
আর এক কথা শুন হয়ে বেথা
শুনহ সুবল ভাই।
নবীন কিশোরী ও বর-কামিনী
বরজ-রমণী রাই॥

ভাল মন্দ কিছু তেহো না জানিয়ে
কেবল আমাতে চিত।
গোপত বেকত কহিবারে নহে
তোমারে কহিয়ে রীত॥
মরম বেদন সব তুমি জান
কহিল গোপত কথা।
কি হব রাধার গতি দূর এই
সে মোর মরমে ব্যথা॥
কখন না জানে বিরহ-বেদন
আনবি রহতি দূর।
এবে অগোচর গোচর না হয়ে
যাইব মথুরাপুর॥
জানিবা কখন বিরহ-বেদন
মরমে পশিল যবে।
দশমী দশায়ে পাছে দরশায়ে
এ উঠে অন্তরে সবে॥
কোন ছলা রসে সিখিবে সে শেষে
হাসিবে আনহি ছলে।
মরম-বেদন কহিল কারণ
দীন চণ্ডীদাস বলে॥

(ধানশী)

এ কথা শুনিয়া গদগদ হৈয়া
পড়ল ধরণী ধরি।
সখাগণ।—নিদান করিয়া হিয়া ব্যথা দিয়া
যাবে সবে পরিহরি॥
বোলহ বচন সচল সঘন
নিশ্চয় মথুরা যাবে।
গোকুল আকুল করিয়া সকল
সবার পরাণ লবে॥
শ্রীকৃষ্ণ।—কহ কহ ভাই সুবল সাঙ্গাতি
বিদায় করহ মোরে।
পড়ল অবনী মুরছা খাইয়া
সব জন হিয়া ঝুরে॥
কাঁদত করুণে সব সখাগণে
শ্রীমুখ বদন চেয়ে।
ধরণী পড়িল বালক সকল
বড়ই বেদনা পেয়ে॥
ধরিয়া শ্যামের নীল বসনে
ধড়ার আঁচল ধরি।
কোথা যাবে ভাই কানাই বলাই
হিয়া বিদরিয়া মরি॥

১। হাসি রস মুখে।

উঠ উঠ ভাই সব সখাগণ
কাঁদিয়া নাগর রায়।
প্রবোধ বচন করিল তখন
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

(বড়ারি)

এত বলি যত বালকমণ্ডল
শ্রীমুখ পানেতে চেয়ে।
কেহ কাঁদে ভাই ভাই ভাই বলি
পড়ে মুরছিত হয়ে॥
ছল ছল বারি চতুর মুরারি
উঠল রথের পরে।
হেন বেলে সব গোপিনী ধাওল
পাইয়া নিশ্চয় করে॥
কতি যাবে ছাড়ি অখল রমণী
মো সব সঙ্গেতে লহ।
কিবা আর সাধ সব হ'ল বাদ
এই সে কারণে গেহ॥
লেহ বাড়াইয়া নিদান করিলে
স্ত্রীবধ-পাতকী সারা।
মধুপুর দেশে যাইবে ছাড়িয়া
এই সে তোমার ধারা॥
এত ছিল মনে লেহ কৈলে কেনে
অবলা রমণী সনে।
আর কি দেখহ মথুরা গমন
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

ব্রজনারীর খেদ

(বেলোয়ার)

কি শুনি কি শুনি দারুণ বচন
যেনক বাজল শেল।
বুকে পশি পশি মরম ভেদিয়া
পিঠে পার হইয়া গেল॥
যেমন হরিণী বিন্ধল বেয়াধি
লইয়া ধনুক-শর।
আচম্বিতে বাজে পড়ে বনমাঝে
খাইয়া বিষম শর॥
তেমন ধাওল হরিণীর প্রায়
সে জন চৌদিকে ধায়।
কাষ্ঠের পুতলি রহে দাঁড়াইয়া
চিত্রের কায়ার প্রায়॥

কেহ বলে কোথা হইতে আইল
অক্রুর কহিয়া নাম।
অরি হইয়া আসি হিয়া দিয়া ফাঁসী
সাধিতে আপন কাম॥
এত দিন মোরা সুখের সাগরে
নাহিনু মনের সুখে।
এখন সুখের সায়রে সিঁচি
বেড়ল আপদ দুখে॥
চণ্ডীদাস আশ করিতে আছিল
দেখিতে নয়ন ভরি।
অক্রুর আসিয়া লইল কাড়িয়া
হিয়ার হইতে চুরি॥

(করুণা)

প্রাণনাথ বঁধুয়া আদরে।
কেবা ইহা কহিবারে পারে॥
মরিব গরল বিষ খেয়ে।
কাজ নাই এ তনু রাখিয়ে॥
এত যদি ছিল তোর মনে।
তবে প্রেম বাড়াইলে কেনে॥
একে মরি গৃহ-পরিবাদে।
শাশুড়ী ননদী কৈল আধে॥
তাহে ভেল তোমার বিরহে।
কতেক সহে আর দেহে॥
রাধা বলি কে আর ডাকিব।
শুনি ধনী সে সুখ পাইব॥
বিধি বড়ি নিকরুণ ভেলি।
মহাদুখ-সায়রে পসারি॥
নিকরুণ নহ ত মাধাই।
শরণ পশিয়াছিল রাই॥
দীন হীন চণ্ডীদাস গায়।
কাঁধে পহুঁ ধরণে না যায়॥

(সুহই-সিন্ধুড়া)

শ্রীরাধা।—শুনহ নাগর গুণের সাগর
এই সে মহিমা তোর।
অবলা অখলে ফেলাইলা জলে
কে আর আছয়ে মোর॥
তোমার শীতল চরণ দেখিয়ে
দেখি এ কুলের বালা।
ছায়ার কারণে শীতল বলিয়া
তাহে ভেল এত জ্বালা॥

সিন্ধু দেখি মোরা তৃষ্ণা পাই ভোরা(১)
পিয়াস যাইব দূর।
অধিক বাড়ল পিয়াস অন্তর
মনোরথ নাহি পূর ॥
ছায়ার কারণে তরুরে সেবিনু
তাপ হইল বড়ি।
চন্দন সৌরভ দূরে কতি গেল
কেশাই(২) নহল পড়ি ॥
ফলের কারণ করিনু যতন
সেবিনু অমিয়-লতা।
ফল ধরি মেনে শাখা গেল দূরে
উড়ি গেল লতাপাতা ॥
নব জলধর সেবিনু তাহারে
পাইতে রসের বারি।
কিছু না পরশি গরলের রাশি
বরিখে গোকুলপুরী ॥
চণ্ডীদাস বলে এ কথা নিশ্চয়ে
শুনহ সুন্দরী রাধা।
আছিল সম্পদ বেড়িল আপদ
এ সুখে করল বাধা ॥

(শ্রী)

শ্রীরাধা।—

তোমারে ছাড়িতে নারিব কালিয়া
যে বল সে বল মোরে।
তোমার কারণে পরাণ তেজিব
গিয়ে যমুনার নীরে ॥
মরিলে তরিব মুরতি হইব
নন্দের নন্দন কান।
দেখিতে বেকত নহে আন মন
এ কথা না হবে আন ॥
নন্দের নন্দন হইব যখন
তোমারে কহিব রাই।
বিরহ-বেদন না বুঝ এখন
যেমন বেদনা পাই ॥
পরের বেদন না বুঝ এখন
পরিণামে পাবে সাখী।
আন জন দুখ পায় কত সুখ
শুন হে কমল-আঁখি ॥

১। বিভোরা।

২। একপ্রকার গাছ, যাহার রস মসীকালিতে ব্যবহৃত হয়।

তোমার কারণে সব তেয়াগিল
কুলের গৌরবপণা।
শাশুড়ী ননদী বাসিত অবধি
যেমন কানের সোনা ॥
এখন বাসয়ে যেন কালকূটী
নয়নে আছয়ে মিশি।
কথায়ে ছেদনা বড়ই যাতনা
দিছয়ে এ দিন-রাতি ॥
সকল ছাড়িল যাহার কারণ
তাহার এমন রীতে।
হাসিয়া হাসিয়া প্রেম বাড়াইলে
ভাঙ্গিল গৃহের ভিতে ॥
এখন এমন কেমন বরণ
মথুরা যাইতে চাহ।
সব গোপীগণ করিয়াছি পণ
সবারে সংহতি লহ ॥
যদি বা পরাণ- পুতলি ছাড়িল
কি আর নয়ন দুটি।
চণ্ডীদাস বলে কি হৈল গোকুলে
ঘেরল আপদ কোটি ॥

(করুণা)

শ্রীরাধা।—প্রাণনাথ একবার চাহিয়া কহ কথা।
সে সুখ পাসর এবে তুহুঁ মধুপুর যাবে
রমণী-মরমে দিয়ে ব্যথা ॥
এমন করিবে তুমি স্বপনে নাহিক জানি
তবে কি করিথু নব লেহা।
তাপেতে তাপিনী যত তাহা না কহিব কত
কুবচনে ভাজা এই দেহা ॥
অনেক কহিলে বাণী শুন ওহে যদুমণি
সকল গোচর রাঙ্গা পায়।
এবে নিদারুণ কেনে বধিয়া রমণীগণে
কি সুখে মথুরাপুরী যাও ॥
বিরলে তু নিয়া ঘর দেখা-শুনা নিরন্তর
শীতল চামরে দিব বা(১)।
কুসুমশয়ন শেষে বিচিত্র পালঙ্ক সাজে
জাতি জাতি দিব দুটি পা ॥

১। বাতাস।

কর্পূর তাম্বুল দিব বাটা ভরি পান নিব
দিব তুলি শ্রীমুখমণ্ডলে।
শ্রম-নিবারণ হব এ চুয়া-চন্দন দিব
চরণ পাখালি কুতূহলে ॥
এ সুখ-সম্পদ ছাড়ি কোথারে যাইবে এড়ি
রহ রহ প্রাণের কানাই।
চণ্ডীদাস বলে তায় শুন নাথ যদুরায়
আমরা দাঁড়াব কোন্ ঠাঁই ॥

——

(সুহই-সিন্ধুড়া)

শুন হে নাগর গুণমণি।
সায়রে ফেলিব বিনোদিনী ॥
একূল ওকূল নাহি তথে।
ভাসাইল মাঝ-দরিয়াতে ॥
এত যদি ছিল তোর মনে।
তবে প্রেম বাঁচাইলে কেনে ॥
পরিচর কি দোষ দেখিয়া।
তবে তুমি যাইবে ছাড়িয়া ॥
কে তোমা লইয়া যেতে পারে।
স্ত্রীবধ-পাতকী দিব তারে ॥
সেই জন দেখিব কেমন।
পরবধ করিতে যতন ॥
দোষগুণ আগেতে বিচারি।
তবহুঁ যাইবে মধুপুরী ॥
তুমি যাবে মধুপুর দেশ।
গোপীগণে দিয়া অতি ক্লেশ ॥
যত কৈলে নহরী রসিয়া।
সে সকল রহ পাসরিয়া ॥
যে দিন মাধবী-তরুছায়।
কি বোল বলিলে যদুরায় ॥
করেছিলে যুকতি(১) সুন্দর।
অনেক করিলে ছন্দ বন্ধ ॥
সঙ্গেতে আছিল এবে।
কোন্ সাহসে ছাড়ি যাবে ॥
দেখ দেখি মনে বিচারিয়া।
সত্য মিথ্যা দেখহ ভাবিয়া ॥
তখন করিলে তুমি পণ।
এবে কর এখন এমন ॥
কহিলে যথারে যাবে তুমি।
কহিলে তোমারে নিব আমি ॥

১। পাঠান্তর—করে দিলে শুকতি সুন্দর।

চণ্ডীদাস কহে তাহে পুরি
নিদান কহিছে নব গৌরী।

(কানাড়া)

এত বলি বিনোদিনী রাই।
ক্ষেণে ক্ষেণে ধরণী লোটাই ॥
অচেতন চেতন না হয়।
শ্যামপানে নয়ন থাপয় ॥
ক্ষেণে আঁখি মুদি রহে রাই।
পুন রাই পথপানে চাই ॥
যেন চাঁদ মুখের বয়ান।
ভেল যেন অধিক মেলান ॥
হুতাশ পাইয়া চন্দ্রমুখী।
সদা শ্যামরূপখানি দেখি ॥
সোনার পুতলি যেন লুটে।
অবনী উপরে যেন উঠে ॥
বয়ানে নাহিক কিছু ভাষ।
চরণে লোটায় চণ্ডীদাস ॥

(বরাড়ি)

কেহ কোথা রহে কানুর বিরহে
ধূলায় ধূসর তনু।
গোকুল ছাড়িয়া অনাথ করিয়া
কোথারে যাইবে কানু ॥
কে আর করিব দয়া মোহ অতি
কারে সে করিব মান।
আর না শুনিব শ্রবণ পুরিয়া
মধুর বাঁশীর তান ॥
ইহাই বলিয়া বরজ-রমণী
পড়ল কতহি ঠামে।
উচ্চস্বর করি কাঁদে ব্রজনারী
করিয়া যাহার নামে ॥
কেহ রথ হাতে ধরিয়া বহয়ে
কেহ কারে নাহি দেখি।
কেহ কার পানে চাহিয়া বদনে
লোরে না দেখয়ে আঁখি ॥
ধরণী উপরে চিত্রের পুতলী
বরজ-রমণী ধনী।
নাহিক নিশ্বাস নাহি কোন ভাষ
কপালে দু কর হানি ॥

কেহ কার অঙ্গে অঙ্গ পরশিয়া
পড়ল ঐছন গতি।
কোথায়ে পড়ল আভরণ ভার
তাহা সে না জানে রীতি ॥
কেহ বা যমুনা- কিনারে পড়িল
যেখানে উঠিল রথ।
সেখানে রহল যত গোপনারী
আগুলি রহিল পথ ॥
কেহ কার মুখে বারি ঢারি দেয়
চেতনা নাহিক হয়ে।
উর্দ্ধবাহু করি ধূলায়ে পড়িয়া
চণ্ডীদাস তঁহি রহে ॥

(শ্রীপটমঞ্জরী)

শ্রীরাধা।—হেদে হে রমণ রমণী-মোহন
বধিয়ে যাইবে তুমি।
তবে সে ছাড়িব অঙ্গের বসন
পড়িয়া রহিব আমি ॥
কোন গোপী বলে শুনহ নাগর
দেখহ বদন চাই।
অবনী গড়ায়ে রয়েছে পড়িয়া
তোমার কিশোরী রাই ॥
চাহ রাই পানে কমল-নয়ানে
বয়ানে ভোষই বোল।
একবার চাহ কর মেলে লেহ
তিলেক হইল ভোর ॥
রমণীমোহন ছলে সে নয়ন
গলয়ে প্রেমের ধারা।
কটাক্ষ ইঙ্গিতে চাহিয়া সে ভিতে
পড়িয়া রহল সারা ॥
এক গোপীগণ দেখল তখন
চেতন করয়ে রাধা।
না হয়ে চেতন হয়ে অগেয়ান
তনু সে হয়েছে আধা ॥
চণ্ডীদাস দেখি বড়ই ব্যথিত
রাধার দশমী দশা। (১)
বড় দেখি মেনে হের নবঘনে
বিষম দেখিয়ে দিশা ॥

১। মৃত্যু।

(বরাড়ি)

শ্রীকৃষ্ণ।—শুন ধনি রাই কহি তুয়া ঠাঁই
না কর বিষাদপণা।
তোমার হৃদয়ে আছিয়ে সদাই
তাহা সে আছিয়ে জানা ॥
তুমি রসময়ী তোরে কিছু কই
শুনহ আমার বাণী।
পরবশ হয়া যাইতে হইল
পুন সে আসিব ধনি ॥
রথের উপর যখন বৈঠল
রসিক নাগর ধারী।
অঙ্গুলি তুলিয়া দেখায় রসিক
বসি এক হেন ঠারি ॥
হেনক সময় সারথি তুরিত
চালায়ে সুন্দর রথ।
সব গোপীগণ হইয়া বিমন
সবে আগুলিল পথ ॥
দু বাহু পসারি নবীন কিশোরী
পড়ল রথের তলে।
যাহ যাহ দেখি রাধারে মারিয়া
সকল গোপিনী বলে ॥
পড়ল রথের চাকার সম্মুখে
অবলা অখলা রামা।
বধ করি যাহ এ সব গোপিনী
জানিল তোমার প্রেমা ॥
চণ্ডীদাস দেখি রাধার হুতাশ
বিরহ-বেদন চিত।
গিয়া শ্যাম পাশে করযোড় করি
বুঝাইছে কোন রীত ॥

(কামোদ)

রাধা বলে শুন রসিক নাগর
মোর সে কোন বা গতি।
তুমি দয়ানিধি সব পরিহরি
রাখিয়া চলহ কতি ॥
প্রেম বাড়াইলে অমিয়া সিঞ্চনে
করিলে অনেক সুখ।
কে জানে এমন তোমার ধরম
পরিণামে দিলে দুখ ॥

মোরে লেহ সাথ শুন যদুনাথ
সাধ গড়য়া যাব।
এ দুখে এবে সে তোমার বিহনে
কেমন করিয়া রব॥
শাশুড়ী তাপিনী ননদী পাপিনী
তাহা সে সকল জান।
তোমার চরণে এ দেহ সঁপেছি
তাহে নিকরুণ কেন॥
তোমা না দেখিলে তিলেক না জীব
মরিব তোমার গুণে।
এমন পিরীতি নাহি দেখি কতি
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

(শ্রী)

পাষাণ নিশান তোমার পিরীতি
ইথে কি করহ আন।
তোমার বচন ছাড়িব কেমনে
এ নব নাগরী-প্রাণ॥
তুমি জল হরি আমরা সফরী
তুমি চাঁদ মোরা সুধা।
তুমি তরুবর তাহে মোরা ফল
তাহাতে আছয়ে বাঁধা॥
তুমি নব ঘন আমরা চাতক
শুষিব তাহার রসে।
তুমি বিধুবর আমরা চকোর
সুধার লালস-রসে॥
তুমি কায়া যদি আমরা ত্রিবলী
বেড়িয়া রহিব তাথে।
তুমি সে নয়ন মোরা কামঘন
বেড়িয়া রহব নাথে॥
তুমি দিবাকর আমরা কিরণ
কভু না ছাড়িব তোরে।
তুমি চন্দ্র যদি আমরা সুধায়ে
বহিব আনন্দ হেরে॥
তুমি জলনিধি দরিয়া অথাই
আমরা ইহার মীন।
তুমি যদি বট ষট্পদ হও
আমরা পাখার চিন॥
তুমি যদি হও মনমথ দেব
আমরা হইব কাম।
এ রস বিরহ ব্রজশিশু লাগি
দ্বিজ চণ্ডীদাস গান॥

(শ্রী)

কেহ বলে ভাল মোরা যাব চল
মথুরানগর পুনু(১)।
কিবা কুল-ভয়ে হেন মনে লয়ে
ধরিয়া রাখিব কানু॥
যাহার লাগিয়া কত পরমাদ
হ'ল সে লোকের হাসি।
কেহ গোপনারী বসনেতে ধরি
কাড়িয়া লইব বাঁশী॥
প্রেম বাড়াইয়া নিদান করিয়া
মথুরা সাজল এবে।
এত কিবা সহে অবলা-পরাণে
কেমন তাহার ভাবে॥
কুলশীলপণা ঘুচাইল এবে
শুন গো মরম-সখি।
বাঁচিতে সংশয় এবে সে হইল
বড় পরমাদ দেখি॥
কেহ বলে আর রাখিতে নারিল
এ হেন পরাণপতি।
এখন কি কর এ দেহ রাখহ
শুনহ আমার রীতি॥
যমুনার জলে এখনি মরিব
কি কাজে পরাণ রাখ।
হয় নয় আসি দেখ গে রহসি
তিলেক দাঁড়ায়ে দেখ॥
চণ্ডীদাস বলে ভাবিতে গুণিতে
এখনি মরণ হবে।
সবার মরণ দেখ নবঘন
তবে সে মথুরা যাবে॥

(নটনারায়ণ)

কেহ আই দড়(২) কেশ নাহি বাঁধে
মথুরা পানেতে মন।
কেহ অচেতন পড়িয়া আছেন
ত্যজি আভরণগণ॥
কেহ সে ধূলায়ে অঙ্গ লুটাইয়া
আছয়ে মূর্চ্ছিত হয়া।
কেহ নব রামা যেমন শুনল
বাঁশীর গানেতে ধেয়া॥

১। পুনরায়। ২। উদগ্র—উৎকণ্ঠিত।

কোন নব রামা শ্যামরূপ হেরি
চলয়ে কদম্বতলে।
কোন নব রামা নব অভিসার
করয়ে মনের ছলে ॥
এ সব প্রলাপ দেখি ঘন ঘন
গেয়ান নাহিক হয়।
ক্ষেণে অচেতন ক্ষেণে সচেতন
ক্ষেণেক ভ্রমিয়া কয় ॥
কেহ বলে সখি পুন সে গোকুলে
গোবিন্দ আইল ফিরি।
এ কথা শ্রবণে পশিতে কাহার
উঠয়ে চেতন ধরি ॥
স্বপন সমান নাহিক জ্ঞেয়ান
ঐছন প্রলাপ হয়।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাধা-পাশে গিয়া
চণ্ডীদাস কিছু কয় ॥

(সুহই)

হেদে হে পরাণ-বন্ধু ফিরিয়া না চাহ একবার।
পাসরি সে সব সুখ উলটি না চাহ মুখ
বড় নহে মহিমা তোমার ॥
আগু পাছু না গণিয়া সে ধনী করম খেয়া
প্রেম করে পরের পুরুষে।
পরিণামে পায় দুখ কখন নাহিক সুখ
আগম(১) পাথারে পড়ে শেষে ॥
কহিবার কথা নয় কহিলে কি জানি হয়
হাতে চাঁদ দিল হাসি হাসি।
পড়ে বা না পড়ে মনে বসন লইল দিনে
কদম্বতরুর তলে বসি ॥
সে সব করিয়া সত্য তাহার নাহিক সত্য
বড় জনার এ বড় পিরীতি।
হাসি রসে চেয়ে কথা মরমে মরমে ব্যথা
কতবার পাঠাইতে দূতি ॥
এখন করমফলে বিধি নহে অনুকূলে
পতিকূলে যে করিল ধাতা।
যে জন পরের বশ সে কি জানে আন রস
কহিতে হিয়ায় হয় ব্যথা ॥
কারে সে করিব রোষ সকল আমার দোষ
সেই দোষ ফলে এত দিনে।
না চাহ ফিরিয়া নাথ সকল তোমার হাত
ছাড় নাথ মথুরা-গমনে ॥

১। অগম্য।

এত বলি বিনোদিনী ধূলায় ধূসর ধনী
আভরণ দূরেতে ফেলিয়া।
বিকল বরজ-ধনী মুখে না নিঃসরে বাণী
চণ্ডীদাস মুরছি লোটায়া ॥

(গড়া)

শুনিয়ে আভীরিণী চিতগত(১) বোল।
মাধব কহে কেন এত উতরোল ॥
হাম মাথুর নাহি করব পয়াণ(২)।
দৃঢ়তর বচন বিচল নাহি জান ॥
অবহুঁ(৩) বিরহ-দুখ দূরে দেহ ডারি।
কবহুঁ(৪)না যাওব তুয়া গুণ ছাড়ি ॥
কত পরবোধই(৫) রসময় কান।
যৈছে(৬) অবলাকুল প্রবোধই মান ॥
সকল সমাধিয়ে(৭) চলল মুরারি।
চণ্ডীদাস তহি হৃদয়ে বিচারি ॥

(সুহই)

আমার কিশোরী কিছু না জানয়ে
বঞ্চিব কেমন করি।
সব পাসরিয়া চলিলে ছাড়িয়া
আঁধার গোকুলপুরী ॥
এ নব যৌবনী কুলের কামিনী
রমণী এ রসবালা।
কোথা রাখি লেহ বাঁচাইয়া যাহ
দিয়া যাহ এত জ্বালা ॥
কি করিব আর রস পরিপুর
নিবিড় রসের প্রেম।
তা ত্যেজ এমন নবীন কিশোরী
যেন লাখ বাণ হেম ॥
তেজিয়া গোকুল নাগরী সকল
মথুরা গমন এবে।
তা সভা তোমার মনেতে পড়িল
সে নব কৈশোরলোভে ॥
নিঠুর না হও এ গোপ-গোপিনী
মরিব তোমা না দেখি।
স্ত্রীবধ-পাতকী ভয় না গণহ
শুনহ কমল-আঁখি ॥

১। প্রাণের। ২। প্রয়াণ, প্রস্থান। ৩। এখন।
৪। কখন। ৫। পরবোধ দিয়া। ৬। যাহাতে।
৭। সমাধান করিয়া।

যে জনা না জীয়ে যাহা না দেখিলে
কেমনে জীবই সে।
চণ্ডীদাস বলে কাতর হইয়া
এ কথা জানয়ে কে॥

(নট-নারায়ণ)

সোনার পুতলি অবনী-উপরে
যেন ঘন গড়ি যায়।
নিশ্বাস হুতাশে নাসার মুকুতা
হেলিছে দুলিছে বায়॥
তা দেখি গোপিনী মনে অনুমানি
রাধা মেনে আছে জিয়া।
হেন মনে ছিল রাধা কি বাঁচিব
এ হেন বিরহ পেয়া॥
উঠ উঠ ধনি রাধা বিনোদিনি
এত অগেয়ান কেনে।
যে দেখি তোমার চরিত বেভার(১)
পরাণ হারাবে মেনে॥
এত বলি এক মর্ম্মসখী ছিল
ধরিয়া তুলিল রাধা।
মুখে জল দিয়া ধরিল তুলিয়া
দেখল সকল বাধা॥
চৌদিকে নেহালি(২) নয়নেতে ভালি
সকল আঁধার হেন।
ঘরের প্রদীপ যেনক নিভায়ে
অন্ধকার হয়ে যেন॥
গোকুল উজর আছিল তখন
এখন কানন ভেল।
চণ্ডীদাস কহে অক্রূর আছিল
কানু হরে নিয়ে গেল॥

(শ্রী)

সব সখী আসি মিলি রাধা পাশে
কতেক বিরহ পেয়ে।
রামা নব রামা সম্বোধ পাইয়া
বৈঠল কিশোরী লয়ে॥
রাধারে তুষিয়া সম্বোধ করিয়া
বৈঠল সখীর মেলা।
কেহ বলে শুন আমার বচন
ওহে বৃষভানু-বালা॥

১। ব্যবহার।
২। নেহারি—দেখিয়া।

হেন মনে বাসি হ'ক কুলে হাসি
চল মধুপুর গিয়া।
সে চাঁদবদন দেখিয়ে নয়নে
তবে সে জুড়াবে হিয়া॥
এক তিল যারে যদি নাহি দেখি
শত যুগ হেন মানি।
আঁখির পলকে হারাই তিলেকে
হেনক যে জন জানি॥
তিলেক না জিয়ে বন্ধু না দেখিয়ে
আর কি পরাণ রয়।
রাধার বিরহ- বচন শুনিয়া
দীন চণ্ডীদাস কয়॥

(যতি)

তুমি নিদারুণ নও।
তুমি ছাড়ি যাবে উচিত কহিবে
নিশ্চয় করিয়া কও॥
তখন করিলে অনেক যতন
সে সব বিসর(১) এবে।
নাহি পড়ে মনে কদম্ব-কাননে
কি বোল বলিলে তবে॥
তোমার বচন পাষাণ-নিশান
এবে সে রাঙ্গের পারা(২)।
পুরুষ-বচন নহে নিবারণ
এ দেখি কেমন ধারা॥
কুন্দ দরশন বেড়ায় যখন
এ নাহ লুকায়ে আর।
যেমন বচন সুচল সুচন
দেখহ এ গতি তার॥
তোমার পিরীতি ঐছন নহিব
কিসের রসের রীত।
এমতি পিরীতি জানহ আরতি
সরল যাহার চিত॥
তোমার কালিয়া বরণখানি যে
দেখিতে রূপস বড়।
উপরে মধুর দেখি মনোহর
অন্তরে আছয়ে গাঢ়॥
পরের পরাণ হরিতে সঘন
ঐছন তোমার রীত।
এত যদি ছিল তোমার মনেতে
তবে কেন কৈলে প্রীত॥

১। বিস্মর—ভোল। ২। রাঙ্গের মত (তুচ্ছ)।

প্রেম বাড়াইয়া নিদারুণ হয়া
যাইবে মথুরাপুর।
চণ্ডীদাস বলে আকুল করিল
গোকুল অনেক দূর॥

(বরাড়ি)

শ্রীরাধা।—জাতি কুল শীল সকলি মজিল
ও রাঙ্গা চরণতলে।
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
নিদান ডারিলে(১) জলে॥
তখন আনিয়া চাঁদ করে দিল
অনেক কহিলা মোরে।
তোমা না ছাড়িব সঙ্গে করি নিব
বলিলে মাধবীতলে॥
এবে কোথা যাহ ছাড়িয়া রাধারে
সংহতি করিয়া লহ।
বিষম দারুণ শেল বুকে বাঁধি
এবে কেন তুমি দেহ॥
আঁখি-আড় হ'লে এখনি মরিব
এখানে দাঁড়ায়ে দেখ।
হয় নয় এই দেখ তবে যাই
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে থাক॥
একটি বচন কহ কহ শুনি
জুড়াক রাধার প্রাণ।
রাই করে ধরি এক গোয়ালিনী
কহিতে লাগিল আন॥
এমন কুমারী নবীন কিশোরী
রাখিয়া যাইবে কোথা।
অলপ বয়সে প্রেম বাড়াইয়া
এবে দিয়া হিয়া-ব্যথা॥
চণ্ডীদাস বলে শুন-সুনাগরি
ও চাঁদবদনী রাধা।
কেমনে বঞ্চিব এ গোপনাগরী
ইহা না করিহ বাধা॥

(কানাড়া)

শ্রীরাধা।—ক্ষণেক দাঁড়ায়ে রও।
চাঁদমুখখানি আগে নিরখিয়ে
তবে সে মথুরা যেও॥
আমার নয়ন চকোর সঘন
পিতে চাহে ঐ বিধু।
লুবধ ভ্রমর যেমন জীয়য়ে
পাইলে ফুলের মধু॥
একবার দেখি নটবেশখানি
জুড়াক রাধার হিয়া।
তখন এ বেশে শিঙ্কল অন্তরে
এবে কেন কর ইয়া॥
এ দেহ সঁপিল সকল মজিল
জাতিকুল দিনু তোরে।
এত পরমাদ তোমার কারণে
গঞ্জনা এ ঘরে পরে॥
সকল ছাড়িল তোমার কারণে
তাহে নিদারুণ তুমি।
কি বলিব পায়ে সকল গোচর
কি আর বলিব আমি॥
কহে চণ্ডীদাস কানুর চরণে
মিনতি করিয়া কত।
কুলবতী জনে কি হবে উপায়
পরাণে না সহে এত॥

(কানাড়া)

স্বপনে কালিয়া নয়নে কালিয়া
চেতনে কালিয়া মোর।
শুইতে কালিয়া বসিতে কালিয়া
কালিয়া কলঙ্ক কোর॥
ভোজনে কালিয়া গমনে কালিয়া
কালিয়া কালিয়া বলি।
কালা সেই বামে(১) কালিয়া মুরতি
ভূষণ করিয়া পরি॥
গগনে চাহিতে কালিয়া বরণ
দেখিয়ে মেঘের রূপ।
তবে যে জুড়ায়ে এ পাপ পরাণ
উঠয়ে রসের কূপ॥
নীল ঘনশ্যাম যে দেখি সম্মুখে
তাহাই দেখিয়া রই
আকাশের গায় যে কালো বরণ
তা দেখি বাঁচিয়া রই॥

১। নিক্ষেপ করিলে—পরিত্যাগ করিলে।

১। পাঠান্তর—হাইবাসে—(সহবাসে)

বেণী করি পরি নীল জাদখানি
কুন্তলে বাঁধিয়া রাখি।
কস্তুরী কালিয়া বরণ ভালিয়া
তাহে সে যতনে মাখি ॥
সুগন্ধি কুসুমে হার বনাইয়া
রাখিয়ে আপন পাশে।
কুঙ্কুকলিকার মালা গাঁথি নিজে
ধরিয়ে আপন কেশে ॥
তোমার চরণ ধরয়ে সঘন
ময়ুর পাখীর গায়।
তোমার বরণ না দেখি যখন
এ চিত রাখিয়ে তায় ॥
নব নীলপদ্ম লইয়া করেতে
হেরিয়ে নয়ন ভরি।
অতসীর ফুল তুলি মনোহর
যতন করিয়া পরি ॥
এ সব যাকর(১) বেদন উঠয়ে
সে জন ছাড়িতে চায়।
চণ্ডীদাস কহে এতেক বিরহে
কো ধনী বাঁচিবে তায় ॥

(শ্রীকানাড়া)

শ্রীরাধা।— বঁধু উলটি কহত এক বোল।
নিশ্চয় মথুরা যাবে কি না পায়া
দয়া কি নাহিক তোর ॥
হৃদয় কঠিন যেমন পাষাণ
তার কি আছয়ে মোহ।
তোমার কারণে এত পরমাদ
তেজিল আনন্দ গৃহ ॥
কুবচন বোল তোমার কারণে
চন্দন করিয়া নিল।
পাড়ার পড়শী আপন রহসি
তাহে পরিহরি দিল ॥
যে বোল সে শ্যাম- পরসঙ্গকথা
তাহারে বসিয়ে ভাল।
শ্যামনাম নিতে যে করে নিষেধ
তারে তেয়াগল দিল ॥
আপন যে জন তারে কৈলে পর
পরের করিল ঘর।
তোমার কারণে এত পরমাদ
শুন হে মুরলীধর ॥
অনেক যাতনা গুরুর গঞ্জনা
তাহা না কহিব কত।
পরিবাদ বলে তোমার ঘোষণা
তাহা না কহিল যত ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনী
বড় পরমাদ দেখি।
তুমি না হইও নিঠুরহিপণা
বিমুখ ও রাঙ্গা আঁখি ॥

(কানাড়া)

রাই-মুখ হেরি নাগর মুরারি
রোদন বেদন পায়।
রাধার বেদন হেরিয়ে সঘন
রথের উপরে রয় ॥
তুরিত করিয়া পুন সে আসিব
ইহাতে নাহিক আন।
তুমি দেহ বাণী মথুরা যাইতে
অথল রমণী-প্রাণ ॥
এ বোল বলিতে বরজ রমণী
মরমে বিন্ধল শর।
হিয়া ছটপট পরাণ-পুতলি
তনু হ'ল জরজর ॥
এ বোল শুনিয়া নাগর রসিয়া
বঙ্কিম নয়ানে চায়।
রথ চালাইয়া তুরিত গমন
অক্রুর লইয়া যায় ॥
দেখল সকল গোপিনীমণ্ডল
মথুরা চলিয়া গেল।
নয়ানে চাহিতে দেখল বেকত
যেনক বাজিল শেল ॥
সম্বিত পাইয়া চলে সে ধাইয়া
ও বররমণী রাই।
কান্দি কহে কিছু থাকি গোপী পাছু
দীন চণ্ডীদাস গাই ॥

(কানাড়া)

শ্রীমুখ-পঙ্কজ চাহি গোপীগণ
নয়নে বহয়ে লোর।
যেন সুরধুনী- তরঙ্গ তেমনি
ভিজিল বসন জোর ॥

১। যাহার জন্য।

গাগরি গাগরি যেন বারি ঢারি
লোচন-কমল তায়।
চিত্রের পুতলি সে নব কিশোরী
কাঠের পুতলী প্রায়॥
স্বপনে না জানি লোকমুখে শুনি
ছাড়িব গোকুলপুরে।
মনমথ কাম ভেল সেই ঠাম
এ সব করিয়া দূরে॥
তুমি কি যাইবে মধুপুর দূর
কেমনে জীবই মোরা।
কেবল রাধার পরাণ-পুতলি
কেবল নয়নতারা॥
এখনি মরিব গরল ভখিয়া
সায়রে তেজিব প্রাণ।
রাধার মিনতি আরতি শুনিতে
দীন চণ্ডীদাস গান॥

(যতি)

যতক্ষণ নয়নে চাও ও রথ দেখিতে পাও
দেখ ধ্বজ উড়নি সুন্দর।
তবে সে চৈতন্য আছে সারি সারি গোপীমাঝে
যবে শুনি গমন উত্তর॥
গগনে উঠয়ে ধূলি যব রথ চলে ভালি
ঘোড়ার শবদ উতরোল।
যবে না দেখিল ধ্বজ পড়ল ধরণীমাঝ
আর দশা আসি ভেল ভোর॥
পড়িয়া সকল জনে ঠারে করে অনুমানে
প্রিয়া মাথুর দূরদেশে।
বধিয়া রমণী-প্রাণ এখন জানয়ে কোন্
পিরীতি ছাড়ল নব লেশে॥
স্বপনে জানিথু যদি সে হেন গুণের নিধি
লুকাইথু হৃদয়-মাঝারে।
আসিয়া অক্রুর রায় আয়ল শমন প্রায়
প্রবেশিলা গোকুল নগরে॥
হরি লয়ে গেল দূর তার মনোরথ পূর
মথুরা-নাগরী পুণ্যবান্।
হেরিবে নয়ান ভরি পাইয়া গোলোক-হরি
গোকুল হইল সম বন॥
এত ভাবি গোপীগণ হইয়ে বিকলমন
লুটায়ে ধরণীতল চুমে।
চণ্ডীদাস পড়ি কাঁদে হিয়া স্থির নাহি বাঁধে
রাধা সে পড়িয়া আছে ভূমে॥

(জয়শ্রী)

গোকুল তেজল না কি কান
মথুরা কমল প্রয়াণ॥
এ সখি জানল নিদান(১)।
সব জনে হরল পরাণ॥
যব আসি পশিল অক্রুর।
তবহি পড়ল মতি দূর॥
যাকর আশ প্রয়াসে।
সে জন হৈল নৈরাশে॥
কো এত করল বিঘিনি(২)।
সে হউ ইহ পাতকিনী॥
জরজর অন্তর জারি।
কো কহে মরম হামারি॥
কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভেল শূন্য।
গৃহ যেন হইল অরণ্য॥
পুরবাসী নয়নে না দেখি।
বারি সঘন দো আঁখি॥
ইহ বড় দঘধন(৩) ভেল।
প্রাণ তাহা সঙ্গে চলি গেল॥
চণ্ডীদাস পড়িয়া বেথিত।
ক্ষণেক ধৈরয ধরি চিত॥

(গড়া)

কেন বা লইয়া আইলা মোরে।
দেখি নবঘন যুবতী মোহন
নয়ন-চকোর শোষ করে॥
নয়নে নয়ন ভরি রূপ পিতে মনে করি
হেন বেলে চালাইল রথ।
দেখিতে না পায় রূপ উঠিল বিরহ-কূপ
এই সে হইল অনুরথ॥
সে জন কঠিন বড় এবে সে জানল দড়
বড়ই কঠিন তার হিয়া।
মথুরা নগর মুখে লইয়া চলল সুখে
রমণীর হিয়ায় দিয়া ব্যথা॥
ধন্য তার মাতা পিতা কি আর কহিব কথা
অক্রুর বলিয়া থুইল নাম।
প্রথম আখর সার(৪) দেখাইলে অন্তকাল
শেষের আখর সেই ধাম॥

১। পরিণতি।
২। ঘৃণাহীন—নির্লজ্জ। ৩। দগ্ধন।
৪। প্রথম অক্ষর 'অ'—প্রণবের আদ্যক্ষর।

কে বলে অক্রুর(১) সেহ বড়ই কঠিনদেহ
গৃহ ভাঙ্গাইয়া সেই জনা।
মথুরা-নাগরীগণে সে সব হরষ মনে
দিল মোর বিরহ-বেদনা ॥
এ সব কারণ স্মরে বিষম নিশ্বাস ছাড়ে
কাঁদে যত আহীররমণী।
চণ্ডীদাস কহে ভাল আমরা তুরিতে চল
দেখি গিয়া গোলোকের মণি ॥

(জয়শ্রী)

ধেনুগণ সব করি হাম্বারব
মথুরা-মুখেতে ধায়।
ধেনুর বাছুরি বিয়োগ পাইয়া
সে দুধ নাহি খায় ॥
পুচ্ছ উচ্চ করি মায়ে পরিহরি
মথুরাগমন দিগে।
যথা সে রসিক নাগর-শেখর
সে দিক্ গমন ভাগে ॥
খগমৃগগণ রোদন বেদন
আহার নাহিক খায়।
ডালে বসি খগ শ্যাম শ্যাম করি
রাতি-দিন নাম লয় ॥
মৃগগণ অতি চেয়ে আছে কতি
নয়নে বহয়ে লোর।
কৃষ্ণের বিরহে পেয়ে অতি মোহে
এ সব হইলা ভোর ॥
সেই পিকবরে এ পঞ্চ শবদে
শুনিতে আনন্দ বড়ি।
সে সব শবদ নাহিক আপদ
সে ডাল চলল ছাড়ি ॥
ভ্রমর-ভ্রমরী সদাই গুঞ্জরি
সে নাহি শবদ করে।
চকোর ডাহুকী চাতক-চাতকী
তাহা না শবদ বলে ॥

হংস হংসিনী শুক সারী গণি
তাহা না শব্দ একে।
নিশবদ হই নিরন্তর রোই
না জানি কোথায় থাকে ॥
পুরবাসী যত ঝরঝর নয়নে
যুবা বৃদ্ধ বাল যত।
শোকেতে আকুল বিয়োগ সকল
তাহা বা কহিব কত ॥
চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনি
ধৈরয করহ মন।
হেন বাসি চিতে দেখহ বেকতে
মিলব সে রস-ধন ॥

(নটনারায়ণ)

শ্যামমুখ হেরি আকাশের বিধু
মলিন হইয়া ছিল।
এখন পূর্ণকলা হয়ে উদয় হউক
এখন সে চাঁদ গেল ॥
কানুর সে দুটি নয়ন হেরিয়া
খঞ্জন আছিল কতি।
এখন আসিয়া ফিরুক নাচিয়া
মাথুর পরাণপতি ॥
পিয়ার নাসার গঠন দেখিয়া
খগেন্দ্র গেছিল দূর।
এখন আনন্দে পরম সানন্দে
দেখা দেও অনুকুল ॥
কানুর অধর সুরঙ্গ দেখিয়া
বান্ধুলী মলিন ছিল।
আপনার রঙ্গ করুক সুন্দর
এবে শুভদশা ভেল ॥
দশন হেরিয়া কুন্দ সে কুসুম
কলিকা নাহিক হয়ে।
লজ্জিত হইয়া বিকশিত দশা
দীন চণ্ডীদাস কয়ে ॥

(কানাড়া)

রোদন শুমান সব পরিহরি
নিজ নিজ গৃহে চলে।
বিরহ-বেদনী যতেক গোপিনী
রাধারে কিছুই বলে ॥

১। 'অক্রুর' শব্দের 'অ' ক্রুরতার অভাব সূচনা করে, তাই কবি বলিতেছেন যে, বর্ণের সার বর্ণটি তোমার নামের আদিতে অভাব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শেষের অক্ষর "র" অর্থে অগ্নি, ইহা উত্তাপের আধার। 'অ' অর্থে অমৃতও হয়, ইহা স্নিগ্ধ, শীতল, আর র অর্থে অগ্নি, অতএব কবি বলিতেছেন যে, অক্রুর নামটি বড়ই অদ্ভুত, ইহার আদিতে স্নিগ্ধতা, আর অন্তে উত্তাপ, যেন পয়োমুখ বিষকুম্ভ।

বিরহ-সমুদ্রে নাহিতে আমরা
বিধি সে কয়ল কাজ।
গুরু পরিজন করিতে তাড়ন
পাইব অনেক লাজ॥
তবে বিধি যদি অনুকূল হয়ে
মিলব রসের পিয়া।
এখন চেতন ধরহ যতন
এ বুকে পাষাণ দিয়া॥
এই অনুমান করে গোপীগণ
নিজ নিজ গৃহে চলে।
বিরস-বরণী সে চাঁদ-বদনী
সখীরে কিছুই বলে॥
পাসরিতে নারি শ্যামরূপখানি
সদাই হিয়ায়ে জাগে।
করয়ে যেমন হিয়া আনচান
কহিব কাহার আগে॥
চণ্ডীদাস কয় শুন রসময়ি
আমি সে মথুরা যাব।
সব বিবরণ শ্যাম-অন্বেষণ
তোমারে আসিয়া কব॥

(শ্রী)

শ্যামের জলদ- রূপ হেরি হেরি
জলদ গগনে যত।
লাজ লুকাইয়া রহল সকল
রহল শত হি শত॥
এখন আনন্দে বিকসিত হই
আর কি তাহার ভয়ে।
বাহুর গঠন দেখিয়া তখন
করী গেল অতিশয়ে॥
এবে যত জনে করুক সঘনে
আপন আপন কেলি।
হরি নিদারুণ হয়ে নিকরুণ
মোহে নিদারুণ ভেলি॥
আর না হেরিব আর না শুনিব
সে নব মধুর ধ্বনি।
না জানি স্বপনে তেজিব সে ধনে
মোরা কি এমন জানি॥
আকুল করল গোকুল সকল
তেজল গোপিনীগণে।
আর না হেরিব সে চাঁদ-বদন
দীন চণ্ডীদাস ভণে॥

মথুরা প্রবেশ

(শ্রীসুহা)

রথ আরোহণে কৃষ্ণ-বলরাম
চলয়ে অক্রুর সাথে।
শিঙ্গা-বাঁশী-রবে পাষাণ দ্রবয়ে
এই রঙ্গে পথে পথে॥
নানা সুবাসিত বিচিত্র মোদক
মিষ্টান্ন শাকরি চিনি।
ছেনা চাঁপা কলা ছাঁচি সিতা মিশ্রী
দুগ্ধ আবর্ত্তন ঘনি॥
স্নান আচরিল ভাই দুই জনে
সেই সে যমুনা-নীরে।
এ সব ভোজন করি দুই জন
উঠিল রথের পরে॥
কর্পূর তাম্বূল বদনে দেওল
বেশ বানাওল তায়।
বেশ করে অতি এই দুই মূরতি
করল অক্রুর রায়॥
তাহাকে অধিক বেশ বনাওলি
ধরণী পুলক মানি।
গগন হইতে দেবগণ মোহে
পাতালের যত ফণী॥
তিন লোক দেখি পুলক মানিল
মোহিত অক্রুর রায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে অতি পুলকিতে
ধরিয়া পড়ল পায়॥
কহে দুই ভাই শুনহ এথাই
করহ সিনান সেবা।
স্নান আচরিয়া যাইব চলিয়া
পূজহ আপন দেবা॥
শুনিয়া অক্রুর বচন মধুর
প্রভুর আরতি পেয়া।
যমুনার জলে নামি কুতূহলে
নাহি হরষিত হয়া॥
অক্রুর ডুবিয়া জলের ভিতরে
রাম-কৃষ্ণ দুই দেখি।
বড় অদভুত জলের ভিতরে
লখিল কেমন লখি॥
বিস্মিত মানল আপন অন্তরে
উঠল মস্তক তুলি।
যমুনার কূলে রথের উপরে
দেখে রাম বনমালী॥

পুনরপি ডুবি জলের ভিতরে
তথা দেখি দুটি ভাই।
বিস্মিত হইয়া তুরিতে উঠিয়া
চরণে পড়ল যাই॥
তুমি দেব হরি এবে সে জানল
মুই কি জানব তোমা।
চণ্ডীদাস বলে যব অবহেলে
বরিখে কতই প্রেমা॥

——

(শ্রীসুহা)

পড়িয়ে চরণে অক্রুর সঘনে
করয়ে অনেক স্তুতি।
তুমি হিতকারী তুমি সে প্রলয়
তুমি সে সবার গতি॥
তুমি চরাচর তুমি দিবাকর
আকাশমণ্ডল ছায়া।
তুমি সনাতন পরম কারণ
তুমি পূর্ণ পূর্ণকায়া॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর যে জন না পায়ে
তোমার গুণের রীতি।
চণ্ডীদাস বলে আমি কি জানিব
অতি হই মূঢ়মতি॥

——

(শ্রী)

দুই করে ধরি অক্রুর গোহারি
করল নিজহি কোর।
আলিঙ্গন দিয়া শ্রীঅঙ্গ স্পর্শিয়া
সুখের নাহিক ওর॥
শ্রীঅঙ্গ পরশে প্রেমের অবশে
উঠল অক্রুর রায়।
ভোজন-অবশেষ যে কিছু আছিল
পাওল আনন্দে তায়॥
রথ চালাইল মথুরার মুখে
যমুনা হইল পার।
মথুরা নগর প্রবেশিল গিয়ে
রসের আনন্দ সার॥
শিঙ্গা-মুরলীর গানে উতরোল
মথুরা নগর ধ্বনি।
নগরের লোক বাহির হইয়া
দেখয়ে গোকুলমণি॥
মথুরা-নাগরী নয়ন পসারি
দেখে রাম-হলধরে।
এতক্ষণে কেহ নাহিক পালটে
নিমিখ নাহিক ধরে॥
আহা মরি মরি কি রূপ-মাধুরী
লখিতে নাহিক পারে।
হেন মনে করি সহস্র নয়ন
অঙ্গে অঙ্গে যদি ধরে॥
বিধি দিয়াছেন যুগল নয়ন
ইহাতে দেখিব কত।
তবে সে দেখিথু নয়ান ভরিয়া
এ লাখ নয়ান হত॥
আপনা-আপনি মথুরা-নাগরী
অভিমান করে পতি।
চণ্ডীদাস কহে কলার অংশ
তাহার রূপের কতি॥

মথুরাবিলাস

(নটনারায়ণ)

মথুরা-নাগরী রূপ হেরি হেরি
লাগল রসের লেহা।
কি জানি কি করে কোথা না আছয়ে
ছাড়িয়া আপন গেহা॥
নটবর বেশ সুখের লালস
ঐছন দেখিয়া থাকি।
নহি স্বতন্তর পরবশ হয়া
থাকিয়ে এ বাঁধা পাখী॥
গৃহপতি মোর বড় খরতর
কথায়ে যাতনা দেই।
মনের মরম আপন বেদন
শুন গো মরম-সই॥
যত সখীগণ অতি সে মগন
দেখিয়ে দোঁহার রূপ।
অতি সে রসের লহরী উঠিল
উঠল রসের কূপ॥
কৃষ্ণ-বলরাম দেখিয়ে দুজন
ধরিতে না পারে হিয়া।
চণ্ডীদাস কহে ও রূপ দেখিতে
কুলশীল যাবে দিয়া॥

—

(সুহা)

প্রেম যুবতী যত রয়া যূথে
শ্যামল বরণ রূপ হেরিছে
রয়া এক ভিতে।
যতেক সখী তারা ভাবের রথে ভোরা
রূপ নিরখিয়ে প্রেম ঝলকে
রসের ভারা চিতে॥
শ্যামল বরণ তনু সে রতন
তনু যেন দুঁহু রূপে আলো
করে যেমন মদন ভানু।
দুঁহু রূপে আলা কিবা বরণ কালা
বরজপথটি আলো করে।
কিবা রসের তনু॥
যত নাগরী জনে চেয়ে কানুর পানে
মনের সনে সুধা পিয়ে
পেয়ে রসের কানু।
চণ্ডীদাসে কয় হেন মনে লয়
প্রেম-নারী মনে করে
প্রেমের সিন্ধু॥

(কানাড়া)

রূপ দেখি যত মথুরা-নাগরী
মোহিত হইল তারা।
তাথে প্রেমরসে কুলের কামিনী
চৈতন্য নাহিক কারা॥
কে হেন ওরূপ নিরমাণ কৈল
কত সুধা দিয়া রাশি।
গড়ল হরসে এমনি পরশে
এমতি গতিকে বাসি॥
ধন্য সে রসিয়া এমন কালিয়া
নিরমান কৈল দেহা।
গঠন সুঠাম করি একমন
নয়ন খঞ্জন-রেহা॥
চৌরস(১) কপাল উঘ(২) রাতাপল
দর্শন কুন্দের কলি।
দেখিয়া শুনিয়া ফুলের ভরমে
উড়িয়া বুলিছে অলি॥
বাহু সে মৃণাল অতি সে বিশাল
হৃদয় কুঞ্জর-কুম্ভ।
করীর বদন করে যেই জন
নিতম্ব ক্ষীণহি দম্ফ॥
যেন বা হিঙ্গুল ফলিয়া অঞ্জন
যাবক মিশায়ে তায়।
এমন না শুনি চরণ দু'খানি
দীন চণ্ডীদাস গায়॥

—

(রাজবিজয়)

এমন রূপের ছটা।
ভুবনমোহন বেশ করেছে
যেমন মেঘের ঘটা।
বনফুলে চূড়া বাঁধে
কিবা ছলে নাট॥
সোনার থোপে কসে বাঁধে
যেন মুকুতার হাট॥
মণি-মাণিকে গাঁথা মালা
তায় দিয়াছে বেড়া।
ময়ূর-পাখা উড়ে বায়ে
কিরণ-মাখা চূড়া॥

১। চতুরস্র ;—প্রশস্ত।
২। ওষ্ঠ।

কোন যুবতী বাঁধে চূড়া
সেই সে আপন মনে।
হাসির ঠাটে জগৎ টুটে
মধু ঝরে ঘনে ॥
গলায় মালা ভুবন মালা
হাতে মোহন বাঁশী ॥
বদন দেখি রূপ রাখি
মাঝারে জলদ পশি ॥
প্রেম-নাগরীর কথা শুনে
কহে চণ্ডীদাস।
ও রূপ দেখি কোন্ যুবতী
চ'লে যাবে বাস ॥

(সুহই)

হেদে লো মরম-সই।
ও রূপ দেখিতে হেন লয় চিতে
নয়ান তাকিয়া রই ॥
এ বেশে সে দেশে তেঁই সে ভুলল
যতেক বরজ-নারী।
সব তেয়াগিয়া গুরুগরবিত
দেখয়ে নয়ন ভরি ॥
কিবা সে বিনোদ চূড়ার টালনি
উড়িছে ময়ূর-পাখা।
নানা ফুলদাম অতি অনুপাম
ইন্দ্রধনু দিছে দেখা ॥
নয়ন বঙ্কিমে চাহিলে যা পানে
সে কিয়ে ধৈরয ধরে।
কোন কুলবতী সে কোন্ যুবতী
কুল লয়ে যায় ঘরে ॥
হাসির মিশানে কত সুধা ঝরে
তাহাতে বাঁশীর গীত।
হাসিতে কি জীয়ে সধর রমণী
চেতন ধরিব চিত ॥

এই অনুমান মথুরা নাগরী
মোহিত হইল তায়।
চণ্ডীদাস বলে শুনহ তরুণি
ভজহ কমল-পায় ॥

(রাজবিজয়)

এমন বেশে গোকুল দেশে
নিয়ে আসি ছলে।
রূপের ঠাটে তেঁই সে নাটে
সদাই কদমতলে ॥
সব ছাড়িয়া ব্রজের নারী
দিয়াছে জাতি কুল।
বিনোদ নাগর রসের সাগর
মজায়েছ গোকুল ॥
হেন আমরা মনে করি
পরিহরি লাজ।
হেমের মালা করে পরি
রাখি হিয়ার মাঝ ॥
আর যুবতী বলে শুন
কহিলে ভাল মেনে।
চক্ষে ভরা এই যে নাগর
রাখিব মনের সনে ॥
আর রমণী কহে ভাল
কহিলি ওলো দিদি।
বিরল পেলে কহিব ভালে
কাল আসে গোকুল-দী(১) ॥
এমন করে থাকি সখন
ছাড়ি গৃহের কাজ।
* * * *
হিয়ার ভিতর রাখি সদাই
এই যে ভালই মানি।
প্রেমে তোমরা বান্ধ তারে
সুধা-রসের খনি ॥

১। দী—দীপ, গোকুলের উজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ।

কুব্জা মিলন

(বড়ারি)

রথ চড়ি সেই করয়ে গমন
কৃষ্ণ-হলধর দুই।
প্রবেশে নগরে বাজার চাতর
শিঙ্গা বেণু উতরোই ॥
হেনক সময়ে কুবুজা মালিনী
রাজপথে চলি যায়।
শুন লো সুন্দরি চন্দন কটোরি(১)
হরে মন হরে তায় ॥
সুগন্ধি কুসুম গাঁথিয়া-সুষম
লইছ কাহার তরে।
কুবুজা তখন দোঁহার সদন
কাতর হইয়া বলে ॥
কংসের যোগানী আমি সে মালিনী
লয়ে যাই কংস তরে।
এই গন্ধ মালা দেহ মোর গলে
সরসে কানাই বলে ॥
শুনিয়া সুন্দরী করল চাতুরী
নৃপতি যে কবে মোরে।
নিজক গন্ধক দিছেন সুন্দরী
দিছেন দোঁহার উরে(২) ॥
জানিল এ নহে মানুষ আকার
এ দুই দেবের শক্তি।
পরশ হইয়া কুবুজা সুন্দরী
পাওল আনন্দ-মূর্ত্তি ॥
বিলক্ষণ রামা যেন কাঁচা সোনা
উর্ব্বশী কিসে বা লিখি।
গোবিন্দ-পরশে তাহে মন তোষে
চণ্ডীদাস তাহে সুখী(৩) ॥

(শ্রীসুহা)

রূপ দেখি হিয়া কেমন করে।
না দেখিয়া ছিনু ভাল দেখি পরমাদ ভেল
কেন বা লইয়া আইল মোরে ॥
হৃদয়ে পশিল আসি এ হেন রূপের রাশি
অবলার পরাণ তরল।
পাছে আছে এক দোষ জানি কবে অনিরোষ
গুরুজন জানি করে বল ॥
শুনহ মরম-প্রিয়া এ হেন রসিক লয়া
করিনু রসের নব লেহা।
অমূল্য রতন-ধন আর কিবা প্রয়োজন
গুরুজন পরিজন গেহা ॥
কোন সখী বলে শুন এত অভিমান কেন
যে করু সে করু গুরুজনে।
গৃহমুখে দিয়ে ছাই চল চল চল যাই
পড়ি গিয়ে শ্যামের চরণে ॥
শ্যাম সে পরশমণি যতনে ভজিব ধনী
মোর মনে এই সে ভালই।
এইমত সে নাগরী হাসিয়া আনন্দরতি
চণ্ডীদাস তছু গুণ গাই ॥

(শ্রী)

কুবুজা কহেন চরণে পড়িয়া
তুমি সে পরাণ-পতি।
মুই কি জানিব তোমার শকতি
অবলা যুবতী মতি ॥
কহেন গোবিন্দ কুবুজা পরশি
তুমি সে উত্তম রামা।
তোমার ভকতি স্বভাব শকতি
দেখিল কটাক্ষ প্রেমা ॥
পড়িয়া ভূতলে কাঁদি কিছু বলে
মোর অপরাধ ক্ষেম।
মুই মূঢ় জাতি করিল যুবতী
তিলে কত হই ভ্রম ॥
তুমি সনাতন পরম কারণ
দেবের দেবতা তুমি।
কেনে হই মুই অধম দুর্গতি
কিসে বা আমারে গণি ॥
চণ্ডীদাস বলে তোমার ভকতি
নিবিড় অন্তরে লেহা।
তথির কারণে পরশ পাইয়া
বিলক্ষণ হ'ল দেহা ॥

১। কটোরি—কটরা, বাটি। ২। বক্ষে।
৩। ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৪২শ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণনা আছে।

(শ্রী)

কুবুজা সুন্দরী অতি মনোহারী
দেখিল আপন অঙ্গ।
ত্রিভঙ্গ আছিল মোহিনী হইল
এ বড়ি রসের রঙ্গ॥
মোহিত হইল নগর সকল
এ কি অদভুত শুনি।
ত্রিভঙ্গ যে ছিল সুন্দরী হইল
এমন নাহিক জানি॥
কুবুজা দেখিতে নগর হইতে
দেখিতে আইল তারা।
নিশ্চয় শুনিল নয়নে দেখিল
এই সে কেমন ধারা॥
কেহ বলে ভাই রথে দুই ভাই
মাখল চন্দন চান্দ।
মালা বিলক্ষণ দেখিল সঘন
দু ভাই হাসল মন্দ॥
হেনক সময়ে ইহার পরশে
কুঁজ গেল কতি দূরে।
অতি বিলক্ষণ দেখিল নয়ন
এ কথা কহিব কারে॥
এ নহে মানুষ জানিল স্বরূপ
কেবল জগৎপতি।
ত্রিভঙ্গ শরীর হইল সুন্দর
বুঝল কাজের গতি॥
চণ্ডীদাস বলে যাহার নামেতে
এ তিন ভুবন ঘোষে।
'এই ভাগ্যবতী পেয়ে প্রাণপতি
পাইল যাহার স্পর্শে॥

কংস-বধ ও পিতৃমিলন

(ধানশী)

হেনক সময় এক সে রজক
লইয়া বসন করে।
সে যায়ে চলিয়া রাজপথ দিয়া
কংসের আরতি ধরে॥
কৃষ্ণ-বলরাম পুছিল কারণ
কাহার বসন এ।
কহিছে রজক তাহার উত্তর
তুমি সে বটহ কে॥
তোমাকে কহিলে কিবা জানি হয়ে
কংসের যোগানী আমি।
তাহার বসন কাচিয়া সঘন
কি আর পুছহ তুমি॥
কানাই কহেন উত্তম বসন
দেহ পরি দুই ভাই।
কোপে বলে ধোবা তুমি বট কেবা
রাজার বসন এই॥
'পরমাদ হব এ কথা শুনিয়া
তাড়ন করিব রাজা
চণ্ডীদাস বলে ও নব নাগর
তাহার রূপের ধ্বজা॥

(যতি)

এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ-বলরাম
লইল বসন কাড়ি।
পরিলা বসন ভাই দুই জন
তাহে মল্লবেশ ধরি॥
কাড়িয়া বসন মৃত্তিকা-ভূষণ
রাঙ্গা ধূলা মাখি গায়।
নিবিড় বসন বান্ধিল সঘন
পীতধড়া দিল তায়॥
নবীন মঞ্জরী পরি দুটি ভাই
সমান দোঁহার বেশ।
দেখিয়া মুরতি অনুপম বেশ
ভুলল মথুরা দেশ॥
শুনে কংস রাজা কৃষ্ণ-বলরাম
আসি ধরে মল্লবেশ।
রজক বধিয়া বসন কাড়িয়া
লইল সে হৃষীকেশ॥
ক্রোধে কংস রায় ধরণ না যায়
ডাকিল কুবল হাতী।
শুণ্ডে জড়াইয়া মার দুই জনে
এই যে বাড়িয়ে রীতি॥

চণ্ডীদাস দেখি হাসিতে লাগিল
শুনিয়া কংসের কথা।
যে জন গোলোক- সম্পদ তা সনে
কিবা হঠ কর হেথা॥

(সুহই)

কুবলয় হাতী ধায় বেগে অতি
মারিতে এ দুই ভাই।
গরজি গরজি দশন ফিরজি
দু ভাই চিরিতে যায়॥
লটাপটি শুণ্ডে যেন বাহুদণ্ডে
প্রচণ্ড প্রতাপভরে।
গিয়া সে কানুর ধরল দু'বাহু
অতি সে নিবিড় করে॥
ধরি করিশুণ্ড দু'ভাই প্রচণ্ড
উখারি দশন দুই।
কুবলয় পায় অতি অনুশয়
দশন এ দুই লই॥
দেখিল পড়ল কুবলয়-বল
কংসের হইল ভয়।
স্থির নাহি মানে ভাই দুই জনে
করেতে দশন লয়॥
হেনক সময় চাণুর-মুষ্টিক
ডাকিয়া আনিল কংস।
তোমরা দুজনে বল-পরিক্রমে
কৃষ্ণ-বলরামে ধ্বংস॥
চাণুর-মুষ্টিক আসি দেখা দিল
কৃষ্ণবলরাম-পাশে।
বাজিল বচন বোলা চারি ঘন
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

(সুহই)

চাণুর-মুষ্টিক দুই জন আসি
মিলল দোঁহার পাশে।
হাতাহাতি তথি মুটকা-মুটকি
মহা ঘোর খেলা আসে॥
মহা মল্লযুদ্ধ বাজিল দুজনে
দেখিল যতেক পুর।
ধরিয়া চাণুর মুষ্টিক অসুর
তার মাথা কৈল চুর॥

বধিয়া অসুর প্রচণ্ড প্রচুর
গেলা যথা কংস রায়।
ঘোর অতিতর কৃষ্ণ-হলধর
বাজিল দুজনে তায়॥
কৃষ্ণ হাতে ভালি ধরি তার চুলি
কংসেরে বধিল হরি।
ছত্রদণ্ড দিয়া উগ্রসেনে আনি
মথুরাতে রাজা করি॥
ত্বরিতে তখন কারাতে গমন
বলরামে সঙ্গে করি।
বসুদেব পিতা দেবকী সে মাতা
উদ্ধার করিলা হরি॥
গৃহমাঝে গিয়া মাতা পিতা লয়া
অনেক করিলা স্তুতি।
চণ্ডীদাস বলে বসুদেব কোলে
লইলা গোলোকপতি॥

(সুহই)

দৈবকী।— এত দিন ছিলে কোথা।
ছাড়িয়া জননী বাছা যাদুমণি
হিয়ায়ে মারিয়ে ব্যথা॥
ও মোর বাছনি চাঁদমুখখানি
দেখিয়ে নয়ান ভরি।
দুষ্ট কংস লাগি তোমা হেন পুত্রে
ভেজল গোকুলপুরী॥
শোকেতে আকুল পরাণ বিকল
এই দেখ তনু সারা।
যেন আঁখি আসি তারা দুটি বসি
দেখিল উজোর পারা॥
পরাণ-প্রদীপ কেবল লোচন
এত দিন ছিলে কোথা।
কোলে যাদুমণি এ ক্ষীর নবনী
বদনে দেওল তোমা॥
বসুদেব-সুত লীলা অদভুত
অপার মহিমা যার।
দ্বিজকুল যত কুলের আখ্যান
করিতে আছয়ে তার॥
এ চূড়াকরণ বিবিধ বিধান
আয়োজন করে অতি।
চণ্ডীদাস কহে নন্দের বিদায়
আগে সে করহ ইতি।

(করুণা)

এ কথা পরোক্ষে যখন শুনল
শ্রবণে পশিল আসি।
নন্দের নন্দন পাইল বেদন
শ্রীবুকে ঠেকিল বাঁশী॥
চাঁদমুখ মহী- তলে নিরখিয়া
ভাবিতে লাগিল মনে।
কেমনে কহিব নন্দের বিদায়
চাহি হলধর পানে॥
অনেক করিল বিলাস বৈভব
ধন্য সে যশোদা মাই।
যার এক কলা গৃহের কথন
খুঁজিয়া পাইতে নাই॥
কত কত আছে এ মহীমণ্ডলে
আছে অনেকের মাতা।
এমন না শুনি না দেখি না শুধি
তাহে নন্দ ঘোষ পিতা॥
এ হেন ঘোষেরে বিদায় করিতে
মোর মনে নাহি লয়।
বিদায় করিতে যবে মনে করি
পরাণ নাহিক রয়॥
চণ্ডীদাস কহে অতি বড় মোহে
লোরে ছল-ছল আঁখি।
নন্দের নন্দন পাইয়া বেদন
বড় পরমাদ দেখি॥

নন্দ-বিলাপ

(শ্রীসুহা)

শুন হলধর ভাই।
কেমন করিয়া নন্দের বিদায়
করিব কহ ত ভাই॥
এ কথা শুনিয়া মোহিত হইয়া
রোদন যশোদা-সুত।
হলধর-পাশে নিশ্বাস এড়ই
তরল করল চিত॥
নন্দ হেন পিতা কি কহিব কথা
যার স্নেহে নাহি সীমা।
বহু সুখ অতি কি তার পিরীতি
যশোমতী অতি সমা॥
যশোদার স্নেহ কি কহিব এহ
এ দেহ পূরিত সুখে।
এ জন বিদায় কেমনে করিব
না লয় আমার মুখে॥
কহে হলধর শুন দামোদর
এই সে উপায় মানি।
পশ্চাতে গোকুল গমন করিব
আগেতে চলহ তুমি॥
এ কথা রচিল কৃষ্ণ-হলধর
আগেতে দু'ভাই গিয়া।
দণ্ডাই দুজনে নন্দমুখপানে
গদগদ হয়া হিয়া॥
বিমুখ হইয়া রহে আনপানে
গোকুল-ঈশ্বর হরি।
চণ্ডীদাস বলে মোহিত হইয়া
আন সে কহিতে নারি॥

(সুহই)

কৃষ্ণ-হলধর বিমুখ অন্তর
লাজেতে না সরে বাণী।
আন ছলা করি কহেন বচন
কেহ সে নাহিক জানি॥
উঠ উঠ বলি কহে বসুদেব
শুনহ বচন মোর।
তোমার নিবিড় পিরীতি আরতি
আন কি জানয়ে ওর॥
নন্দ যশোমতী স্নেহের পিরীতি
কহিতে কহিব কত।
এ মহীমণ্ডলে নাহিক গণনা
আদর পিরীতি যত॥
স্নেহভাবে ভাল পাওল সম্পদ
তুমি সে পবিত্র লেখি।
এ মহীমণ্ডল গণিতে বিস্তর
এমন নাহিক দেখি॥

কৃষ্ণ-বলরাম কেবল তোমার
নহেন আনের বশে।
না হ'লে এত কি আনের শকতি
কহেন এ চণ্ডীদাসে॥

(সুহই)

কহে বলরাম এক নিবেদন
শুন নন্দ ঘোষ রায়।
কত দিন মোরা রহিলা কহিলা
এ বসু-দৈবকী মায়॥
এ কথা শুনিতে বলরাম-মুখে
নন্দের বেদনা অতি।
যেন আচম্বিতে অসি হিয়াচ্ছেদে
মরমে বাজিল তথি॥
নহে নিবারণ নিঠুর বচন
শ্রবণে শুনল যবে।
ব্যথাটি পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া
ধরণী পড়ল তবে॥
এই সে তোমার মনেতে আছিল
রহিতে মথুরাপুরে।
রাখিয়া এখানে হিয়ার পুতলী
কেমনে যাইব ঘরে॥
কিবা লয়া আনু কিবা লয়া যাব
কিবা সে বলিব লোকে।
যশোদা রোহিণী গোপের রমণী
কি তারা বলিব মোকে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন নন্দরায়
কি আর দেখহ তুমি।
শকট আটন করহ সাজন
ভালমতে জানি আমি॥

(শ্রী)

এ কথা শুনিয়া নন্দের বিরহ
বাঢ়ল বিষম জ্বালা।
বহে প্রেমজল বসন ভিজল
যেমন কালিন্দী-ধারা॥
ক্ষেণেক নিশাস ক্ষেণেক হুতাশ
ক্ষেণেক সম্বিত হয়।
একদৃষ্টে চাহে অতি বড় মোহে
নয়ান মিলিয়া রয়॥
ঘোষের নয়ানে দোঁহার বয়ানে
তৈছন দেখিয়ে হয়।
অনিমিখে চাহে লোর নাহি বহে
যেন পাগলেরি প্রায়॥
এত কি সহয়ে নন্দের পরাণে
বিষম দারুণ আগি।
এ শোকে আর কি তিলেক বাঁচিব
হৃদয়ে রহল জাগি॥
কেমনে যাইব গোকুল নগরে
কৃষ্ণ-বলরাম রাখি।
যশোদা রোহিণী কিসে প্রবোধিব
বড় পরমাদ দেখি॥
কেমনে বাঁচিব গোপী কিসে জীব
যত সখাগণ তারা।
চণ্ডীদাস বলে গোকুল তেজিলে
বুঝল এমন ধারা॥

(রামকেলি)

আরে মোর যাদুয়া দুলাল।
অনেক তপের ফলে এ ধন পেয়েছি কোলে
মধুপুরে হারাইল ভাল॥
ভাল হ'ল যা করিলে দরিয়াতে ভাসাইলে
এ নহে তোমার ঠাকুরালি।
বাড়াইলে অতিপ্রীত এবে কর অনুচিত
হিয়ায়ে অনল দিয়ে ভালি॥
বিরহ কঠিন বড় এ কথা জানিল দঢ়
পরবশ না গুণিহ মনে।
উগারিয়া মধুরাশি প্রেম কৈল অহর্নিশি
ইহা তুমি ঘুচাহ কেমনে॥
গোকুলের গোপিনীগণ আন সখা আন জন
সে সকল পাশর কেমনে।
শাওলী-ধবলী ধেনু হাম্বারবে ওরে কানু
খুঁজিয়ে বেড়ায় তোরে বনে॥
যশোদা রোহিণী কাঁদে তারা বুক নাহি বাঁধে
যবে আসি প্রবেশিলা পুরে।
আছে তারা পথ চাই কবে আসিবে কানাই
কবে দেখি নয়ন-গোচরে॥
এ কথা শুনিব যবে তারা কি তিলেক জীবে
মরিব সে জলে প্রবেশিয়া।
না কর নিঠুরপণা শুন বাপু তুই জনা
রহা নহে জননী তেজিয়া॥

দর দর প্রেমবারি চতুর মুরলীধারী
পূরব পড়িয়া গেল মনে।
পীতবাস করে ধরি আঁখির পুছয়ে বারি
দেখে বলরাম অভিমানে॥
কৃষ্ণের বদন পানে চাহি কাঁদে বলরামে
দুঁহে মুছে বদনের বারি।
চণ্ডীদাস কহে তায় কহিলে দেবকী মায়
রহি হেথা চতুর মুরারি॥

(কেদার)

নন্দের করুণ শুনি।
পাষাণ গলিত দেখই বেকত
ফুরয়ে কুলের ধনী॥
ভূমে গড়ি যায় কান্দে নন্দ রায়
সম্বিত নাহিক চিতে।
যেমন পাটল চৌদিকে আগল
দিক দিশা নাহি তাথে॥
শুন হলধর দেব দামোদর
তুমি গোলোকের পতি।
মানুষ গেয়ান করেছিল মন
এবে সে জানল রীতি॥
পরোক্ষে শুনেছি যখন জন্মিলে
দেবকী-জঠর হ'তে।
চতুর্ভুজ হয়া ক্ষোভ দেখাইয়া
বুঝিতে জননী-চিতে॥
পুন মায়া ধরি দ্বিভুজ পসারি
রাখিল গোকুলপুরে।
যশোদার কোলে রাখি কুতুহলে
বসুদেব চলে পুরে॥
পুত্রস্নেহবশে সুখের হুতাশে
লালন-পালন করে।
চণ্ডীদাস বলে অপার মহিমা
কে ইহা বুঝিতে পারে॥

(বড়ারি)

যখন এ তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞান করে
জানল জগৎপতি।
অনগুণ আনি গুণে পরাইতে
এ গুণ বিখ্যাত রীতি॥
এক দশ গুণ দশ গুণ পর
যেখানে মহল স্থান।
সেখানে উঠিল আখ্যান শকতি
দম্ভের মদের স্থান॥
পুন মান রাগ এ তিন প্রকার
চারি চারি করে গুণি।
যখন এ তত্ত্ব প্রকাশি কায়াতে
দূরে গেল তত্ত্বখানি॥
সে যে ছিল জ্ঞান গেল কোন্ স্থান
আর দশা আসি ঘেরে।
বাজা বাজা বলি যে তত্ত্ব পাগলী
উনমত হইয়া ফেরে॥
তত্ত্ব দূরে গেল মায়া প্রবেশিল
জানল তনয় মোর।
চণ্ডীদাস বলে বুঝল শকতি
মানুষ ভিতরে তোর॥

(সুহই)

বহুক্ষণ তবে চেতন পাইয়া
উঠে নন্দ ঘোষ রায়।
করুণ-নয়নে বিরস-বদনে
দুহুঁ মুখপানে চায়॥
বুঝল সকল কমল-লোচন
রহিবা মথুরাপুরে।
হের এস দুঁহ বরণ হেরিব
দুখ যাই অতিদূরে॥
ঢল ঢল ঢল বহে প্রেমজল
দোঁহার বদন হেরি।
বিন্ধল মরমে বাণ অতিশয়
মরমে রহল ভোরি॥
কোলে দুই ভাই আনন্দ তথাই
বদন চুম্বন ভালে।
লাজে মুখ ঝাঁকি কমলিয়া আঁখি
কিছুই নাহিক বোলে॥
বসুদেব সনে করি আলিঙ্গনে
দেবকীরে কহে বাণী।
গোকুল নগরে বিদায় মাগিয়ে
চণ্ডীদাস ইহা জানি॥

হরিষে বিষাদ

(সুহই)

সাজল শকট চলল নিকট
কাঁদিতে কাঁদিতে পথে।
শুধু দেহ যেন করল গমন
পরাণ রহল ইথে॥
লোরে(১) পথে কিছু দেখিতে না পায়ে
শোকেতে আকুল মানি।
সঘন নিশ্বাস বিষম হুতাশ
কহে গদগদ বাণী।
এইরূপ পাই বিরহ-বেদনা
যমুনা হইল পার।
শকটের ধ্বনি শুনল শ্রবণে
কহয়ে আনন্দ সার॥
কোন সখাগণ তুরিতে গমন
শকট-শবদ শুনি।
গৃহকাজ ফেলি ত্বরিতে বাহির
হইলা নন্দের রাণী॥
কোন পুরজন হাতে নড়ি ধরি
বাহির হইল কেহু।
বালা বৃদ্ধ যত চলিলা ত্বরিতে
আর সে কুলের বহু॥
যত গোপীগণ শুনল শ্রবণে
রাম-কৃষ্ণ আইলা ঘরে।
এ কথা শুনিতে মরা তরু যেন
মুঞ্জরে শাখার সরে॥
চণ্ডীদাস ভেল অতি আনন্দিত
পূরল মনের কাম।
নয়ান ভরিয়া আজু সে হেরব
সেই নবঘনশ্যাম॥

(নটনারায়ণ)

হেন বেলে প্রবেশিল পুরে।
শুনি শকটের রোল করে সবে উতরোল
চলে সবে শ্যাম দেখিবারে॥
যশোদা রোহিণী ধায় মৃত তরু যেন প্রায়
কোথা কৃষ্ণ হলধর মোর।
দেখিয়ে নয়ন ভরি বদন চুম্বন করি
সুখের নাহিক কিছু ওর॥
গোপ-গোপী পুরবাসী চলে সবে প্রেমে ভাসি
কৃষ্ণ-হলধর আইল পুরে।
গিয়ে যমুনার ধারে দেখিল শকট'পরে
তাতে নাই কৃষ্ণ-হলধরে॥
বিস্মিত হইয়া চিতে কহে যশোমতী চিতে
কোথা কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
এ কথা শুনিয়া নন্দ কাঁদে বহু মন্দ মন্দ
মোরে তেজি রহে দুই ভাই॥
কি আর পুছহ তোরা কৃষ্ণ-বলরামহারা
রহি দুঁহু মথুরা নগরী।
মোর মাথে পড়ে বাজ সাধিতে আপন কাজ
মোরে দিল ডারিয়া পাথারি॥
শকট হইতে নন্দ পড়িয়ে বিনিয়ে কান্দে
লোরে আঁখি দেখিতে না পায়।
ধরে নন্দ ঘোষে তুলি চণ্ডীদাস বেয়াকুলি
সব জন ধরিয়া রহায়॥

(সুহই)

যশোদা।— কি লয়ে আইলে তুমি।
এ ঘর করণ দূরে তেয়াগিয়া
জলে প্রবেশিব আমি॥
অন্ধ মোর নড়ি বাছারে কানায়া
কোথা না রাখিয়ে এলে।
কেমনে বাঁচিব তাহা না দেখিয়া
বড় দুখ মেনে দিলে॥
কোথা হতে এল রাজা কংসদূত
অক্রূর তাহার নাম।
শমন সমান প্রবেশি গোকুলে
লইল সবার প্রাণ॥
যেমন সোনার পুতুলি ধূসর
অবনী উপরে দেখি।
নয়নের জলে তিতিয়া বসন
যমুনা-তরঙ্গ দেখি॥
কেহ কার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া
মুদিয়া নয়ন দুটি।
যেমন চামরু তাহার চামর
অবনীমাঝারে লুটি॥

১। অশ্রুতে।

যেমন ধাউল(১) হইয়া বাউল
খাইয়া ব্যাধের শর।
তেমত বিরহ- বাণে তনু জর
না চিনে আপন পর॥
আন বাণ যদি অন্তরে পৈশয়ে
তখনি তেজয়ে তনু।
এ বড়ি বিষম নহে নিবারণ
হিয়ায় পৈশয়ে জনু॥
চণ্ডীদাস বলে কি আর বাঁচিব
এ হেন বিরহ-শরে।
অনল জ্বালিয়া তাহে প্রবেশিয়া
কি ছার জীবন ধ'রে।

(শ্রীসুহা)

তুমি নন্দ বড়ই নিদয়া।
কোথা না রাখিলা মোহ মায়া॥
যারে না দেখিলে আমি মরি।
কেমনে বাঁচিব গোপনারী॥
কি লয়ে আইলা তুমি ঘরে।
ছাড়ি মোর কৃষ্ণ-হলধরে॥
কাঁদে রাণী ভূমে অচেতন।
ধায় যত গোপ-গোপীগণ॥
রোদন বেদন উপজল(২)।
শোকেতে হইয়া গেল ঢল॥
চণ্ডীদাস শুনিয়া মূর্চ্ছিত।
ইহা কিবা শুনি আচম্বিত॥

(বড়ারি)

কোথা গেলে পাব রাম-কৃষ্ণ দুই
জগৎ-জীবনধন।
আর কি হেরব সবার গোচরে
তথাই আছয়ে মন॥
শুন নন্দ ঘোষ আমার বচন
চল যাব সেই ঠাম।
দু বাহু পসারি কোলেতে লইয়া
দেখি নবঘনশ্যাম॥
এ ক্ষীর নবনী ছেনা দুগ্ধ চিনি
দিব সে দোঁহার মুখে।
তবে সে যাইব আদর আগুন(৩)
হইব অতি সে সুখে॥

১। ধাইল। ২। উপস্থিত হইল ৩। আগুন—পাঠান্তর।

দোঁহার বদন মোহন মদন
চল আগে গিয়া দেখি।
বদন চুম্বন করিব যতন
এই সে তাহার সাখী॥
এই বলি কাঁদে যশোদা রোহিণী
তিল স্থির নাহি বাঁধে।
কানাই কানাই বলিয়া বলিয়া
নিরবধি রাণী কাঁদে॥
চণ্ডীদাস বলে বজর পড়িল
কি আর দেখহ তোরা।
সবারে তেজিয়া রহল তথায়
সেই সে নয়নতারা॥

(শ্রী)

আর কি শুনব তার বাণী।
শুনিয়া জুড়াব মোর প্রাণী॥
এ ক্ষীর নবনী দিব কায়।
আর কে ডাকিবে বলি মায়॥
মুই বড় অভাগিনী রামা।
ত্রিভুবনে নাহি কোন জনা॥
যে পুত্র নবীন তনুখানি।
আতপে মিলয়ে হেন জানি॥
যে জন চিরায়ে পিয়ে দুধ।
হেন বা করয়ে অনুবোধ॥
সে শিশু রহল মধুপুর।
মথুরা রহল বহু দূর॥
মরিব গরল বিষ খেয়ে।
কিবা ছার এ তনু রাখিয়ে॥
জানিল বিধাতা ভেল বাম।
যবহি তেজল ঘনশ্যাম॥
এমন না জানিথু স্বপনে।
তবে কি ছাড়িথু নবঘনে॥
চণ্ডীদাস ব্যথিত হিয়ায়।
নন্দেরে সে ধরিয়া রহায়॥

(বড়ারি)

শুন নন্দ ঘোষ আমার বচন
জ্বালহ অনল ভালি।
তাহে প্রবেশিব যশোদা রোহিণী
দেহ ত আনল জ্বালি॥

কেহ বলে যদি কৃষ্ণ নাহি এল
বিসরি রহল গেহা।
কি ছার জীবন কিসের কারণ
এখনি তেজিব দেহা॥
যাহার লাগিয়া এ ঘর করণ
সেই সে রহল দূরে।
নয়নের তারা পরাণ দোসর
বাঁচিব কাহার তরে॥
কাঁদে নন্দ ঘোষ যশোদা রোহিণী
সঙ্গের বালক যত।
পুরবাসিগণ যত গোয়ালিনী
কান্দে লাগে কত শত॥
হাতে নড়ি করি কত শত অন্ধ
কান্দয়ে করুণ স্বরে।
আছিল সম্পদ বেড়ল আপদ
কি হৈল গোকুলপুরে॥
চাঁদ তেজি গেল হইল আন্ধার
যেমন কানন সম।
বিষম দারুণ কাল সে সঘন
যেন তিমিঙ্গল ভ্রম॥
জগত-জীবন পরম কারণ
গোকুলের সবার প্রাণ।
উনমত হই মুরছি কান্দই
চণ্ডীদাস গুণগান॥

(ধানশী)

অনেক তপের ফলে বিধি আনি দিল মোরে
সে হেন আদর নটরায়।
কোন্ অপরাধ হ'ল জননী ছাড়িয়ে গেল
হেনক আমার মনে ভায়॥
সে হেন নবীন তনু যেন পদ কর ভানু
হিঙ্গুলে গঞ্জিত বিম্বধরে।
নবঘন তনুখানি অঞ্জনে দলিত শ্রেণী
নয়ন-কমল শশধরে॥
কিবা সে মধুর হাসি মধু ঝরে রাশি রাশি
নবীন কোকিল জিনি বোলে।
করিশুণ্ড হল জিনি বাহুর সে সুবলিনী
তাহা দেখি সদাই মন ঝুরে॥
সে হেন যাদবধনে রাখি আইলে কোন্খানে
সদাই সে ঝুরয়ে অন্তরে।
যে মোর হয়েছে মন এ কথা জানিবে কোন
এ কথা সে কহিব কাহারে॥

কর ভরি দিতে সর মুখ দেখি শশধর
বদন চাহিয়া যবে আসি।
ভাবিতে শুনিতে সেহ মলিন হইল দেহ
মনে মোর পড়ে নিশি দিশি॥
যশোদার করুণা শুনি গলিত পাষাণ মানি
মৃগ তরু কাঁদয়ে ঝর্ঝরে।
সঘন নিশ্বাস নাসা শুনিয়া করুণ ভাষা
চণ্ডীদাস পড়িয়া ভূতলে॥

(কানাড়া)

কাহারে কহিব মনের বেদনা
ছাড়িল গোলোকপতি।
সুখের আমোদ বৈভব বসতি
ভাঙ্গল এ দিন-রাতি॥
আর কিবা দেখ কানাই ছাড়িল
ভাঙ্গিল রসের হাট।
আসিয়ে অক্রুর কৈল এত দূর
সেই সে পড়িল বাট॥
তার সনে ছিল কিসের বিবাদ
সাধিল আপন কাজ।
তার মনোরথ পূরল সুন্দর
মোর শিরে দিয়ে বাজ॥
কিসে প্রবোধিব প্রবোধ না মানে
জলে প্রবেশিব গিয়া।
এ কথা বলিয়া রাণী যশোমতী
পড়ে অচেতন হয়া॥
করে কর ধরি যশোদা সুন্দরী
তুলল চেতন ধনী।
মুখে জল দিয়া গৃহে গেল লয়া
কহেন ঐছন বাণী॥
চণ্ডীদাস কাঁদে স্থির নাহি বাঁধে
অবনী গড়িয়া যায়।
লোরে পথ অতি না দেখি মুরতি
যেমন পাষাণ কায়॥

(সুহই)

শ্রীরাধা।— মরিব গরল ভখি।
তাহার বিহনে ভাবিতে গণিতে
পরাণ হারাব দেখি॥

কালিয়া বরণ ধরয়ে যে জন
সে জন কঠিন বড় ।
পরের পিরীতি সুখের আরতি
এবে সে জানিল দড় ॥
পরের পরাণ হরিতে কি সুখ
সুখের নাহিক লেহা ।
ভাবিতে গণিতে মলিন হইল
অল্প হইল দেহা ॥
অনেক যতনে সে পঁহু রতন
আছিল নিজহি কোর ।
বিধি নিদারুণ তাহে ভেল বাদ
সকল হইল ভোর ॥
পহিলা পিরীতি যখন করিলে
হাতে আনি দিলা চাঁদ ।
কুল তেয়াগিয়া কলঙ্ক রাখিল
লাগাইয়া প্রেম-ফাঁদ ॥
চণ্ডীদাস শুনি রাধার বিরহ
উঠিল দারুণ দুখ ।
নিরমল বর রসের সাগর
হেরব তাকর মুখ ॥

(সুহই)

কানুর আদর পিরীতি ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ ।
করম বিফল সেই সে ফলব
সুখের নাহিক লেশ ॥
জনম গোঁয়ানু বিরহ-বেদনে
তিলেক নাহিক সুখ ।
পরিণামে সারা এই হ'ল পারা
দিলা বিরহের দুখ ॥
কে জানে নিঠুর হইব সবারে
মথুরা রহল গিয়ে ।
কখন না জানি স্বপনে না শুনি
ছাড়িয়া যাইব প্রিয়ে ॥
আলাপ ইঙ্গিতে যদি বা জানিথু
পরবাস হবে কান ।
নিজ কেশপাশে নিবিড় বন্ধনে
বাঁধিয়া রাখিথু শ্যাম ॥

পরিহরি দূর রহে মধুপুর
কি জানি করিব বল ।
এই মনে গুণি হেন অনুমানি
সে দেশে যাইব চল ॥
যাহারে না দেখি তিলেক না জানি
কেমনে বঞ্চিব ঘরে ।
চণ্ডীদাস বলে নিকটে মিলব
সেই সে মুরলীধরে ॥

(বিভাস)

এ কথা শুনল শ্রবণ ভরিয়া
কৃষ্ণ না আইলা আর ।
মধুপুর রহে সব জন কহে
রহিল যমুনাপার ॥
বরজ-রমণী কুলের কামিনী
সবে গেলা রাধা-পাশে ।
নন্দ ঘোষ আসি পুরেতে প্রবেশি
গোবিন্দ মাথুর দেশে ॥
এ কথা শুনিয়া সবে এল ধেয়ে
এ কি পরমাদ শুনি ।
ছাড়িল গোকুল রহে বহু দূর
স্বপনে নাহিক জানি ॥
আছিল মনেতে আসিব গোকুলে
তা মেনে নৈরাশ ভেল ।
বরজ-রমণী কুলের কামিনী
সবার পরাণ গেল ॥
যাই এক জন নন্দের ভবন
বুঝহ কি রীতি তার ।
তবে পরিণাম করি যত জন
শুধিব তাহার ধার ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনি
বজর পড়িল মাথে ।
মধুপুর রহে কানু গুণমণি,
বড় ভেল অনুরথে ॥

বর্ণানুক্রমিক পদলহরী*

(শ্রী)

আনন্দ ছাড়িয়া আনল জারল
আন কি পরাণে সয়ে।
আনহু গরল হইয়া সরল
আন কি পরাণে সয়ে॥
আন আন ছলে আন কুতূহলে
করিথু আনহি খেলা।
আন জনা কত করিথু বেকত
আন দিত অতি জ্বালা॥
আন পানা সব থান
কি দিয়াছে তোর।
আন শত করি তোমার কারণে
থান করি যাহ ভোর॥
আনল জ্বালিলে আনন্দের ঘরে
আন কি জানিয়ে ইহা।
আনন্দ কারণ আর কি আছয়ে
বিনে সে কানুর লেহা॥
আন আন যত আন আন মত
আনহু বয়ান ভালে।
আন আন লাগি এত পরমাদ
চণ্ডীদাস আন বলে॥

—

(সুহই-বড়ারি)

উ কি এ তোমার উনমত চিত
উচিত তোমার নয়।
উ সব আচার বিচার না লয়ে
উচিত কহিতে হয়॥
উ রাঙ্গাচরণে উ সব নাগরী
উনমত হয়ে মন।
উরজ উপরে উ দুটি চরণ
রাখল করিয়া পণ॥
উজাগর নিশি উদিত এ বাসি
উপরে শুনি এ তান।
উনমত হৈয়া আইল ধাইয়া
উঠানী গোপীর প্রাণ॥
উপরে দুগ্ধের থুরি আবর্ত্তন
উনানে রহল তাহা।
উনমত বালা ভ্রমে কেনি গেলা
উমা উমা রবে রহা॥
উ মুখ চলল বরজ-নাগরী
উপরে নাহিক মন।
উনমত হৈয়া ভুজঙ্গ দংশল
কিছুই নাহিক কন॥
উরজ-উপরে নিজ পতি করে
বসায়ে আছিল সুখে।
উ ধনী মধুর মুরলী শুনিয়া
উছটি ফেলিল তাকে॥
উ গুণ গাহিতে উ সব নাগরী
বেশের উ নহি চিত।
উচিত কহেন চণ্ডীদাস তাহে
উঠল বিরহ-চিত॥

(কানাড়া)

কেন তুমি যাবে কামিনী তেজিয়া
কাতর করিয়া কান।
কেমনে বাঁচিব কহ কহ শুনি
কাতর হইল প্রাণ॥
করমের ফল কি করল বিধি
কোন কোন ফল মানি।
কার কত কান করি অপরাধ
কখন নাহিক জানি॥
কেন বা করিলে কামিনী সহিত
কঠিন পিরীতি লেহা।
কামনা রতিক কখন হারাব
কাতর কঠিন দেহা॥
কুলে দিলে কালী করিলে কুলটা
কলঙ্ক হইল সারা।
কেমন করিয়া কামিনী বঞ্চক
কুল শীল হ'ল হারা॥
কানন-নিকুঞ্জে করিলে কালিয়া
কামিনী করিতে রাস।
কামে মত্ত হয়ে কালিন্দীর তীরে
করিলে কঠিন রাস॥

* বহু বৈষ্ণব কবির এইরূপ শব্দনিপুণতা প্রকাশ করিবার প্রয়াস দেখা যায়। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে ইহা লক্ষ্যণীয়। কেহ কেহ এ বর্ণনানুক্রমিক পদগুলিকে ছত্রিশ অক্ষরের করুণা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

কত কত ভেল কানন-বিরহ
করিলে কটকপণা।
কুলবতী শত করিলে বেকত
ছাড়িয়া কুলের বামা॥
কহিল তোমারে কাঁধে করিবারে
কোথারে চলিলে কালা।
কাতর পরাণ কালা কালা করি
কঠিন পাইল জ্বালা॥
কহে চণ্ডীদাস কাতর হইয়া
কানুর চরণে বাণী।
করে কর ভরি না জানি কখন
বিষপান করে ধনী॥

(শ্রীকরুণা)

খলপণা ছাড় খল খল কহ(১)
ক্ষেণেক খসাহ বোল।
খল সান(২) খলে খরতর দুখ
খণিক ক্ষেমহ ওর(৩)॥
ক্ষেমা তব নাহি ক্ষীণ তনু ভেল
খসল নয়নতারা।
ক্ষেণেক ক্ষেণেক বিষম ক্ষেণেক
ক্ষেণেক পরাণ সারা॥
খাইতে না রুচে খঞ্জন-নয়নী
খোঁজত সে নব লেহ।
খল খল খল সে মৃদু হাসিয়া
ক্ষেণেক দণ্ডাহ সেহ॥
খুঁজিতে এমন নাগর সুন্দর
খোয়ল খঞ্জনী রাই।
ক্ষিতিতলে ক্ষীণ ক্ষীণ হি অন্তর
পড়িয়া রহল তাই॥
খসল কবরী ক্ষীণ চাঁদমুখ
ক্ষেমা সে নাহিক চিত।
ক্ষেপণ যতেক ক্ষীণ তনুখানি
চণ্ডীদাস সে দুঃখিত॥

(কানাড়া)

গুণিত গোপত পিরীতি বেকত
গাইতে তোমার গুণে।
গুমরি গুমরি গুনিতে গুনিতে
পঞ্জর জারিল ঘুণে॥

১। সহজ ভাবে বল।
২। 'খরশান' হইতে—অতিশয় চতুর
৩। আবরণ।

গরবিত গুরু গঞ্জনা যে দিল
গৌরব গরিমাপনা।
গাখানি গরজি গরজি জারল
গুরু পরিবারপণা(১)॥
গোকুলে গোপের গরিমা যতেক
গেল সে গাই সে গুণে।
গোপবালাগণ যত সখাগণ
তা সব পাসর কেনে॥
গোধন লইয়া গভীর কাননে
গোচার করিবে কে।
গোকুল হইয়া গোধন লইয়া
গাইয়া জুড়াব সে॥
গৌরী আরাধিয়া গোবিন্দ পাইয়া
গোপিনী রসের লেহ।
গোপত পিরীতি গাইতে গাইতে
কালিয়া হইল সেহ॥
গৃহে যত কাজ গহন সমান
গরল সদৃশ ভেল।
গোধন দোহন গহন কানন
গোরস বাধক দিল॥
গোপীগণ যত মথুরা গমন
মাথায় পশরা গোরী।
গাইতে গাইতে সে গুণ-মাধুরী
চণ্ডীদাস কহে ভালি॥

(নটনারায়ণ)

ঘেরল আপদ ঘুচিল বিবাদ
ঘরের ঘোষণা জাতি।
ঘুষিতে ঘুষিতে ঘোষণা সেচনা
ঘনয়া ঘোষণা মতি॥
ঘুণে যেন ঘর সদা করে জর
ঘেরিয়া ঘেরিয়া কাটে।
ঘুষিতে ঘুষিতে গুণ ঘর মর
ঘন ঘন কাটি উঠে॥
ঘোষ নন্দ ঘোষ ঘরের বাহিরে
ঘন ঘন শ্যাম করে।
ঘোষ ঘটা করি ঘৃত দুগ্ধ ঘটে
পূরিয়া পূরিয়া ধরে॥

১। গুরুজনের অভিভাবক-সুলভ গঞ্জনা গৌরব দান করে।

ঘোষণা নগরে এ ঘৃত পসারে
ঘরের হইতে আনে।
ঘন ঘটে পুরি ঘেষাঘেষি করি
রাখয়ে এ ঘটপানে॥
ঘোরতর ঘন নন্দ ঘোষ মন
ঘন বেশ করি দেই।
ঘরে নন্দরাণী ঘরে গুণমণি
ঘরেতে লইয়া যাই॥
ঘৃত ঘোল সব রাখি কর পূরে
ঘুচল ঘেরল বিধি।
ঘন নব ঘন ঘন ঘন ঘন
ঘুনায়ে হেরব নিধি।
ঘর ছাড়ি যাব অক্রুর ঘেরল
জানিল এ ঘরখানা।
ঘোষণা ঘুনায়ে ঘরে রথ লয়া
ঘরেতে আইল তারা॥
ঘরে সে আঁধার ঘর সে দীঘল
অক্রুর আইল যবে।
শুন নবঘন ধাউল হইল
ঘরের বাহির এবে॥
ঘট গলে বাঁধি তোমার অবধি
মরিলে তবে সে যেও।
ঘোষণা রহিল এই ঘোরতর
চণ্ডীদাস বলে রও॥*

(কানাট)

চেতন হরিয়া চলিল ছাড়িয়া
কহিতে পরাণ ফাটে।
চিত্ত বেয়াকুল চমকে অন্তর
চাঁদ ছাড়ে কোন নাটে॥
চাঁদ সে বয়ানে চন্দ্রমুখী রাই
না শুন আমার বাণী।
চাঁচর চিকুর চূড়া না বাঁধব
চাঁপার ফুল সে আনি॥
চন্দন-চর্চ্চিত সে অঙ্গে লেপিত
চূড়ার সঙ্গেতে মিশা।
চপল রমণী সে চাঁদবদনী
চলিব করিয়া দিশা॥
চাঁদ মাল চাঁদ মুখ নিরখিয়া
চঢ়াইব উরুপরে।
চিনি চাঁপাকলা ছেনা চাঁছি সর
দিব সে আনন্দে কারে॥
চাঁদ-মুখ পর চর্চ্চিত কর্পূর
চাহিয়া মাগিব কারে।
চপল রমণী চেতন করিয়া
চলিয়া আপন বশে॥
চাহিব কা পানে চামর ঢুলাব
দিব সে শ্রীঅঙ্গে বা।
চিত্রের বসন করিব শয়ন
চর্চ্চিত সোনার গা॥
চারি দিক দিব চাঁপা নাগেশ্বর
চামেলি চম্পকলতা।
এ চন্দ্রমল্লিকা চুয়া মিশাইয়া
আসন করিব হেথা॥
চণ্ডীদাস কহে চেতন হেরিয়া
চাহিলা গোপিনী পানে।
চিরকাল রহ চাঁদমুখ দেখি
জুড়াক সবার প্রাণে॥

(নটশ্রী)

ছট্‌ফট্ করে ছায়া দূরে গেল
ছাপিতে(১) নাহিক ঠাঁই।
ছলা করি ছট বেশ না করিব
ছলা সে করিব নাই॥
ছেনা ননী ঘৃত দধির পশরা
ছান্দিব পশরা'পরে।
ছন্দ বন্ধ ছাঁদে ছলা যে করিব
শাশুড়ী ননদী বোলে॥
ছাঁদিয়া চরণ ছাঁদে দান সাধি
ছেনা দধি নিব ছলে।
ছল ছল ছল গোপিনী সকল
ছি ছি ছি লো বলি বলে॥
ছলা করি তবে বড়াই যাইয়া
ছন্দ করি কথা কয়ে।
ছাপিয়ে রাখরে বসনের ছায়ে
সে নব কিশোরী লয়ে॥

* অক্রুরাগমনের পরবর্ত্তী ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

১। আবৃত করিতে।

ছটা বেশ দেখি ছটার উপমা
ছাতিতে করিয়ে ঠাঁই।
ছলা দান ঘাটে সিরজিব(১) কেবা
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥

(বরাড়ি)

জরজর জর জারিল(২) অন্তর
যবে সে শুনিল ইহা।
যাইতে মথুরা নাগর চতুরা
জারল রাধার দেহা॥
যার লাগি যাই নিকুঞ্জ ভবনে
বোলা তেজাইব ভালে।
যমুনা-কিনারে যশোদা-নন্দন
রহিব কদম্বতলে॥
যাচিয়া যাচিয়া যতন করিয়া
কে দিব কদম্বফুল।
জীবন সমান দেখিত সে কানু
কি দিব তাহার তুল॥
জানল সে যবে যবে আইল রথ
যবে সে পড়ল সাড়া।
যাই এক জন বুঝল কারণ
জারল বিরহ গাঢ়া॥
যে জন যাইব তোমারে লইয়া
যমুনা হইলে পার।
জীবন তেজিব যতন করিয়া
জানিবে বিচার-ভার॥
জানে চণ্ডীদাস যাইব মথুরা
যবে সে শুনিল কানে।
জরজর তনু জারল অন্তর
ধৈরয নাহিক মানে॥

(নটনারায়ণ)

ঝর ঝর ঝর বহে প্রেমবারি
ঝামরু নয়ন দুটি।
ঝলকে ঝলকে ঝর ঝর ঝর
বিরহের বারি উঠি॥
ঝাঁঝর পাঁজর ঝরঝর তেল
ঝটকে পরাণ যায়।
ঝট করি জীউ ঝমরু ঝমরু
ঝটকে ব্যথাটি পায়॥

১। উদ্‌ভাবিত করিবে। ২। জর্জ্জরিত করিল।

ঝন্ ঝন্ করে কঙ্কণ ঝটকি
করমে হানয়ে ধ্বনি।
ঝিএর করুণা ঝট করি আসি
বৃষভানু রাজা রাণী॥
ঝক ঝক পাটে ঝলক আয়াটে
ঝরে ঝরঝর আঁখি।
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝলক ঝলক
ঝলকি রথের ঠাটি॥
ঝাঁঝরি মহরী ঝট্ ঝট্ বাজে
ঝটকে নাচয়ে নাট।
ঝমরু ঝমরু ঝাঁজর বাজয়ে
ঝটিতি চলয়ে বাট॥
"লমল করে ঝলকে কুন্তল
ঝাপটী মুরলী করে।
ঝাঝা বহ্নি আয়ে ঝট্ ঝট্ হেদে
কাঁদয়ে করুণ স্বরে॥
ঝামরু তলায়ে ঝটকি পড়িল
সে হেন সুন্দরী রাধা।
ঝাঁঝরি করিল গোপীগণ যত
ঝটসে করল বাধা॥
ঝট্ চণ্ডীদাস ঝামরু হইয়ে
পড়িয়ে রহয়ে পায়ে।
ঝট্ করি দেহে ঝট্ ঝট্ করি
লইয়ে যাইতে চায়ে*॥

(নটনারায়ণ)

এ কি মথুরা এ কি চতুরা
এ কি পরের বশে।
এ কি নিদান এ কি পরাণ
এ কি ছাড়িব বাসে॥
এ কি গোধন তেজিয়া সদন
এ কি তেজিব মায়ে।
এ কি বালক তেজিব সকল
এ কি মথুরা যায়ে॥

* এ পদটিতে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া বিরহব্যাকুলা শ্রীমতীর চিত্রটি কবি এখানে অঙ্কিত করিয়াছেন। এবং শব্দ ঝঙ্কারের সহিত ছন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব্ব মিলনের প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তী পদগুলি কবি বর্ণানুক্রমিক সূত্রে রচনা করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

এ কি গোপিনী তেজিব এখনি
এ কি নিদয়া হয়া।
এ কি গোকুল তেজিব সকল
এ কি এ শোক দিয়া॥
এ কি পাষাণ হৃদয়-নিদান
এ কি মথুরা যাব।
ঞিহার কারণে ইঙ্গিতে আকারে
এখনি পরাণ দিব॥
এ কি মথুরা নাগরী-বিলাসে
এ কি বঞ্চিব তথা।
এ কি সেখানে বঞ্চিব সঘনে
এ কি ছাড়িব হেথা॥
এ কি রাধার মরণ দেখিয়া
যাইব মথুরাদেশ।
এ কি অক্রুর সঙ্গেতে যাইব
দিয়ে অতি বড় ক্লেশ॥
এ কি সুখের লালস তেজিয়া
গোপিনী ছাড়িব পারা।
এ কি বঞ্চিত করব সকল
চণ্ডীদাস বুকে ধারা॥

(যতিশ্রী)

টল হল করে টল টল দেহে
টেরা সে বিষম গাঁসি।
টানিলে না টলে বুকে টেরা হয়া
হৃদয়ে রহল পশি॥
টাটক(১) হইয়া সুধামুখী ধনী
টেরা সে নয়ানে চেয়া।
টারিয়া(২) যাইবে তটস্থ রমণী
টুটিল বিরহ দিয়া॥
টানাটানি করে টেরেতে লইয়া
মরিতে টাকর দিয়া।
টান টোন করি টাকাই(৩) তা সনে
টের দুর দিকে রয়া॥
টিপ টাপ করে টেটালির পারা
টিকা যিনি পারা রাধা।
টল টল করে অবলা পরাণ
সকল করিল বাধা॥

১। সম্ভবতঃ গুপ্ত বা ব্যথিত অর্থে ব্যবহৃত।
২। বিচলিত করিয়া। ৩। তাকাই।

টাটক হইয়া টানিয়া রাখিব
আপনার নিজ পতি।
টেরেতে থাকিয়া টেট্‌কারি দিয়া
অক্রুর মহা সে মতি॥
চণ্ডীদাস কহে টাটক হইয়া
টারল গোকুলনাথ।
টিপানে জানিল টেরা হয়ে নাথ
ছাড়ব গোপীর সাথ॥

(বেলোয়ার

ঠালল রমণ ঠমকে বৈঠল
ঠারাঠারি করে [illegible]।
ঠাট করি রথ ঠেলাঠেলি যত
ঠারিল রমণ সারা॥
ঠান বেশ ধরি ঠমকে যাইবে রথে।
ঠকের ঠাকুর ঠকমকি সারা
ঠাকুর বলিয়ে তারে।
ঠাকুর হইলে ঠাকুরালি পণা
ঠমক সে জন করে॥
ঠকাইয়া এবে ঠমকে যাইবে
ঠানিল গোপের রামা।
ঠার নাহি চিতে অবলা বধিতে
ঠারে ঠেলিব তোমা॥
ঠানিল মরণ ঠাকুর তখন
ঠারে যোগাইব রথ।
ঠারে চণ্ডীদাস হয়ে একমন
ঠাহর যোগাইব রথ॥

(বেলোয়ার)

ডাহিনে শৃগালী ডাকে একজনা
ডাহিনে কাটিয়ে যাব।
ডর পেয়ে মনে অশুভ দেখিয়া
ডরে ডরাইয়া রব॥
ডোর দিলে ঘরে ডোর দিলে পরে
ডাগর হইল বাণী।
ডরে ডরাইয়া ডরেতে ডরিয়া
ডাহিন নাহিক গণি॥
ডারিলে দরিয়া ডহর দেখিয়া
পড়িল সকল জলে।
ডোর দিলে বড়ি অতি তড়াবড়ি
এমন কে জন জানে॥

ডাগর দেখিয়া বামেতে ডারিয়া
ডাগর কদম্বফুল।
ডগমগ ডগ উড়ে শিখিচুড়া
বাঁধিয়া চাঁচর চুল॥
ডাহে চণ্ডীদাস পড়িল চরণে
ডারিলা সাগরজলে।
ডহ ডহ ডহ ডাহয়ে অন্তরে
হৃদয়ে আনল জ্বালে॥

(বরাড়ি)

ঢর ঢর ঢর বহে অনিবার
ঢরকি ঢরকি লোর।
ঢলিয়া পড়য়ে ঢাকিলে না রহে
নাহি ডোর দিলে ওর॥
ঢারিয়ে অমিয়া বহু ঢারি দিলে
ঢল ঢল করে অঙ্গ।
ঢারি পুন দিলে ঢারিয়ে আগর
ঢারে ঢারিলে সঙ্গ॥
ঢোর পরবশে ঢাকির ঢরসে
ঢাপন বিরহ কোর।
ঢোকল ঢাবলে ঢারির ঢাপনে
ঢিবব ঢঙ্গ সুঢোর॥
ঢর ঢর ঢর গোপ সুনাগরী
ঢরল বিরহ-সরে।
ঢারিলে বিরহ আনল দ্বিগুণ
ঢালি চণ্ডীদাস ঝুরে॥

(ভাটানি মঙ্গল)

তুমি কি নিদান তাহা সে না জানি
তবে কি এমন করি।
তার তর তম তখন করিথু
অখলা কুলের নারী॥
ততল সরল তো বিনু গরল
তখনই খাইব আমি!
তবে তাপ যাবে তখনি মরিব
তবে সে জানিবে তুমি॥
তোমার কারণে তেজি গুরুজনে
তাহা সে সকলি জান।
তুমি নিদারুণ তাহে কর হেন
তাহা তুমি যদি জান॥

তোমারি পিরীতি হৃদয়ে পূরিত
তাহা না কহিব কত।
তাপেতে তাপিত তাহা কব কত
তোমার কারণে যত॥
তাপেতে তাপিত গঞ্জয়ে সতত
তাপিনী বড়ই আমি।
তোমার চরণে সকলি গোচর
তাহে নিদারুণ তুমি॥
তাহে চণ্ডীদাস তাপিত হৃদয়
তনু জরজর ভেল॥
তাপে যত সখী তাহা মুখ দেখি
হৃদয়ে বাজয়ে শেল॥

(সুহই)

থাকি থাকি থাকি বেথিত অন্তর
কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠে।
থির নাহি চিতে থাকিয়া বেথিত
যেমন অনল ছুটে॥
থোর দরশন থাকিত থোকিত
থির থির নাহি মান।
থাপিল তোমার যুগল চরণ
থল সে নাহিক জ্ঞান॥
থির করি চিত থর থর করে
থাকি থাকি কেন কাঁদে।
থাকুক থাকুক তোমার পিরীতি
থির আর নাহি বাঁধে॥
থল না রাখিলে থুইবে খেয়াতি
থাকুক তোমার লেহা।
থির থির তাহে কহে বিনোদিনী
থাকি না রহল দেহা॥
থির করি চিত থাকহ গোকুলে
থায়ি(১) সে হইয়া থাক।
চণ্ডীদাস কহে থল রাখ নাথ
গোপীর গুমান(২) রাখ॥

(সুহই-সিন্ধুড়া)

দক্ষিণ নয়নে নাচিল যখন
দেখিল বিপদ দশা।
দিয়া সে দেবতা দেবীরে পূজিতে
দেখল আপদ ভাসা॥

১। স্থায়ী।
২। গরিমা, গর্ব্ব।

দেবতা উপরে দিয়া ফুলদল
দেয়াশী জুড়ল কর।
দেহ মাতা দেবি দরিয়া হইয়া
ঘরে রহে দামোদর॥
দেবী সে না দিল মাথার সে ফুল
তাহাতে জ্বালল মনে।
দিব বহু দুখ দুখের সাগরে
ফেলাব নাগর কানে॥
দেখিয়া দয়াল গুণের সাগর
দর দর দুটি আঁখি।
দয়াতে মোহিত দেবের দেবতা
শ্রীমুখ বঙ্কিমে রাখি॥
দোষ গুণ যদি দেখিয়া রাধার
ছাড়িয়া যাইতে চাহ।
দেখিব তা লও দোসর নাহিক
চণ্ডীদাস গুণ গাহ॥

(কানাড়া)

ধরম করম সকলি মজিল
ধাধসে(১) পরাণ রাখি।
ধেয়ান তোমার ধনী সে আকার
শুধু দেহ আছে সাখী॥
ধন জন যত সে সব বেকত
ধরম ভরম তুমি।
ধরিয়া চরণ লইনু শরণ
তোমা না ছাড়িব আমি॥
ধরিব যেমন ধরে মীনগণ
ধাধসে সফরি যত।
ধনী বিনোদিনী ধাধসে তেমনি
ধৈরয ধরিব কত॥
ধক্ ধক্ ধকি পরমাদ দেখি
ধরিতে না পারি হিয়া।
চণ্ডীদাস কয়ে ধরিয়া হৃদয়ে
বচন চরণ সেরা॥

(শ্রীনট)

নবীন নাগরী নবীন লোয়েতে
দেখিতে নাহিক পায়।
নীরস বচন নাহিক কখন
মতিকে কেমন ভায়॥

১। সংস্কৃত 'সাধ্বস' হইতে—ভয়, সম্ভ্রম ও চিত্তচাঞ্চল্য অর্থে।

নব নব রামা না ফেল পাথারে
নাহিক আপন কেহ।
না জানি পিরীতি না জানি কি রীতি
কেবল সঁপিল দেহ॥
নয়নে নয়ন মিলিল যে দিন
সে দিন আছিলে ভাল।
নাগরী আগরি যমুনা নাগর
সেই সে কদম্বতল॥
নানা রঙ্গ তথা নানা রসকথা
আন আন ছলে কয়া।
নীর আনি ছলে নানা বেশ ধরি
কহিনু বদন চেয়া॥
নাগরীর প্রেম পাসর কেমনে
কেমন তোমার প্রীতি।
নাহি গণ এবে সে সব আরতি(১)
চণ্ডীদাস কহে রীতি॥

(বড়ারি)

পরবশে তুমি পরের কথায়ে
পহিলে এমন কর।
প্রেম বাঢ়াইয়া পরশ রতন
গলায়ে গাঁথিয়া পর॥
পরে দিয়া জ্বালা পরঘরঘালা(২)
পলাহ পরের বোলে।
পতি দুরমতি তাহার পিরীতি
তেজনু অবহি হেলে॥
পাথারে ফেলহ পরিহরি যাহ
পাসর পরম লেহা।
পতি জাতি কুল পহিলে সকল
পরিহার দিল গেহা॥
পথে কত শত পাওল বেদনা
পহিলে বিকের ছলে।
পরিয়া কদম্ব মালা মনোহর
পাইতে কদম্বতলে॥
পরিহাস-রসে প্রেম রহাইসে
পাইয়া পসরা যতি।
পথে লুটি নিতে দধি দুগ্ধ যত
সে সব তেজিলে কতি॥

১। সং 'আর্তি' হইতে—প্রীতি, প্রেম অর্থে।
২। সং 'ঘাত' হইতে—ঘাল, বধ, পরের ঘর ভাঙ্গা অর্থে।

পরশ রতন পাইয়া সঘনে
পরাণে মিশিয়াছিল।
প্রেমে দিয়া এবে ছাড়ি কার বোলে
চণ্ডীদাস দুখী ভেল॥

(কাফি)

ফিরিয়া না চাহ ফিরি কথা কহ
ফের দিয়া কোথা যাবে।
ফসল পাইয়া ফাঁফর করিয়া
ফিরিয়া চলহ ঘরে॥
ফিরাইতে যবে ফিরিয়া ফিরিয়া
শাঙলী-ধবলী গাই।
ফেনেতে চাহিলে ফাঁফর হইলে
ফিরিয়া কাঁদয়ে মাই॥
ফটল(যখন) ফণী বিষধর
ফুয়ল(২) শ্রীঅঙ্গখানি।
ফের ফিরি ফিরি . গোপিনী ফুসারি
ফুয়ল অনেক বাণী।
ফাটয়ে পরাণ ফাঁফর গোকুল
ফেলাহ দরিয়ামাঝে।
ফুরল সকল ফাঁফর গোকুল
চণ্ডীদাস সঙ্গে সাজে॥

(সুহই)

বল বল দেখি বিকল পরাণ
বুক বিদরিয়া মরি।
বেদনা জানব বরজরমণী
বিকল হইয়া বড়ি॥
বলরাম হৈতে বড় সে জানয়ে
বড় সে করিয়ে প্রেম।
বিদুর (৩) যেমন বহু রত্ন ধন
লাখে লাখে পায় হেম॥
বড় যেন দুখ বহু গেল দুখ
বড়ই আনন্দ তার।
বহুমুল্য ধন তুমি সে তেমন
ভুবন করিল সার॥

বটে কিবা নয় বুঝ রসময়
বলিল গোচর পায়।
বেণী কাল জাদ বসিয়া বিরলে
রূপ নিরখিয়ে তায়॥
বেশ পরিপাটী বেশের সন্ধান
বেলি অবসান কালে।
বলি রাধা রাধা বাজাও মুরলী
তখনি যাইথু জলে॥
বৃন্দাবন বন্ধান সঙ্কেত মুরলী
শ্রবণে শুনিয়ে যবে।
বেকত কামিনী কুলের রমণী
পরাণ না ধরে তবে॥
বিকল হইয়া সঙ্কেত পাইয়া
কনক-গাগরী কাঁখে।
বলে চণ্ডীদাস বেদনা পাইয়া
যেন ধন পেয়া রাখে॥

(বরাড়ি)

বল বল সখি বিরস হইলে
বাঁচিব কেমন করি।
বিনোদ বিনোদ বিনোদ আমোদ
এ কি এ তেজিতে পারি॥
বিনোদ বেশের বিনোদ মাধুরী
বিনোদ কেশের চূড়া।
বিনোদ কুসুমে হার বনাইয়া
বিনোদ দিয়াছে বেড়া॥
বিনোদ ময়ূর- পাখা তাহে দিয়া
বিনোদ বিনোদ উড়ে।
বিনোদ নাগরী বিনোদ মরম
পরাণ রহে সে ছাড়ে॥
বিনোদ বিপিনে রাস জাগরণ
বিনোদ গোপের রামা।
বিনোদ চাতুরী আর না করিব
বিনোদ বিনোদ প্রেমা॥
বিনোদ মুরলী বিনোদ বোলব
শুনিব শ্রবণ ভরি।
বিনোদ বেশের বেশ না করিব
বিনোদ যাইব চলি॥
বিনোদ সৌরভ হার মনোহর
সুগন্ধি চন্দন করে।
বিনোদ আকুতে বিনোদ নাগরী
লেপিত শ্রীঅঙ্গ'পরে॥

১। সং 'স্ফুট' হইতে—বিস্তারিত করা।
২। সং স্ফুট হইতে—বিদীর্ণ করা অর্থে—দংশন করিল। ৩। বিদুর—দু অর্থে দুঃখ, অতএব অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোক।

বিকায়ল পায়ে বিনি মূল পেয়ে
চণ্ডীদাস গুণ গায়।
বিনোদ নাগরী কি কহিব গতি
হেন মন মোর তায় ॥

(কাফি)

ভালের বড় তু ভামিনীর প্রিয়(১)
ভালে সে জানল তোরে।
ভরম সরম ভাসল সকল
ভাষালে দরিয়া'পরে ॥
ভাল মন্দ মোরা কিছুই না জানি
ভরসা কেবল পায়।
ভরসা অন্তরে ভারি ভারি তাহে
ভস্ম ত হইল গায় ॥
ভরসা করিল ভরম সরম
ভালে সে জানিল মোরা।
ভাল মন্দ কেবা জানে ভাল মতে
এমন তোমার ধারা ॥
ভৈ গেল (২) ভাবের ভরসা সকল
ভেল সে গরল পারা।
ভাঙ্গল সকল সুখের বৈভব
ভাবিতে গণিতে সারা ॥
ভিগল(৩) মরমে তোমার ভাবনা
ভালে সে পশিয়া গেল।
ভাবিতে গণিতে ভাসল সায়রে
ভণে চণ্ডীদাস ভাল ॥

(শ্রীসুহা)

মনের মরম মনেতে জানহ
মানস মরমে যতি।
মনসুখ যত মানসে জানিয়ে
মদন-তরঙ্গে মাতি ॥
মদন-মোহন রমণীর মন
মোহিলে মনের সুখে।
মধুপুর দূর মথুরা নাগরী
মনে সে পড়ল তাকে ॥

১। রমণীমোহন।
২। ভাঙ্গিল।
৩। বিদ্ধ হইল।

মনেতে লাগিল মনোহর রূপ
মগন হইয়া চিতে।
মনে নাহি ভয় গোকুল নগরী
কি রূপ আছয়ে ইথে ॥
মদমত্ত হাতী মারিয়ে কেশরী
শৃগাল মারিতে চায়।
মাণিকের কাছে তুলনা থাকয়ে
কাচের ফলের প্রায় ॥
মন যে মজিয়া পর যে যজিয়া
রঙ্গে তেন অতি ভোরা।
মোতিম(১) তেজিয়া কুলিশে পাওব
চণ্ডীদাস ভেল ভোরা ॥

(শ্রী)

যাহার কারণে জগজন ভরি
যত বড় ভেল লাজ।
যদুনাথ তুমি জানহ সকল
ভুবনমণ্ডল-মাঝ ॥
যদি নাকি চাবে সে হেন শ্রীমুখ
জর জর করে দেহা।
যাইয়া যমুনা জল ভরি ছলে
দেখিয়ে বাড়য়ে লেহা ॥
যদি যাহ নাথ যমুনা-উপরে
মগন ধেনুর পাল।
যবে নাহি দেখি দেখিলে জুড়াই
বিকের ছলায়ে ভাল ॥
যাহার বেদনা জানে কোন জনা
যাহার হৃদয়ে পশি।
জানে সেই জনা বিরহ-বেদনা
যেমন রসের রসি ॥
যাবে মধুপুর যবহুঁ শুনল
ভবে কি পরাণ জীব।
যমুনার জলে যেয়ে কুতুহলে
তখনি পরাণ দিব ॥
যদি না হইবে স্ত্রীবধপাতকী
তবহুঁ তেজয় গেহা।
যতনে যাইয়া যমুনা মরিতে
তেজব আপন দেহা ॥

১। মৌক্তিক—মুক্তা

জরজর ভেল জারিল অন্তর
চণ্ডীদাস গুণ ঝুরে।
এত দিন ছিল যতেক আনন্দ
ঘুচল গোকুলপুরে ॥

(কাফি)

রসে রসাইয়া রমণী তেজিয়া
রভস(১) রসের কেলি।
রসিক হইয়া রস তেয়াগিয়া
এবে সে জানিল ভালি ॥
রাতুল চরণ রঙ্গিয়া(২) নাগরী
রসয়া রসান ছিল।
রসের ঘরেতে রস ভাঙ্গাইয়া
বিধি নিকরুণ(৩) ভেল ॥
রাত্রিদিন ঝুরি বিরহে সুন্দরী
রহই তুহারি ধ্যান।
রব শুনি যব মুরতি কৈশর
রাঙ্গিয়া মুরলী গান ॥
রাধা রাধা রবে অঙ্গ পুলকিত
মুঞ্জরে তরুর ডাল।
রহে সে যমুনা রহে নিরমল
উজান হইয়া ভাল ॥
রাস অনুরাগে যে জনা রহল
তার কি পরাণ রয়।
* * * *
রাগরসে মাতি রাগ যবে উঠে
রাগ সে বিষম বড়ি।
রাগে উনমত(৪) রাগ সে বেকত
রাগে সে পরাণ ছাড়ি ॥
রাগে সে মগন রহই ধেয়ান
রাগে সে মরণ গাঢ়া(৫)।
রাগিণী অন্তরে রাগ বহু পেলে
পরাণ তেজব সারা ॥
রাতুল চরণ লয়েছি শরণ
রহিব ও পদসেবা।
রহিল বিরহে বেকত পড়িয়া
চণ্ডীদাস পুছে কেবা ॥

১। রভস—অত্যন্ত আনন্দজনক।
২। রঞ্জিত করিয়া।
৩। নিষ্করুণ—নির্দয়।
৪। উন্মত্ত। ৫। গাঢ়—নিশ্চিত

(শ্রী)

নহ নিদারুণ নবীন নাগর
ললিত ত্রিভঙ্গধারী।
নব নব বেশ নট মনোহর
লহু লহু মৃদু বোলি ॥
লালসে লালসে নবীন নাগরী
নোটন খোটন বেশে।
নব অনুরাগ নব নব রসে
নব রসা জিয়ে কিসে ॥
নলিনী নওয়া শেষ বিছাইয়ে
লওল সুগন্ধি তাথে।
চওল বিচিত্র চামর ঢালর
নাইব সুখের যুথে ॥
লাগাইব অঙ্গে এ ছয় রসাল
মিশান কুমকুম্ তায়।
নবীন কিশোরী রসাল সে গোপী
লেপব শ্যামের গায় ॥
লাবণ্য-লহরী লেহ না করব
লে চলু অক্রুর রায়।
লাজ পরিহরি নব নব গোপী
চণ্ডীদাস গুণ গায় ॥

(শ্রীপটমঞ্জরী)

শ্যাম শ্যাম বলি সদা শ্যাম হেরি
সকল সঁপিল শ্যামে।
শ্যাম পরিবাদ সকল গোকুল
এ তনু সঁপিনু শ্যামে ॥
শ্যামের কারণে সব তেয়াগিনু
সবাই করিল সারা।
শ্যাম-কলঙ্কিনী শবদ উঠিল
তাহার এমন ধারা ॥
সহিতে সহিতে সে সব কারণ
শুনিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমন
এদিক্ ওদিক্ কাটে ॥
শরণ যে লয় শীতল চরণে
সে জন এমন দশা।
সাধ ছিল মনে সদা নিরখিব
ঘুচিল সে সব আশা ॥

সে সব আরতি সুখের আরতি
সে জন ভাঙ্গিয়া দিল।
চণ্ডীদাস বলে সে জন অক্রুর
শমন সমান ভেল॥

———

(সুহই)

শ্যাম সুনাগর রায়।
শরণ লয়েছি সকল তেজিয়া
সহজে ঠেল না পায়॥
শুনিল যখন শ্রবণ ভরিয়া
সকল কুলের নারী।
সরল হৃদয়ে সম্মুখ হইয়া
শুন হে মুরলীধারী॥
শূন্য করি যাবে সব গোপীগণে
সবাই মরিব শোকে।
সব গোপীগণ সঘনে স্বরূপে
শেল দিয়া গেল বুকে॥
শাশুড়ী ননদী সদাই সবাই
শাসিল সবার আগে।
সে দিন পাসর দেখি মনে কর
স্বরূপে লইব নগে॥
সব পাসরিয়া সমুদ্রে ডারিয়া
শেষেতে করিলে হেন।
সহজে অবলা হইয়া অখলা
তাহে নিদারুণ কেন॥
সুখের ঘরেতে দুখ সার হৈল
শোচনা রহিল বড়ি।
চণ্ডীদাস বলে আশ পাশ(১) গেল
এবে হ'ল বড় ভেড়ি॥

———

(কানাড়া)

শুন হে নাগর শরণ যে লয়
তারে সে এমন কর।
সরল হৃদয় সরল স্বভাবে
সবারে করিয়া জর॥
শ্যাম শ্যাম বলি শ্যামরী(২) সকল
শ্যামল হইয়া গেল।
সঘনে সঘনে সে গুণ ভাবিতে
কুলে তিলাঞ্জলি দিল॥

১। আশ পাশ—আশার বন্ধন।
২। শ্যামরী—শ্যাম-পিয়ারী।

সুজন-পিরীতি সুখের আরতি
সে ভেল গরলময়।
সুখ দূরে গেল দুখ অবশেষ
মরণ হইল ভয়॥
সময় হইল দশমী দশার
এই সে সকল মোয়।
শরণ যে লয় সে জন তেজহ
জনম অবধি রোঁয়(১)॥
সহজে অবলা শাশুড়ী তাপিনী
সকল জানহ তুমি।
সহিতে সহিতে সে যে করে চিতে
বিষ খেয়ে মরি আমি॥
সাহসে ধাধসে সব গোপীগণ
কাঠের পুতলি প্রায়।
শ্যামপদে পড়ি করে নিবেদন
চণ্ডীদাস গুণ গায়॥

(সুহই)

হা হরি হা হরি হরি হরি হরি
হব সে হুতাশে সারা।
হরি কি হিয়ায়ে হরি বাণ সব
হরি বা কেমন পারা॥
হের দেখি হরি হরষ পরশ
তেজহ কিসের লাগি।
হিয়াতে হুতাশ হয় নহে হরি
বিদারি দেখহ আগি॥
হাসি-পরিহাস রভস হারাস
হরি নিদারুণ হও।
হরষে গোপিনী যমুনাতে গিয়ে
মরিলে তবে সে যেও॥
হরিণী যেমন হানে ব্যাধগণ
হিয়াতে বিন্ধয়ে শর।
হোরে গিয়ে যেন পড়য়ে হুতাশে
বাণেতে হইয়া জর॥
হরিণী হুতাশে হরির বিরহ
তেমতি সমান বাণ।
হিয়াতে বাজল হরিণী সমান
চণ্ডীদাস গুণ গান॥

১। রোঁয়—রোদন করে।

(নটনারায়ণ)

ক্ষণে কত শত ক্ষমা নাহি চিত
ক্ষত উঠে কত বেরি।
ক্ষেয়াতি রহিল ক্ষিতি মহীতল
ক্ষমা কর যদু হরি ॥
ক্ষণেক ক্ষমহ দোষ অপরাধ
ক্ষমা সে করিতে চায়।
ক্ষেপল(১) সকল গোপিনী যতেক
ক্ষমা চিত্তে নাহি লয় ॥
ক্ষণেক ক্ষণেক বিরহ-আগুন
ক্ষণে ক্ষীণ করি দিল।
ক্ষুধায় আকুল পিরীতি বিহনে
ক্ষণেক ভাঙ্গিয়া নৈল ॥
ক্ষিতিতলে লুটি রাধা সুধামুখী
ক্ষণেক বদন চাহি
ক্ষণেক বোধয়(১) ক্ষীণ তনু হয়ে
চণ্ডীদাস গুণ গাহি ॥

চতুর্দ্দশ পদাবলী*

(১)

সরূপ রূপেতে একত্র করিঞা
মিসাল(২) করিঞা থুবে।
সেই সে রতিতে একান্ত করিলে
তবে সে ছীমতী(৩) পাবে ॥
রসের স্বরূপ প্রেমের নিঅড়( )
তাহাতে রাখিবে রূপ।
তাহার উপরে ছীমতী রাখিআ
প্রেপ সরোবর ভুপ।
তাহাতে আসক নাঅক(৫) রসিক
সিঙ্গার(৬) আবেসে রবে।
রূপে রূপ তিনে একু(৭) করিয়া
আমোদিলে রস পাবে ॥
স্থানে স্থানে রস বিলাস এ রস
আসে কিনে সদা রবে।
নহে কামানুগা বটে রাগানুগা
আসক করিলে পাবে ॥
রূপের স্বরূপ রূপা অনুগত
রূপ রতি অঙ্গে থুবে।
তবে সে জানিঅ চইতরূপার
সিদ্ধ দেহে প্রাপ্তি পাবে ॥
পরকিআ যত আসক সহিত
সরূপে এ রতি থুবে।
কহে চণ্ডীদাসে রসের উল্লাসে
রজকিনী সঙ্গে রবে ॥

(২)

প্রেম-সরোবরে জন্মিয়া সে করে
আসক সরূপ অঙ্গ।
তাহাতে বাঢ়িল আসক বিলাস
করে রাধিকাএ সঙ্গ ॥
সেই রসামৃতে গিলিল যাহাতে
আসক সহিত টানে ।
আসক সরূপে আসক মরএ
রতি সুদ্ধ হৈলে জানে ॥

১। ত্যাগ করিল—ভুলিল।

* এই পদগুলি সংশোধন করিবার কোন চেষ্টা করা হইল না, সুতরাং যেমন পাওয়া গিয়াছে, তাহাই রহিল, যে পুঁথিতে এই চতুর্দ্দশ পদাবলী পাওয়া গিয়াছে, তাহার শেষে লেখা আছে—

"ইতি শ্রীচণ্ডীদাসস্য চতুর্দ্দশ-পদাবলী সমাপ্তং। লেখক শ্রীগণেশরাম শর্ম্মণঃ, সাং কুতুলপুর। পঠনার্থে শ্রীদেবকীনন্দন ঠাকুর মহাশঅ। ইতি সন ১০০৯। তারিখ ২ বৈশাখ। বেলা ৪ দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল।"

২। মিলিত। ৩। শ্রীরাধিকা। ৪। নিকট ৫। নায়ক। ৬। শৃঙ্গার। ৭। এক।

১। ক্ষণিক জ্ঞান হয়।

সরূপের রতি রূপের বসতি
অকৈতব সে কথাএ।
এ কথা বুঝিলে পরাণ সংশয়
সরূপ পাঞাছে সাএ(১) ॥
নিতি অনুরাগ প্রেম বিওোগ
পরাণ সংশয় তাএ(২)।
সরূপে মিসাতে যে জন রসিক
আছয়ে এমন তাএ ॥
রসিকে জনম রসিকে পত্তন
রসিকে জনম হঅ(৩)।
তবে সে জানিঅ সরূপের রতি
উদঅ করণ সঅ ॥
সরূপ বলিঞা রসের আধার
একজন হঅ সেঅ(৪)।
বুঝিতে না পারি রূপের মাধুরী
অঙ্গেতে পাঞাছে লেঅ(৫)।
কহে চণ্ডীদাসে সরূপ বিশ্বাসে
আর কি বলিব কারে।
মনের মানসে রজকিনী তারে
নিজ গুরু করি ধরে ॥

(৩)

সকল ত্যাগ করি আসকে রবে।
তবে সে জানিঅ নিউড় পাবে ॥
পিতৃ-গোত্র আদি কিছু না রঅ।
রসের দেহেতে রস আশ্রঅ ॥
রসের বিলাস নাইকে হবে।
কুলটা বিচার গোউনে রবে ॥
গোউনে রাখি তাহা আস করিত।
ফুল সে ফুটি গেল ফল সহিত ॥
ফল সে পাকিলে কিছু না রবে।
সভারে দেখাঞা কুলটা হবে ॥
কার সনে সেঅ মিশিবে নাহি।
এই সে কলঙ্ক আসক দাঈ ॥
এই সে আসক করিয়ে থুবে।
আসকে করিলে আসক পাবে ॥
সুরসিক হঞা করিবে কাজ।
যেন না পড়ে রসেতে বাজ ॥
এ সব বুঝিঅ আসকে রবে।
তবে সে জানিয় রসিক পাবে ॥

১। সম্মতিতে, ইঙ্গিতে।
২। তাহাতে। ৩। হয়
৪। সেই। ৫। লেহ।

এ রস ভাঙ্গিলে আর না হবে।
বিরসিক জনে প্রেম না থুবে ॥
কহে চণ্ডীদাসে নিউড় করে।
রজকিনী সঙ্গে হইব পরে ॥

(৪)

প্রেমের সরূপ প্রেমেতে জনম
রসের মানুস সে যে।
চৌষট্টি রসের একটি মানুস
হিআঅ(১) মাঝারে থে ॥
রাগের মানুস নিত্তের মানুস
একত্র করিঞা নিবে।
পরসি পরসে একত্র করিঞা
রূপে মিসাইয়া থুবে ॥
এই সে মানুসে আসক করিঞা
সে রতি বুঝিঞা নিবে।
রূপে রতি তাহে একান্ত করিয়া
হিঅতে(২) মানুস হবে ॥
আমার প্রকৃতি করিঞা রতিতে
মিসাল করিঞা নিবে।
নহে কামানুগা বুঝিবে ইহাতে
রাগের মানুসে পাবে।
সরূপে সরূপ আসকে আসক
মরিঞা জনম হবে।
তবে সিদ্ধ দেহে সখার সঙ্গিনী
আসক সরূপে পাবে ॥
কহে চণ্ডীদাসে শুন রজকিনী
বলিএ তোমারে তুমি সিখা(৩)যদি দিবে।
তবে সে পাইব ছীরূপ(৪)মাধুরী
মিসাল করিঞা নিবে ॥

(৫)

রূপ রতি তাএ যদি কেঅ পাএ
অন্তরঙ্গী বলি যারে।
রূপেতে সরূপে এই একু করি
মিসাল করিঞা থুবে ॥
চইত রূপার সব রতি যার
ছীরূপ মঞ্জরী হএ।
নারীর মিসালে নারী হঞা যদি
মানুস সোধনে রএ।

১। হৃদয়।
২। হৃদয়ে।
৩। শিক্ষা।
৪। শ্রীরূপ।

সোধন করিয়া হিঅতে বাটিঞা
রসিক মানুসে নিবে ॥
নহে কামানুগা আসাদন করি
আপনি করিবে আলা ॥
সকল চন্দ বরণ মানুস
এ কথা বুঝিবে কেঅ।
যে জনা পাঞাছে এই সে মানুস
মরিঞা রঞেছে সেঅ ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন রজকিনি
আপনা করিঞা নিবে।
তুমার পরাণে আমার পরাণে
একত্র বাধিয়া থুবে ॥

(৬)

অধরে অধর মিসাল করিঞা
আসাদন করি নিবে।
মানুস জন্মিলে আপনা হিঅতে
সখীর সঙ্গিনী হবে ॥
একটি করিয়া প্রেমেতে জন্মাঞা
আবেস করিয়া থুবে।
যতন করিঞা মানুস জন্মাঞা
গমন হইলে পাবে ॥
প্রেমের ডুবারু যে জন হইবে
রসের ডুবারু আর।
রসিক বিহনে না জন্মএ রতি
সখীর সঙ্গিনী যার ॥
চইত রূপাতে কেবল জানিঅ
রাগ সরোবর আর।
ইহার মাঝারে মন ভৃঙ্গ হঞা
যাএ যদি হএ পার ॥
তবে সে হইব চইত রূপার
রাগ রতি দশা আর।
মুখ্য পরকিয়া চইত রূপাতে
প্রেমে অনুগত যার ॥
ইহাতে বুঝিঞা মনেতে জন্মায়া
যখনি দেখিতে পাবে।
মন বাহ্য দুই অন্তর্দ্দশা সেই
প্রকৃতি হইঞা রবে ॥
আপনার দেঅ করি প্রেম দেঅ
আসক করিঞা থুবে।
যে কালে যেমন রূপ রতি কালা
সেমতে বুঝিলে পাবে।

কহে চণ্ডীদাস প্রেমের উলাসে
রজকিনী রাধা হএ।
ইহাতে বুঝিলে সকলি আছয়ে
বুঝি যদি সেঅ রএ ॥

(৭)

তুমার চরণে আমার পরাণে
একত্র করিয়া থুব।
হিয়ার মাঝারে রতন কমল
তুমারে করিঞা নিব ॥
আচ্ছঅ(১) হইঞা শিক্ষা সে করিব
দুই মন একু করি।
তুমি যদি কৃপা করহ আমারে
রূপেতে মিসিতে পারি ॥
তুমা বিনে আর কে আছে আমার
নিউড় বসতে রব।
অকিঞ্চন করি তুমি সে কিশোরী
যতন করিঞা থুব ॥
যে কালে যে ভাব করিঞা এ সব
চইত রূপাতে রব।
রাধার মাধুর্জ্জ(২) রূপের সহিত
একান্ত করিয়া থুব ॥
কহে চণ্ডীদাসে শুন রজকিনি
তুমার চরণ সার।
তুমার চরণ আচ্ছঅ হইঞা
ভবে সে হইব পার ॥

(৮)

তুমার চরণে আমার পরাণে
একত্র করিঞা থুব।
রাগ রতি দিঞা বসন লইয়া
সেবা সে করিঞা রব ॥
কুল ক্রীড়া যত তুমার সহিত
আর কিছু নাই মনে।
অকিঞ্চন করি রাখঅ কিশোরী
সাধ আছে মোর মনে ॥
কুল অভিমান নাহি মোর জ্ঞান
না দেখি যখন চোরে।
তুমার আসকে যতন করিঞা
বিরতি করাএ মোরে ॥

১। আশ্রয়।
২। মাধুর্য্য।

তুমার পারা করিঞা আমারে
সঙ্গিনী করিয়া নিবে।
তিলেক বিচ্ছেদ শতবার মরি
চরণ একান্ত দিবে॥
চণ্ডীদাস কএ মনে হেন লএ
বলিব কি আর তোরে।
আসক দিঞা সে শুন রজকিনি
রহিনু চরণতলে॥

(৯)

সনাএ(১) সোহাগা একত্র করিঞা
পুড়িলে উজ্জল হএ।
রঙ্গের মিসালে পরেস না মিসে
এ কথা বুঝিয়া লএ॥
যতন করিঞা প্রেম বাড়াইয়া
রতি সুদ্ধ দিনে তাঅ।
আপনা করিঞা রাখিবে আমারে
আপনা করিঞা রাঅ॥
রাগের অনুগা করিঞা আমারে
সখীর আচ্ছঅ দিবে।
আসক সরূপে চরণ-কমল
নিছনী আমারে দিবে॥
তুমার সহিতে আসক আসঅ
নিসচয়(২) আছয়ে মোর।
অবতীর্ন স্থিতি যত উতপতি
তুমার লাগিঞা আর॥
কহে চণ্ডীদাসে পাবে অবসেষে
রজকিনী কেবল সার।
ইহার গুণ সে রজকিনী জানে
সেই করিবেক পার॥

(১০)

এক অঙ্গী রতি উপজে কাহাতে
তাহার মানুষ কেঅ।
তাহারে বাছিঞা নিউড় করিয়া
সভার সরূপ সেঅ॥
সেই সে মানুসে অঙ্গের সহিতে
রাগের জনম হএ।
নাই গুরু তার নাইখ উদেস
বীজাশ্রঅ নাই রএ॥

১। সোনায়।
২। নিশ্চয়।

আপহিঁ(১) ধার আপহিঁ রাগ
আপহিঁ রাগ উদঅ।
জনম নাইখ(২) আছয়ে রতিতে
অঙ্গের সৌরবে রএ॥
আপন করণ আপনি করএ
কারে না সে জনা কঅ।
আপনা হইতে যে কিছু করণ
সাক্ষাতে রাগ উদঅ॥
কহে চণ্ডীদাসে রজকিনী বেশে
আমারে করিঞা নিবে।
রাগের জনম অঙ্গ হইতে উঠে
আসক সরূপে পাবে॥

(১১)

তাহে এক আছে মন সরোবর
কিসে উপজল আর।
গাছ সে নাইখ ফল সে ধরএ
বুঝিতে বিষম ভার॥
মন রতি দিঞা বিসেতে রহিঞা
অমৃত রতিতে পাবে।
যতন করিয়া পরেস ধরিঞা
মথিয়া সে ধন নিবে॥
সেই সে মথিলে নানা রাগ তাএ
বাছিঞা লইবে তার।
রূপ সরোবরে যদি মন চরে
তবে সে হইবে পার॥
কেবল জানিঅ রতি সে আনিঅ
সে ধারা চরণ হৈতে।
ঢাকা দিঞা তাএ ভুলিবেই দাএ
রাখিবে রূপের হাথে॥
এক দিগে তাএ সাধক ইথাএ
আসকে কথাঅ তাএ।
রতি সে রূপেতে আবার করিঞা
আসক রতিতে পাএ॥
চণ্ডীদাসে কএ এ রতি আশ্রঅ
সোল আনা যদি হবে।
রজকিনী পাসে উধার করিঞা
রূপে মিশাইয়া থুবে॥

১। নিজে নিজে—আপনা হইতে।
২। নাইক অর্থে—নাই।
৩। এই দায়ে।

(১২)

দুতীঅ(১) প্রহর নিসি দুঁহে এক স্থানে বসি
কহে কিছু রস অভিনঅ।
পুরুষ রতন যেই রসিক-শেখর সেই
আর জন্ম কেমনে সে কঅ ॥
স্থাবর সে জন্ম ধন্য মলঅ পবন গণ্য
তার গন্ধ অঙ্গ সে ভরঅ।
প্রসবএ কুল কুল ধন্য তার কলেবর
কাম পর্স নাই তার হঅ ॥
এমতি সে দেঅ স্থিতি ইহা নাহি মিলে কতি
সুদ্ধ জনম অতিসঅ ॥
কটাক্ষ নয়ন সরে সে অঙ্গ সে রসে ভরে
গন্ধে পুরএ সেই দেহ।
মহাভাব-রস-সার সুলভ জনম তার
সেই গর্ভে হয় কার লেহ ॥
অখিল রসের সার কেহ নাহি পাএ পার
হেন রসে যার দেহ হএ।
কামগন্ধ সকপট গন্ধ নাই যায় বধ
শুদ্ধ মাংস তারে কএ ॥
* * * *
মহাভাব কেমনে সে হএ।
সুগন্ধ সুমনোহর নয়ান কটাক্ষ বর
এইরূপে যার জন্ম কএ ॥
নাইকার জন্মমাত্র অষ্টভাব ভুষা যত্র
কুন্দনে কলিত যার দেহ।
সদা অনুরাগ মন গন্ধোন্মাদ ঘুরানন
নাইকার সিরোমণি সেহ ॥
অকথন কথা শুনি রাখি ভনএ বাণী
শুনি শুনি চণ্ডীদাস ভোর।
তাকর বচনে অবস কলেবর
মুরুছি পড়ল তাহ ঠোর ॥

(১৩)

সোরবে পাঅল পরম সুখ।
পরসে মিটল নঅন দুখ ॥
অমৃত তাপিত বচন ভাস।
শ্রবণ হরস বাড়ল পিআস ॥
এ তিন সে অঙ্গে পরস ভেল।
তিনে এক হঞা করল মেল ॥
উভঅ ঘটন দুহুঁর অঙ্গ।
অখিল রসেতে রূপতরঙ্গ ॥
আট ভাব হএ এমতি তার।
মহাভাব রূপে অঙ্গ সে জার ॥
পিরীতি পাইলে পরসি রএ।
পিরীতি বিহনে সুন্য সে কএ ॥
রসের পরান এই হত তার।
সঅন সপনে কারণ সার ॥
এ সব বচন প্রবেশ কানে।
রামু চণ্ডীদাস এই সে ভণে ॥

(১৪)

পহিল মিলনে দরস নঅনে
তাতে উপজল পিঅ।
রসের সাঅরে রতির উদঅ
হিআঅ রসের রিঅ ॥
চরণ-কমল সরস হইতে
লখিতে নারিলাঙ কি।
নীল উতপল অতি সে বিমল
তাহাতে দেখলুঁ তি ॥
তিনটি আখর সমান করিতে
রসের সাঅরে পসি।
উলটি নঅনে বআন হেরিতে
নয়নে পসিল সসী ॥
অপর সরসে সরস পরসে
মনেতে হইল ভোর।
তিসিত চাতক চাতকী পাইলে
নব জলধরে জোর ॥
অনুদিনে রতি আরতি পিরীতি
নিতুই নূতন সরে।
রসিআ নাগরী রসের সাগরী
তাহাতে পিরীতি সরে ॥
তিজগত ভরি আনন্দ-লহরী
এই সে মানুষ সার।
অদভূত রীত ইহার চরিত
দাস চণ্ডীদাস যার ॥

(১)

পিরীতি বলিয়া তিনটি আখর
শ্রবণে শুনিলাঙ কথা।
পিরীতি কমল হিয়াএ ফুটিল
পরাণ পুত্তলি যথা ॥

১। দ্বিতীয়

পিরীতি করিল জগতে ভাসিল
ধোবিনী দ্বিজের সনে।
জগতে জানিল কলঙ্ক ভাসিল
কানাকানি লোকজনে ॥
গুপত পিরীতি ব্যকত আরতি
বসতি গ্রামের মাঝ।
দ্বিজের পাড়াতে বসতি তাহাতে
কথায় হইল লাজ ॥
পিরীতি চরচা লোকজনে করে
কুটুম্ব দুই এক বলে।
সে কথা শুনিয়া দ্বিজগণ বলে
কলঙ্ক ভাসিল কুলে ॥
সকল মেলিয়া একত্র হইয়া
সন্ধ্যাকালে সভে আসি।
নকুল(১) সাক্ষাতে সভাই বলিছে
চণ্ডীদাস কাছে বসি ॥

(২)

বলে দ্বিজগণ করি নিবেদন
শুন শুন চণ্ডীদাস।
তোমার লাগিয়া আমরা সকল
ক্রিয়াকাণ্ডে সর্ব্বনাশ ॥
তোমার পিরীতে আমরা পাতিত
নকুল ডাকিয়া বলে।
ঘরে ঘরে সব কুটুম্ব ভোজন
করিঞা উঠাব কুলে ॥
পিরীতের পাড়া বেদবিধি ছাড়া
বিধির ভিতরে নাঞি।
পিরীতি যাহার বিধি অগোচর
ব্রজপুরে তার ঠাঞি ॥
শুনি চণ্ডীদাস ছাড়িয়া নিশ্বাস
ভিজিয়া নয়ান-জলে।
ধোবিনী সহিতে আমি যেন তাথে
উদ্ধার হইব কুলে ॥
পিরীতি আলম্ব পিরীতি কুটুম্ব
পিরীতি সমুদ্র বিধি।
পিরীতি উন্মাদ পিরীতি আস্বাদ
পিরীতে পাইব নিধি ॥
পিরাতি আচার পিরীতি ব্যভার
পিরীতে তোমরা ভাই।
পিরীতের তরে দুয়ারে দুয়ারে
আদর করিতে চাই ॥

১। চণ্ডীদাসের ভ্রাতা।

(৩)

শুন হে নকুল ভাই।
কুটুম্ব ভোজন সব তুমি জান
সে সব তোমার ঠাঞি ॥
আমার এ চিত্তে খাইতে শুইতে
কেবল পিরীতি সার।
যা করে পিরীতি তাহা মোর মতি
আপনে কি বল আর ॥
তুমি এক জন বিজ্ঞ মহাজন
সকলে পূজিত বট।
ধোবিনী আশ্রয় চণ্ডীদাস কহে
কে বলে পিরীতি ছোট ॥

(৪)

শুনিয়া নকুল কহিতে লাগিল
শুন চণ্ডীদাস ভাই।
কুটুম্বের দল অতি মহাবল
সকল সভাতে চাই ॥
তোমার বাড়িকে(১) যদি কেহো গেল
সে যদি না খাল্য(২) ঘরে।
তবে সে বিষম হইল কেমন
কুটুম্বে গঞ্জিয়া মারে ॥
যে জন অঞ্চিত সে যদি বেষ্টিত
কুটুম্ব লোকেতে ভজে।
তাহার ব্যভার সকলের ঘরে
সে জন লোকেতে পূজে ॥
তুমি এক জন সবলে উত্তম
দ্বিজ-কুলে উপাদান।
কুটুম্ব সকলে বিজ্ঞমতে বলে
বিদ্যাতে বিদ্যাভিরাম ॥
আমি সে তোমার তুমি সে আমার
ক্রিয়া বেদমার্গে হই।
এ ঘোর সংসারে বলিবে আমারে
আপনা করিয়া লই ॥
শ্রীগুরুচরণ যার দৃঢ় মন
পিরীতি হইল তায়।
নকুল সঙ্গেতে চণ্ডীদাস সাথে
দুজনে বিচার যায় ॥

১। বাড়ীতে
২। খাইল।

(৫)

শুনি চণ্ডীদাস ছাড়িয়া নিশ্বাস
ধীরি ধীরি কিছু বলে।
পিরীতি সংসার পিরীতি ব্যভার
পিরীতে কুটুম্ব মিলে॥
তুমি বড় লোক জানে তোমা লোক
আমাতে পিরীতি কুল।
তোমার অজ্ঞাতে পাঞাছি পিরীতে
পিরীতি সকল মূল॥
পিরীতি জ্ঞাতি পিরীতি জাতি
পিরীতি কুটুম্ব হয়।
পিরীতি স্বভাব পিরীতি বিভব
পিরীতি এমন বয়॥
তোমার বচন অমৃত সিঞ্চন
কাটিতে না পারি আমি।
তুমি সে আমার সকলের সার
যা কর তা কর তুমি॥
শুনিয়া নকুল হইল আকুল
ভিজিয়া নয়নজলে।
তোমার চরিত জগতে পবিত্র
উদ্ধারিবে যেন কুলে॥
তোমার কারণে সকল চরণে
বসন বান্ধিব গলে।
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি ঘরে ঘরে
কে বা তাহে কিছু বলে॥
যে জন বলিব সকল শুনিব
আমন্ত্রণ আগে করি।
ধোবিনী আবেগে কহে চণ্ডীদাসে
তোমার গুণেতে মরি॥

(৬)

ঠাকুর নকুল মনেতে বাড়িল
আমন্ত্রণ ঘরে ঘরে।
আপনে আসিয়া বসন বান্ধিয়া
কুটুম্ব-গৃহেতে ফিরে॥
সকলে বসিল আমন্ত্রণ দিল
বচন উঠাল্য(১) তায়।
দশ জনে বলে ঠাকুর নকুলে
কি কাজ করিবে রায়॥
সব দ্বিজগণে একত্র আসনে
কি কাজ করিবে ঘরে।
কি কাজ না গিয়া বসন বান্ধিয়া
এতটা কাতর কারে॥
তুমি এক জন সভার পূজন
দশ জনে তোমা মানে।
সকলে পূজিত কুটুম্বে বেষ্টিত
এমন কাতর কেনে॥
শুনিয়া নকুল সকলে বলিল
তোমরা আমার গোড়া।
ধোবিনী সহিতে চণ্ডীদাস তাপে
জাতি পাতে হল্য ছাড়া॥

(৭)

শুনিয়া বচন বলে দশ জন
শুনহ নকুল রায়।
উত্তম করম করে যেই জন
সে জন দুখ কি পায়॥
নীচের মনেতে আসক তাহাতে
যাহার ডুবিল মন।
ইহকালে তার পরকালে পার
করে কোন মহাজন॥
তুমি এক জন বট মহাজন
সকল করিতে পার।
তোমার বচনে ডুবে কোন্ জনে
এতটা করিবে কার॥
আপনার যে করিবেক সে
মজাবে আপনা জাতি।
আমি নিজে বলি কুলে জলাঞ্জলি
যাহার এমন মতি॥
আমরা নারিব এমন করিতে
ব্যভারে দিতে সে পান॥
কহিব উচিত বড় বিপরীত
ব্যভারে সে অপমান॥
পুত্র পরিবার আছয় সংসার
তাহারা সম্মত নহে।
ধোবিনী আবেসে কহে চণ্ডীদাসে
বড় বিপরীত কহে॥

(৮)

অতি সে কাতরে নিবেদন করে
নকুল দ্বিজের মণি।
তোমরা সকলে উদ্ধারিবে কুলে
আজ্ঞা দেহ সভে জানি॥

১। উঠাইল।

আমি সে অধম   অতি নরাধম
তোমরা সকল সার।
তোমরা নহিলে   কি গতি হইব
কোন্ জনে করে পার॥
দশ জনা যারে   আপনার করে
সে জন জগতে ধন্য।
সুমেরু হেলাতে   পারএ বাহুতে
কি করিতে পারে অন্য॥
আজ্ঞা দেহ মোরে   যাই দ্বিজ ঘরে
দৃঢ় করি দেহ পান।
পান শিরে ধরি   যাই ধীরি ধীরি
সামগ্রী করিতে জন॥
নকুল তুষ্টিতে   দশ জনা তাথে
কায়মনে দিল পান।
তোমাতে হইতে   পার হল্য জাতে
তোমার হইল নাম॥
তুমি সে ধন্য   তোমা বিনে অন্য
হেন কাজ কেবা করে।
ধোবিনী সহিতে   উদ্ধারিল জাতে
দশ জনে সব পারে॥
আমি সে নফর   হইব দশের
সকল জনের জন।
দশ জন বলে   তবে যাব হেলে
চরণে রহুক মন॥
এই কথা বলি   দিঞা করতালি
প্রণাম করিল তায়।
ধোবিনী আবেসে   কহে চণ্ডীদাসে
পিরীতে সমান যায়॥

(৯)

দ্বিজের ভবনে   করিল গমনে
নকুল আইল তথা।
চণ্ডীদাস ঘরে   কিবা কাজ করে
যেখানে যে থাকে যেথা॥
সকল ব্রাহ্মণ   করিবে ভোজন
সকলে দিলেন পান।
সকলের মূল   সামগ্রী করিলে
আমি হই পরিত্রাণ॥
তুমি যে কি বল   ভাঙ্গিয়া সকল
অন্তর বাহির মনে।
আওজন করি   সামগ্রী আবরি
তবে সে কুটুম্ব জানে॥
ধন্য পিরীতি   আওজন তথি
সামগ্রী পিরীতি সার।
যে ধন মাগিবে   সে ধন পাইবে
পিরীতি হঞাছে যার॥
নকুল বলিল   কেমন পিরীতি
কিবা সে ধনের ধন।
ধোবিনী আবেসে   কহে চণ্ডীদাসে
নকুল পাইল মন॥

(১০)

নকুল সঙ্গেতে   বকুলতলাতে
গমন করিল তায়।
বিরলে দু'জনে   বসি একাসনে
কি ধন মাগিছ রায়॥
নকুল বলিছে   কিবা ধন আছে
সে বিনে পিরীতি ধনে।
যে ধন মাগিবে   সে ধন পাইবে
যদি দড়াইবে(১) মনে॥
নকুল বামন   শুনিয়া তখন
কহিছে দ্বিজের রায়।
ভজন যজন   পিরীতি সাধন
পিরীতি সেবিলে পায়॥
ভজিব পিরীতি   স্বভাব আরতি
পিরীতি পরাণ সার।
পিরীতি করম   পিরীতি ধরম
এ ভবে পিরীতি পার॥
পিরীতি সাধনে   আপনার মনে
যদি দড়াইতে পারি।
ই দেহেতে এই   সে দেহেতে সেই
পিরীতি কিশোরী গুরি॥
সাধক দেহেতে   সাধিতে সাধিতে
সাধন পিরীতি নাম।
বলিতে বলিতে   হেদে আচম্বিতে
নকুল হইল আন॥
নকুল শরীর   হইল অস্থির
হৃদয় দেখিলুঁ দুই।
নকুল মনেতে   দৃঢ় হইল চিতে
মন-কথা মনে থুই॥
আপন মনেতে   উদয় তাহাতে
কেবল সাধন যার।
ধোপিনী আবেসে   কহে চণ্ডীদাসে
নারীর জনম সার॥

১। দৃঢ় করিবে।

(১১)

নকুল তখন করে আওজন
কুটুম্ব ভোজন লাগি।
নিজ একমনে করে আওজনে
কত দিবা নিশি জাগি ॥
সামগ্রী করিল সকল হইল
গুড়িয়া(১) বসাল্য ঘরে।
নানা উপহার ঘৃতপক্ক আর
গুড়িয়া বনান করে ॥
জিলেপি মালপা কচোরী আলকা
পুরি খিরি চিনী কলা।
সীতা মিশ্র আদি পিরীতি ঔষধি
তাহার গাঁথিব মালা ॥
সামগ্রী পিরীতি উপহার তপি
সীতামিশ্রী নামে দেওআ।
ধোবিনী আবেসে কহে চণ্ডীদাসে
পিরীতি চরণ ধেআ ॥

(১২)

ধোবিনী নিকটে স্নান করি ঘাটে
দেখিল নকুল রায়।
নকুল দেখিঞা আকুল হইল
ধোবিনী উলটি চায় ॥
ধোবিনী জপিছে পিরীতি পিরীতি
পিরীতি জপিল জলে।
জলেতে পিরীতি স্থলেতে পিরীতি
ধেয়ানে পিরীতি মিলে ॥
পিরীতি দেখিল ঠাকুর নকুল
মনের ভিতরে রাখে ॥
তা দেখি ধোবিনী কহে কিছু বাণী
এ কথা কহিব কাখে ॥
শুনি নাহি ভাষ পিরীতি নৈরাশ
কুটুম্ব ভোজনে মন।
ঠাকুর নকুল হয়েছে সকল
তুমি এক মহাজন ॥
তোমার চরিত্রে জগত পবিত্র
তোমার সাধু যে বাদ।
তুমি যে সকল জাত্যে পাত্যে তোল
নীচ প্রেমে উনমাদ ॥

বর্ণাশ্রম ছার পিরীতিকে দঢ়
যাহার পিরীতি হয়।
এ সব ভাবিঞা যে জন করিল
সে কেন ভারতে রয় ॥
এ কথা বলিয়া ধোবিনী চাহিয়া
গমন করিল ঘরে।
নয়নের জলে কাঁদিয়া বিকলা
মনে বোধ দিতে নারে ॥
গৃহেতে যাইঞা পালঙ্ক পাড়িয়া
শয়ন করিল তায়।
কান্দিয়া মুছিছে নিশ্বাস রাখিছে
পৃথিবী ভিজিয়া যায় ॥
[illegible]ল আসিয়া দ্বিজেরে দেখিয়া
ভাবিল আপন মনে।
ধোবিনী আবাসে পিরীতির পাশে
চণ্ডীদাস কান্দে কেনে ॥

(১৩)

ধোবিনী উঠিয়া কুলীকে আনিয়া
বকুলতলাতে বসি।
পৃথিবী উপরে লেখে দ্বিজবরে
পিরীতি বলিয়া ফাঁসি ॥
বিরলে একলা বকুলের তলা
দাঁড়ায়া নিশ্বাস ফেলে।
তা দেখি নকুল হইল আকুল
ভিজিছে নয়ানজলে ॥
জিজ্ঞাসে নকুল হইঞা আকুল
বসিয়া ধোপিনী পাশে।
বিকল হইয়া ধোবিনী কান্দিয়া
কেবল নিশ্বাসে ভাসে ॥
নকুল পাএেতে ধরি দুটি হাতে
ধোবিনী কান্দিয়া বলে।
তুমি মহাজন শুন হে ব্রাহ্মণ
পিরীতির কিবা মূলে ॥
আমি অতি হীন পিরীতি অধীন
পিরীতি আমার গুরু।
এ তিন আখর হৃদয়ে যাহার
সে জনা কল্পতরু ॥
পিরীতি ভজিল পিরীতি সাধিল
পিরীতি একান্ত মনে।
চণ্ডীদাস সাথে ধোবিনী সহিত
মিশ্রিত একুই প্রাণে ॥

১। ভিয়ানকারী।

(১৪)

বিনোদ রায়(১) বন্ধু বিনোদ রায়।
ভাল হল্য ঘুচাইলে পিরীতের দায়॥
ভালই করিলে বন্ধু ভালই করিলে।
করিঞা নবীন প্রেম পিরীতে ডোর দিলে॥
ভাল হল্য ঘুচাইলে পিরীতের দায়।
ঘুটিয়া লইলা কালি সে কি ধুল্যে যায়॥
একটু নগরে ঘর পরিচয় আছে।
দেখা শুনা বড় ভাল কেবা কারে দিছে॥
তুমি সে পুরুষ-জাতি চঞ্চল মতি।
পাষাণে নিশান রৈল তোমার পিরীতি॥
তোমার পিরীতি লাগি তনু ক্ষোভে আইলাঙ।
আপনার তনু দিঞা তোমা না পাইলাঙ॥
সঘনে নিশ্বাস রাখি ধোবিনী ফুকরে।
চণ্ডীদাস দ্বিজ তবে নিজ দেহ ফিরে॥

(১৫)

পত্র দিয়া গেল ব্রাহ্মণ বলিল
অন্ন আন চণ্ডীদাস।

। অনৈক গ্রামবাসী

তোমার অন্নেতে বিদিত জগতে
পূরিল সভার আশ॥
দিয়া করতালি হরি হরি বলি
অন্ন দিল সর্ব্বপাতে।
ধোবিনী দেখিছে দাণ্ডাইয়া নাচে
তালে দিঞা দুটি হাথে॥
ব্যঞ্জন কটোরা শাক সূপ ভরা
ঝাল নাকরাদি আনে।
আনিল ঘণ্টের ব্যঞ্জন সকা
সুখে খায় দ্বিজগণে॥
হাতে বেতে পাতে ভোজন করিতে
রন্ধন বাখানে দ্বিজে।
ধোবিনী দাঁড়ায়া দ্বিজপানে চাঞা
পিরীতি পিরীতি ভজে॥
দ্বিজগণে ডাকে ব্যঞ্জন আনিতে
ধোবিনী তখন যায়।

* * * * *

(ইহার অপর অংশ পাওয়া যায় নাই)

বিবিধ

(বেলওয়ার)

মা বাপ জনম না ছিল যখন
আমার জনম হ'ল।
দাদার জনম না ছিল যখন
পাকিল মাথার চুল॥
ভগ্নীর জনম না ছিল যখন
ভাগিনা হইলা বুড়া।
অনিত্য কুলের এ কি বিপরীতে
ন পিতা ন পিতা খুড়া॥
শ্বশুর শাশুড়ী না ছিল যখন
তখন হয়েছে বউ।
ঘরের ভিতর বসিয়া রয়েছে
ইহা না বুঝয়ে কেউ॥
মাটির জনম না ছিল যখন
তখন করেছি চাষ।
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস॥
(এখন) একুল ওকুল দুকুল ডুবিল
পাথারে পড়িল দেহ।
কহে চণ্ডীদাস কে আমি কে তুমি
ইহা না বুঝয়ে কেহ॥

(কানাড়া)

মেঘের বিদ্যুৎ চাঁদের উদিত
বাম করে যেবা ধরে।
তোমার আমার রসের চাতুরী
আভাষে বুঝিতে পারে॥
মানুষ মুরতি হিন্দোল আকৃতি
অরুণ-বরণ আঁখি।
দাড়িম্ব-কুসুম বরণ সুষম
যেন সৌদামিনী পাখী॥
জবাতর পাখী জবাপুষ্পে থাকি
ভিন্নভেদ নাহি হয়।
একটি করয়ে গমনাগমন
সন্ধান নাহিক পায়॥

রক্ত পদ্মপর রক্তবর্ণ যর
রক্তবর্ণের পঞ্চসখী।
এ সব লইয়া করে নিত্যলীলা
আছয়ে যমুনা শাখী॥
হিন্দোল রাগের মানুষ ভজন
হিন্দোল রসের সেবা।
কিবা নর-নারী গন্ধর্ব্ব-কিন্নরী
কিবা দেবী আর দেবা॥
কিবা মৃগপাখী কিবা বৃক্ষ শাঁকে
কিবা কীট জলচর।
হিন্দোল রাগেতে আরোপিত হলে
হিন্দোল বরণ তার॥
হিন্দোল রাগেতে কহে চণ্ডীদাসে
হিন্দোল পাখীর ঠাঁই।
হিন্দোল রাগেতে যে জনা ভজিবে
সে জনা মানুষ পাই॥

(শ্রীনট)

একা কাঁখে কুম্ভ করি যমুনাতে জল ভরি
জলের ভিতরে শ্যাম রায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে
পুন কানু জলেতে লুকায়॥
যমুনাতে দিতে ঢেউ আর না দেখিল কেউ
ঢেউ স্থির মাঝে পুন কানু।
কতেক প্রবন্ধ করি ধরিবারে চাই হরি
ধীরে ধীরে হাত বাড়াইনু॥

* * * *

হাত বাড়াইয়া নাই পাই ডুবিয়ে ধরিতে চাই
কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে আইনু।
চণ্ডীদাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনি
মিছে কেন ডুবেছিলে জলে॥
বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের ডালে॥

(ধানশী)

প্রেমের পিরীতি অতি বিপরীতি
দেহ-রতি নাহি রয়।
প্রকৃতি প্রভাবে স্বভাব রাখিবে
এ কথা কহিতে ভয়॥
অনলেতে ঘৃত যদি হয় স্থিত
তাহার তুলনা সেই।
ক্রোড়ে কোন জন আছয়ে এমন
যাজন করেছে যেই॥
পুরুষের রতি শূন্য দিয়া তথি
প্রকৃতি রসের অঙ্গ।
প্রকৃতি হইয়া পুরুষ আচরে
করিবে সে নারীর সঙ্গ॥
উলটায়া রতি অতি বিপরীতি
প্রেম রতি অতি নয়।
চণ্ডীদাসে কয় দেহ-রতি নয়
বিন্দুপাত নাহি হয়॥

(সুহই)

তিনটি আখরে না জানি কি আছে
তিনেরে করিল বশ।
তিন ভয়ে তনু সঘনে কম্পিত
তিনে করে অপযশ॥
সখি হে, তিনের মূল কি বটে।
যেন তিন লাগিয়া দুই বেয়াকুল
তিন গায় ঘাটে মাঠে॥
তিন সোঙরিয়া তিন হি লাগিয়া
তিনে স্থির নাহি বাঁধে।
তিন সে কেমন বুঝহ সুজন
তিনেতে জগৎ সাধে॥
যাবে দুই মিলে আর দুই গেলে
দুয়ে দুয়ে হ'ল চারি।
তিনে চার মিশাইল সাত অক্ষর হইল
তিনের বলিহারি॥
ক্ষণমাত্র নাই চেরে দুই গেলে
তাহা দেখি লোক হাসে।
সেই দুই কখন তিন সদাক্ষণ
তাহে চণ্ডীদাস ভাসে॥

(শ্রী)

কামের স্বরূপ নাহিক ইহাতে
রাসের স্বরূপ রয়।
একান্ত করিঞা প্রকৃতি হইঞা
মানুষ জন্মাবেশ হয়॥
নিষ্কামী হইঞা রাধা রতি লঞা
একান্ত করিঞা রবে।
তবে সে জানিবে দেহ রতিশূন্য
প্রকৃতি জানিতে পাবে॥
সখী গোত্র ধরি করি অঙ্গীকার
অন্য গোত্র নাহি রবে।
প্রকৃতি সেবিঞা পুনঃ সঙ্গ হ'লে
এ ঘোর নরকে যাবে॥
রাগের সাধনা প্রেম-রতিগুণ
দেহ-রতি নাহি রবে।
পুনঃ ইহা হঞে অন্য অন্য মনে
তবে সে নাহিক পাবে॥
চৈত্র রূপার নিগূঢ় করণ
এই সে কহিলাম সার।
চণ্ডীদাসে কয় কামানুগা নয়
যেন সে করাত ধার॥

(কাফি)

মানুষ মানুষ সবাই ব'লয়ে
মানুষ কেমন জন।
মানুষ রতন মানুষ জীবন
মানুষ পরাণ ধন॥
ভুবনে ভুলয়ে এ সব লোক
মরম নাহিক জানে।
মানুষের প্রেমা নাহি জীব কে
মানুষে সে প্রেমা জানে॥
যে জন মানুষ সে জানে মানুষ
মানুষে মানুষ চিনে।
এ লোক মানুষ এ দুয়ের বল
মানুষে মানুষ জানে॥
মানুষ যারা জীয়ন্তে মরা
সেই ত মানুষ সার।
মানুষ লক্ষণ মহাভাগ্যবান্
মানুষ সবার পর॥

মানুষ নাম বিরল ধাম
বিরল তাহার রীতি।
চণ্ডীদাস কহে সকলি বিরল
কে জানে তাহার রীতি॥

(সিন্ধুড়া)

বসিয়া অবন্তিপুরে পড়ুয়া পড়ন পড়ে।
হেন কালে এক রসের নাগরী
দরশন দিল মোরে।
সে যে চাহিল আমার পানে,
তায় হানিল মদন-বাণে।
সেই হৈতে মন করে উচাটন,
ধৈরয না মানে প্রাণে॥
সে যে রসের পুতলী বালা,
তার মদন-মোহন লীলা।
চেতন সহিতে চড়ি মনোরথে
করয়ে বিবিধ খেলা॥
পাপভয় করি মনে,
তারে ছাড়িতে চাহি যেমনে।
বাঢ়িল মদন করিল রমণ
যাপল রমণী সঙ্গে॥
সে জগৎজননী উমা,
রাখিতে নারিল আমা।
দেখিয়া সে রূপ নবীন পিরীতি
জাতিকুলে দিল সীমা॥
যত মনে করি বারা,
তভু রজক রমণী সারা।
চণ্ডীদাস বলে নবীন পিরীতে
জীয়ন্তে হইলাম মরা॥

(সুহই-মঙ্গল)

কে বা সে প্রকৃতি পুরুষ কে বা।
কে বা সে মানুষ কার করে সেবা॥
প্রকৃতি বলিয়া বলয়ে জগতে।
প্রকৃতি কি বস্তু না জানে তত্ত্বে॥
রসের মাধুরী সবা হইতে ভারি
বুঝিতে শকতি কার।
এ সব বিরল অদভুত সকল
ইহাতে মানুষ অধিকার॥
চণ্ডীদাস কহে পাইতে বিরল
এই ত মানুষ রস।
যাহার আলাপে দুখ ভয় ভাঙ্গে
সবা হইতে প্রেম-রস॥

(বেলোয়ার)

তার পর দিনে দেবী আরাধনে বসিলাম যতন করি।
অই শুভ দিনে দেবী-বার স্বর্ণ আঙ্গিনায় পেখলু গোরী॥
হায় মন চলি গেল কেন।
দেখিঞা সেরূপ নবীন পিরীতি স্মরণ লইলা যেন॥
শুন শুন দেবি তোমা সে আমি বিচল হইল মোর।
পুণ্য ' ' গেল মোক্ষাদি সকল চরণ না পেলাম তোর॥
দেবী কহে পুনঃ শুনহ বচন বিরোধ না বাস তুমি।
বহু ভাগ্যের উদয়ে শুভার যোগবলে জানি আমি॥
জনম সফল জরামৃত্যু গেল, ঘুচিল যতেক দায়।
হরি হর ব্রহ্মা স্রষ্টা দিক কথা ধেয়ানে নাহিক পায়॥
পিরীতি রতনে করিবে যতন, আমার বচন মানি।
ভজ শুদ্ধ রতি স্বরূপেতে স্থিতি প্রেম অনুসারে গণি॥
ইহাকে নাহি সারাৎসার জপিবে জগৎমাঝে।
আমি হেন কত দেবী দেবা গেলে
কি করে তোমার কাছে॥
চণ্ডীদাস কয় এই সত্য হয় স্বভাব স্বরূপ দেহা।
বাশুলী-বচনে সত্য জানি মনে ধোবিনী সঙ্গতি লেহা॥

(তিরোতা-ধানশী)

যেবা জন জানে কহিতে না পারে
গুমরে গুমরে সেহ।
সে আপনার গুণে তরিল আপনে
তাহারে তরাবে কেহ॥
শুনহ রসিক ভকত জন।
জগতে জানি রাখিবে মন॥
রসিক নাগরী পাইয়া যথা।
কামের কৌতুক বাড়াবা তথা॥
রসিক যুবতী হইবে যে।
রসিক পাইলে না ছাড়ে সে॥
প্রকৃতি হইয়া রস না জানে।
জনমিয়া সে মৈল না কেনে॥
যে না জানে রসের রীত।
সদাই আনন্দ তাহার চিত॥
কি নারী পুরুষ দোঁহেতে একা।
কহে চণ্ডীদাসে পিরীতি লেখা॥

(শ্রী)

দূরতি দূর সে প্রেমরতি পুন এক আছে রসভঙ্গ।
এমতি জানিঞা রসিক দেখিঞা করিবে সে নারীসঙ্গ॥
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী সেই সে তাহার
সোণায় সোহাগা যেন।
রসের পরাণে প্রেমের পিরীতি মিশাইয়া আছে তেন॥
না দেখিলে মরি দেখিলে কি করি
হিয়াএ হিয়াএ থোব।
আপনা বেচিঞা তাহারে কিনিব
লোকাপেক্ষা নাহি নিব॥
লোক কুবচন গুরুর গঞ্জন মেল মানিলাম বিষে।
চণ্ডীদাস বলে গোপত না হলে পরকিয়া হবে কিসে॥

(সুহ-বেলাবলি)

পূরব সে অবতারে পূর্ণ পূর্ণ অবতারে
সূর্য্যবংশ রাম অবতার।
নব-দূর্ব্বাদলতনু করে ধরি শর ধনু
দশরথসুত অনিবার॥
পালিতে বাপের সত্য এ চৌদ্দ বৎসর গত
শিরে জটা পরিয়া বাকল।
করিয়া সীতারে সঙ্গ বন ভ্রমি নানা রঙ্গ
সীতাপতি শ্রীরাম সুন্দর॥
সেই সীতা দশাননে হরিয়া লইয়া বনে
লঙ্কাতে লইয়া গেল তারে।
কেবল ঈশ্বর অংশ রাবণ করিয়া ধ্বংস
করি পঁহু সীতার উদ্ধারে॥
সীতার উদ্ধার করি অযোধ্যাতে অবতরি
ছত্র দণ্ড দিয়া কৈলা রাজা।
কোন লোক অপরাধে পাইয়া সে রঘুনাথে
সীতা বনবাসে দিল ভেজা(১)॥
তেজি রঘুনাথসঙ্গ সুপথে হইল ভঙ্গ
পূরব-কাহিনী কহে রাধা।
রাধার যুকতি এই নিশ্চয় করিব সেই
চণ্ডীদাস কহে কিছু বোধা॥

(বেলাবলী)

নিপট নাগর বনমালি।
বাথানে কি ভেটে চন্দ্রাবলী॥
হেমঘট দেখিয়া পাথারে।
সে রাধার মন সাতপাঁচ করে॥
মাকড়ের হাতে নারিকেল।
খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল॥
সাপের মাথায় মণি জ্বলে।
বড়ু কহে বাশুলীর বলে॥

(সুহই)

অনুরাগে রাধা বেথিত অন্তরে
পাইয়া বিষম জ্বালা।
ক্ষেণে কত শত উঠে অনুরথ
দেখিয়া কদম্বতলা॥
সেই সে যমুনা জল-কেলিপথ
ঘাটের মাঝারে গিয়া।
পূরব পিরীতি যেথানে করিল
দেখি পড়ে মূরছিয়া॥
যেখানে বসন হরণ করিল
রসিক নাগর কান।
তা দেখি কিশোরী সকল বিসরি
উঠিল দারুণ মান॥
যেখানে সঙ্কেত দেখিল বেকত
ধরিয়া মাধবী-ডাল।
বিষম বিরহ তাহে উপজিল
নয়নে বহয়ে ধার॥
যেখানে সঙ্গত করল নাগর
গিয়া সে কিশোরী রাই।
তা দেখি লুটত মহীর উপরে
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥

(শ্রী)

গৃহমাঝে রাধা কাননেতে রাধা
সকলে রাধারে দেখি।
শয়নে ভোজনে গমনে রাধিকা
রাধিকা সদাই মতি॥
প্রেমেতে রাধিকা স্নেহেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধাকান্ত নাম
পেয়েছি অনেক আশে॥
জ্ঞানেতে রাধিকা ধ্যানেতে রাধিকা
রূপেতে রাধিকাময়।
সর্ব্বাঙ্গে রাধিকা স্বপ্নেহ রাধিকা
সর্ব্বত্র রাধিকাময়॥

১। ভেজা—পাঠাইয়া।

শ্যামের বচন আরতি ভকতি
শুনি রসময়ই রাধা।
চণ্ডীদাস বলে এমন পিরীতি
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা॥

(করুণা-বরাড়ি)

তোমার মহিমা বেদে দিতে সীমা
কেহ সে নারিয়াছে।
ভব বিরিঞ্চির তার অগোচর
কেহ সে জাগিয়াছে॥
কত শত শত ভাব অনুরত
যে জন মজিয়া থাকে।
সোটিক গুটিক কোন এক খানে
রসিক পাইয়া থাকে॥
রসে রস পুরি প্রেমের গাগরি
সায়রে খুঁজিলে পাবে।
তিনে তিন মিলি হইবে বেকত
নয় গুণ যারে লবে॥
এ তিন তটস্থ এ তিন বেকত
যত গুণ যাতে বসি।
তর তম করি বিচার করিলে
সেই এর অভিলাষী॥
চণ্ডীদাস কহে গুণে গুণ মিশি
এ তিন বস্তু সাধে।
আছে এক রতি তাহে নাহি গতি
এ কথা বুঝিতে সাদে॥

(কানাড়া)

রাই তোমার মহিমা বড়ি।
গোলোক তেজিয়া রহিতে নারিনু
আইল তথায় ছাড়ি॥
রসতত্ত্বখানি আন অবতারে
বুঝিতে নারিয়াছি।
তাহার কারণে নন্দের ভবনে
জনম লভিয়াছি॥
বর্ণ বর্ণ ভেদ রস চারু বেদ
ভেদ আছে নয় রস।
চারু সে পল্লব ছয় ছয় গুণ
ইহা কি আনের বশ॥

নবর্ত্তক রতি আঠার প্রকার
পাঁচ গুণ তার হয়।
তর তম করি রসিক বুঝিলে
সিদ্ধি সাধনে কয়॥
বৃজ বৃজপুর ব্রজের মহিমা
তুমি সে ইহার রতি।
আট আট গুণ তটস্থ করিলে
বুঝিতে পারয়ে রীতি॥
চণ্ডীদাস কহে এই সে মাধুরী
ব্রজেশ্বরী প্রিয় রাধা।
অসীম চাতুরী দোঁহার পিরীতি
প্রেম-সুধারসে বাঁধা॥

(শ্রী)

রাই বিনে মনে সকলি আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
তোরে রসময়ি যবে নাহি দেখি
মরমে মরিয়া থাকি॥
তোমার পিরীতি সুখের আরতি
তো বিনে নাহিক আন।
তুয়া সাথে রাধে পীতের বসন
পরিয়ে করিবে গান॥
তোমার মহিমা ও সুখ-গরিমা
রাধার আখর দুটি।
হামারি মন্ত্রে করে কর ধরি
নিরবধি জপি কোটি॥
রাধা বিনে যত সে সব নৈরাশ
আশবাস তুয়া পাশ।
তুমি মন্ত্র তন্ত্র তুমি সুধাকর
তুমি উপাসনা বাস॥
চণ্ডীদাস বলে বড় অদভুত
দোঁহার মহিমা রীত।
কেবা ইহা তত্ত্ব বুঝিব বেকত
যার আছে রসে চিত॥

(কাফি)

তোমার বরণ অতি অনুপাম
যে দিন না দেখি তোয়।
তুমি সে চম্পক অতি মনোহর
নিরখিতে আঁখি রোঁয়॥

তোমার বেণীর চাঁচর চিকুর
যদি না পড়য়ে মনে।
কাল জাদখানি(১) এলাইয়ে দেখি
আপন মনের সনে॥
যবে পড়ে মনে শ্রীমুখমণ্ডল
নিরখি গগন-শশী।
তার পানে চেয়ে তারে নিরখিয়ে
তবে নিবারণ বাসি॥
তোমার নয়ন চঞ্চল গমন
সেই সদা পড়ে মনে।
তবে পুরে মন দেখি নিবারণ
খঞ্জন পাখীর সনে॥
চণ্ডীদাস কহে হেন মনে লয়ে
শুন রসময় কানু॥
দুই এক দেহ অতি বড় লেহ
তবে সে বাসিয়ে মনে॥

(কানাড়া)

রাধা বিনে আর মনে নাহি ভায়
দেখি যে রাধার রূপ।
আনন্দ-লহরী উঠে কত বেরি
অমিয়া রসের কূপ॥
তবে সে জুড়ায়ে দেখিয়া বরণ
মদন মোহিত মানি।
তবে সে জুড়ায়ে চপল পরাণ
সফল করিয়া জানি॥
তোমা হেন ধন থোব কোন্‌খানে
শুনহ সুন্দরী রাই।
নিশি দিশি তোমা ধিয়াই অন্তরে
আর কিছু মনে নাই॥
স্বপনে নিশিতে ঘুমাই যখন
তোমারে দেখিয়া থাকি।
নিদে অচেতন দেখিতে দেখিতে
তখনি মিলয়ে আঁখি॥
চাহিতে তখন স্বপন আপন
কখন ইহাই নয়।
তখনি উঠিয়া বিরলে যাইয়া
অধিক ঘোষণা হয়॥
চণ্ডীদাস কহে ঐরূপ পিরীতি
জগতে পূরিত ভেল।
দোঁহার পিরীতি আরতি শুনিতে
সবে আনন্দিত ভেল॥

১—ওড়না।

পরিশিষ্ট

গোষ্ঠবিহার

(গুঞ্জরী)

বদন হেরিয়া　　　গদগদ হৈয়া
　　কহে বিনোদিনী রাই।
শুন লো স্বজনি　　　হেন মনে গণি
　　আন ছলে পথে যাই ॥
হেরি শ্যামরূপ　　　নয়ন ভরিয়া
　　আঁখির নিমিষ নয়।
এক আছে দোষ　　　গুরুজন রোষ
　　তাহাই বাসিয়ে ভয় ॥
আঁখির পুতলী　　　তারার মণি
　　যেমন খসিয়া পড়ে।
শিরীষ কুসুম　　　জিনিয়া কোমল
　　পাছে বা গলিয়ে পড়ে ॥
ননীর অধিক　　　শরীর কোমল
　　বিষম ভানুর তাপে ॥
জানি বা ও অঙ্গ　　　গলি পানি হয়
　　ভয়ে সদা তনু কাঁপে ॥
কেমন যশোদা　　　নন্দ ঘোষ পিতা
　　হেনক(১) সম্পদ ছাড়ি।
কেমনে হৃদয়　　　ধরিয়া আছয়
　　এই ত বিষম বড়ি ॥
ছারেখারে যাক　　　এ সব সম্পদ
　　অনলে পুড়িয়া যাক।
এ হেন ছাওয়ালে　　　ধেনু নিয়োজিয়া
　　পায় কত সুখ পাক ॥
চণ্ডীদাস বলে　　　শুন ধনি রাধা
　　সকল গুপত মানি।
কোন্ কোন্ ছলা　　　যাহার কারণে
　　আমি সে সকল জানি ॥

(বেহাগ)

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যামরায় ॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিলো ॥
তাহার ইন্দ্রনীল কান্ত তনু।
এ ত নহে নন্দসুত কানু ॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি ॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এনা(১) বেশ কোন্ দেশে ছিল ॥
কে বানাইল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকণবরণী ॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারাঠারি ॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি ॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত ॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে ?*

স্বপ্নরসোদ্গার

(বরাড়ি)

চলহ সই জল ভরিতে যাই।
যে ঘাটে চন্দন চুয়া ভাসে।
কলসী ভাঙ্গিয়া　　　ঝিকটি খেলিব
　　যাবৎ কৃষ্ণ না আইসে ॥
এসহ সকল সখি　　　বৈসহ আমার কাছে
　　স্বপন কহি যে তোমার আগে।
নিশি দ্বিপ্রহরে　　　স্বপন দেখিনু
　　বঁধুয়া শিয়রে জাগে ॥
শিয়রে বসিয়া　　　ঈষৎ হাসিয়া
　　গায়েতে বুলায় হাত।
সুতার সঞ্চার　　　দ্বার নাইক নড়ে
　　কোন্ পথে গেলা প্রাণনাথ ॥

১। হেনক এমন।

১। এমন।

* এই পদটি চণ্ডীদাসের ভূমিকায় পাওয়া গেলেও ইহাকে আমরা মহাপ্রভুর পরবর্তী যুগের পদ বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরিয়া লইতে পারি। কারণ, এই পদে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবেরই রূপ বর্ণনা সমধিক স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই।

ডাহুকী ডাকয়ে কোকিল কুহরে
চকোর ছাড়য়ে নিশ্বাস।
বাশুলী-চরণ শিরেতে বন্দিয়া
কহে বড়ু চণ্ডীদাস

অনুরাগ—সখী-সম্বোধনে

কি-রূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে।
লখিতে নারিনু রূপ নয়নের জলে॥
কি বুদ্ধি করিব সই কি বুদ্ধি করিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কালা পড়ে মনে।
দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে॥
গৃহ-কাজে নাহি মন কর নাহি সরে।
শ্যামনাম শুনিতে পুলকে অঙ্গ ভরে॥
তাহে সে মোহন বাঁশী রাধা রাধা বাজে।
পরাণ কেমন করে মনু লোকলাজে॥

(গড়া)

কেন বা কানুকে আমি উপেখি আইনু।
আপনা আপনি কেন গরল খাইনু॥
হায় হায় কি মাটী খাইয়া মুই এমতি করিনু।
হাতের রতন পায়ে ফেলাইনু॥
সুধা পিবইতে গেনু ডুবিলাম বিষে।
হিয়া গদগদি হইল জুড়াইব কিসে॥
চন্দন-তরুর কাছে গেলাম ভালে।
অমৃতের বিষফল হইল দেবলে॥
কি জানি ললাটে মোর এমতি আছিল।
চণ্ডীদাস কয় সই উদয় হইল॥

অনুরাগ—প্রকারান্তর

যাবট নিকট গিয়া যায় বেণু বাজাইয়া
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
দেখি বলি আইনু আমি ফিরিয়া না চাহিলে তুমি
আঁখি রহিল চাঁদমুখ চেয়ে॥
শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে নাচিতে রঙ্গে
দাঁড়াইলে হলধরের বামে।
কাঁদিতে কাঁদিতে হাম হয়ে বাউরী নিয়ম
প্রবেশিলাম ললিতার ধামে॥
তোঁহা রূপ গুণ স্মরি ধৈরজ ধরিতে নারি
মুরছিত মুরলীর গানে।
হৃদয়ে বাড়য়ে রতি যে না মিলে পতি সতী
কুলের ধরম নাহি জানে॥

* * * *

অপ্রকাশিত পদাবলী

শ্রীযুত যোগানন্দ ব্রহ্মচারী (বাজীটোলা, মালদহ) মালদহের সন্নিহিত সাহাপুর গ্রামে ১২৫০ সনে শ্রীহরিপ্রসাদ দাসের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত অপ্রকাশিত পদগুলি উদ্ধার করিয়া "মাসিক বসুমতী" পত্রিকায় প্রকাশ করেন:

(১)

কৈশর বয়স তার যুগে যুগে হয়।
আনন্দেতে লীলা-খেলা কুঞ্জেতে করয়॥
আসি চৌরাসি ক্রোশ এই দেহ মধ্যে।
নিধুবন ইহার দেখ পরতেকে॥
কাম্যবন কোটাতটে এই মনহর।
বেন বোন শোভা করে উরুর উপর॥
এমন দেহের গম্য বুঝিতে না পারে।
তে কারণে জন্মে জন্মে নরকেতে পড়ে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে এই দেহ সার।
এই দেহ বিনে মন না ভাবিহ আর॥

(২)

পিরীতি বলিয়া তিনটী আখর
বুঝিতে বিসম বড়।
না জানে মুরুখ পিরীতির সুখ
করিতে না পারে দড়॥
সই সেই সে মুরুখ কে।
না জানে মরম বাখানে ধরম
বিজ্ঞ মুরুখ সে॥
প এতে পরাণ র এতে জীবন
ত এ পতিব্রতা সতি।
বেদবিধি ধর্ম্ম কুল শীল মর্ম্ম
এ কান্ত রতি॥
হেরিয়া গরল চাতক যেমন
পিউ-পিউ সদা ডাকে।
সপ্তসমুদ্র নদী সরোবর
তার বিন্দু নাহি দেখে॥

যে জানে পিরীতি তার এই গতি
সেই সে পিরীতি জানে।
পিরীতি সঁপিল তাহারে সকল
তা বিনে আনে না মানে॥
পরম পিরীতি তাহে বস্তু-প্রাপ্তি
বিজ্ঞ অবিজ্ঞের রোধ।
নিজ প্রাণ-ধন আর যে মরম
নিছনে আপনা শোধ॥
আপনা আপনি সখি তারে জানে
আপনা চিনেছে যে।
লোক চরাচর ধরম করম
সকলি ছেড়াছে যে॥
শত শত জন পিরীতি বাখানে
কেহ সে বুঝিতে নারে।
চণ্ডীদাসে বলে বুঝহ সকলে
কে কারে পিরীতি করে॥

(৩)

শুন লো সুন্দরী প্রেমে বল হরি
বিচার করিয়া লবে।
ধনের উদ্দিশে যাবে নানা দেশে
সুমেরু-শিখরে পাবে॥
সুমেরু-শিখরে জনম তার ধরে
তাহাতে রসের নদী।
হেমের গলিতা প্রেমের প্রণীতা
জীব-অগোচর খুদি॥
হেন প্রেমধন দেবে আরাধন
জীবে কেহো নাহি পাই।
ডুবারু হইলে চিন্তামণি মেলে
শুন হে রসিক ভাই॥
ডুবারু হইবে রসেতে ডুবিবে
ডুবিবে বস্তুর যাসে।
বস্তু মহাস্থল সংসারের মূল
ক‥ দীন চণ্ডীদাসে॥

(৪)

রতি রতি বলি বাক্য বলে সর্ব্বজন।
প্রেম-রতি হৃদয় করি কর আস্বাদন॥
নিত্য আস্বাদিবে তারে কণ্ডণ করিয়া।
কাম রতি রাখ সবে দূরে তেয়াগিয়া॥
কামরসে নাই ব্রজলীলা আস্বাদন।
তবে সে করয়ে রতি দেহের কারণ॥
দেহ-সুখ লাগি জীব নানা কর্ম্ম জানি।
আপনি না এক ব্যাধি বস্তু করি মানি॥
চণ্ডীদাস বলে প্রভু মোর নিবেদন।
স্বপনে কামিনী সনে না হয় গমন॥

(৫)

সহজ পিরীতি সভাই কয়।
কেমন সহজ পিরীতি হয়॥
যদি কেহ কেহ উচ্ছন কয়।
নারীতে পুরুষে পিরীতি নয়॥
নারীতে পুরুষে রজসে মন।
পুরুষে পুরুষে কেমন হয়॥
পুরুষে-পিরীতি দূরেতে থাকে।
নারীতে নারীতে পিরীতি রাখে॥
নারীতে নারীতে যদ্যপি হয়।
ছিদ্র দোষ কিছুই নয়॥
চেষ্টা সুখ মর্ম্ম থাকিতে নয়।
এ তিন ছাড়িলে তবে সে হয়॥
সত রজ তম না থাকে ওাতে।
চণ্ডীদাসের মন হরিল তাতে॥

(৬)

বঁধু পিরীতি কেমনে হয়।
কথাটি শুনিয়া মরমে পশিল
কহিতে বাসি যে ভয়॥
প্রেম দুঃখ সুখ কিসে উপজিল
কোথা বা তাহার ধাম।
পিরীতি কেমন কেবা সে আনিল
কহ না আমারে শ্যাম॥
হাসিয়ে নাগর কহেন উত্তর
শুন বৃকভানু-ঝি।
সহজ পিরীতি কোথা তার স্থিতি
বুঝিতে নারিয়েছি॥
পৃথিবী ভিতর এক সরোবর
তাহার ভিতর ফুল।
ফুলের ভিতর ফলের জনম
তাহার ভিতরে মূল॥
মূলের ভিতরে ধনের বসতি
সদাই তথাই রয়।
সেই ধন আসি জগতেরে পশি
সব রস তার হয়॥
আহা এমন স্বভাব তার।
মনকে হরিয়া যায় সে চলিয়া
পৃথিবী হইয়া পার॥

মনের লোভ ধনের খোভ
সদাই উঠিছে মনে।
চণ্ডীদাসে কহে শুনহে মরমে
মিছাই ভাবিছ মনে॥

(৭)

সে কখন আসে কখন যায় তার পদচিহ্ন নাই।
নাসা থাকে আশা কইরা তার গন্ধ নাই পাই॥
হাবার কথা কালা বুঝে কোন্ অনুসারে।
রাধা বিনে যত গোপী কে দেখেছে তারে॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্রখানি দেখে সর্ব্বজন।
প্রতিপদের চন্দ্র শশী দেখে কোন্ জন॥
লাল চন্দ্র নীল চন্দ্র শ্বেত চন্দ্র ধটী।
হিঙ্গুল বরণ চন্দ্র সসি গুটী-গুটী॥
নক্ষত্র উদয় তার নয় লক্ষ কোটী।
নিত্য বৃন্দাবনে দেখ চাঁদের পরিপাটী॥
চাঁদের বনে বস্তা থাকে চাঁদের প'রে মালা।
ভেবে চিন্তা বুঝা দেখ তার নাম কালা॥
কালা বোনে বস্তা থাকে তার নাম হাবা।
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে তার নাগাল কোথা পাবা॥

(৮)

বিধি সিরজিল এ তিন ভুবন
মানুষ-জনম পাছে।
জননী-উদরে সভার জনম
পিতার জনম কিসে॥
নাহি কর পদ লোচন বচন
দেখিতে না পাই দিঠে।
কোন দিগ দিয়া মরমে পশিল
হিয়ের বন্ধন কেটে॥
কারে কিছু কহিতে না পারি
গুরু-গরবিত ডরে।
না জানি কাহার লাগিয়ে পরাণ
কেমন কেমন করে॥
কহে পুষ্পবতি রতি পিরীতি আরতি
যেমন খুরের ধার।
বুঝিয়ে যে জন না করে পিরীতি
ধিক্ ধিক্ জনম তার॥

(৯)

কি কব বিধির বিধানে নাই।
না দিল ব্রহ্মাণ্ডে বসিতে ঠাঁই॥
এত বিড়ম্বনা বিধির কেন।
না দিল বিরল রজনী স্থান॥
বসতি রসিক সুজন সনে।
কতেক আনন্দ পাইত মনে॥
বিধি যদি এ রসের রসিক হইত।
এ সব করিত করিতে দিত॥
অতএব বিধির বিধানে নাইখ কথা।
না বুঝে ধরম মরম কথা॥
কহে চণ্ডীদাস অবধি সার।
বিধি অগোচর কারনি তার॥

(১০)

একটি কপীন হইবে যার।
রাগের ভজন হইবে তার॥
দ্বিতীয় হইলে নাহিক নিত।
না করে রাগের ভজন হিত॥
মৃণাল সহিত গলি এ যাবে।
তবে সে রাগের ভজন হবে॥
গোরা নারী দেখি রাধার ভাব।
তবে সে জানিবে সাধন লাভ॥
পরোক্ষে থাকিয়া ফিরিয়ে না চায়।
রাগের উদ্ভবে চলিয়ে যায়॥
কহে চণ্ডীদাস নিগূঢ় হয়।
রজক আশ্রমে ডুবিয়ে রয়॥

(১১)'

গোপ্ত চন্দ্রপুর সেই অনেক দূর
চোদ্দ ভুবনের কাছে।
কেহ নাহি জরা কেহ নাহি মরা
কি জাতি মানুষ আছে॥
কেমন মন্দির না হয় গোচর
শেহই শাল কোনে তার।
তাহার ভিতর কিশোর কিশোরী
না হয় গোচর কার॥
সে রশ কনে বসে রসের সজনে
নিজ সে আলয় হয়।
যাহার গুণে আপনা চিনে
সে জনা তথায় রয়॥

(১২)

তিনটা আখর পরশ-রতন
তাহার আখর দুই।
দুইটা আখর যতনে জানিলে
তবে ছাড়ে নিজ ধর্ম্ম॥

দোহার আশ্রয় দোহার ভজন
একের আশ্রয় শোভে।
ইহা না জানিলে যাইতে নারিবে
ডুবিয়ে মরিবে ভবে॥
চণ্ডীদাস কহে চরণে ধরিয়ে
শুনহে রসিক ভাই।
দোহারি আশ্রয় ভজন.........
তবে সে দোহাবে পাই॥ *

মালদহ জিলার অন্তর্গত কানসাট গ্রামের শ্রীমন্‌ নারায়ণ প্রেস হইতে কবিবর হারাধন বৈষ্ণব ঠাকুর এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত "আশ্রয়-'সিদ্ধান্ত'-চন্দ্রোদয়" গ্রন্থে নিম্ন কয়টি পদাবলী আছে—

(১)

সহজ পিরীতি জীবে না সম্ভবে
সহজ মানুষ বৈ।
সহজ পিরীতি রতি না টলিবে
তবে ত সহজ কৈ॥

---

* এই বারটি পদের মধ্যে দুইটি পদে পদকর্ত্তার ভণিতা নাই। যে বহু পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এই পদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে অন্যান্য প্রাচীন বৈষ্ণব কবির রচিত পদও সন্নিবিষ্ট আছে; এ অবস্থায় ভণিতাবিহীন পদ দুইটি যে চণ্ডীদাসেরই রচিত, ইহার প্রমাণ কি? অবশিষ্ট দশটি পদের দুইটিতে 'দ্বিজ' চণ্ডীদাসের ও একটিতে 'দীন' চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। যাঁহারা প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের রচিত পদাবলী সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন, তাঁহারা নানাবিধ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন—চণ্ডীদাস, 'বড়ু' চণ্ডীদাস, 'দীন' চণ্ডীদাস, 'দ্বিজ' চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদগুলি একাধিক পদকর্ত্তার রচনা। ভাষার লালিত্য, মাধুর্য্য এবং ভাব-সম্পদ ও সরস বর্ণনা-ভঙ্গিতে চণ্ডীদাসের পদাবলী বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়; কিন্তু নব-প্রকাশিত পদগুলিতে চণ্ডীদাসের রচনার অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হইতেছে, এ জন্য স্বভাবতঃই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়—এই সকল পদের রচয়িতা কোন্‌ চণ্ডীদাস? কেবল ভণিতা দেখিয়া যে-কোন পদ বাশুলী-সেবক নান্নুরের বিখ্যাত চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া ধারণা করা সঙ্গত নহে; তথাপি চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এই সকল পদ পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের পদ-সংগ্রহে প্রকাশিত না হওয়ায় আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম।

বানের সহিত সতত মজিবে
সহজ তাহাকে কয়।
কাম লোভে পড়ি যে করে পিরীতি
নরকে ডুবিয়া রয়॥
অনুরাগে পড়ি কাম লোভ ছাড়ি
পিরীতি করয় যে।
বাসুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
মানুষ পাইবে সে॥

(২)

পিরীতি পিরীতি সবজন কহে
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা॥
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল সে জন
বড় ভাগ্যবান সে॥
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয় তারে॥
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ॥

(৩)

(নিম্নলিখিত পদটির ন্যায় চণ্ডীদাসের পদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলেও, ইহাতে এত পাঠান্তর আছে যে, পদটি নূতনের ন্যায় শোনাইতেছে।)

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়সী করিব
তা বিনু সকলি পর॥
পিরীতি দ্বারের কপাট করিব
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আসকে সদাই থাকিব
পিরীতি গোঙাব কাল॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি সিথান মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস ত্যজিব
থাকিব পিরীতি সাথে॥

পিরীতি সরসে সিনান করিব
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি করম পিরীতি ধরম
পিরীতি পরাণ দিব॥
পিরীতি নাসার বেসর করিব
ঝলিবে নয়ন-কোণে।
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পরিব
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

(৪)

চন্দ্র পক্ষ নেত্র দেব।
দ্বিগুণ করিয়া করিবে ভেদ॥
চৌগুণে ধরিলে শুন্তন হয়।
শুন্তনে হয় চাঁদের উদয়॥
রাগের সহিতে সাধিবে যোগ।
উদয়ে যাইবে ভবাদি রোগ॥
জীবের জীবত্ব হইবে নাশ।
যোগসিদ্ধি হয় ধরিলে শ্বাস॥
এই ভক্তি যোগ যাহাতে আছে।
বিকারের পথে সেই ত বাচে॥
ষোল অঙ্ক যদি পবনে ধরে।
শুন্তনে চৌষট্টি অবধি করে॥
বাত্রিশ শ্বাস বাহির দ্বারে।
চমৎকার রূপ মোহনে হেরে॥
হেলা দোলা দুই তিনের তিন।
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি বিন॥
আমার সাধন এই ত সার।
চণ্ডীদাস কিছু না করে আর॥

(৫)

(নিম্নলিখিত পদটির ন্যায় পদ পূর্ব্বে বাহির হইলেও, ইহাতে এত পাঠান্তর আছে যে, পদটি নূতনের ন্যায় বোধ হইতেছে।)

পিরীতি পিরীতি পিরীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়লে পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গড়ল কে॥
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটিল
পরাণ পুতলী যথা॥
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল নিবাইলে নহে
হিয়ায় রহল শেল॥
চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা॥

সমাপ্ত